জর্জ ওয়াশিংটন

মানুষ এবং স্মৃতিস্তম্ভ

লেখক : মার্কাস কান্‌লিফ্‌

অনুবাদিকা : রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশ : ১৮ জুলাই ১৯৬০।

প্রকাশক :

অরুণকুমার পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :

সমীর কুমার বসু
হরিহর প্রেস
৯৩।২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

ঘটনাসুচী

জর্জ্জ ওয়াশিংটন ১৭৩২-১৭৯৯

১৭৩২	২২শে ফেব্রুয়ারী (পুরাতন পঞ্জিকামতে ১১ই ফেব্রুয়ারী)	:	ব্রীজেস্ ক্রীক (ওয়েকফিল্ড), ওয়েষ্ট-মোরল্যাণ্ড, ভার্জ্জিনিয়ায় জন্মগ্রহণ
১৭৪৩	১২ই এপ্রিল	:	পিতা অগাষ্টিন ওয়াশিংটনের মৃত্যু
১৭৪৯	২০শে জুলাই	:	ভার্জ্জিনিয়ার কালপেপার জেলার জরীপকারের কার্য্যলাভ
১৭৫১	সেপ্টেম্বর থেকে ১৭৫২র মার্চ্চ মাস	:	বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লরেন্স ওয়াশিংটনের সঙ্গে বারবাডোস্ ভ্রমণ
১৭৫২	৬ই নভেম্বর	:	ভার্জ্জিনিয়ার সৈন্যবাহিনীতে মেজর নিযুক্ত
১৭৫৩	৩১শে অক্টোবর থেকে ১৭৫৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী		গভর্ণর ডিনউইডি কর্ত্তৃক ফোর্ট লে বুয়েফে ফরাসীদের চরমপত্র প্রেরণ
১৭৫৪	মার্চ্চ-অক্টোবর	:	সীমান্ত অভিযানে লেঃ কর্ণেল নিযুক্ত
১৭৫৫	এপ্রিল-জুলাই	:	জেনারেল ব্র্যাডকের সহকারী
	আগষ্ট ১৭৫৫ থেকে ডিসেম্বর ১৭৫৮	:	সীমান্ত দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভার গ্রহণ। ভার্জ্জিনিয়া বাহিনীর কর্ণেল
১৭৫৮	জুন-নভেম্বর	:	ডুকান দুর্গের বিরুদ্ধে ফর্বস্ এর অভিযানে অংশ গ্রহণ
	২৪শে জুলাই	:	ফ্রেডারিক জেলা হইতে বার্গেস নির্ব্বাচিত
১৭৫৯	৬ই জানুয়ারী	:	সামরিক পদত্যাগ। শ্রীমতী মার্থা ড্যানড্রিজ কাষ্টিস্-এর পাণিগ্রহণ
১৭৬১	১৮ই মে	:	বার্গেস পদে পুনর্নির্ব্বাচন
১৭৬২	২৫শে অক্টোবর	:	ফেয়ারফ্যাক্স জেলার ট্রুরো প্যারিসের ভেষ্ট্রিম্যানের পদ গ্রহণ
১৭৬৩	৩রা অক্টোবর	:	ট্রুরো প্যারিসের পোহিক গির্জ্জার ওয়ার্ডেনের পদগ্রহণ
১৭৬৫	১৬ই জুলাই	:	ফেয়ারফ্যাক্স জেলা হইতে বার্গেস নির্ব্বাচিত (পুনর্নির্ব্বাচিত ১৭৬৮, ১৭৬৯ ১৭৭১, ১৭৭৪)

১৭৭০	অক্টোবর	:	ফেয়ারক্যাক্স জেলার জাষ্টিস্ অব পীসের পদ গ্রহণ
১৭৭৩	মে-জুন	:	নিউ ইয়র্ক শহর পরিদর্শন
১৭৭৪	জুলাই	:	ফেয়ারফ্যাক্স জেলায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি যে সভায় গৃহীত হয় তাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন
	আগষ্ট	:	উইলিয়ামসবার্গে প্রথম ভার্জ্জিনিয়া প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান
	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	:	ভার্জ্জিনিয়ার প্রতিনিধি হইয়া ফিলা-ডেলফিয়ায় প্রথম মহাদেশীয় সম্মেলনে যোগদান
১৭৭৫	মে-জুন	:	দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি।
	১৬ই জুন	:	যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর জেনারেল এবং সর্ব্বাধিনায়ক নির্ব্বাচিত
	৩রা জুলাই	:	বষ্টনে সৈন্যবাহিনীর ভার গ্রহণ
১৭৭৬	১৭ই মার্চ্চ	:	বষ্টন অধিকার
	২৭শে আগষ্ট	:	লং আইল্যাণ্ডের যুদ্ধ
	২৮শে অক্টোবর	:	হোয়াইট প্লেনস্ এর যুদ্ধ
	২৫-২৬শে ডিসেম্বর	:	ট্রেন্টন্, নিউ জারসী-তে হেসিয়ানদের পরাজিত করা
১৭৭৭	৩রা জানুয়ারী	:	প্রিন্সটনের সাফল্য। মরিসটাউন, নিউ জারসীতে শীতকালীন শিবির স্থাপন
	১১ই সেপ্টেম্বর	:	ব্র্যাণ্ডিওয়াইনের যুদ্ধ
	৪ঠা অক্টোবর	:	জার্ম্মানটাউনের যুদ্ধ
	১৭ই অক্টোবর	:	সারাটোগায় বার্গওয়েনের আত্মসমর্পন
১৭৭৭-১৭৭৮		:	ভ্যালী ফর্জের শীতকাল
১৭৭৮	জুন.	:	ইংরেজদের ফিলাডেলফিয়া ত্যাগ। মনমাউথের যুদ্ধ
১৭৭৮-১৭৭৯		:	মিডলব্রুক, নিউ জারসীতে শীত-কালীন শিবির স্থাপন
১৭৮০	জুলাই	:	নিউপোর্ট, রোড্ আইল্যাণ্ডে ফরাসী নৌ এবং সেনাবাহিনীর (রোচাম্বুর নেতৃত্বে) আগমন

১৭৮১ আগষ্ট-অক্টোবর : ইয়র্কটাউন, ভার্জ্জিনিয়ার অভিযান কর্ণওয়ালিশের আত্মসমর্পন (১৯শে অক্টোবর)

১৭৮৩ ১৫ই মার্চ্চ : অসন্তুষ্ট কর্ম্মচারীদের নিউবার্গ অভিভাষণের উত্তরদান

৮ই জুন : রাজ্য সমূহের কাছে পত্র প্রেরণ

১৯শে জুন : সিনসিনাটি সমিতির প্রেসিডেন্ট-জেনারেল নিযুক্ত

৪ঠা ডিসেম্বর : নিউইয়র্ক শহরের ফ্রান্সেস্ ট্যাভার্নে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ

২৩শে ডিসেম্বর : কংগ্রেসের কাছে অ্যান্নাপোলিসে ভার প্রত্যর্পণ

১৭৮৫ ডিসেম্বর : অ্যান্নপোলিসে পটোম্যাক নদী নাব্য করা সম্বন্ধে সম্মেলনে যোগদান

১৭৮৫ ১৭ই মে : পটোম্যাক কোম্পানীর সভাপতি

১৭৮৭ ২৮শে মার্চ্চ : ফিলাডেলাফিয়ার জাতীয় সম্মেলনে ভার্জ্জিনিয়ার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত

২৫শে মে : সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত

১৭ই সেপ্টেম্বর : খসড়া সংবিধান গৃহীত, সম্মেলন স্থগিত

১৭৮৮ ১৮ই জানুয়ারী : উইলিয়াম এবং মেরী কলেজের চ্যান্সেলর নির্ব্বাচিত

১৭৮৯ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী : সর্ব্বসম্মতিক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত

৩০শে এপ্রিল : নিউ ইয়র্ক শহরের ফেডারেল হলে প্রেসিডেন্ট পদে বৃত

২৫শে আগষ্ট : মাতা মেরী ওয়াশিংটনের ফ্রেডারিকস্‌বার্গে মৃত্যু

অক্টোবর-নভেম্বর : নিউ ইংলণ্ড পরিদর্শন (রোড আইল্যাণ্ড ব্যতীত)

১৭৯০ আগষ্ট : রোড আইল্যাণ্ড পরিদর্শন

সেপ্টেম্বর : নতুন অস্থায়ী রাজধানী ফিলাডেলফিয়ায় আগমন

১৭৯১	এপ্রিল-জুন	: ঘোড়ার গাড়ীতে দক্ষিণ রাজ্য সমূহ ভ্রমণ (৬৬ দিনে ১৮৮৭ মাইল)
১৭৯২	৫ই ডিসেম্বর	: সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্ব্বাচিত
১৭৯৩	৪ঠা মার্চ্চ	: ফিলাডেলফিয়া শহরের ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স্‌. হ'লে প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয় বারের জন্য বৃত
	২২শে এপ্রিল	: নিরপেক্ষতা নীতি সম্পর্কে ঘোষণা
	১৮ই সেপ্টেম্বর	: কেন্দ্রীয় রাজধানীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন (ওয়াশিংটন, ডি, সি)
	৩১শে ডিসেম্বর	: টমাস জেফারসনের সেক্রেটারী অব স্টেট পদত্যাগ
১৭৯৪	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	: পেনসিলভানিয়া'র "হুইস্কী বিদ্রোহের" ব্যাপারে ঘটনাস্থল পরিদর্শন
১৭৯৫	৩১শে জানুয়ারী	: আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের সেক্রেটারী অব ট্রেজারী পদত্যাগ
১৭৯৬	১৯শে সেপ্টেম্বর	: ফিলাডেলফিয়ার ডেইলী আমেরিকান অ্যাডভারটাইজারে (১৭ই সেপ্টেম্বরের তারিখে) বিদায় অভিভাষণ প্রকাশিত
১৭৯৭	মার্চ্চ	: জনঅ্যাডামস্‌ প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হইবার পর অবসর গ্রহণ ও মাউন্ট ভারননে প্রত্যাবর্ত্তন।
১৭৯৮	৪ঠা জুলাই	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী-সমূহের লেঃ জেনারেল এবং সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত
১৭৯৯	১৪ই ডিসেম্বর	: মাউন্ট ভারননে মৃত্যু (১৮ই ডিসেম্বর সেখানকার পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ)
১৮০২	২২শে মে	: বিধবা স্ত্রী মার্থা ওয়াশিংটনের মৃত্যু

প্রথম অধ্যায়

ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ

তারননে ছায়াবীথিকা সুদূর ভবিষ্যতেও লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভ্রমণ করবে আর পটোম্যাক নদীর ধার চিরকালই পবিত্র ভূমি বলে বিবেচিত হ'বে।

—চার্লস পিকনি সামনার

ওয়াশিংটন ডি. সি. শহরের ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ নাকি ৫৫৫ ফুট উঁচু—কোলোন ক্যাথিড্রালের চুড়োর চাইতে উঁচু, রোমের সেন্ট পিটার গির্জার চাইতে উঁচু, পিরামিডের চাইতে অনেক উঁচু। ১৭৯৯র ডিসেম্বরে জর্জ ওয়াশিংটনের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর নামে নতুন কেন্দ্রীয় রাজধানীর নামকরণ করা হয়েছিল। আরো সম্মান দেখানোর জন্ত হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস তাঁর সামরিক এবং রাজনৈতিক জীবনের মহান্ স্মৃতি রক্ষার জন্ত একটি শ্বেত পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কথা ছিল "এর বেদীর তলায় ওয়াশিংটনের মরদেহ সমাহিত করা হবে।" কিন্তু নানা কারণে—যার মধ্যে কয়েকটি খুব পরিষ্কার নয়—এই স্মৃতিস্তম্ভটি গড়া হয়ে ওঠে নি। আজ যে গগনচুম্বী চতুষ্কোণ স্তম্ভটিকে আমরা ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ বলে

জানি সেটি ওয়াশিংটনের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভের পর ১০০ বছর অতিবাহিত হবার আগে তৈরী হয় নি। বহু সহস্র টন কংক্রীটে এর ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়েছে। কিন্তু যাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য এর উৎপত্তি তাঁর অস্থি এখানে পাওয়া যাবে না—এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে মাউন্ট ভারননে তাঁর গৃহে তা রক্ষা করা হয়েছে।

বহু দর্শক মাউন্ট ভারনন বেড়াতে যান। তাঁদের কাছে শোনা যায় মাউন্ট ভারনন অতি মনোরম স্থান—রুচিকর ভাবে সাজানো আর যত্নসহকারে রক্ষিত। এর ফলে এর গৃহত্ব পুরোপুরি ঘুচে গেছে—মাউন্ট ভারনন এখন স্মৃতি মন্দির। আমরা জানি মাউন্ট ভারননেই জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জন্ম এবং মৃত্যু—কিন্তু আমরা এই সত্যটাকে অনুভব করতে পারি না। ষ্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভন গিয়ে যতটুকু আমরা সেক্সপীয়ারের উপস্থিতি অনুভব করি এখানে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের উপস্থিতি তার চেয়ে বেশী কিছু অনুভব করি না। দুজনেই আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য—বিরাট বিশাল কিন্তু অস্পষ্ট। একজন মার্কিন লেখক লিখেছেন, "বিশ্বের দরবারে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার শেক্সপীয়ারের রচনাবলী, আমেরিকার উপহার ওয়াশিংটনের চরিত্র"। এই ধরণের মানদণ্ডে তাঁদের বিচার হয়ে থাকে কিন্তু মানুষকে এই ধরণের মানদণ্ডে বিচার করা সম্ভব নয়। দুজনের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা নেই কিন্তু ওয়াশিংটনের সম্বন্ধে বহু তথ্য আমাদের জানা। শেক্সপীয়ারের একটিমাত্র ছবি আছে আর ওয়াশিংটনের ছবির তালিকা করতে হ'লে তিন খণ্ডের বই হ'য়ে যাবে। আত্মজীবনীমূলক কিছুই শেক্সপীয়ারের হাত থেকে হাত থেকে বেরোয় নি, অন্যদিকে ওয়াশিংটনের দিনলিপি এবং চিঠিপত্র ৪০ খণ্ডে ছাপানো বইয়ের সমান। সমসাময়িক লেখকরা শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখে রেখে যান নি কিন্তু ওয়াশিংটনের বন্ধুবান্ধব পরিচিত ব্যক্তিরা এমনকি যাঁরা স্বল্পক্ষণের জন্যও ওয়াশিংটনকে দেখেছেন সবাই তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বিস্ময়কর ভাবে ধোঁয়াটে আর ওয়াশিংটন চোখ ধাঁধানো আলোর তলায় বিশ্বের দরবারে দণ্ডায়মান। কিন্তু ফলটা একই হয়েছে। অন্ধকারেও আমরা দেখতে পাই না, আর চোখ ধাঁধিয়ে গেলে কি দেখলাম বুঝি না।

বিশাল, নৈর্ব্যক্তিক ক্রমবর্দ্ধমান কিংবদন্তীর মধ্যে থেকে আসল মানুষটিকে বের করবার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে বিভিন্ন জীবনীকারের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। শেক্সপীয়ারের বেলায়, কোন কোন জীবনীকার তাঁকে লেখক বলেই স্বীকার না করে—কেবল এমন কি মারলোকেও তাঁরা সম্ভাব্য কবি ভেবেছেন। ওয়াশিংটনের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া সঙ্গত কারণেই একটু অন্য রকম হয়েছে। ভূরি ভূরি প্রমাণ অগ্রাহ্য করে কেউ বলেন নি যে ওযাশিংটন বলে কেউ ছিলেনই না বা তাঁর কীর্ত্তিকাহিনীর জনক অন্য কেউ। কিন্তু ওয়াশিংটন নিজে তাঁর সম্বন্ধে কিংবদন্তীর তলায় চাপা পরে গেছেন—একটি কাল্পনিক ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ মানুষটিকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে। বছরের পর বছর এই স্মৃতিস্তম্ভটি উঁচু হয়ে উঠেছে যেমন করে পথিকদের নিক্ষিপ্ত পাথরে ঢিবি গড়ে ওঠে। পুস্তিকা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, বই, এই স্মৃতিস্তম্ভের ইঁট পাথর, সিমেন্টের কাজ করেছে। এই স্মৃতিস্তম্ভ থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য যে যাই লিখেছেন তাতেই স্মৃতিস্তম্ভটি আরো বড় হয়ে উঠেছে। যে সব গ্রন্থগুলিকে আমরা বেশী প্রামাণিক বলে মানি—ভাগ্যের পরিহাসে সেগুলিই এ ধারাটিকে বেশী পুষ্ট করেছে।

সত্যি, ওয়াশিংটন শুধুমাত্র কিংবদন্তীর নায়কই নন এমন একটি কিংবদন্তী যার একঘেয়েমী বিরক্তি উৎপাদন করে। ঢাকের পর ঢাক একই কথার পুনরাবৃত্তি, একই ধরণের শ্রদ্ধাঞ্জলি—যাকে ওয়াশিংটোনিয়ানা বলা হয়, পড়তে গেলে হাই ওঠা বন্ধ করা অসম্ভব। কিছুক্ষণ বাদে মনে হয় এত মিষ্টরসের পর বোধহয় অম্লরস ভালই লাগবে। তখন আমাদের এমারসনের সঙ্গে একমত হ'তে ইচ্ছে করে যে—"প্রত্যেক নায়কই শেষ পর্য্যন্ত একটু একঘেয়ে হয়ে পড়েন। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সম্বন্ধে ভাল কথা শুনতে শুনতে শেষ পর্য্যন্ত বেচারী জাকাবিনের "দুত্তোর ওয়াশিংটন" বলা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে এটুকু অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের পরও আমাদের সামনে স্মৃতিস্তম্ভটি থেকেই যায় এবং মানুষ ওয়াশিংটনকে খুঁজে বার করার আগে আমাদের স্মৃতিস্তম্ভটিকে ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে। একটা সন্দেহ কিন্তু থেকেই যায় যে কিংবদন্তী থেকে মানুষটাকে পুরোপুরি আলাদা করা যায় না এবং ওয়াশিংটনের স্বভাব সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান খবরের মূল সূত্র অনুসন্ধান করতে হ'বে কিংবদন্তীর মধ্যে।

স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটা কথা মনে রাখতে হ'বে যে ওয়াশিংটনের জীবিতাবস্থাতেই কিংবদন্তী তৈয়ারী সুরু হয়ে গিয়েছিল। রোমের রাজা ভেস্‌পেসিয়ান নাকি মারা যাবার আগে বলেছিলেন, "হায়, আমি ভগবান বনতে চলেছি।" জর্জ ওয়াশিংটনের পক্ষে একথা বলাটা যদিও খুব চরিত্র বিরুদ্ধ হ'তো তবুও ১৭৯৯ সালে মাউন্ট ভারননে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ওয়াশিংটন খুব সঙ্গতভাবেই একথা বলতে পারতেন। ১৭৭৫ সালেই নবজাতকদের নাম ওয়াশিংটন রাখবার হিড়িক শুরু হয়ে গিয়েছে, আর তিনি প্রেসিডেন্ট থাকতে থাকতেই লোকেরা তাঁর মোমের মূর্তি দেখবার জন্য প্রবেশ মূল্য দিয়ে প্রদর্শনীতে যেতে আরম্ভ করেছে। তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে "ভগবানসদৃশ ওয়াশিংটন" বলে উল্লেখ করতেন আর তাঁর বিরোধীপক্ষীয়রা অনুযোগ করতেন ওয়াশিংটন কি "আধা দেবতা" যে তাঁর কোন সমালোচনা করা দেশদ্রোহ বলে পরিগণিত হ'বে। ইয়েলের এজরা ষ্টাইলস্ ১৭৮৩ সালে একটি উপদেশে বলেছিলেন, "হে ওয়াশিংটন—আমি তোমার নাম কত না ভালবাসি! তোমাকে সৃষ্টি করার জন্য—তোমাকে মনুষ্যজাতির অলঙ্কার-রূপে সৃষ্টি করার জন্য কতবার ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছি। আমাদের শত্রুরা তোমার নাম শুনলেই স্তব্ধ হয়ে যায় তারা যেন স্বর্গের ভৎর্সনা শুনতে পায় 'আমার পবিত্র বস্তুকে ছুঁয়ো না, আমার প্রিয় শিষ্যের কোন ক্ষতি করতে সাহস করো না' তোমার খ্যাতির সুগন্ধ আরবীয় মশলার চেয়েও মধুর। স্বর্গের পরীরা সেই গন্ধ বহন করে নিয়ে যাবে স্বর্গধামে—সেই গন্ধে সুরভিত করবে সমগ্র বিশ্বকে।" কিংবদন্তী সত্যিই গড়ে উঠেছিল। তাঁর সমসাময়িকরা পাল্লা দিয়ে তাঁর প্রশংসা করতেন—সকলেই একটা জিনিষ বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে জর্জ ওয়াশিংটন একজন অতিমানব। তাঁর মৃত্যুর পর "ভগবানসদৃশ ওয়াশিংটন" আরো অনেক বেশী কিংবদন্তীর তলায় যে চলে গেলেন সেটা বোঝাতে খুব পরিশ্রম করতে হ'বে না। তাঁর পদবী অনুসারে আমেরিকার একটি রাজ্যের, সাতটি পর্বতের, আটটি নদীর, দশটি হ্রদের, তেত্রিশটি জেলার নয়টি কলেজের, একুশটি শহর এবং গ্রামের নাম ওয়াশিংটন রাখা হয়েছে। তাঁর জন্মদিন বহুদিন ধরেই জাতীয় ছুটির দিন। তাঁর ছবি দেখতে পাওয়া

যাবে মুদ্রায়, নোটে এবং ডাকটিকিটে। তাঁর প্রতিকৃতি পাওয়া যাবে (বেশীর ভাগই গিলবার্ট ষ্টুয়ার্টের চাপা ওষ্ঠ ও অতি গম্ভীর "এথনিয়াম" ধাঁচের) অসংখ্য অফিসে আর বারান্দায়। দক্ষিণ ডাকোটার পাহাড়ের চূড়ায় তাঁর মুখ খোদিত হয়েছে—মাথা থেকে থুতনি পর্য্যন্ত পরিমাপ যার ৬০ ফুট। তাঁর মূর্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র, এবং সমগ্র বিশ্বে ছড়ানো। লণ্ডন কিংবা প্যারিস্, বুয়েনস্ এয়ার্স কিংবা রিও ডি জেনিরো, ক্যারাকাস, বুডাপেষ্ট কিংবা জাপান যেখানে যান দেখতে পাবেন জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তি।

এ সমস্তই ওয়াশিংটনের বিশ্বে যে বীর বলে খ্যাতি আছে তারই বহিঃ প্রকাশ। আমরা কিন্তু আরো খুঁটিয়ে এই স্মৃতিস্তম্ভের বিচার করবো। স্মৃতিস্তম্ভের আলংকারিক অর্থটাকে আরো একটু সম্প্রসারণ করে বলবো এই স্মৃতিস্তম্ভটি ও চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য ওয়াশিংটন যে চারটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সেই চারটিই এই স্মৃতিস্তম্ভের চতুষ্কোণ। এ চারটি ভূমিকাকে পরিষ্কারভাবে আলাদা করা যায় না। যদিও কোন কিছুই এই কিংবদন্তীর দেশে স্পষ্ট নয় তবুও কিংবদন্তীর উৎস সন্ধানের পূর্বে আমাদের এগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমি একবারও বলতে চাই না যে ওয়াশিংটন প্রশংসার অযোগ্য। তাঁর গুণাবলী খাঁটি এবং অসংখ্য। যে কথাটা বলতে চাই তা হ'লো তাঁর আসল গুণগুলি বিরাট করে দেখানো হয়েছে যার ফলে কতকগুলি অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর উৎপত্তি হয়েছে এবং ওয়াশিংটনের নাম উচ্চারিত হ'লেই আমাদের মানসপটে এই ফাঁপানো ওয়াশিংটন উদিত হ'ন। তাঁকে আমরা মনে করি নীচের চারটির যে কোন একটি বা সব কটি রূপে—(ক) আদর্শ বীর, (খ) জাতির জনক, (গ) নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী, (ঘ) বিপ্লবের অধিনায়ক। এর প্রত্যেকটি বীরত্বের প্রতিমূর্তি। প্রত্যেকটিতেই ওয়াশিংটন জাতীয় বীরদের স্মৃতিমন্দিরের অধিবাসী এবং এর প্রত্যেকটির সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি উল্টোধরণের স্মৃতিমন্দির আছে যাতে বাস করেন অধঃপতিত বীররা।

ওয়াশিংটন পুরোপুরি অষ্টাদশ শতকের লোক, যদিও উনবিংশ শতাব্দী সুরু হবার কয়েকদিন আগে মাত্র মারা যান। কিন্তু যে ওয়াশিংটনকে আমরা আজকে পাচ্ছি তা পুরোপুরি ইংরাজী-বলা উনবিংশ শতাব্দীর তৈয়ারী যার প্রধান কথা শিক্ষা এবং ধর্ম। যুগটা ধর্মীয় পুস্তিকা এবং প্রাথমিকের যুগ, চেম্বারস এর বিবিধ প্রবন্ধ আর ম্যাকগাফীর রীডার এর যুগ, স্যামুয়েল স্মাইলস্ আর হোরেসিও এলগারের যুগ, যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা-কেন্দ্র এবং শিক্ষামূলক বক্তৃতার যুগ। এ শতাব্দীতেই বহু বাজার আর সেতু তৈয়ারী হয়েছে, বহু বড় বড় বাড়ীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে, প্রাইজ এবং সার্টিফিকেট বিতরণের প্রথা চালু হয়েছে, মাতালদের নিন্দা করা হয়েছে উদ্ধার করবার চেষ্টা হয়েছে, ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ডেভিড রাইজম্যানের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যুগটা হচ্ছে "অন্তর্মুখী" মনস্বীদের যুগ, যাঁদের গুণাবলী স্মাইলসের বিভিন্ন বইয়ের নামের মধ্যে পাওয়া যাবে—স্বাবলম্বন, মিতব্যয়িতা, কর্তব্য, চরিত্র কিংবা যা পাওয়া যাবে এমারসনের "চরিত্র" বলে ছোট্ট কবিতাটিতে

> তারারা অস্ত গেলেও, তাঁর আশা রইলো অটুট
> তারারা আবার উঠলো, আগেই এসেছে তাঁর বিশ্বাস ;
> বিশাল সেই সংগ্রহশালার দিকে দেখতে দেখতে
> তাঁর চক্ষুদ্বয় হ'লো আরো গভীর, আরো প্রবীণ
> তাঁর মহান বেদনার সঙ্গে মিললো
> মহাকালের নীরবতা।

শেক্সপীয়ারের সঙ্গে ওয়াশিংটনের তুলনা করবার সময়ে আমরা দেখেছি যে জর্জ ওয়াশিংটনের সম্বন্ধে ধারণার প্রধান কথা হ'লো—"চরিত্র"। ১৮৭৩ সালে বাংকার হিলে প্রদত্ত এক বক্তৃতাতে ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টারও এই মত সমর্থন করেন। তিনি বলেন পুরাতন পৃথিবীর কাছে আমেরিকার বহু ঋণ আছে। কিন্তু আমেরিকা তার বহুলাংশ শোধ করেছে জর্জ ওয়াশিংটনের চরিত্রের মাধ্যমে। আমেরিকা যদি আর কিছু নাও করে, তবুও এই একটি কারণে সে সমগ্র মানবজাতির শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবে। লর্ড ব্রুগহামও অনুরূপ মত পোষণ করেন, "মনুষ্যজাতির উন্নতির

মাপকাঠি হবে কিভাবে তারা ওয়াশিংটনের চরিত্রের সমাদর করে তার ওপর।"

ভিক্টোরীয় যুগ সুরু হবার আগেই ভিক্টোরীয় মনোভাবাপন্ন উৎসাহী পারসন উইমস্‌ই শতাব্দীর ধারা অনুযায়ী প্রথম জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী লেখা সুরু করেন। ১৮০০ সালে উইমস্‌ একজন প্রকাশকের কাছে তাঁর ওয়াশিংটনের জীবনী পুস্তিকা বার করবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তাঁর মধ্যে যে মহান গুণগুলি উইমস্‌ দেখতে পেয়েছেন সেগুলিই তিনি প্রচার করতে চেয়েছিলেন। গুণগুলি হ'লো : (১) ধর্মের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস, (২) তাঁর দেশপ্রেম, (৩) তাঁর ঔদার্য্য, (৪) তাঁর পরিশ্রমক্ষমতা, (৫) তাঁর নম্রতা এবং তিতিক্ষা, (৬) তাঁর ন্যায় বিচার ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে আদর্শ বীরের প্রয়োজনীয় গুণাবলী তৈয়ারীর সুরু। ওপরের কথাগুলি পড়ে উইমস্‌কে যতটা উচ্চমনা মনে হ'চ্ছে উইমস্‌ ততটা উচ্চমনা ঠিক ছিলেন না যদিও আমেরিকাবাসীরা ওয়াশিংটনকে যে শ্রদ্ধা করেন সে শ্রদ্ধা উইমসেরও ছিল। উপরোক্ত প্রকাশককেই তিনি বলেছিলেন যে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলে প্রকাশকটির "অর্থ এবং যশ" দুইই আসবে। তিনি অদ্ভুত গল্প বানাতে কিংবা নিজেকে মাউন্ট ভারননের কাল্পনিক ধর্মযাজকদের প্রধান হিসাবে খাড়া করতে কখনো দ্বিধা করেননি। তাঁর ছোট্ট পুস্তিকাটি ক্রমশ বিরাট বইএ পরিণত হ'লো এবং উইমস্‌ তার মধ্যে বহুখ্যাত মিথ্যা গালগল্প ঢোকালেন, যথা ওয়াশিংটনের চেরীবৃক্ষ ছেদের (বাবা তুমি জান আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না আমি মিথ্যা কথা বলি না। আমিই গাছটা কুঠার দিয়ে কেটেছি। বাবা বিহ্বল হয়ে বললেন বাছা আমার বুকে আয়)। ওয়াশিংটন মারামারি করার জন্য সহপাঠীদের তিরস্কার করছেন—এ গল্পটা কিন্তু আমেরিকার ছেলেরা একটু বাড়াবাড়ি মনে করাতে বাদ দেওয়া হয় (বন্ধুগণ এরকম একটা নিন্দনীয় বিষয়ে কখনো সমর্থন পাবে না। যে ব্যাপারটা ক্রীতদাস কিংবা কুকুরদের মধ্যেও ঘৃণ্য সেটা যাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সব সময় থাকা উচিত সেই সব সহপাঠীদের মধ্যে কতখানি নিন্দনীয় ভেবে দেখ), র‍্যাপাহান্নক নদীর এপার থেকে ওপারে ঢিল ছোঁড়া (আজকের দিনেও এ কাজ করতে পারে এমন লোক বিরল), ব্রাডকের পরাজয়ের পর ওয়াশিংটনের

অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা পাওয়া (সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন রেড ইণ্ডিয়ানকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত, "বন্দুকের গুলীতে প্রাণ দেবার জন্ম ওয়াশিংটনের জন্ম হয় নি। আমিও তো আমার রাইফেল দিয়ে সতেরো বার চেষ্টা করেও একবারও তাঁকে মাটিতে ফেলতে পারি নি"), "সম্ভ্রান্তবংশীয় কোয়েকার পটসের" ফরজ উপত্যকায় প্রার্থনারত ওয়াশিংটনকে আবিষ্কার (সেখানে এসে কাকে তিনি দেখলেন? দেখলেন আমেরিকার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছেন) ইত্যাদি আরো গল্প।

বইটার মধ্যে সারাক্ষণ ধরে হোরেসিও এ্যালগারের মতো উইমস্ দেখিয়েছেন "কর্ত্তব্য এবং তার পুরস্কার" কিভাবে পাশাপাশি চলে। বড় ভাইয়ের প্রতি তিনি সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন। তার ফলে জর্জ্জ মাউন্ট ভারননের সম্পত্তি পেলেন যখন একমাত্র একটি অসুস্থ শিশু রেখে দাদা মারা গেলেন। আদর্শ ব্যবহারের জোরে তিনি শেষ পর্য্যন্ত বিধবা কাস্‌টিসের পাণি গ্রহণ করতে সমর্থ হ'ন। কাসটিসের "সম্পত্তির মূল্য ছিল এক লক্ষ ডলার"। উপদেশ পুস্তকটির আকর্ষণ ঠেকানো অসম্ভব। ১৮২৫ সালের মধ্যে বইটির চল্লিশটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে, উত্তরকালে বইটির আরো চল্লিশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে আবার চেরীবৃক্ষের গল্পটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়। শেষ পর্য্যন্ত গল্পটি ম্যাকগাফীর অত্যন্ত জনপ্রিয় রীডার্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। মরিসন হেডীর "কৃষকের পুত্র কি করে পরে সর্ব্বাধিনায়ক হলেন" (১৮৬৩) বইটির মধ্যে আবার গল্পটিতে রঙের ওপর রসান চড়ানো হয়েছে। হেডীর বিবরণীতে পাওয়া যায় যে গাছটি কাটার অপরাধে যখন একজন নিগ্রো বালককে বেত মারবার আয়োজন চলছে তখন নিজে দোষ স্বীকার করে ওয়াশিংটন নিগ্রো ছেলেটিকে বাঁচান। ওয়াশিংটন আর তাঁর গাছটি ক্রমশ নিউটন এবং উইলিয়াম টেলের আপেল, ওয়াটের কেটলী, ব্রুসের মাকড়সা, কলম্বাসের ডিম, আলফ্রেড রাজার কেক, ফিলিপ সিডনীর জলের বোতলের মতোই প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

কিন্তু কোন একটিমাত্র ঘটনা নয়, ওয়াশিংটনের সমস্ত জীবনকেই এই ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। তাঁর কর্ম্মক্ষমতা এবং দেশের কাজে মিত-ব্যয়িতার প্রমাণ হিসাবে তিনি যুদ্ধের সময় আয় ব্যয়ের যে হিসাব রাখতেন

তার প্রতিলিপি ছাপানো হয়েছে। উইমস্ এবং অন্যান্য জবনীকাররা তাঁর ধর্ম্ম বিশ্বাসকে উনবিংশ শতাব্দীর ছাঁচে ঢালাই করেছেন। একটা গল্পে আমরা দেখতে পাই যে তিনি নাকি এ্যাঙ্গলিকান চার্চ্চ ছেড়ে প্রেসবাইটারিয়ানদের সঙ্গে যোগ দেন। অন্য আরেকটা গল্পে দেখতে পাই যে তিনি গোপনে ব্যাপ্টিষ্ট হ'ন। বলাই বাহুল্য যে এইসব গল্পগুলি উইমস্-এর উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূতই হোক বা অন্য কোথাও উৎপন্ন হোক এগুলির খুঁটিনাটি সব অসত্য এবং বেশীর ভাগ সময় ইতিহাস বিরোধী। উইমস এবং তাঁর উত্তরসূরীরা যাকে পাণ্ডিত্যের বাগাড়ম্বর বলে মনে করেন তাতে জড়িত ছিলেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল একটি সার উপদেশ সংগ্রহ করে তার জন্য একটি গল্প সৃষ্টি করে। তাঁরা উইমস সম্বন্ধে হেনরী লী যা বলেছেন তার সঙ্গে একমত। নিম্নোক্ত কথাগুলি উইমনএর বইএর ভূমিকায় উদ্ধৃত্য "নবীনদের মধ্যে সদ্—গুণের প্রতি আসক্তি জন্মাইবার জন্য এবং দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তির মধ্যে সেই সদগুণের সমাবেশ দেখাইবার তাঁর এই প্রচেষ্টা সত্যই অতীব প্রশংসনীয়।" আবার হোরাসিও হেষ্টিংস ওয়েল্ড তাঁর "চিত্রে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবনী"র মধ্যে লিখেছেন—"শিশুর প্রথম কথা হওয়া উচিত 'মা' তারপর সে বলতে শিখবে 'বাবা' আর তার তৃতীয় কথা হবে ওয়াশিংটন।" আমাদের পক্ষে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উইমস এবং অন্যান্য জীবনী-কারদের জন্যই ওয়াশিংটন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এত অস্পষ্ট। কিন্তু তাঁদের স্বপক্ষে এটুকু বলা যায় যে তাঁরা ওয়াশিংটনকে ঋষি বানাতে চান নি। তাঁরা এই প্রবণতা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। উইমস্ লিখছেন "তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে ওয়াশিংটনকে মেঘলোকের নিম্নে কদাচিত্ত দেখতে পাই। সবসময়েই তিনি নায়ক এবং আধা দেবতা। ওয়াশিংটন পরামর্শ দেবার সময় ঝলমলে সূর্য্যরশ্মি, যুদ্ধে প্রচণ্ড ঝড়।" ওয়াশিংটনকে উইমস্ একাধারে মানুষ অন্যদিকে আদর্শ চরিত্ররূপে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। উইমস্এর গল্পগুলির সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক কম, এই গল্পগুলির সাহায্যে তিনি একটা শতাব্দী ধরে একজন কাল্পনিক ওয়াশিংটনকে প্রচার করেছেন। উইমস্ অবশ্য বলতে পারেন যে এই কাল্পনিক ঘটনাগুলিকে জনসাধারণ যদি সত্য বলে মেনে নিতে আগ্রহান্বিত না হ'তো তবে তাঁর পক্ষে প্রচার করা সম্ভব হ'তো না। ওয়াশিংটন পরিবারের মূলমন্ত্র ছিল "ঘটনা

অনুযায়ী কাজের বিচার করবে”—উইমস এটাকে একটু বদলে দিয়ে বলতে পারেন “লক্ষ্য দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়কে বিচার করবে।” তিনি ওয়াশিংটনের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে ওয়াশিংটন একজন মানুষ যাঁর ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন মনে করা হ'তো সাহস থেকে সুরু করে সময়ানুবর্ত্তিতা, বিনয় থেকে শুরু করে মিতব্যয়িতা, সবগুলি গুণই তাঁর আছে—কোনো দোষ নেই এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই তিনি সাফল্য মণ্ডিত।

জাতির জনক

সত্যি সত্যিই কিন্তু বহুলোকের মনেই তিনি মেঘলোকে বিরাজমান। হেনরী লীর বহু ব্যবহৃত ভাষায় তিনি যুদ্ধে প্রথম, শান্তিতে প্রথম, আর তাঁর দেশবাসীর হৃদয়েও তিনিই প্রথম। ঘটনার দিক দিয়েও প্রথম, আবার মানসিক আবেগের দিক দিয়েও প্রথম। আমেরিকার প্রথম সর্ব্বাধিনায়ক এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট। “জর্জ্জ গুয়েলফের” (ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জকে জেফারসন এইভাবে উল্লেখ করতেন) জায়গায় জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে বসানো খুবই স্বাভাবিক মনে হ'তো। এমনকি নিউ ইয়র্কে ধ্বংস প্রাপ্ত তৃতীয় জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তির বেদীতেই জর্জ্জ ওয়াশিংটনের মর্ম্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সটন কলেজের অছিবৃন্দ নাসাউ হ'লে যুদ্ধের সময় কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন দ্বিতীয় জর্জ্জের প্রতিকৃতির বদলে ওয়াশিংটনের একটি প্রতিকৃতি আঁকবার জন্য চার্লস উইলসন পীলকে নিযুক্ত করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় পরিব্রাজক পল সিডনি বলেন, “আমরা যে ভাবে বাড়ীতে সাধুসন্তদের ছবি রাখি প্রত্যেক আমেরিকান গৃহে ওয়াশিংটনের ছবি সেইভাবে রাখা হয়। আমেরিকার কাছে তিনি একাধারে সাধু অন্যদিকে বিশ্বাসের জন্য লড়াইয়ে প্রস্তুত। তিনি যেন একাধারে শার্লেমেন, সেন্ট জোয়ান আর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।”

তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে জাতীয় সম্মানে একমাত্র এব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে তাঁর কিছুটা তুলনা চলে। কোন কোন দিক দিয়ে এব্রাহাম লিঙ্কন আজকের দিনে বেশী পূজিত হ'তে পারেন। ওয়াশিংটনের বিদায় ভাষণ

যদি ওল্ড টেষ্টামেন্ট হয় তো লিঙ্কনের দ্বিতীয় বারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর উদ্বোধনী ভাষণ নিউ টেষ্টামেন্ট। কিন্তু লিঙ্কন কখনোই কালজয়ী হয়ে ওঠেন নি কখনোই অতিমানব হয়ে ওঠেন নি। ক্রমিডির একদিকে স্বাধীনতা অন্য দিকে বিজয়মাল্যর মধ্যে ওয়াশিংটনের ছবির মতো লিঙ্কনের ছবি আঁকার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। থ্যাকারের "দি ভার্জি-নিয়ানস্"এ ওয়াশিংটনের চরিত্র চিত্রণে যে আপত্তির ঝড় উঠেছিল সেরকম ঝড় লিঙ্কনকে, অথবা শুধু লিঙ্কন কেন একমাত্র সম্ভবত রবার্ট, ই, লী ছাড়া কোন আমেরিকানকে নিয়েই উঠবে না। দি ভার্জিনিয়ানস্ সমালোচনা করতে গিয়ে এক সমালোচক লিখছেন—"এগুলি পুরোপুরি মিথ্যা। ওয়াশিংটন অন্যান্য আর পাঁচজনের মতো ছিলেন না। তাঁর মহান চরিত্রকে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে আনবার চেষ্টা করার অর্থ মানুষের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজ্জল অধ্যায়ে কলঙ্ক লেপন করা। আরেকজন থ্যাকারকে ভৎর্সনা করে লিখেছেন, "আমরা জানি তাঁর চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক। আপনি তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন। ভগবান করুন হুডনের প্রতিমূর্ত্তিতে যেমন তাঁকে শুভ্র এবং নিষ্পাপ লাগে তেমনি ভাবে তাঁর আত্মা অবতীর্ণ হয়ে তাঁর শান্ত ভ্রুকুটির সামনে আপনাকে নিস্তব্ধ করে দিন।"

ভৎর্সনাটা একটু বেশী রকমের হ'লেও এক শতাব্দী আগে আমেরিকার জনগণের ওয়াশিংটনের সম্বন্ধে কিরকম মনোভাব ছিল সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। জ্যারেড স্পার্কস যখন তাঁর সম্পাদনায় ১৮৩০ সালে ওয়াশিংটনের চিঠিপত্রের এক খণ্ড প্রকাশ করেন তখন আমরা এই ধরণের মনোভাবের পরিচয় পাই। পরে অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি ওয়াশিংটনকে আরো মহান রূপে চিত্রিত করতে গিয়ে তাঁর চিঠিপত্রে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন করেছেন। আজকের দিনের মাপ-কাঠিতে তাঁর সম্পাদনা এত বেশী অগোছালো যে তার থেকে একটা সম্পাদনা-নীতি বার করা একেবারে অসম্ভব। তবে স্পার্কস, যেসব জায়গা তাঁর অশালীন বলে মনে হয়েছে, সেগুলোর অদলবদল করেছেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেখানে তিনি "বুড়ো পুট" বলে উল্লেখ করছেন সেখানে স্পার্কস সেটাকে করেছেন "জেনারেল পুটনাম"। আবার যেটাকে "বর্তমানে মাছির কামড়এর বেশী

নয়” বলেছেন, সেটাকে বদলে করা হয়েছে “বর্তমানে আমাদের দাবীর পক্ষে এটা অকিঞ্চিৎকর প্রস্তাব।” স্পার্কস এমনিতে একজন শ্যাতনামা ঐতিহাসিক হলেও জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে ওয়াশিংটনের বেলায় তিনি অন্যান্য আমেরিকানদের “ওয়াশিংটন অন্যান্য লোকেদের মত ছিলেন না” এই বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর মধ্যে দোষ দেখাতে যাওয়ার মানে হচ্ছে সমগ্র আমেরিকার মুখে কলঙ্ক লেপন করা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যখন জে, পি, মরগ্যান ওয়াশিংটনের কয়েকটি চিঠি পেয়ে সেগুলিকে “অশোভন” মনে করে পুড়িয়ে ফেলেন তখনো তিনি এই বিশ্বাসকেই জাগিয়ে রাখতে চাইছিলেন, তাই আমেরিকানরা ওয়াশিংটনের সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যেমন বেনেডিক্ট আরনল্ড, তাদের মনে প্রাণে ঘৃণা করে। তারা শুধু দেশোদ্রোহী নয় তারা অপবিত্র করার দোষে দোষী।

তাঁর কোনো কোন স্বদেশবাসী যেমন জন আডামস ওয়াশিংটন পূজার বিরোধী ছিলেন। জাতির জনক হ'তে হ'বে বলেই ভগবান ওয়াশিংটনকে সন্তান দেন নি এমন স্তুতি শুনতে পেলে তাঁরা মনে করতেন বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিদেশীদের সমালোচনার বিরুদ্ধে আডামস ওয়াশিংটনকে সব সময়ে সমর্থন করতেন। ওয়াশিংটনের যা সদ্‌গুণ তা আমেরিকার সদ্‌গুণ—এর উল্টোটাকে সত্যি বলে মনে করতেন না ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটন বড় হ'তে পেরেছিলেন কারণ আমেরিকান বলে তিনি কতকগুলো গুণের অধিকারী হয়ে ছিলেন। আমরা তাহ'লে জাতির জনক ওয়াশিংটন সম্বন্ধে দুটি ধারণা দেখতে পাচ্ছি—(১) তিনি আমেরিকাকে ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছেন, আর (২) তিনি হচ্ছেন আদর্শ আমেরিকান। কিন্তু দুদিক দিয়েই তিনি, রুফাস গ্রিসওয়াল্ডের ভাষায় “অভূতপূর্বভাবে আমেরিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছেন।” তিনি আমেরিকার মানস, আমেরিকা তাঁর প্রতিচ্ছবি। নামকরণের দিক দিয়ে এটা খুব সত্য। ওয়াশিংটন নাম সারা আমেরিকায় ছড়ানো, ওয়াশিংটনের নামে জায়গা, ওয়াশিংটন নামে লোক। ওয়াশিংটন আরভিংকে আমরা জানি। ওয়াল্ট হুইটম্যানের এক ভাইয়ের নাম ছিল জর্জ ওয়াশিংটন হুইটম্যান। আর প্রাক্তন ক্রীতদাস বুকার টালিয়াফারো যখন মুক্তি পেলেন তখন পদবী গ্রহণ করলেন ওয়াশিংটন, যেন তা মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করার নামান্তর।

নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী

জাতির জনক হিসাবে ওয়াশিংটনের স্থান অন্য সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র যদিও তার মধ্যে কিছুটা ভাগ পেয়েছিলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। (জন আডামস বিরক্ত হয়ে লিখেছিলেন আমাদের বিপ্লবের ইতিহাস হ'বে প্রথম থেকে শেষ অবধি একটা বিরাট মিথ্যার খতিয়ান। ইতিহাসটা হ'বে এই রকম : ডাঃ ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর তড়িৎদণ্ডটি মাটিতে ছোঁয়াতেই জর্জ্জ ওয়াশিংটন মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে এলেন। ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর দণ্ড ছুঁইয়ে ওয়শিংটনকে তড়িৎ শক্তি সম্পন্ন করে দিলেন—তারপর থেকে এরা দুজন সমস্ত নীতি নির্দ্ধারণ করলেন, আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করলেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করলেন।) নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী হিসাবে তিনি ঈশ্বর সদৃশ। ইতিহাসের সমস্ত নজীরের বিরুদ্ধে তিনি দু দুবার অত্যন্ত ক্ষমতাশীল পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে সাধারণ জীবনে ফিরে যান) এরকম বিনয় দেখে তাঁর দেশবাসীরা একমাত্র করনিথের টিমোলিয়ানকেই মনে করতে পেরেছে যিনি সিসিলীতে শান্তি ফিরিয়ে আনার পর সেখানেই দিন অতিবাহিত করেন), কিংবা সিনসিনে-টাসের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছে যিনি রোমের বিপদের দিনে তাঁর শৌর্য্য বীর্য্য দিয়ে রোমকে রক্ষা করে ফিরে গেছেন তাঁর ক্ষেতখামারে। তুলনা করেছে অ্যাডিসনের নাটকের ক্যাটো চরিত্রের সঙ্গে। তারা সহজেই অনেক উদাহরণ পেয়েছে যারা দেশপ্রেমী হিসাবে সুরু করলেও পরে প্রচণ্ড স্বার্থপর এবং লোভী হ'য়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে তারা পেয়েছে সুল্লাকে আর সীজারকে, ওয়ালেনষ্টিন আর ক্রমওয়েলকে, আর সর্ব্বোপরি তাঁর সমসাময়িক নেপোলিয়নকে। নেপোলিয়নের সঙ্গে ওয়াশিংটনের তফাৎ করাটা খুবই স্বাভাবিক। বায়রণ, যিনি ওয়াশিংটনকে "প্রতীচ্যের সিনসিনেটাস" বলেছিলেন তিনি এ ধরণের তুলনা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সব নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমীই অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'তে পারেন না। প্লুটার্ক টিমোলিয়নের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, "অন্যান্য বীরদের বীরত্বের মধ্যে অত্যাচারের ভাগ থাকে, তাই পরে অনুতাপে দগ্ধ হোন।" কিন্তু সেই প্লুটার্কও শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করেছেন যে একবার টিমোলিয়ন গর্হিত আচরণ করেছিলেন। আমাদের হাতে জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে তুলনা করবার মতো থাকছে এক মাত্র আধা পৌরাণিক চরিত্র লুসিয়াস কুইনটিয়াস সিনসিনাটাস। নিঃস্বার্থ-

পর দেশপ্রেমীদের এই দলটা প্রায় পৌরাণিক (আমরা এখানে যোগ করতে পারি এপামিনোডাস, এজ সাইলস, ব্রুটাস প্রভৃতির নাম)। এবং এই দলে ওয়াশিংটনের স্থান হওয়ার ফলে ওয়াশিংটন আরো কালজয়ী স্বপ্নলোকের অধিবাসীরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। তাঁর এখানকার ভূমিকা উনবিংশ শতাব্দীর মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায়। মনোভাব কিন্তু উইমসএর গার্হস্থ্য মতের বিরোধী। আমাদের মনে রাখতে হ'বে ১৮৪০ সালে নির্মিত হোরেসিও গ্রীনাফের অসামরিক ঢিলেঢালা জামাকাপড় পরিহিত ওয়াশিংটনের মূর্ত্তির খুবই প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছিল। (একবার একজন সৌখীন ভ্রমণকারী দেখেন যে কোন এক অবিশ্বাসী কষ্ট করে মূর্ত্তির ওপর চড়ে তার মুখে একটি চুরুট ঢুকিয়ে দিয়েছে। দেখে তাঁর মনে হয়েছিল ওয়াশিংটনের মূর্ত্তিটি যদি তাঁর মতো দেখতে হ'তো তবে ছ্যাবলামী করেও কারুর তাঁর মুখে চুরুট গোঁজবার সাহস হ'তো না।)

বিপ্লবের অধিনায়ক

ওয়াশিংটন সম্বন্ধে এ ধারণাটা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে বেশী প্রচারিত হয়েছে। ধারণাটা তাঁর জীবনের শেষের দিকে প্রথম প্রচারিত হয় এবং পরের শতাব্দীতে এটা চালু থাকে। এ ধারণাটার সঙ্গে আদর্শবাদ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এই ভূমিকায় আমরা ওয়াশিংটনকে দেখতে পাই সামরিক বাহিনীর অধিনায়করূপে, মুক্তিদাতা রূপে, জাতীয়তাবাদের সমর্থকরূপে এবং বর্ত্তমান যুগের প্রথম মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হিসাবে। এই ভূমিকায় তাঁকে আমরা পাই অন্যান্য বীরদের প্রধান হিসাবে। অন্যান্যরা হ'লেন লাফায়েৎ, থেডিয়াস কোসিউস্কো, টৌউসেন্ট লোউভারচিওর, বলিভার আর গ্যারীবলডি, যাঁরা এসেও আসতে পারেন নি তাঁদের মধ্যে আছেন ইভুরবাইড। যেখানে আমেরিকার উদাহরণ অনুযায়ী একটি বিপ্লবের প্রচেষ্টা হয়েছিল সেই ফরাসী দেশে যে ওয়াশিংটনের বিশেষ সমাদর হ'বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁকে বিভিন্ন নামে তারা ডেকেছে ভাসিংটন, ভাশিংটন, ওয়াসিংটন ইত্যাদি। তাঁর জীবনী অবলম্বনে নাটক তৈয়ারী হয়েছে এবং ১৭৯১

খৃষ্টাব্দে প্যারিসে অভিনীত হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে যখন স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুরু হয় তখন তারাও ওয়াশিংটনকে প্রতীক বলে মেনেছে। যখনই যে দেশে বিদ্রোহ হয়েছে তখনই সে দেশের লোকেরা অসামরিক সৈন্যবাহিনীর অসামরিক নেতার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে। ইংরেজরা তাঁকে দস্যু সর্দার বলেছে, তিনি প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে অসমসাহসে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে যুদ্ধ করেছেন। পেটে খাদ্য নেই, পায়ে জুতো নেই, তবু তাঁর সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় বেশী হৃষ্টপুষ্ট মাইনে করা শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদের হারিয়ে দিয়েছে। ওয়াশিংটনের সাঙ্গপাঙ্গরাই ছিল ছেঁড়া জামাকাপড় পরা পরোপকারীর দল। শোনা যায় তাঁদের নাম অনুসারে ফরাসীরা একটি সংস্থা গড়ে।

ওয়াশিংটনের পথ দুর্গম। তবু লক্ষ্যের প্রতি আনুগত্য এবং টম পেইনের রচনাবলী তাঁদের অবিচলিত রাখে। বরফের চাইয়ের মধ্যে দিয়ে মাথা উঁচু রেখে, হাত জোড় করে তিনি ডেলাওয়ার পার হ'ন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর মাল্য তিনিই পান। সমস্ত বিবরণটাই রিপাবলিক তৈয়ারী করার ইচ্ছা, ষড়যন্ত্র আর গুপ্ত সৌভ্রাত্র সঙ্ঘের সব কিছুর এক উত্তেজনাপূর্ণ সংমিশ্রণ (ওয়াশিংটনও, লাফায়ে, মোজার্ট এবং অন্যান্য উদারচেতা ইউরোপীয়ানদের মতো সৌভ্রাত্র সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন)। যুগটাই ছিল নতুন ছাঁদের জামাকাগড়, নতুন জাতীয় পতাকা এবং নতুন জাতীয় সংগীত তৈয়ারীর যুগ। (ওয়াশিংটন সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী এই যে তিনি আমেরিকার নিশান তৈয়ারীতে বেটসী রোজকে সাহায্য করেছিলেন)। লাফায়েৎ অত্যাচারীর দুর্গের চাবিকাঠি পাঠিয়ে দিলেন ওয়াশিংটনের কাছে। (ব্যাষ্টিল দুর্গের চাবি, যার পতন হয় জুলাই ১৭৮৯ এ। চাবিটি এখনো মাউন্ট ভারননেই আছে তাতে অবশ্য কারুর ক্ষতি হয় নি কারণ ব্যাষ্টিল শেষ পর্য্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়)। লাফায়েৎ চিঠিতে লিখেছিলেন, "এটা আমার পালক পিতার কাছে পুত্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি, জেনারেলের কাছে তাঁর পার্শ্বচরের শ্রদ্ধাঞ্জলি, স্বাধীনতার পূজারী হিসাবে স্বাধীনতার জনকের কাছে শ্রদ্ধাঞ্জলি।" আরেকজন স্বাধীনতার পূজারী ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। ইনি কবি কোলরিজ—তখন কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক-পূর্ব্ব শ্রেণীর ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ঘরখানিকে

বামপন্থীদের আড্ডা বলে বর্ণনা করা হ'তো। তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে স্বাধীনতার পূজারী হিসাবে প্রকাশ্যে ওয়াশিংটনের স্বাস্থ্য পান করেন। ওয়াশিংটনকে সেদিন এইভাবে প্রতীক বলে মনে করা হয়েছে। উইলিয়াম ব্লেকের আমেরিকার মধ্যে তিনি নীরব কর্ম্মী, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা কিন্তু বাস্তব মানুষ নন।

ওয়াশিংটন বললেন, "আমেরিকার বন্ধুগণ, আটলান্টিক সাগরের ওপারে চেয়ে দেখ রামধনুর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ভারী লৌহ শৃঙ্খল নেমে আসছে আমেরিকার ভাইবোনদের শৃঙ্খলিত করতে। আস্তে আস্তে আমাদের মুখ হলদে হয়ে যাবে। মাথা নুয়ে পড়বে, চোখ বসে যাবে। হাতে কাজের চাপে কড়া পড়ে যাবে, তপ্ত বালিতে হেঁটে পা পুড়ে যাবে এবং চাবুকের চোটে আমাদের উত্তর পুরুষ ভবিষ্যতের কথা বলতে ভুলে যাবে।"

ল্যাটিন আমেরিকায় কয়েক বছর পরও আমরা দেখতে পাই ওয়াশিংটনের বিপ্লবের অধিনায়ক রূপের প্রয়োজন আছে। বলিভার তাঁর প্রতিকৃতি লকেটের মধ্যে নিয়ে বেড়ান। তিনি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ইউরোপীয় শক্তিকে পরাভূত করতে পেরেছে তখন অন্যান্য আমেরিকান জাতিই বা পারবে না কেন? তাঁর বাণীও তাঁর জীবনীর মতোই পূজিত হ'তে লাগল। তাঁর বিদায় সম্ভাষণ সারা স্প্যানিশ আমেরিকায় পঠিত এবং উদ্ধৃত হ'তো। ক্রমে ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এসব দেশেও এর প্রভাব অপরিসীম হয়ে উঠলো। রাজনীতিকরা তাঁর কথা উদ্ধৃতি করেন, তাঁর নামে প্লাজার (বাজার বা সর্ব্বসাধারণের মিলনের স্থান) নামকরণ হ'তে আরম্ভ করলো। আমরা চেষ্টা করলে, আরও যে ভূমিকায় অর্থাৎ পঞ্চম ভূমিকায় জর্জ্জ ওয়াশিংটন অবতীর্ণ হতে পারতেন তার আবছা একটা রূপ দেখতে পাই—যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কখনই হয়নি সেই আটলান্টিস বা প্যান আমেরিকার প্রধানের ভূমিকায়।

যেসব মহাপুরুষদের জীবনী থেকে উত্তর পুরুষরা শিক্ষা লাভ করতে চেষ্টা করেন, ওয়াশিংটন তার মধ্যে একজন। প্রত্যেক যুগই অতীত থেকে উৎসাহ এবং প্রেরণা পেতে চায়। আমরা বাঁচিয়ে না তুললে মৃতরা মৃতই থাকেন। তাঁরা আমাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্য দিয়ে আবার জন্ম

গ্রহণ করেন। তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল আত্মকেন্দ্রিক—তাঁদের দেখে আমরা বোঝাবার চেষ্টা করি আমাদের স্বরূপ।

ওয়াশিংটনকে যুগের পরিমাপ অনুযায়ী বিচার করার মধ্যে কোন দোষ নেই। ঐতিহাসিকরা সাধারণতঃ তাই করে এসেছেন বরাবর, তা তাঁদের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন। তবে কেউ কেউ অন্যদের চাইতে তথ্যানুসন্ধানে বেশী সাধুতা দেখিয়েছেন, যদিও ঐতিহাসিকদের পক্ষে নিজেদের লক্ষ্য সম্বন্ধে বেশী সচেতন হওয়া বিপজ্জনক। আমাদের যুগে উইমস বা জ্যারেড স্পার্কসএর সময় থেকেও ঐতিহাসিক সত্যতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু কোন দিন কি অ্যাডলফ হিটলারের "নিরপেক্ষ" জীবনী লেখা হবে? হিটলার তো দূরের কথা, ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট কিংবা উইনস্টন চার্চিলের বেলাই কি সে আশা আমরা করতে পারি?

তাছাড়া ওয়াশিংটনই একমাত্র মহাপুরুষ নন যাকে বিরাট বিশাল করে দেখানো হয়েছে। চতুর্দশ লুই তাঁর জীবদ্দশায়ই নিজের স্মৃতিস্তম্ভ বানাতে চেষ্টিত হন এবং মহান রাজার কিংবদন্তী সৃষ্টি করেন। মারলবরোকে ডিউক উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তাঁকে এমন একটা প্রাসাদ দেওয়া হয় যার পাশে মাউন্ট ভারননকে একটা মালীর বাড়ী মনে হবে (সম্প্রতি অবশ্য টেক্সাসের তৈলব্যবসায়ী কোটিপতি হ্যারল্ডসন লাফায়েৎ হান্ট ডালাসের কাছে মাউন্ট ভারননের মতো করে নিজের বাড়ীটা তৈয়ারী করেছেন, তফাৎটা এই যে তাঁর বাড়ীটা অসলটার চেয়ে পাঁচগুণ বড়ো)। আমেরিকান উত্তরাধিকারী মিস্ কনসিউএলো ভ্যাণ্ডারবিল্ট, যিনি পরে মারলবরোর একজন বংশধরকে বিবাহ করেন বলে গেছেন যে ব্লেনহাইম প্রাসাদের রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরের দূরত্ব ছিল ৫০০ গজ (এতে খাবার নিশ্চয় ঠাণ্ডা হয়ে যেত)। ট্রাফালগারের যুদ্ধের পর নেলসনের কৃতজ্ঞ দেশবাসীরা তাঁকে ভাইকাউন্ট করে দেয়—লণ্ডন সহরের একটা পুরো স্কোয়ার উৎসর্গ করে যার মধ্যে নেলসন স্তম্ভটা বিরাট জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর নামাঙ্কিত হয়ে। ওয়েলিংটন লাভ করেন ডিউক উপাধি এবং আরও প্রচুর সম্মান লাভ করেন (তাঁর পাওয়া স্মারক চিহ্নে একটা যাদুঘর তৈয়ারী করা যায়। তাদের নামে সৈন্যবাহিনী বিস্তালয়, ক্লাব এবং নৌজাহাজের নামকরণ হয়)।

নেলসন রকেফেলার এবং ওয়েলিংটন ক্'র মতো খ্যাতনামা বিদেশীরা তাঁদের নাম বহন করছেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের স্মৃতি তো ভবিষ্যৎ পুরুষ আরো বেশীভাবে স্মরণ করেছে। তাঁর ওপর হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে (ওয়াশিংটনের চাইতে অন্তত তিন চারগুণ তো বেশী হবেই)। তাঁর দেশের রাস্তায়, মুদ্রায়, আইন ব্যবস্থায়—এক কথায় বলতে গেলে জাতীয় জীবনের সমস্ত স্তরে তাঁর নাম আজো বেঁচে আছে। এ ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশের কথা না হয় বাদই দিলাম।

এ সত্ত্বেও বলবো, ইতিহাসে বোধহয় ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভের সমকক্ষ কিছু নেই। তাঁর সম্বন্ধে বহু ধারণা প্রচলিত হয়েছে, যুগে যুগে তার কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু তাতে কাল্পনিক স্মৃতিস্তম্ভের যে চতুষ্কোনের কথা ওপরে বলেছি তার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি বা কোনটিই পরিত্যক্ত হয়নি। ওয়াশিংটন সম্বন্ধে গ্ল্যাডষ্টোন যে কথা বলেছিলেন ওয়াশিংটনের সমসাময়িক বা উত্তরসূরীদের মধ্যে কারুর সম্বন্ধে কি সে কথা অতিশয়োক্তি না করে বলা যায়। গ্ল্যাডষ্টোন বলেছিলেন :

"ইতিহাসে আমরা যে সব মহান নেতার কথা পড়ি যাঁদের মহত্ত্ব এবং সততার তুলনা হয় না তাঁদের মধ্যে কাউকে আমি অন্যদের চাইতে বড় মনে করি কি না? এই প্রশ্ন যদি আমাকে কেউ গত পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে করতেন বা এখন করেন তা হ'লে মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না কর আমি বলতাম বা এখনও বলবো যে তিনি হলেন ওয়াশিংটন।"

সত্যি ওয়াশিংটনের মতো এতো শ্রদ্ধা কেউ পান নি বা এতটা কিংবদন্তীর মধ্যে মিশে যান নি। নেপোলিয়নের নাম শুনলে আমাদের একজন সফল রণনেতা, নির্ম্মম অত্যাচারী, অস্থিরচিত্ত নির্ব্বাসিত কিংবা অবিশ্বস্ত স্বামীর কথা মনে হ'তে পারে। সে চিত্রে রঙ ফলানো থাকতে পারে কিন্তু সেটা অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে বা তার মধ্যে মানুষের মূর্ত্তি কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না। নেলসনের সম্বন্ধেও সেই এক কথা খাটে। তাঁর নাম মনে এলেই মনে পড়ে একজনকে, যিনি সামরিক জীবনে সফল, ব্যক্তিগত জীবনে একটু বিচিত্র। লৌহ ডিউক ওয়েলিংটনের সঙ্গে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের বহু জায়গায় মিল ছিল, তবু তাঁর সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। ওয়েলিংটনের নামে মনে পড়ে একজন বীরকে, একজন কঠোর, সহজে কাছে

ঘেঁসা যায় না ক্রমশ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষকে—কিন্তু তিনি অতি-মানব নন। কিন্তু ওয়াশিংটনের নাম শুনলে আমাদের কি মনে হয়। একটা জায়গার নাম। যদি বলেন না জর্জ্জ ওয়াশিংটনের কথা বলছি—তা হ'লে মনে হ'বে বুঝি আপনি কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলছেন তাও যদি আপনি জেদ্ ধরেন যে না আপনি ওই নামের ভদ্রলোকটির কথা বলছেন তা হ'লে সত্যি কি মনে হ'বে। কিছু না—কতকগুলি গল্প যার বেশীর ভাগই বানানো এবং যা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কতকগুলি বীরোচিত কাজ—কতকগুলি উক্তি এক কথায় বলতে গেলে—ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ।

তবে কি ওয়াশিংটন সত্যিই সর্ব্বদোষমুক্ত ছিলেন। কোন কোন লেখক যা বলেন তিনি কি সেইরকম কলঙ্কহীন ছিলেন—না তিনি বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন—এবং যুদ্ধে জয়ী হবার ফলে স্বাভাবিক কারণে ক্ষমতাশীল হয়েছিলেন এবং ফলে পূজিত হয়েছিলেন। আমেরিকানরা যা ভালবাসে তিনি তার পক্ষে ছিলেন বলেই কি তারা তাঁকে এত শ্রদ্ধা করে। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে একমাত্র তিনিই ছিলেন জাতীয় ঐক্যের প্রতীক তাই তাঁকে স্মৃতিস্তম্ভে পরিণত করেছে তাঁর স্বদেশবাসীরা। তাই যদি হয় তো এর কতটা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন আর এ বিষয়ে তাঁর অবদান কতটা?

এগুলি আমাদের কাছে ধাঁধার মতো। এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে হয়তো এসব প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে। এর পরের তিনটে অধ্যায়ে আমরা ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভকে পুরোপুরি ভুলে যাব। সবচেয়ে ভাল হ'তো যদি মনে করতাম যে আমরা ওয়াশিংটনের নামও শুনিনি, বা আমেরিকার উপনিবেশগুলি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা লাভ করেছিল তাও জানি না। এটা যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে অন্তত এটা আমরা বারবার মনে করবো যে ওয়াশিংটন এসব কথা জানতেন না। ওয়াশিংটনের স্তাবকরা তাঁর জীবনে বিধাতার হস্তের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। তাঁরা বারবার প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন তাঁর জীবনের সব ঘটনাই পূর্বনির্ধারিত, তাঁর জীবনের সুষ্ঠু ও সফল পরিণতি হতে বাধ্য।

ওয়াশিংটন নিজে অনেকবার নিয়তির কথা বলেছেন এবং নিয়তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর

তফাৎ সুস্পষ্ট। তিনি নিজের সম্বন্ধে কখনো ভাবতেন না যে তিনি বিধাতা প্রেরিত পুরুষ—মনে করতেন, যা হবে তা কে রোধ করতে পার? তিনি যখন ভবিষ্যদবাণী করতেন তখন সেটা হ'ত একটা সাবধানবাণী। স্বদেশবাসী সচেতন না হলে ফল বিষময় হ'তে পারে, অতএব সাবধান হও। তিনি বিপদের সময় দ্বিধাহীন ভাবে চলেছেন। কিন্তু তা অন্ধকারে চলা। তাঁর ভগবদ প্রদত্ত কোন অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। তিনি ছিলেন গৌরবোজ্জল দুর্যোগে একজন সাধারণ মানুষ। আগামী কাল ছিল তাঁর কাছে সমস্যা আর আগামী বৎসর বিরাট ধাঁধা। তাঁর সম্বন্ধে এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে ইতিহাস তাঁর চোখের ওপর গড়ে উঠেছে, তিনি ইতিহাস গড়েন নি। তাঁর যথাসাধ্য তিনি করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিঃ জর্জ্জ ওয়াশিংটন

তিনি যে কৃষিক্ষেত্র ভালবাসতেন তা আজ কোথায়? তাঁর সেই শস্যভরা ক্ষেত কোথায়—কোথায় সেই ধানের ওপর ঢেউ খেলানো বাতাস আর তুষার শুভ্র কিরীটিনী। কোথায় সেই মনোহারী গোচারণ ভূমি আর ফসলকাটার গান গাওয়া মজুরের দল? ওয়াশিংটন ভালবাসতেন শান্তির প্রাচুর্য্য আর আনন্দের এই নিদর্শনগুলিকে।

ম্যাসন উইমস্-এর জর্জ্জ ওয়াশিংটনের
জীবনী থেকে উদ্ধৃতি

ভার্জ্জিনিয়ার জীবন

উল্টো দিক দিয়ে ছবি দেখলে যেমন হয় তেমনি ভাবে আমরা স্মৃতিস্তম্ভটা ধ্বংস করে দিই। মুছে যাক তাঁর ভিত্তি প্রস্তর আর মূর্ত্তিগুলি; মাউন্ট ভারননের প্রাসাদের দুই দিক; তার গাড়ী বারান্দা। পায়রার মতো দেখতে হাওয়ার গতি নির্দ্দেশকটি, সমস্ত বাড়ীটাই কোন চিহ্ন না রেখে মুছে গেছে। মাটির বুক থেকে রাস্তাগুলিকে তুলে ফেলা

হয়ে গেছে, সরাইখানা, খামার গির্জা কোন কিছুই নেই। পুরনো গাছের গুঁড়িগুলো আবার পাতায় ও ডালে ভরে উঠেছে। না পিছিয়ে যাবার পালা এখানেই শেষ নয়—গাছটা ছোট হ'তে হ'তে শেষ পর্য্যন্ত বীজে পরিণত হ'য়ে মিলিয়ে গেছে। রেড ইণ্ডিয়ান আর মহিষের দল আবার ফিরে এসেছে। চুম্বকের টানে লোহার মতো জাহাজগুলি আবার ফিরে এলো আটলান্টিক সমুদ্রে—তার মধ্যে থেকে নামলো নতুন বাসিন্দার দল, ভৃত্যের দল, দণ্ডিত অপরাধীরা আর ক্রীতদাসের দল। সূর্য যেন পশ্চিমের সূর্য্যাস্তের দেশ থেকে উঠে দ্বিপ্রহরের পর উষার কোলে ঢলে পড়ছে।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটন পরিবারের প্রথম জন যখন ভার্জ্জিনিয়ায় এলেন তখন আমাদের পিছু হাঁটা আমরা বন্ধ করতে পারি। এরও অর্দ্ধ শতাব্দী আগে ভার্জ্জিনিয়ায় ইংলণ্ড থেকে প্রথম দল বাসিন্দারা এসে জেমসটাউনে বসবাস শুরু করে দিয়েছে। রোগ, দুর্ভিক্ষ, রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ, সরকারের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও উপকূলবর্ত্তী জায়গায় এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে পটোম্যাক র‍্যাপ্যাহান্নক, ইয়র্ক আর জেম্‌স নদীর ধারে ধারে বসতির সংখ্যা বেড়েই গেছে। স্বদেশ ব্রিটেনে তখন গৃহযুদ্ধে পরাজিত ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা প্রথম চার্লসের মুণ্ডচ্ছেদন হয়ে গেছে। অনুগত উপনিবেশ হিসাবে ভার্জিনিয়া ষ্টুয়ার্টদের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও শেষ পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেন্টের শাসন মেনে নিতে হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন ভার্জ্জিনিয়ার কাছে খুব প্রয়োজনীয় বোধ হয় নি। "জঙ্গুলে শিশু দেশে" (একশ বছর পরেও জর্জ্জ ওয়াশিংটন এই ভাবেই আমেরিকার বর্ণনা দেন) খাদ্য, আশ্রয়, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আর জমির প্রয়োজন ছিল বেশী।

কিন্তু স্বদেশে কি ঘটছে তার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই ভার্জ্জিনিয়াতে দেখা দেবেই। পিতা মারা যাবার পর কয়েক মাস বাদেই ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে পটোম্যাক এবং র‍্যাপ্যাহান্নক নদীর মধ্যের বিস্তীর্ণ জায়গা দান করা এমন একটা ঘটনা যার ফল সুদূরপ্রসারী হয়। তখন এটাকে খুব করুণ একটা পরিহাস মনে হয়েছিল কারণ দ্বিতীয় চার্লস তখন নির্বাসনে, সিংহাসন পুনরুদ্ধারের বিশেষ কোন

সম্ভাবনাই ছিল না এবং তাঁর আদেশ পালন করবার মতোও অবস্থা ছিল না। তিনি নিজে যে জমিদারীর মালিক নন সেই জমিদারী দান করলেন এবং তিনি বা নতুন 'মালিক' কেউই সে জমিদারী তার পূর্বে বা পরেও চোখে দেখেন নি।

ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের আরেকটি সামান্য ঘটনা হচ্ছে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে পিউরিটানরা একজন ধর্ম্মযাজককে পদচ্যুত করেন। এর মধ্যে অবিশ্যি আশ্চর্য্যের কিছু নেই কারণ সেই সময়ে এ ধরণের দুর্ভাগ্য আরো অনেকেরই হয়েছিল। ধর্ম্মযাজকটির নাম লরেন্স ওয়াশিংটন। তিনি বরাবরই মধ্যবিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর পরিবারের জমিদারী ছিল নর্দাম্পটনশায়ারের সালগ্রেভে এবং তিনি নিজে এক সময়ে অক্সফোর্ডের ব্রেসনোজ কলেজের ফেলো ছিলেন। এখন তাঁর পক্ষে জীবন ধারণ করাই মুস্কিল হয়ে পড়লো। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র ভার্জ্জিনিয়ায় নতুন করে জীবন যাত্রা শুরু করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন জন ওয়াশিংটন জাহাজে চাকরী নিয়ে ভার্জ্জিনিয়ায় এসে পৌঁছল এবং ভার্জ্জিনিয়ার এক জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করে খানিকটা দৈবক্রমেই ভার্জ্জিনয়াতে বসবাস শুরু করেন। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে তাঁর ভালই প্রতিপত্তি হ'লো। তিনি জমিদারী কিনলেন এবং কালে একজন জাষ্টিস অব পীস এবং বার্জেস হ'ন। (তখনকার দিনে ভার্জ্জিনিয়ার আইন সভার নিম্ন পরিষদের সদস্যদের বার্জেস বলা হ'তো।) তাঁর ভাইও জীবনে মোটামুটি সফল্যলাভ করেন। ওয়াশিংটন পরিবারের সূত্রপাত্র হলো। এখন পর্য্যন্ত কিন্তু বংশ বলা চলে না। কোন ভাই-ই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন নি। তখন জীবন যাত্রা ছিল দুরূহ, সংকটজনক এবং মৃত্যু ভয় ছিল পদে পদে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জনের তিনটি বিবাহ ছিল। তাঁর তৃতীয় স্ত্রীও জনের সঙ্গে বিবাহের পূর্বেই তিনবার বিধবা হয়েছেন। অথচ ১৬৭৭ সালে যখন জন মারা যান তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ।

তবুও ভার্জ্জিনিয়ার বায়ার্ড, কার্টার করবিন, ফিৎসহ্যাগ, হ্যারিসন, লী পেজ, র‍্যানডলফ প্রভৃতি আর পাঁচটা পদবীর সঙ্গে ওয়াশিংটন পদবীটাও যুক্ত হ'লো। জনের জ্যেষ্ঠ পুত্র লরেন্স বংশের ধারাটি অব্যাহত রাখেন

এবং উপনিবেশের উত্তরাধিকার আইনবলে পিতার সমুদয় সম্পত্তির মালিক হ'ন। লরেন্সও বার্জেস হ'ন। কিন্তু তাঁর জমিদারীটি সুশৃঙ্খলভাবে বাঁধবার আগেই ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। বংশ কাহিনীর এই অংশ উত্তরাধিকার ও জমিদারী সংক্রান্ত বিরোধ, মামলার এবং নানারকম বৈবাহিক সম্বন্ধের গোলমালে পরিপূর্ণ। ভার্জিনিয়ার ইতিহাসে এ ধরণের ব্যাপার অবিশ্যি কিছুই নতুন নয়। লরেন্সের ছেলেদের নিয়ে লরেন্সের স্ত্রী ইংলণ্ড যান এবং তখনকার দিনের প্রথানুযায়ী যথাসম্ভব শীঘ্র পুনর্বিবাহ করেন। পরিবারের ছেলেদুটিকে ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডের অ্যাপেলবীতে স্কুলে পাঠানো হয়। তাঁদের সৎবাবা তাঁদের হয়তো ইংলণ্ডেই রেখে দিতেন এবং তাঁরা হয়তো সেক্ষেত্রে ভার্জিনিয়ার সম্পত্তি হারাতো। কিন্তু অল্পকয়েক দিনের মধ্যেই তাঁদের মা মারা যাওয়াতে তাঁরা আবার ভার্জিনিয়াতে ফিরে আসেন। জমি সংক্রান্ত আইনের খুঁটিনাটির মীমাংসা ক্রমে ক্রমে সহজ হয়ে আসে। তাঁদের মধ্যে এক ভাই যাঁর নাম ছিল অগাষ্টিন প্রায় একুশ বৎসর বয়সে জেন বাটলারকে বিবাহ করেন। তখনকার দিনে ভার্জিনিয়ায় পুরুষেরা সাধারণত এই বয়সেই বিবাহ করতেন। তাঁদের প্রথম জীবিত পুত্রের নাম প্রপিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নামানুসারে লরেন্স রাখা হয়।

অগাষ্টিন কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং কাজ কর্ম্মেও উৎসাহ ছিল। তিনিও পিতা এবং পিতামহের মতো জেলার বিচারক ছিলেন। তাঁর নিজের এবং তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তি মিলিয়ে ভার্জিনিয়ার পূর্ব্বে প্রায় ১৭৫০ একরের মালিক ছিলেন। ১৭২৬ সালে পটোম্যাক নদীর তীরে তিনি আরো ২৫০০ একর জমির ওপর মালিকানা সত্ত্ব স্থাপিত করেন। এ জমিটার প্রথম দখল নেন আদি বাসিন্দা পিতামহ জন ওয়াশিংটন। এ ছাড়া তিনি লৌহচুল্লীর ব্যবসায়ে কিছু শেয়ার কেনেন।

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে অগাষ্টিনের স্ত্রীবিয়োগ হয়। তিনি দুবছর পরে আবার বিবাহ করেন। দুবছর না বিবাহ করে থাকাটা তখনকার দিনে খুবই দীর্ঘ বলতে হ'বে। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মেরীবল ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের একজন ২৩ বছরের অনাথা এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা ছিলেন নিতান্ত সাধারণ। মেরী ১৬৫০ সালে ভার্জিনিয়ায় আগত লণ্ডনের একজন

এটর্নী উইলিয়াম বলের বংশধর ছিলেন। মেরী তাঁর অভিভাবক, সুন্দর স্বভাবের আইনবিশারদ জর্জ্জ এসক্রিজকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালবাসতেন। তাই বোধহয় তিনি তাঁর প্রথম গর্ভজাত সন্তানের নাম রাখেন জর্জ ওয়াশিংটন। না হ'লে হয়তো নবজাতকের নবম পারিবারিক নাম অনুযায়ী জন হ'তো কারণ তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা ইতিপূর্ব্বেই লরেন্স এবং অগাষ্টিন নাম গ্রহণ করেছেন। সে যাই হোক নবজাতকের নাম হ'লো জর্জ্জ।

শিশু জর্জ্জের জন্ম হ'লো ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড জেলার একটি খামারে যেটা পরে ওয়েকফিল্ড নামে খ্যাত হয়েছিল। এটাকে কখনও পোপ'স ক্রীক বা ব্রীজ'স ক্রীকও বলা হ'তো, কারণ এটা হান্টিং ক্রীক থেকে কিছুদূরে পটোম্যাক নদীতে পড়া দুটি ছোট নদীর মধ্যে অবস্থিত। জর্জ্জের জন্ম তারিখ ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী। ১৭৫২ সালে যখন দিনপঞ্জী সংস্কৃত করা হয় তখন ১১ দিন যোগ হ'বার ফলে নতুন জন্ম তারিখ দাঁড়ায় ২২শে ফেব্রুয়ারী। আরো পাঁচটি সন্তানের জন্ম খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে হয়। তাঁরা হলেন এলিজাবেথ, স্যামুয়েল, জন অগাষ্টিন, চার্লস এবং মিলড্রেড। মিলড্রেড ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে শৈশবেই মারা যায়।

ততদিনে বালক জর্জ্জ দুইবার বাড়ী বদলিয়েছেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর বাবা প্রিন্স উইলিয়াম জেলায় চলে আসেন। তিন বছর বাদে তিনি আবার স্থান বদল করেন এবার তিনি এলেন ফেরী ফার্ম্মএ। এ স্থানটি হ'লো র‍্যাপ্পাহান্নক নদীর তীরবর্তী নতুন গড়ে ওঠা বসতি ফেড্রিকস্‌বার্গের কাছে। জর্জ্জের পিতার নানারকম দুশ্চিন্তা এবং হতাশা ছিল যার বেশীর ভাগই হ'লো তাঁর লৌহচুল্লীর ব্যবসায় সংক্রান্ত। তবুও তিনি তাঁর স্থান ভার্জ্জিনিয়ার সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তর না হ'লেও উচ্চস্তরে বেশ পাকাপোক্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব পঞ্চাশটি ক্রীতদাস ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উইলে দেখা যায় যে তিনি প্রায় দশ হাজার একর জমির ওপর মালিকানা সত্ত্ব স্থাপন করেন। তাঁর প্রথম পক্ষের দুই সন্তান লরেন্স এবং অগাষ্টিনকে উত্তর ইংলণ্ডের অ্যাপেলবীর যে বিদ্যালয়ে তিনি নিজে পড়াশোনা করেন সেখানে পাঠান যাতে তারা ভার্জ্জিনিয়ার সম্ভ্রান্ত পরিবারোপযোগী সভ্যতা শিক্ষা করতে পারে এবং

ভবিষ্যতে ভাগ্যবলে, বুদ্ধিমানের মতো টাকা খাটিয়ে এবং বিয়ে করে প্রচুর অর্থসঞ্চয় করতে পারে।

তারপর অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হ'লো জর্জ্জের বয়স যখন এগারো তখন তাঁর পিতা অগাষ্টটিন ওয়াশিংটন মারা গেলেন। তাঁর বৈমাত্রের ভাইরাই সম্পত্তির বেশীর ভাগ গেলেন। জর্জ্জ সাবালক হ'লে ফেরী ফার্মের সম্পত্তি পাবেন এই রকম ব্যবস্থা তাঁর পিতা করে গিয়েছিলেন। ততদিন পর্য্যন্ত জর্জ্জ সেখানেই তাঁর মার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। সেখানেই তাঁর শৈশব অতিক্রান্ত হলো। জর্জ্জ স্বল্পস্থায়ী কৈশোরে পদার্পণ করলেন। স্বল্পস্থায়ী কারণ উপনিবেশ স্থাপনের সে আমলে কৈশোর অতি অল্প দিনের মধ্যেই যৌবনত্বে উপনীত হ'ত। তাঁর শৈশবের সম্বন্ধে পারসন উইমস্ এবং অন্যান্যদের চমকপ্রদ গল্পগুলি যদি মেনে না নিই তবে আমরা শুধু কল্পনা করে নিতে পারি। একটা বহুল প্রচলিত গল্প এই যে তিনি একজন কয়েদী ভৃত্যের কাছে লিখতে পড়তে শেখেন, তাঁর পিতা এই ভৃত্যটিকে নাকি শিক্ষক হিসাবে নিয়ে এসেছিলেন। এটা অসম্ভব নয়। তখনকার দিনে বহু কয়েদীকেই ভৃত্যরূপে ভার্জ্জিনিয়ায় চালান করা হ'তো। তাদের মধ্যে ঘৃণ্য অপরাধে দণ্ডিত নয় এমন কিছু শিক্ষিত লোক থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়। তবে এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু নেই। রেভারণ্ড জেমস মারীর ফ্রেডরিকসবার্গের স্কুলেও যে তিনি পড়েছিলেন সে সম্বন্ধেও নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। যদিও এটা অনেক বেশী সম্ভাব্য গল্প। যেটা আমরা অনুমান করতে পারি তা হ'লো যে ওয়াশিংটন সাত থেকে এগারো বছর বয়সের মধ্যে কিছু বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। তাঁকে অ্যাপেলবী পাঠাবার কোনো কথা হয়েছিল বলেও কোথাও উল্লেখ নেই; এর একটা কারণ হ'তে পারে যে ব্যয়সঙ্কুল বলে তা হয়নি তাছাড়া হয়তো তাঁর মা ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে অতদিনের জন্য কাছছাড়া করতে চান নি। কারণ যাই হোক, তাঁর লেখাপড়া ভার্জ্জিনিয়ার বাইরে কোথাও হয় নি একথা সত্য।

তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি যেরকমই হোক একধরণের বিদ্যাশিক্ষা করেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কৈশোরে রাখা তাঁর দিনপঞ্জী থেকে জানা যায় যে তিনি কিছু ল্যাটিন এবং অঙ্ক, সামাজিক ভব্যতার

নিয়মকানুনের কিছু কিছু এবং খানিক ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা করেন। ইউরোপীয় পরিমাপে এশিক্ষা একজন ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু নিয়মমাফিক পড়াশুনা তাঁর এর বেশী হয় নি। তাঁর সমসাময়িকদের মতো তিনি ভার্জ্জিনিয়ার রাজধানী উইলিয়ামস্‌বার্গের কলেজ অব উইলিয়াম এণ্ড মেরীতে যান নি। একমাত্র তাঁর মায়ের মিতব্যয়িতা এবং ছেলেকে দূরে যেতে দেওয়ার অনিচ্ছাই এর কারণ না অন্য কোন কারণ ছিল তা আমরা জানি না। জর্জ্জ ওয়াশিংটন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না বা তিনি কোন দিনই মনীষি বলে খ্যাতিলাভ করেন নি। এইখানে জন অ্যাডামস্‌ এর মতো আমেরিকানদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ ছিল। জন অ্যাডামস্‌ অত্যন্ত উষ্মার সঙ্গে একসময় বলেছিলেন—"ওয়াশিংটন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না এটা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁর পদ এবং মর্য্যাদা অনুযায়ী যে তাঁর শিক্ষা, বিদ্যা এবং পড়াশোনা ছিল না একথাও সকলেই মানেন।"

মনস্বীতার দিক দিয়ে তাঁর সমসাময়িক ভার্জ্জিনিয়ার অধিবাসী টমাস জেফারসন এবং জেমস ম্যাডিসনের সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা কোনো মতেই চলে না। বহু বৎসর পরে ওয়াশিংটন নিজেও তাঁর এই অভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। বিতর্ক বা নীতিগত আলোচনার সময়ে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করতেন। বহু পরিশ্রম করার পর তিনি লেখবার সময়ে অনেকটা পরিষ্কার ভাবে এবং জোরের সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেছিলেন। একই উপায়ে বানানের ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু কোনোদিনই তিনি শক্তিমান লেখক হ'ন নি। ("সভ্যতার নিয়ম" বলে যে বইটি তাঁর লেখা বলে চালানো হয় সেটা তাঁর নিজের লেখা নয় অন্যর বই থেকে তিনি এগুলি টুকে রেখেছিলেন। পরে পরিণত বয়সে তাঁর লেখাগুলির ভাবধারা তাঁর হলেও অনেক সময় কাজের চাপে, তাঁর সচিবদের ভাষাতেই সেগুলি প্রকাশ করতে হয়েছে। তাঁর সচিবদের মধ্যে অনেকেই সুলেখক ছিলেন)। ওয়াশিংটনের পরিণত বয়সের বাকসংযম হয়তো কিছুটা তাঁর এই মনস্বিতার অভাবের সচেতনতা থেকে এসেছিল। তাঁর প্রথম যৌবনে তাঁকে ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুণ দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। দোভাষীর সাহায্যে কথা বলতে হবে বলে পরিণত বয়সে তিনি ফরাসী দেশে যাবার আমন্ত্রণ

গ্রহণ করেন নি। জেফারসন বা অ্যাডামস্ এর মতো ইউরোপে যাওয়া তাঁর জীবনে কখনও ঘটে নি।

তবে এর ওপর বেশী জোর দেওয়াটা অন্যায় হ'বে। তখনকার দিনে ভার্জিনিয়ায় জেফারসন বা ম্যাডিসনের মতো মনীষি খুব বেশী ছিল না। তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রম। বড় বড় জমিদাররাও পড়াশোনার ধার বেশী ধারতেন না বা সাংস্কৃতিক রুচি নিয়ে একদম মাথা ঘামাতেন না। ভার্জিনিয়ার তদানীন্তন সমাজে ৩০০০ বই বিশিষ্ট ওয়েষ্টোভারের উইলিয়াম বায়ার্ড এর লাইব্রেরী সে সময় একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল। ইংলণ্ডের জমিদারদের মতন তাঁরা সুখাদ্য এবং পানীয় ভালবাসতেন, ভাল জামাকাপড় পরতে আর বাড়ীতে বিদেশের আমদানী সুচারুরূপে তৈয়ারী আসবাবপত্র রাখতে ভালবাসতেন। কিন্তু তদানীন্তন লেখকদের লেখা পড়লে তাঁরা যতটা স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন বলে মনে হ'বে ততটা স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের ছিল না। তাঁদের বাড়ীগুলি বেশীর ভাগ সময় বিস্ময়কর রকমের ছোট ছোট ছিল এবং তাঁদের বিরাট জমিদারীগুলি ইউরোপীয়দের কাছে অযত্নে রক্ষিত বলে মনে হ'তো। মনে হ'তো স্থান কাল দুদিক দিয়েই তা প্রায় জঙ্গল। পেশা এবং চিন্তাধারার দিক দিয়ে তারা মাতৃভূমির অনেক নিকটতর ছিল। তাদের কথাবার্ত্তাও ম্যাসাচুসেট্‌স-এর নাকী কথাবার্ত্তার চেয়ে অনেক বেশী মাতৃভাষার নিকটতর ছিল (যদিও অভিযোগ করা হয় যে তাঁদের সন্তানদের বিনা নিষেধেই নিগ্রো ক্রীতদাস-দের বিকৃত উচ্চারণ নকল করতে দেওয়া হ'ত)। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে মধ্য-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভার্জিনিয়া তার নিজস্ব একটা জগতে বাস করতো যার সঙ্গে ইউরোপ বা নাগরিক সভ্যতার যোগ ছিল খুব কম। যুবক ওয়াশিংটন একবার ঠাট্টা করে উইলিয়ামস্‌বার্গকে "বিরাট শহর" বলে উল্লেখ করেছিলেন। লণ্ডনের কথা নাহয় বাদই দিলাম, বষ্টন কিংবা ফিলাডেলফিয়ার তুলনাতেও উইলিয়ামস্‌বার্গ একটা ছোট্ট শহর ছিল। ভার্জিনিয়ায় তখন অন্যান্য শহর গড়ে উঠতে আরম্ভ করলেও শহর বলতে ছিল ওই উইলিয়ামস্‌বার্গ, ইয়র্কটাউন, হ্যাম্পটন আর নরফোক। ভার্জিনিয়া তখন গ্রাম্য বসতি আর তার অধিবাসীদের রুচিও ছিল গ্রামীন। বসতি হিসাবে ভার্জিনিয়া বিরাট হ'লেও এবং সে সম্বন্ধে ভার্জিনিয়াবাসীদের

গর্ব্ব থাকলেও তার জমিদারী, গির্জ্জা, জেলা সব কিছুই আঞ্চলিক। যেসব বার্জেস আইনসভার অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য উইলিয়ামসবার্গ যেতেন তাঁরা স্বল্প সময়ের মধ্যে অনিয়মিতভাবে নাগরিক জীবনে আমোদ সংগ্রহ করতেন। নাচের আসর আর নৈশ ভোজন; তাসের আড্ডা আর নাট্যশালায় তাঁরা সময়টা ভালই কাটাতেন। কৃষক পরিবার, যাদের সংখ্যাই ছিল তখন বেশী তাদের কথা তো বাদই দিলাম ভার্জ্জিনিয়ার জমিদারাও গ্রামের স্থানীয় জমিদার ছাড়া কিছু ছিলেন না।

তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল জমিতে। একজন জমিদারের সাধারণত অনেকগুলি জায়গীর থাকতো। একটা জমিতে হয়তো তিনি নিজেই তামাকের চাষ করাতেন অন্য কিছু জমি হয়তো তিনি বর্গা দিলেন আবার পশ্চিমের জমি হয়তো এমনিই পড়ে রইলো (অবশ্য নতুন বাসিন্দারা যদি এর মধ্যে বসতি স্থাপন না করে থাকে তবেই)। তাঁর ভাগ্য জমির ওপর নির্ভরশীল এবং তাঁর পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করতো বেশী করে জমি সংগ্রহ করার ওপর। ভার্জ্জিনিয়ার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা যেমন নোমিনির রবার্ট কাটার তাঁদের ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ দিতেন কত লক্ষ একর জমি আছে তাই দিয়ে। একশ বছর পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বর্ণপ্রাপ্তিতে যে সোনাখোঁজার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল তা স্বল্পস্থায়ী কিন্তু প্রচণ্ড হয়েছিল। জমি সংগ্রহের ব্যাপারে মানুষ এত দ্রুত ছুটতো না কিন্তু তাই বলে আকাঙ্খার তীব্রতার কিছু কমতি ছিল না। পশ্চিমে জমি ছিল পর্য্যপ্ত এবং মালিকানা সত্ত্ব নিয়ে ঝগড়া করবার মতো ছিল খালি ফরাসীরা ও রেড ইণ্ডিয়ানরা। অবশ্য ভার্জ্জিনিয়া, মেরীল্যাণ্ড কিংবা পেনসিলভ্যানিয়ার অন্যান্য জমিদারাও এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দী ছিল।

ভার্জ্জিনিয়ার লোকেদের জমির প্রতি অনুরাগ ছিল বিলাসীর মতো আর অগোছালো। তারা যতটা জানত ততটা যত্ন নিয়ে চাষ করতো কিন্তু তাদের মধ্যে ইউরোপীয় কৃষকের মতো গুছিয়ে চাষ করার স্বভাব ছিল না। তামাকের চাষে যদি জমির উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে যায় তাতে তারা দুঃখিত হ'তো—কিন্তু আরো তো জমি রয়েছে অন্যান্য চাষের জন্য। ভার্জ্জিনিয়ার স্বপ্ন ছিল জমি। সে স্বপ্ন সফল করবার পথে ছিল বহু বাধা। মামলা মোকর্দ্দমা, প্রতিযোগিতা, দুর্ঘটনা এবং নোংরামি মাঝে মাঝে

স্বপ্নটা দুঃস্বপ্ন করে তুলতো, তবু সেটা ছিল আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। প্রথম যুগে ইংরাজী শব্দ স্পেকুলেশানের (Speculation) মানে ছিল কোন বিষয় সম্বন্ধে একটা গভীর চিন্তা করা। নতুন ব্যাখ্যায় (অক্সফোর্ড ডিকশানারীর মতে এই ব্যাখ্যা প্রথম চালু হয় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে) এর মানে দাঁড়ালো এমন কোন ব্যবসায় বা কাজের ভার নেওয়া যাতে ঝুঁকি খুব বেশী কিন্তু সফল হ'লে প্রচণ্ড লাভ। এই ব্যাখ্যাটা তদানীন্তন ভার্জিনিয়ার জমিদারদের সম্বন্ধে খুব ভাল ভাবে প্রযোজ্য। তাতে অবিশ্যি গভীর কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করায় কোন বাধা দিল না। প্রত্যেক ফাটকাবাজই জানতো কিভাবে তর্ক করতে হয় বা প্রতিবাদ করতে হয়।

জমিদারদের কাজের মধ্যে থেকেই তাঁদের আমোদপ্রমোদ স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত হয়ে ছিল। বহুক্ষণ অশ্বপৃষ্ঠে থাকার প্রয়োজনটাকেই তারা আমোদে পরিণত করেছিল। কর্ণেল বায়ার্ড একবার বলেছিলেন, "আমার প্রিয় স্বদেশবাসীরা ঘোড়ায় চড়ার আনন্দের জন্য এক ক্রোশ হেঁটে গিয়ে একটা ঘোড়া ধরতেও রাজি আছে।" জমিদাররা ঘোড়দৌড় দেখতে এবং বাজী ধরতে ভালবাসতেন। আর ভালবাসতেন শৃগাল বা পাখী শিকার করতে। মাঝে মাঝে মুরগীর লড়াইয়ের মতো নৃশংস ব্যাপারে বাজী ধরেও যথেষ্ট আনন্দ পেতেন। জীবন ছিল বিপদসংকুল আর কঠোর, তাই যারা সে ধরণের জীবনযাপন করতো তাদের যথেষ্ট সাহস ছিল কিন্তু জীবন সম্বন্ধে মমত্ববোধ ছিল কম। অন্যান্য উপনিবেশের মতো এখানেও রেড় ইণ্ডিয়ানদের মাথার খুলির ওপর পুরষ্কার ঘোষণা করা হ'তো। আইনকানুন ইংলণ্ডের চেয়ে কঠোর না হ'লেও কোন কোন সময়ে নৃশংস শাস্তিপ্রদান করা হ'তো। নিগ্রোদের বেলায় এটা বেশী প্রযোজ্য—তেমন তেমন সাংঘাতিক অপরাধে ফাঁসি হ'তো কিংবা কেটে ফেলা হ'তো। কোনো কোনো সময়ে জ্যান্ত পুড়িয়েও মেরে ফেলা হ'তো।

ভার্জিনিয়ার প্রভাব

ওয়াশিংটনের বাল্যে ভার্জিনিয়ার প্রকৃতি কি ছিল আমরা দেখেছি। ওয়াশিংটনের শিক্ষাও যুগোপযোগীই হয়েছিল। তাঁর বন্দুক চালনায় ভাল নিশানা ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন খুব ভাল ঘোড়সওয়ার এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সে যুগের একজন উৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি খুব লম্বা, শক্ত সমর্থ এবং কর্ম্মপটু হয়ে উঠলেন। জর্জ্জ কিন্তু বয়ে গেলেন না। তাঁর মার কোন রকম রুচিকর প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে নি। তাঁর সম্বন্ধে লেখকরা যত ভাল ভাল কথাই বলুন না কেন যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি একজন ক্ষুদ্রমনা খিটখিটে এবং সাদামাটা ধরণের মহিলা ছিলেন। পরের জীবনে ওয়াশিংটন মাকে শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু খুব ভালবাসতেন না। কিশোর ওয়াশিংটনকে তিনি জাহাজে চাকরী নিতে দেন নি। হয়তো খুবই সঙ্গত কারণেই দেন নি—তবে এই একটি [illegible]ড়া তিনি অন্য কোনভাবে ওয়াশিংটনের জীবনে প্রত্যক্ষভা[illegible]াড় ঘোরান নি। সৌভাগ্যক্রমে পরিবারের অন্য কয়েকজনের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই লরেন্সের প্রভাব। লরেন্স জর্জ্জের চেয়ে ১৪ বছরের বড় ছিলেন কিন্তু জর্জ্জের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ইংলণ্ডের স্কুলে পড়া লরেন্সকে নিশ্চয় জর্জ্জের সফল এবং আকর্ষণীয় লেগেছিল এবং পিতার স্থলে বসিয়ে নিয়েছিলেন। জর্জ্জের বয়স যখন আট তখন লরেন্স নতুন সৃষ্ট আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে ক্যাপ্টেন হয়ে (ভার্জিনিয়াতে চারজন মাত্র অনুরূপ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন) অ্যাডমিরাল ভারননের নেতৃত্বে কার্টাজেনায় স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-এর দিকে যাত্রা করেন। অ্যাডমিরালের কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও অভিযানটিতে বহু লোকসান হয়। আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর বহু লোক পীতজ্বরে মারা যায়। লরেন্স অন্যান্যদের চেয়ে আগে দেশে ফিরে আসেন এবং অর্দ্ধ মাহিনায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি পরে ভার্জিনিয়ার সহকারী জেনারেলের পদপ্রার্থী হ'ন এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই পদে নিযুক্ত হ'ন। সুতরাং ছোটবেলায় ওয়াশিংটনের ওপর কিরকম প্রভাব পড়েছিল আমরা যদি উৎসুক হই তো দেখতে পাব যে সে

প্রভাব সামরিক প্রভাব। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যুদ্ধে গৌরবলাভ না করতে পারলেও খুব সাহসিক একটা প্রচেষ্টায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। লরেন্স অ্যাডমিরাল ভারননকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন এবং হান্টিং ক্রীকে তাঁর জমিদারীর নাম রেখেছিলেন মাউন্ট ভারনন এবং তাঁর বাড়ীতে অ্যাডমিরালের একটি ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন।

লরেন্সের ওপর আরেকটা যে প্রভাব পড়েছিল তাকে সামাজিক প্রভাব বলা যেতে পারে। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পিতা যে বৎসর মারা যান লরেন্স সেবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহটি অত্যন্ত উপযুক্ত বিবাহ হয়েছিল। লরেন্সের বধূ ছিলেন অ্যান ফেয়ারফ্যাকস। অ্যান মাউন্ট ভারননের লাগোয়া জমিদারী বেলভোরের প্রতিপত্তিশালী কর্ণেল উইলিয়াম ফেয়ারফ্যাক্সের কন্যা। কর্ণেল ফেয়ারফ্যাকস ভার্জিনিয়ার অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন। বিবাহের কিছুদিন পরেই তিনি তাঁর আভিজাত্যের আরেক দফা প্রমাণ দিলেন [illegible]সীমিত সদস্য বিশিষ্ট পরিষদে যোগদান করে। এই পরিষদকে [illegible] সাধারণ পরিষদের উচ্চ কক্ষও বলা চলে এবং ভার্জিনিয়ার বারজন প্রধান অভিজাত শ্রেণীর লোক নিয়ে এটা গঠিত। লরেন্সের মারফৎ ফেয়ারফ্যাকস পরিবারের লোকরা জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবনযাত্রার গতি নিরূপণ করেন। তাঁর যখন যোল বৎসর বয়স হ'বে তখন তিনি মাউন্ট ভারননে প্রধানতঃ বসবাস করবেন বলেই আসেন। তিনি এখানে এসে বিলিয়ার্ডস এবং তাস খেলতে শেখেন, নাচ শেখেন এবং খানিকটা মজা করবার জন্য কষ্টসাধ্য আন্তরিকতার সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই সময়কার তাঁর চিঠিপত্রে বিভিন্ন মেয়েদের সম্বন্ধে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। জীবনীকাররা এইগুলি প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং তাঁর বিশ বছর বয়সে বেটসী ফন্টলেরয় বলে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে ব্যর্থ প্রেমের বহু গল্পও আমাদের শুনিয়াছেন। এই ধরণের গল্পের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। প্রথমত এতে বোঝা যায় তিনি অল্প বয়সে সাধারণ একজন মানুষের মতোই ছিলেন আর দ্বিতীয়ত যে সব চরিত্র এতে সংশ্লিষ্ট তারা অত্যন্ত অস্পষ্ট। এতে কিন্তু কিছুতেই প্রমাণ হয় না যে সামাজিক ব্যাপারে ড্রইংরুমের কথাবার্ত্তায় তিনি বিশেষ অপটু ছিলেন। তিনি হয়তো একটু

সাদামাটা এবং অরসিক ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরাই কি তাঁর চাইতে অন্যরকম কিছু ছিলেন? সত্য কি আমাদের সেটা অনুমান করে নিতে হ'বে।

হ্যাম্পটনের কাছে জেমস নদীর ধারের জমিদার কর্ণেল উইলসন কেরীর মেয়ে সারা (স্যালী) কেরী সম্পর্কিত গল্পগুলি আরো কৌতুহলদ্দীপক। ১৭৪৮ এর ডিসেম্বরে তাঁর সঙ্গে কর্ণেল ফেয়ারফ্যাক্সের জ্যেষ্ঠ পুত্র জর্জ্জ উইলিয়ামস্ এর বিবাহের পর তিনি বেলভয়েরে বসবাস করতে আসেন। তাঁর স্বামী অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির ভদ্রলোক এবং যদিও ওয়াশিংটন তাঁর দিনপঞ্জীতে তাঁকে ভদ্রভাবে মিঃ ফেয়ারফ্যাকস বলে উল্লেখ করেছেন তবুও বলা চলে যে তাঁর সঙ্গে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের বন্ধুত্ব ছিল। বহুবৎসর ধরে স্যালীকে তিনি চিনতেন মেলামেশা করতেন, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখতেন এবং হয়তো তাঁর প্রেমেও পড়েছিলেন। ওয়াশিংটনের স্যালীকে লেখা চিঠিপত্র থেকে বলা যায় যে তিনি স্যালীকে খুব পছন্দ করতেন, তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করতেন কিন্তু তাঁর সামনে পুরোপুরি সহজ হ'তে পারতেন না। স্যালী যে তাঁকে অল্প কয়েকটি চিঠি লিখেছেন তার থেকে বোঝা যায় যে তিনি ওয়াশিংটনের এই মনোভাব উপভোগ করতেন এবং প্রেমের অভিনয় এবং ফষ্টিনষ্টির মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ করতেন না। তবে কি তিনি তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। এবারেও আমাদের কাছে কোন সঠিক প্রমাণ নেই। তবে এটুকু বলা যায় যে তাঁদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ মনের এবং ব্যক্তিগত দুঃখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সে যাই হোক, তিনি এবং তাঁর স্বামী, আর লরেন্স এবং অ্যান জর্জ্জকে একটা সুখের জীবনযাত্রার আভাষ দিয়েছিলেন। জর্জ্জের ব্যবহার যদি একটু অস্বাভাবিক মনে হয় তবে সেই সঙ্গে মনে রাখতে হ'বে যে তিনি ছোট ভাই এবং তাও আবার বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ছিলেন। তাঁর প্রভাবশালী আত্মীয়স্বজন ছিল এবং তিনিও কপর্দকহীন ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে লরেন্স এবং অগাষ্টিনের সম্পর্ক সিনডারেলার সঙ্গে তার কুৎসিৎ বোনেদের সম্পর্কের মতো ছিল না। কিন্তু তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হ'বে। অন্তত যে সব সুযোগ তিনি পাবেন তার সদ্ব্যবহার করতেই হ'বে। শেষ পর্য্যন্ত

খানিকটা দৈবক্রমেই তার সুযোগ এসে যায়। তুলনামূলক ভাবে বলা চলে যে ফেয়ারফ্যাকস পরিবারের ছেলেরা একটু আদরে মাথা খাওয়া ছেলে ছিল। জর্জ্জের নিজের সৎপুত্র এবং তার সন্তানরাও খানিকটা তাই ছিল। তিনি নিজে উপলব্ধি না করে থাকলেও বঞ্চিতের জ্বালা বুঝতেন। তাঁর উচ্চাশা তাতে ব্যাহত না হয়ে উগ্র হয়ে উঠেছিল। তাই ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর এক ছোটভাই উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন :

> "বেলভয়ারের পরিবারের সঙ্গে তুমি বন্ধুভাবে মিশতে পারলে আমি খুশী হ'বো। জীবনের আরম্ভে তাঁরা আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারেন। তুমি তাঁদের ওখানে যতটা পার যাবে।"

তরুণ জর্জ্জের ওপর তৃতীয় প্রভাবটিকে 'আঞ্চলিক' প্রভাব বলা যেতে পারে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে একজন ভার্জ্জিনিয়ার নেতা বাণিজ্যিক দপ্তরকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদের উপনিবেশের সীমানা ক্যালিফোর্নিয়া সমেত দক্ষিণ সমুদ্র (প্রশান্ত মহাসাগর) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দাবীটা বিরাট এবং কিছুটা অস্পষ্ট। জর্জ্জের স্কুলের খাতায় দেখতে পাওয়া যায় যে ভুল বানানে লেখা "কলোফোর্নিয়া", উত্তর আমেরিকার একটি প্রধান দ্বীপ। এই সম্মান অবশ্য "আইসল্যাণ্ডস্", "গ্রীনল্যাণ্ড" এবং "বারবাডোস্ এবং অন্যান্য ক্যারিবিয়ান দ্বীপসমূহ"কেও দেওয়া হয়েছে। একটু স্পষ্টতর ভাবে সমস্ত উচ্চাকাঙ্খী ভার্জ্জিনিয়ানই জানতেন পশ্চিমে ব্লু রিজ পর্ব্বতমালার ওপারে সমৃদ্ধশালী উপত্যকা শেনানডোয়া এবং তার সমান্তরাল চলছে অ্যালিঘেনি পর্ব্বতমালা; নিম্ন শেনানডোয়ার উত্তর পশ্চিমে কি আছে সেটা বিতর্কের বিষয়, বোধ হয় ওহায়ো উপত্যকা যেটা গিয়ে শেষ হয়েছে মিসিসিপি নদীর অববাহিকায়। সমস্তটাই তাঁর (উচ্চাকাঙ্খী ভার্জ্জিনিয়ানটির) পুত্রের এবং পুত্রের জন্য উপহার স্বরূপ রক্ষিত আছে এবং তিনি সে অধিকার ছাড়তে একদম নারাজ। নিজেদের দাবী তাঁরা বহুভাবে উপস্থাপিত করতেন। ১৭৪৪ সালে সম্পাদিত ভার্জ্জিনিয়া, মেরীল্যাণ্ড এবং ইরোকুইওস্ কনফেডারেশানের রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এক চুক্তিতে শ্বেতাঙ্গ বসতির সীমানা হিসাবে দেখানো হয় অ্যালিঘেনি পর্ব্বতমালাকে। আগে রেড ইণ্ডিয়ানরা এই সীমানা ব্লু রিজে

এসে শেষ হয়েছে বলে ধরতেন। এইভাবে শেনানডোয়া উপত্যকার লোক বসতির সূচনা হল। কয়েক মাস বাদে লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিল এমন একটা ব্যাপারে রায় দিলেন যার সূত্রপাত দ্বিতীয় চার্লসের ৯০ বছরের পুরাতন অঙ্গীকারে। চার্লস্ শেষ পর্য্যন্ত সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তাঁর ভাগ্যবান অনুচর 'নর্দার্ণ নেকের' মালিকও হয়েছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে এর মালিক ছিলেন টমাস লর্ড ফেয়ারফ্যাক্স এবং প্রিভি কাউন্সিল দীর্ঘ বিরোধের অবসান ঘটিয়ে তাঁর মালিকানা স্বীকার করে নেন। নতুন ব্যবস্থায় পটোম্যাক এবং রাপ্পাহান্নকের মধ্যে বিস্তৃত জায়গা তাঁর সম্পত্তির সীমানাভূক্ত হয়।

লর্ড ফেয়ারফ্যাক্স ছিলেন কর্ণেল ফেয়ারফ্যাক্সের আত্মীয়। কর্ণেল ফেয়ারফ্যাক্স তাঁর আত্মীয়ের জমিদারী দেখাশুনা করতেন যার ফলে তিনি প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। জমিদারটি নিজে অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা এবং বোকা ছিলেন। জর্জ্জকে যতটা সাহায্য করেছিলেন বলে কথিত আছে ততটা সাহায্য তিনি করেন নি। কিন্তু তিনি প্রায় রূপকথার মানুষ, তাই সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন তাঁর জমিদারী পরিদর্শনে আসেন তখন কতটা চাঞ্চল্য তিনি সৃষ্টি করেছিলে। প্রথমে তিনি বেলভয়েরেই বসবাস করেন। তত দিনে লরেন্স এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ওহায়ো কোম্পানী ফেঁদে ফেলেছেন পটোম্যাকের উজানে বিরাট এক বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। সীমানা এগিয়ে চলতে সুরু করে দিয়েছে। একই সময়ে ওহায়ো কোম্পানীর চেয়েও বিরাট লয়্যাল কোম্পানী আরেক দল ব্যবসায়ী সুরু করেন।

এই দুটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক এবং ওয়াশিংটনের প্রথম চাকুরী কি তা সহজেই অনুমেয়। জমির গুরুত্ব তখন বিরাট, ওয়াশিংটন নিলেন জমি জরীপের কাজ। এর জন্য বোধ হয় লরেন্স কিছু পরিমাণে দায়ী তিনি জর্জ্জের প্রতি সহৃদয় হ'লেও তাকে বাবু করে তুলতে চান নি। লরেন্স হয়তো জর্জ্জকে সমুদ্রে পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু সমুদ্রে যাওয়া খুব সম্মানের ছিল বা জর্জ্জের কাকার ভাষায় তাতে খুব বেশী উন্নতির আশা ছিল। তবে এ নিয়ে বেশী গবেষণা অনাবশ্যক। তখনকার দিনের জমিদারদের বাড়ীর ছেলেরা সবাই ওয়াশিংটনের মতো জমি

জরীপের কাজ কিছু কিছু জানতো। ছোটবেলায় তারা কি করে জমি বিক্রীর দলিল তৈয়ারী করতে হয়, কিভাবে ওকালতনামা লিখতে হয়, কিভাবে ধারের দলিল লিখতে হয় কিছু কিছু শিখতেন।

জর্জ্জের যখন ষোল বছর বয়স তখনই তিনি কাজ চালানোর মতো জরীপের কাজ জানেন। ১৭৪৮ সালে প্রথম ব্লু রিজ পেরিয়ে তিনি যখন শেনানডোয়াতে ফেয়ারফ্যাক্সদের সঙ্গে গেলেন তখন সেখানে এই কাজ করেন। পরের বৎসর যখন মাউন্ট ভারনন থেকে কিছু উত্তরে পটোম্যাকের ওপর নতুন শহর বেলহাডেনের (আলেকজান্ড্রিয়া বলে একে পরে নতুন নামকরণ করা হয়) পত্তন করা হয় তখন ওয়াশিংটনকে সহকারী জরীপকারের পদে নিযুক্ত করা হয়। লরেন্স ওয়াশিংটন আলেকজান্ড্রিয়ার একজন অছি ছিলেন। সুতরাং জর্জ্জ পারিবারিক পোষক-তাতেই জীবন শুরু করেন। কিছুদিন পরেই তিনি কালপেপার জেলায় জরীপকারের কাজে নিযুক্ত হন। এর পরেই সাধারণভাবে তাঁর উন্নতি হয়েই চললো—তিনি উত্তর ভার্জ্জিনিয়ার নতুন জায়গাগুলিতে জরীপ চালাতে লাগলেন। ১৭৫০ সালের শেষে ১৮ বৎসর বয়স্ক জরীপকার নিম্ন শেনানডোয়ার তিনটি ভূখণ্ডে সর্ব্বসমেত ১৪৫০ একর জমির ওপর নিজের মালিকানা সত্ত্ব স্থাপন করলেন। যেহেতু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ফেরী ফার্মের মালিক হ'বেন সেহেতু তাঁর এসময়ে ভবিষ্যত মোটামুটি ভালই বলতে হবে। তিনি দিকৃপাল মনস্বী বা প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধি-কারী না হ'তে পারেন কিন্তু তিনি উৎসাহী নির্ভরযোগ্য এবং কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৭৫১-র শেষে তাঁর জীবনের নিয়মিত রাস্তায় একটা ছেদ পড়লো। লরেন্স ওয়াশিংটনের তিনটি ছেলেই মারা যায় এবং লরেন্সও একটা কাশি থেকে ভুগতে সুরু করেন যেটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভাল চিকিৎসা তাঁর হয়নি এবং সম্ভবপরও ছিল না। বেপরোয়া হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত লরেন্স ঠিক করলেন তিনি বারবাডোস্ যাবেন। আশা ছিল সেখানকার আবহাওয়ায় তাঁর অসুখ সেরে যাবে। লরেন্সের স্ত্রী তাঁদের চতুর্থ সন্তানকে ফেলে যেতে পারবেন না তাই শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'লো জর্জ্জ লরেন্সের সঙ্গে যাবেন। (আমেরিকার মহাদেশের বাইরে এর পর তিনি কখনো আর

যান নি)। পরীক্ষাটা সফল হ'লো না। লরেন্সের শরীর সারলো না আর জর্জের হ'লো বসন্ত। জর্জের অসুখ সারলে, জর্জ একলাই ভার্জিনিয়ায় ফিরলেন। সঙ্গে আনলেন নৈরাশ্যজনক খবর যে লরেন্সের অবস্থা খারাপ এবং হয়তো আরোগ্যের সন্ধানে বারমুডা যাবেন। ফিরে এসে জর্জ জরীপকার হিসাবে আবার কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি শেনানডোয়াতে আবার একটি জমি কিনলেন তাতে তাঁর জমিদারীর আয়তন দাঁড়ালো দু হাজার একর। অন্যান্য দিক দিয়ে ১৭৫২ সালটা দুর্বৎসর। জর্জ প্লুরিসিতে ভুগলেন, মিস্ ফন্টলেরয়ের ব্যাপারে ভাগ্য প্রতিকূল হ'ল। এবং গ্রীষ্মের সময়ে বারমুডা থেকে ফিরে লরেন্স যক্ষ্মা রোগে মারা গেলেন। মৃত্যু মানুষের আশাকে যেন ব্যঙ্গ করলো। কিন্তু তবুও লরেন্সের মৃত্যুতে কতকগুলো অপ্রত্যাশিত সান্ত্বনা ছিল এবং লরেন্সের প্রদর্শিত পথে চলবার তাঁর সুযোগ এল। জর্জের দাদার উইল অনুযায়ী তাঁর বিধবা স্ত্রী যতদিন বাঁচবেন তাঁদের একমাত্র জীবিত শিশু পুত্রের অছি হিসাবে মাউন্ট ভারননে থাকতে পাবেন। কিন্তু শিশুপুত্র যদি নিঃসন্তান মারা যায় তবে মাউন্ট ভারননের মালিক হবেন জর্জ। লরেন্সের স্ত্রী মারা গেলে তিনি ফেয়ারফ্যাক্স জেলার অধিকারী হবেন। লরেন্সের উইলের ধারাগুলি জর্জের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই লরেন্সের চতুর্থ সন্তানটিও মারা গেলেন। লরেন্সের মৃত্যুতে সহকারী জেনারেলের পদটিও খালি হয়। জর্জ এ পদটির জন্য আবেদন করেন, এবং এ পদটির বদলে চারিটি সহকারীর পদ সৃষ্ট হয় আর তার একটিতে জর্জ নিযুক্ত হ'ন।

১৭৫৩ সালে যখন জর্জ ওয়াশিংটন সাবালক হ'লেন তখন তাঁর অবস্থা খুব ভাল। তিনি ফ্রেডরিক্সবার্গের নতুন বাড়ীতে ফ্রীম্যাসন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছেন। জেলা জরীপকার হিসাবে তাঁর বার্ষিক বৃত্তি পঞ্চাশ পাউণ্ড, তাছাড়া বহু জরীপের কাজ তিনি পান। শেনানডোয়ার দু হাজার একর ছাড়া আরো চার হাজার একর তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি পেয়েছেন। এ ছাড়া তিনি জেলা সহকারী সামরিক কর্ম্মচারী হিসাবে বছরে একশ পাউণ্ড মাহিনা পান এবং সামরিক বাহিনীর মেজর পদ পেয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই ফেরী ফার্মে তাঁর

আস্তানা না করে তিনি তাঁর বৌদির কাছ থেকে মাউন্ট ভারনন লীজ নিলেন। এরপর থেকে মাউন্ট ভারননই তাঁর বাসস্থান হয়। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি মাউন্ট ভারননের অধিকারী হন এবং চল্লিশ বছরেরও অধিককাল এটা তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাধারার কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকে। তাঁর পারিবারিক নিশ্চিন্ততার মধ্যে তখন একমাত্র স্ত্রীর অভাব ছাড়া অন্য কোন অভাব ছিল না।

তরুণ সৈনিক

কিন্তু এ অভাবপূরণের চেষ্টা কিছুদিন স্থগিত রইলো। তরুণ জমিদারের তখন আরেকটা লক্ষ্য দেখা দিয়েছে। তিনি সামরিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইছেন। এর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর—সামরিক জীবনের প্রাথমিক ইতিহাসটা প্রথমে সাফল্যলাভের দৃষ্টান্ত হিসাবে সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া যাক, তারপর আমরা আরেকটু বিশদভাবে তাঁর চরিত্রের ওপর এবং উচ্চাকাঙ্খার উপর এর প্রভাব কি তার আলোচনা করবো।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনের উত্তর আমেরিকার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য পূর্ব্ব সমুদ্রোপকূল থেকে এ্যালিঘেনি পর্ব্বতমালা অবধি বিস্তৃত ছিল। ফ্রান্সের আমেরিকান সাম্রাজ্য উত্তর থেকে পশ্চিমে বিরাট অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি আকারে সেন্ট লরেন্স নদী থেকে বিরাট হ্রদগুলি পর্য্যন্ত আর মিসিসিপি থেকে নিউ অরলিন্স পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের খিটমিটি লেগেই ছিল। অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি অংশটি সরু ছিল কিন্তু ফ্রান্স যদি তার অংশগুলি সুরক্ষিত করে রাখত তবে ভার্জ্জিনিয়া এবং অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হ'তো। অন্যদিকে ব্রিটেন যদি ওহায়ো উপত্যকা অধিকার করতে সমর্থ হ'তো তবে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি অংশে ভাঙন ধরানো যেত এবং শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের কাছ থেকে মিসিসিপিও ছিনিয়ে নেওয়া যেত। ভার্জ্জিনিয়া, বিশেষ করে ওহায়ো কোম্পানীর সঙ্গে ফ্রান্সের সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে ছিল। কাগজে পত্রে দুটি জাতির মধ্যে ১৭৪৮ সাল থেকে কোন

অশান্তি ছিল না। কার্য্যত কিন্তু একটা যুদ্ধবিরতি অবস্থা ছিল মাত্র। মোনোনগাহেলা আর এ্যালিঘেনি নদী যেখানে মিশছে সেইখানে ওহায়োতে ওহায়ো কোম্পানী একটা কেল্লা বানাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ভার্জিনিয়ার গুপ্তচররা কিন্তু খবর আনলো যে ফরাসীরাও বসে নেই তারাও প্রেস্‌ক আইল, লা বুয়েকে তো কেল্লা বানাচ্ছেই লেক আয়ার-এর দক্ষিণে ভেনাঙ্গো এবং লগস্ টাউনে ও বোধহয় বানাচ্ছে। ভার্জিনিয়ার লেঃ গভর্ণর রবার্ট ডিনউইডি একটি চরম পত্র দিলেন এবং মেজর ওয়াশিংটনের ওপর সেই চরমপত্র বহন করে নিয়ে যাবার ভার পড়লো।

১৭৫৩ সালের অক্টোবরে ফ্রান্সের স্থানীয় কম্যাণ্ডারের কাছে লেখা রবার্ট ডিনউইডির একটি ভদ্র কিন্তু কঠোর চিঠি নিয়ে ওয়াশিংটন রওনা হ'লেন। রাস্তায় তিনি ক্রিষ্টোফার জিষ্ট বলে একজন কর্ম্মঠ সীমান্তবাসী; একজন ডাচদেশীয় ভদ্রলোক ডান ব্রায়াম (ব্রায়াম ফরাসী ভাষা জানতেন সুতরাং দোভাষীর কাজ করবেন) এবং আর চারজনকে সংগ্রহ করলেন। আড়াই মাস বাদে ওয়াশিংটন একই রকমের ভদ্র ভাষায় কিন্তু কোন অংশে নরম নয় এক উত্তর নিয়ে লে বুয়েক কেল্লা থেকে উইলিয়ামস্‌বার্গে ফিরে এলেন।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় তাঁর যাত্রাটা খুবই কষ্টদায়ক হ'য়েছিল। কখনও নৌকায় কখনও অশ্বপৃষ্ঠে দলটি ভ্রমণ করেছিল। প্রথমে তাঁরা চলেছিলেন জিষ্ট ওহায়ো কোম্পানীর যে নতুন রাস্তা পরিষ্কার করছিল সেই রাস্তা দিয়ে তারপর বনের মধ্য দিয়ে। তাঁরা পটোম্যাক নদী পেরিয়ে ইওনিঘেনী উপত্যকায় গিয়ে পড়লেন। সেখান থেকে গেলেন ইওঘিওঘেনী নদী যেখানে এসে পড়েছে মনোঙ্গোহেলা নদীতে, সেখানে শান্নোপিন শহরে (রেড ইণ্ডিয়ানদের বসতি)। সেখান থেকে লগ্‌স্‌টাউন, ভেনাঙ্গো হয়ে শেষে প্রায় ঈরি হ্রদের ধারের লে বুয়েক কেল্লাতে। ওয়াশিংটনের কাছে সমস্ত কিছুই নতুন জঙ্গলে ভরা পাহাড় অঞ্চল, রেড ইণ্ডিয়ানদের আচার ব্যবহার, এবং ফরাসীদের সোজা কিন্তু অনমনীয় মনোভাব। "তারা আমায় বললো যে তারা ওহায়ো নেবেই ঠিক করে ফেলেছে এবং ভগবানের দিব্যি তারা নেবেই"। শেষ পর্য্যন্ত যখন ওয়াশিংটন

রওনা হ'তে পারলেন তখন তাঁর অশান্তির খবর দেবার জন্য প্রচণ্ড তাড়া। ওয়াশিংটন জিষ্টকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। তাঁরা অত্যন্ত কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হ'লেন। একজন রেড ইণ্ডিয়ান তাঁদের দিকে অত্যন্ত কাছ থেকে গুলী ছুঁড়ে ছিল (ভাগ্যিস লাগে নি)। তার চোখে ধূলা দেবার জন্য তাঁবু খাটাবার পর সাররাত্রি তাঁরা হাঁটলেন। তার পরের দিন সারা দিনও তাঁরা হাঁটলেন। আর্দ্ধেক জমে যাওয়া এ্যালিঘেনী পার হওয়ার জন্য তাঁরা ভেলা প্রস্তুত করলেন। জর্জ্জ হঠাৎ উল্টে জলে পড়ে গিয়ে প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলেন। সারারাত্রি কনকনে ঠাণ্ডায় ভেজা জামাকাপড় পরে অত্যন্ত অস্বস্তিতে কাটালেন জর্জ্জ ওয়াশিংটন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই ঠাণ্ডা লাগলো জিষ্টের।

শেষ পর্য্যন্ত, উইলিয়ামসবার্গে পৌঁছে ডিনউইডির অনুরোধে খুব তাড়াতাড়ি তিনি একটা তাঁর যাত্রার বিবরণী লেখেন। ডিনউইডি, আইন সভাকে ঘটনার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য বিবরণীটি ছাপিয়ে ফেলেন এবং লণ্ডনের তিনটি পত্রিকায় এটি পুণর্মুদ্রিত হয়। প্রত্যেকবার ওয়াশিংটনকে প্রাপ্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। আইনসভা তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ৫০ পাউণ্ড মঞ্জুর করল। ওয়াশিংটন ডিনউইডিকে নতুন পৃষ্ঠপোষক হিসাবে লাভ করলেন। কথিত আছে ডিনইউইডি তাঁকে "বাহাদুর ছোকরা" বলে অভিনন্দিত করেন। মেজর ওয়াশিংটন ভাগ্য তখন ক্রমোন্নতির পথে।

এর পর যা ঘটলো তাতে মনে হবে তিনি যেন বিধাতা নির্দ্দিষ্ট পুরুষ। ডিনউইডি ওহায়ো জেলা রক্ষার জন্য একটি অভিযানের সঙ্কল্প করেন। ওয়াশিংটন এই অভিযানের দ্বিতীয় সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হ'ন, এবং ভার্জ্জিনিয়ার সামরিক বাহিনীর লেঃ কর্ণেল পদে উন্নীত হ'ন। ওয়াশিংটন যখন তাঁর বাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন জিষ্ট এবং কোম্পানীর আরেকজন প্রতিনিধি ট্রেন্ট তখন সীমান্তে মনোঙ্গাহেলার কাছে একটি কোম্পানী গুদাম এবং ওহায়ো ফর্কসএর কাছে একটি কেল্লা নির্ম্মানে ব্যস্ত। ট্রেন্টকে ক্যাপ্টেন করে দেওয়া হয় এবং একটি সীমান্তবাহিনী গঠনের ভার দেওয়া হয়। লেঃ কর্ণেল ওয়াশিংটনকে দুটি বাহিনী নিয়ে ট্রেন্টকে সাহায্য করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে তাঁর

অভিযান সুরু করেন, তাঁর অধীনে আটজন অফিসার (এর মধ্যে একজন ছিলেন ভ্যান ব্রায়াম—ওয়াশিংটন ব্রায়ামকে ক্যাপ্টেনের পদ যোগাড় করে দেন)। একজন শল্য চিকিৎসক, স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে একজন সুইডিশ ভদ্রলোক আর একশ পঞ্চাশ জন পদাতিক সৈন্য ছিল। তিন সপ্তাহ হাঁটার পর তাঁরা পটোম্যাকের উচ্চভাগে উইলস ক্রীকে এসে পৌঁছলেন (এখানেই পরে কাম্বারল্যাণ্ড কেল্লা স্থাপিত হয়)। এখানে এসেই তাঁরা প্রথম জানতে পারলেন যে এতদিন যে ভীতিজনক গুজব তাঁরা শুনেছেন সেটা সম্পূর্ণ সত্য। ওহায়ো ফর্কস থেকে ট্রেন্ট শক্তিশালী ফরাসী বাহিনী কর্তৃক উৎখাত হয়ে উইলস ক্রীকের দিকে পিছু হটে আসছেন। স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানরা অবশ্য তাদের আনুগত্য জানান। তাদের আনুগত্য প্রদর্শনে উৎসাহিত হয়ে এবং নিজের যোগ্যতা প্রদর্শনের আগ্রহে ওয়াশিংটন তাঁর অফিসারদের সঙ্গে একমত হ'য়ে মনোঙ্গাহেলা অবধি অগ্রসর হওয়া স্থির করলেন। এতে তাঁরা ওহায়ো ফর্কস থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে থাকবেন। ওহায়ো ফর্কস তখন অত্যন্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, সেখানে ফরাসীরাও ডুকান বলে একটি ফরাসী দুর্গ নির্ম্মান করছিল।

মনোঙ্গাহেলার দিকে তারা অত্যন্ত ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। জঙ্গলে জায়গা রাস্তা কিছু নেই তাই তাঁর গাড়ীগুলো যেতে অনেক সময় নিল। পনেরো দিনে তাঁরা মাত্র ২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করলেন। তারপর সমতল ভূমিতে পড়ে লরেল পাহাড় পর্য্যন্ত তিনি অত্যন্ত দ্রুত পৌঁছে গেলেন। লরেল পাহাড়ে এসে তিনি জিষ্টের কাছ থেকে গুপ্ত খবর পেলেন যে ফরাসীরা কাছেই লুকিয়ে আছে। পর দিন ভোর বেলাই ওয়াশিংটনের বাহিনীর সঙ্গে ফরাসীদের সঙ্ঘর্ষ বেধে গেল। কে যে প্রথম গুলি ছুঁড়েছিল বলা কঠিন। দুটো দেশের মধ্যে যখন কোন যুদ্ধ চলছিল না তখন কোনো পক্ষেরই গুলি চালানো উচিত হয় নি। কিন্তু দু পক্ষই তখন যুদ্ধের জন্য এত বেশী তৈয়ারী যে কোন প্রশ্ন ওঠা অবান্তর। যেটা আমরা জানি তা হ'লো এই যে ওয়াশিংটনের বাহিনী ফরাসীদের আচমকা আক্রমণ করে তাদের একে বারে উৎখাত করে। ফরাসী বাহিনীর দশজন মারা যায় এবং আরো

কুড়ি জনকে বন্দী করা হয়। ফরাসী বাহিনীর অধিনায়কে, জুমনভিলও মারা যান এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে যে সব রেড ইণ্ডিয়ান ছিল তারা মৃতদের মুণ্ডচ্ছেদন করেন। ওয়াশিংটনের ক্ষতির পরিমাণ সামান্য—একজন মারা যায় তুইজন কি তিনজন আহত হয়।

এটা ঘটে মে মাসের শেষে। ওয়াশিংটন বন্দীদের ভার্জিনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। তাঁর কার্য্য সমর্থিত হয় এবং সর্ব্বাধিনায়কের মৃত্যুতে তিনি অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হ'ন। তাঁর এক্তিয়ার অবশ্য ভার্জিনিয়ার বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যান্য উপনিবেশ থেকে যেসব সৈন্যবাহিনী আসার কথা ছিল তাদের উপর তাঁর কর্ত্তৃত্ব ছিল না। অবশ্য তাতে বিশেষ কিছুই এসে যায় নি। কারণ শেষ পর্য্যন্ত একটি মাত্র বাহিনীই এসে পৌছায়। কিন্তু ১৭৫৪ জুনের শেষে কর্ণেল ওয়াশিংটনের অধীনে ছিল ভার্জিনিয়ার সৈন্যবাহিনী, নর্থ ক্যারোলাইনার সৈন্য বাহিনী এবং রেড ইণ্ডিয়ান সৈনিকদের এক মিশ্র বাহিনী।

এই সময়ে তিনি খবর পান যে আরো শক্তিশালী একটি ফরাসী বাহিনী ডুকান কেল্লা থেকে তাঁকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে। তখন তাঁর খাদ্য নেই, আস্তে আস্তে রেড ইণ্ডিয়ানরা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং অন্যান্য অসুবিধায় পড়ে ওয়াশিংটন তাড়াতাড়ি তাঁর সৈন্য বাহিনীকে তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা এক বেষ্টনীর মধ্যে জড়ো করলেন, নাম দিলেন প্রয়োজনীয়তার তুর্গ। ৩রা জুলাই ফরাসীরা তুর্গ অবরোধ করলো। ততদিনে ওয়াশিংটনের বাহিনীতে একজনও রেড ইণ্ডিয়ান নেই। জুমনভিলের সঙ্গে যুদ্ধের মতো না হয়ে এবার তুমুল বৃষ্টির মধ্যে সারাদিন যুদ্ধ হ'লো। ফরাসীরা প্রবল গোলাবর্ষণের মধ্যে ক্রমশঃ নিকটতর হতে লাগল। প্রয়োজনীয়তার তুর্গ বিশেষ কোন নিরাপত্তা দিতে পারলো না। ওয়াশিংটনের বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি হ'লো। তাঁর বাহিনীর সমস্ত গরু ঘোড়া ফরাসীদের গুলিতে মারা পড়লো ঔপনিবেশিক সৈন্যদের অবস্থা হ'ল অত্যন্ত নিরুপায়। খাদ্য নেই বারুদ নেই এরকম অবস্থায় তারা একেবারে ফাঁদে পড়ে গেলেন। ওয়াশিংটন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'লেন। ফরাসীরা তাঁকে অস্ত্র নামিয়ে তাঁর বাহিনী নিয়ে ভার্জিনিয়ায় ফিরে যেতে দিল। কিন্তু তুজন অফিসারকে

জামিন হিসাবে বন্দী করে রেখে দিল। এঁদের মধ্যে একজন হ'লেন ভ্যান ব্রায়াম। ব্রায়াম তখনো দোভাষীর কাজ করেছেন। ফরাসীরা ওয়াশিংটনকে যে সন্ধিপত্র সহি করতে বাধ্য করে সেটিও ব্রায়াম অনুবাদ করে দেন।

তরুণ অফিসারটির কাছে এ এক তিক্ত পরাজয়। কারুর কারুর মতে তিনি বিচার বুদ্ধির অভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে যত দূর করা সম্ভব ততদূর তিনি করেছেন। লণ্ডনে এবং উইলিয়ামস্‌বার্গে তাঁর কাজের প্রশংসাই হয়। তাঁর মতন একজন অল্পবয়স্ক লোকের পক্ষে তিনি প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন। জুমোনভিলের যুদ্ধের বর্ণনা সমন্বিত তাঁর একটি ব্যক্তিগত চিঠি "দি লণ্ডন ম্যাগাজিনে" ছাপা হয়। হোরেস ওয়ালপোল রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের কাছে প্রশংসা করেন। তাঁর তারুণ্যসুলভ উৎসাহের সঙ্গে ওয়াশিংটন তাঁর ভাইকে লিখেছিলেন—"আমরা একটা বিরাট জয়লাভ করেছি। আমার কানের পাশ দিয়ে বুলেট যাবার সময় তাঁর সাঁ সাঁ শব্দ শুনেছি। বিশ্বাস কর শব্দটার মধ্যে একটা মাধুর্য্য আছে।" ওয়ালপোলের মতে রাজা নাকি শুনে বলেছিলেন, "বেশী শুনলে আর ওকথা বলবে না।" এই বিদ্রূপাত্মক উক্তিটি সে সময়ে ওয়াশিংটন কিংবা তাঁর ভার্জ্জিনিয়ার সমসাময়িকরা জানতেন না। একটা কথা কিন্তু জানতেন যে দেশে যা কিছু ঘটছে তা প্যারিসে এবং লণ্ডনে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করা হচ্ছে। একজন স্থানীয় প্রাদেশিক তরুণ সৈনিকের পক্ষে তার কার্য্যের বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করা নিশ্চয় অত্যন্ত উত্তেজনাকর।

বাস্তবিকপক্ষে, প্রয়োজনীয়তার দুর্গে ফেলে আসা তাঁর দিনপঞ্জী যখন ফরাসীরা প্রকাশিত করে তখন ওয়াশিংটন কুখ্যাত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফরাসীরা প্রচার করেছিলেন যে সীমান্তে এইসব সঙ্ঘর্ষে ব্রিটিশরাই আক্রমণকারী। তাঁদের মতে কিছুদিন আগে ওয়াশিংটন যেমন শান্তিপূর্ণ অভিযানে বেরিয়েছিলেন জুমনোভিলের অভিযান ও তাই ছিল কিন্তু তাঁকে "হত্যা" করা হয়। ভ্যান ব্রায়াম সন্ধিপত্রে একাধিকবার উল্লেখ সত্ত্বেও একটা জিনিষ লক্ষ্য করেন নি আর তার সুযোগ নিয়ে ফরাসীরা প্রচার করলো যে সন্ধিপত্রে ওয়াশিংটন সুস্পষ্ট

ভাবে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন। ফরাসীরা তাঁকে যতই পয়লা নম্বরের শয়তান বলে চিত্রিত করতে লাগলো তাঁর শয়তানী নিয়ে লম্বা কবিতা লিখতে লাগলো ততই তাঁর ব্রিটিশ স্বজাতিরা তাঁকে সমর্থন করতে লাগলেন এবং বললেন ওয়াশিংটনকে অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে সন্ধিপত্র সহি করতে প্রায় বাধ্য করা হয়েছিল। আর ভার্জিনিয়ার কর্তৃপক্ষ যদি সন্ধিপত্রের অঙ্গীকার অনুযায়ী জুমনোভিলে ধৃত বন্দীদের না ছেড়ে দেয় তাতে ওয়াশিংটনের দোষ কোথায়?

আস্তে আস্তে ব্যপারটা নিয়ে হৈ চৈ কমে গেল এবং কয়েক মাস পর্য্যন্ত আর ওয়াশিংটন কোন গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়লেন না। সীমান্তের ব্যাপারে যে কোন পরিকল্পনা নিয়েই এত বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে আরম্ভ করলো যে ওয়াশিংটন বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ১৭৫৪ সালে তাঁর চাকুরী থেকে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু ১৭৫৫ সালের বসন্তে ওয়াশিংটন আবার ওহায়ো ফর্কসের পরিচিত রাস্তায় বাহির হয়ে পড়লেন। কিন্তু এবার তিনি কোন রকম সরকারী পদ নিয়ে গেলেন না—গেলেন তাঁর গত বছরের সঙ্গী "সুইডিশ ভদ্রলোক"টির মতো স্বেচ্ছাসেবক হয়ে। তাঁর একটা লোভনীয় সুযোগ জুটে যায়। জেনারেল এডোয়ার্ড ব্র্যাডক বলে একজন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা অভিজ্ঞ ইংরাজ সৈনিক দুটি ব্রিটিশ বাহিনী নিয়ে ফরাসীদের ব্রিটিশ আমেরিকাতে হটিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ভার্জিনিয়ায় উপস্থিতি হ'ন। ওয়াশিংটন তাঁর অবৈতনিক পার্শ্বচর হিসাবে কাজ করবার আমন্ত্রণ জোগাড় করে নেন।

নিয়মমাফিক বিরক্তিকর বিলম্বের পর অবশেষে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ব্র্যাডকের বাহিনী (সৈন্য, পদাতিক স্বেচ্ছাসেবক মিলিয়ে প্রায় দু হাজার) কম্বারল্যাণ্ড দুর্গ থেকে ডুকান দুর্গ পর্য্যন্ত ১৫০ মাইল পথে পাড়ি দিল। অস্ত্র শস্ত্র এবং বোঝার ভারে তাদের গতি অত্যন্ত শ্লথ হয়ে পড়ে এবং ওয়াশিংটনের মতে তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক হয় যে ধীরগতি সম্পন্ন লটবহর আলাদা ভাবে পেছনে আসবে। ছ' সপ্তাহ বাদে যখন অপেক্ষাকৃত কম মধুরভাবে আবার গোলাগুলি চলতে শুরু করলো তখন আমাশয় আক্রান্ত হয় ওয়াশিংটন পেছনের দলে রয়েছেন।

ব্র্যাডকের বাহিনীর অগ্রবর্তী দল যখন ডুকান দুর্গের অল্প দূরে বনের মধ্যে দিয়ে অতি সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে তখন হঠাৎ ফরাসী সৈন্য আর রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি দল তাদের আক্রমণ করলো। একজন দুঃসাহসী ফরাসী অফিসারের নেতৃত্বে রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে একদল সৈন্য হঠাৎ বনের থেকে বেরিয়ে এল আর অধিনায়কের সঙ্কেত অনুযায়ী ছড়িয়ে পড়ে গুলীবর্ষণ শুরু করলো। কিছুক্ষণের জন্য অবস্থা ব্রিটিশ বাহিনীর আয়ত্বের মধ্যে ছিল এবং ফরাসী আক্রমণকারীরা হটে যেতে লাগলো। কিন্তু তারপরই যুদ্ধের ধারা ব্র্যাডকের বিরুদ্ধে ঘুরে গেল। তাদের সুস্পষ্ট পোশাক, অদৃশ্য শত্রুর অব্যর্থ বন্দুকের টিপ। তাদের শিক্ষানুযায়ী ব্যূহ সাজানোয় ব্যর্থতা সমস্ত মিলিয়ে ব্রিটিশ লালকোর্তারা বিভ্রান্ত, অসহায় অবস্থায় দলে দলে মারা পড়তে লাগলো। তাদের মনোবল ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টায় তিনচতুর্থাংশ অফিসার মারা পড়লেন। ব্র্যাডক নিজে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ পরিচালনার সময়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হ'লেন। ওয়াশিংটন যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন এবং তাঁর মতে ভার্জ্জিনিয়ার সৈনিকরা অনেক বেশী স্থৈর্য্যের পরিচয় দেন। তাঁর এবং অন্যান্যদের সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হয়। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। তাঁর দুটি ঘোড়া মারা পড়ে এবং বন্দুকের গুলিতে তাঁর জামাকাপড় ছিন্ন করে দেয়। বেশীর ভাগ লোকই তাঁর মতো ভাগ্য করেন নি। অরণ্য বধ্যভূমি হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে রেড ইণ্ডিয়ান মুণ্ড শিকারীদের শিকার হয়ে ব্রাডকের নয়শত লোক হতাহত হয়ে পড়ে থাকে আর অন্যদিকে হতমান বিপর্য্যস্ত হয়ে অন্যরা পালাতে থাকে। (একজন ব্রিটিশ অফিসার বলেন "জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি রেড ইণ্ডিয়ানদের সে চীৎকার ভুলতে পারব না।")

ব্র্যাডকের সহকারী যদি অবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত নিয়ে ডুকানের দিকে এগিয়ে যেতেন তো বোধহয় বিপর্য্যয়টা কিছুটা রোধ করা যেত। যুদ্ধের মোড় অন্যদিকে ঘুরে যেতো। ব্র্যাডককে যতটা বোকা বলে চিত্রিত করা হয় ততটা বোকা তিনি ছিলেন না। ব্র্যাডককে হঠাৎ আক্রমণের সম্মুখীন হ'তে হয় নি। তাঁর সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী ছিল এবং ফরাসী

অধিনায়কটি যদি একটু কম দুঃসাহসী হ'তেন তো আক্রমণ বিফল হ'তো। যুদ্ধোত্তর এই সব গবেষণা সত্বেও স্বীকার করতেই হ'বে পরাজয়টা অত্যন্ত শোচনীয় এবং লজ্জাকর পরাজয় ছিল। ডুকান ফরাসীদের দখলেই রইলো আর সীমান্তে বিজয়গর্ব্বী রেড ইণ্ডিয়ানদের অত্যাচার বেড়ে গেল।

ওয়াশিংটনের ব্যক্তিগত সান্ত্বনা ছিল। সাধারণভাবে যতই লোকে নিন্দাবাদ করুক না কেন তাঁর ব্যক্তিগত খ্যাতি ম্লান হয় নি। বরং তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও যে বীরত্ব দেখিয়েছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। নর্থ ক্যারোলাইনার গভর্ণর লিখলেন, "ওহায়ো নদীর তীরে যে অমর বীরত্ব আপনি দেখিয়েছেন এবং যে ভাবে আপনি রক্ষা পেয়েছেন তার জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এই ধরণের প্রশংসাসূচক বহু চিঠি তিনি পান। তিনি ভার্জ্জিনিয়ার সামরিক বাহিনীতে পুনরায় কর্ণেলের চাকুরী নিলেন! এবার তিনি হলেন ভার্জ্জিনিয়া বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক। এটা হ'লো ১৭৫৫ সালের আগষ্ট মাসের ঘটনা আর ওয়াশিংটনের বয়স তখন মাত্র তেইশ। তাঁকে উচ্চতর পদ দেওয়া হ'লো এবং কাজও অত্যন্ত বেড়ে গেল। কয়েকশ মাত্র লোক নিয়ে সাড়ে তিনশ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত রক্ষার ভার তাঁর ওপর পড়লো। নতুন বসতিকার এবং ব্যবসায়ী দুজনের উচ্চাশাই চূর্ণ হয়ে গেল। ১৭৫৬ সালে মে মাসের আগে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা হয় নি। তার আগে এবং পরে আসল লড়াইগুলি হলো উত্তর আমেরিকার অন্যান্য স্থানে। ওয়াশিংটন এবং তাঁর দলের লোকদের পশ্চিম সীমান্তে বসে মনে হ'তো তাঁদের এবং তাঁরা যে সীমান্ত রক্ষা করছেন সেটাকে সবাই ভুলে গেছে। ১৭৫৭ সালে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হ'য়ে আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি সাংঘাতিক ভাবে অশুস্থ হয়ে পড়ে মাউণ্ট ভারননে ফিরে আসতে বাধ্য হন। মনে হয় যেন তিনিও তাঁর পিতা এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মতো অকালে মৃত্যু বরণ করবেন। তখনও তাঁর বিবাহ হয় নি তাই তাঁর সম্পত্তির নিজস্ব কোন উত্তরাধিকারীও নেই। মাউণ্ট ভারননের অত্যন্ত অযত্নরক্ষিত অবস্থা, তাঁর অন্যান্য ব্যাপারেও একই রকম অবস্থা। এর মধ্যে তিনি দুই দুইবার বার্গেস নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়েছেন এবং দুইবারই নির্ব্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

কিন্তু ১৭৫৮ সালের বসন্তকালের মধ্যেই তিনি আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠে আরেকটা অভিযানে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফর্বসের অধিনায়কত্বে উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত বহু ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটি সৈন্যবাহিনী ডুকান দুর্গের দিকে আবার অভিযান শুরু করে। এই নিয়ে ওয়াশিংটন চারবার এই রাস্তায় বার হলেন। কিন্তু ওয়াশিংটন অত্যন্ত বিরক্তি এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে ফর্বস পুরাতন পথ ছেড়ে দিয়ে পেনসিলভ্যানিয়ার রেস্ টাউন থেকে পশ্চিমদিকে এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করলেন। ওয়াশিংটন পুরাতন পথের গুণাবলী বোঝাবার বৃথা চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফর্বসের কথাই শেষ কথা। ওয়াশিংটন যা মনে করেছিলেন তাই হ'লো। সপ্তাহ গড়িয়ে মাসে পড়লো—গ্রীষ্মকাল কেটে গেল ফর্বসের লোকরা তখনও পথ কেটেছে চলেছে ওহায়ো ফর্কসের দিকে। শীত পড়ে যাবার জন্য ব্রিটিশরা যখন অভিযান বন্ধ করে দেবে ব'লে সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে তখন হঠাৎ ১৭৫৮র নভেম্বরের শেষে ফরাসীরা ওহায়ো উপত্যকায় আর লড়াই করবে না ঠিক করে ফেললো। ফরাসীরা অবরোধের অপেক্ষা না করেই ডুকান দুর্গে আগুন লাগিয়ে চলে গেল। রক্তপাতহীন এই সাফল্যে একটা বিরক্তিকর নাটকীয়-হীনতা ছিল। তবুও ইপ্সিত ফললাভ হয়েছিল। ডুকান দুর্গের ধ্বংসাবশেষের ওপর শক্তিশালী পিট দুর্গ ব্রিটিশরা নির্ম্মাণ করলেন। ভার্জ্জিনিয়ার সীমান্তে কিছুটা শান্তি ফিরে এল।

ফরাসীদের সঙ্গে অন্য জায়গায় যুদ্ধ চলতে থাকলেও ওয়াশিংটন ব্যক্তিগতভাবে সৈন্যবাহিনী থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। অভিযানের শেষে তিনি সম্মানসূচক অবৈতনিক ব্রিগ্রেডিয়ারের পদলাভ করেন। শেষ পর্য্যন্ত ১৭৫৮ সালে ফ্রেডরিক জেলা থেকে বার্গেস সভার প্রতিনিধিও নির্ব্বাচিত হ'ন। তাছাড়া তাঁর বাগ্‌দানও তখন হয়ে গেছে। কিন্তু ভার্জ্জিনিয়ার সামরিক বাহিনীর অফিসাররা যখন তাঁর ইস্তফাদানের সঙ্কল্পের কথা জানতে পারলেন তখন তাঁরা তাঁকে আরো এক বৎসরের জন্য থাকতে অনুরোধ করে এক "বিনীত আবেদন" পেশ করে বললেন :

"এমত অবস্থায় বিচার করুন আপনার মতো একজন সুদক্ষ

অধিনায়ক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং অমায়িক সঙ্গীর অভাব আমরা কিভাবে বোধ করবো।

"আমরা যখন বুঝতে পারছি যে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশও সমান ক্ষতিগ্রস্ত হ'বে তখন আমরা আরো দুঃখিত হয়ে পড়ছি। আপনার মতো সামরিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দেশ আর কোথায় পাবে? স্বদেশপ্রেমে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে আর কার এত সুনাম? আপনার উপর আমাদের অগাধ আস্থা, আপনার উপস্থিতি আমাদের বুকে দৃঢ়তা এবং শক্তি এনে দেবে। আমরা যাকে জানি আর ভালবাসি তাঁর নেতৃত্বে আমরা দুরন্ত বিপদ, কঠিন পরিশ্রম এবং দুস্তর বাধাকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাব।"

এই ধরণের স্তুতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'বার কোন কারণ নেই। আবার ১৭৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে ডিনউইডিকে লেখা তাঁর নিজস্ব উক্তিকেও আমরা অবহেলা করতে পারি না। তাতে তিনি লেখেন:

"আমার যে বহু দোষ আছে সেটা আমি অস্বীকার করবো না। আমি যদি মনে করি যে আমি সর্ব্বদোষশূন্য তাহ'লে লোকে আমাকে সঙ্গত কারণেই অহঙ্কারী অপদার্থ মনে করবে। কিন্তু আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা এই যে আমাকে দেশের যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল অন্য কারুর চেয়ে কম সততা বা দেশের স্বার্থের দিকে কম নজর দিয়ে আমি সে কাজ করি নি।"

তবুও এই উক্তির মধ্যে অদ্ভুত কিছু আছে এবং কর্ণেল ওয়াশিংটনের অবসর প্রাপ্ত জীবন নিয়ে আলোচনার আগে সেটা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এই পাঁচ বছরের অন্যান্য চিঠিপত্রের মতো এটিও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এই সময় তিনি ব্যর্থতা ও অপমানের জ্বালায় ভুগছিলেন। কোন কোন সময়ে অস্থির হয়ে উঠলে তাই তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর কর্ম্মচারীরা সত্যি কথাই বলেছিলেন সীমান্ত যুদ্ধের সমস্ত রকম খুঁটিনাটি তিনি অন্যান্য যে কোন উপনিবেশবাসী বিশেষজ্ঞদের মতোই জানতেন এবং সুদূর উইলিয়ামসবার্গের বেশীর ভাগ

আইনবিশারদদের চাইতে ভাল বুঝতেন। তিনি, ফরাসীরা বেশী ক্ষমতাশালী হবার আগে আর ওহায়োর সমস্ত রেড ইণ্ডিয়ান অধিবাসীদের আনুগত্য লাভের আগেই বিতাড়িত করবার পক্ষে আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রচণ্ড বাধা পেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন আইনসভা "দেশের স্বার্থ" বুঝতে পারছেন না। একজন বার্গেস তো বলেই ফেললেন ওহায়োর ওপর ফরাসীদেরই অধিকার। আইনসভা ডিনউইডিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন (ডিনউইডির সঙ্গে ওহায়ো কোম্পানীর সম্বন্ধের জন্য ওহায়ো কোম্পানীও এ সন্দেহের ভাগীদার হয়ে পড়ে) তাই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ডিনউইডির সহানুভূতির অভাব না থাকলেও একটু কৃপণ ছিলেন (অন্তত ওয়াশিংটনের তাই মনে হ'তো)। তাছাড়া তিনি নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা ভাঁজছিলেন, সে কারণে অন্যান্য ব্যাপারে কোন সাহায্য করতেন না। ওয়াশিংটনের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ক্রমশ কমে আসছিল।

সামরিক অধিকর্তা হিসাবে ওয়াশিংটন কাজে প্রাপ্য কৃতিত্ব পান নি। সবরকম সাজ সরঞ্জামেরই তাঁর অভাব ছিল। সৈন্যদলে ভর্তি করার কাজ শম্বুকগতিতে এগোত। যাদের জোর করে ভর্তি করা হ'তো তারা কেউই বিশেষ কোন কাজ জানতো না। কিন্তু পালাবার বিদ্যাটা তারা খুবই জানতো। এর ফলে তিনি বরাবরই স্বল্পস্থায়ী সামরিক বাহিনীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা রাখতে পারেন নি। এর একটা ফল হয়েছিল এই যে তিনি বাহিনীভুক্ত লোকদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তাদের সুখ সুবিধার দিকে নজর তিনি রাখতেন ঠিকই কিন্তু কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হ'লেই কঠিন সাজা দিতেন। ১৭৫৭ সালের আগষ্ট মাসে ডিনউইডিকে লেখা চিঠিতে আমরা দেখতে পাই তিনি লিখেছেন:

> "মান্যবরেষু, আপনাকে সাধারণ কোর্ট মার্শালের বিবরণীর একটি নকল পাঠাইতেছি। অপরাধীদের মধ্যে দুইজন ইগ্‌নেসিয়াস্ এডোয়ার্ডস এবং উইলিয়াম স্মিথকে গত বৃহস্পতিবার ফাঁসিতে লটকানো হয়। আশাকরি গুলী না করে ফাঁসী দেওয়ার জন্য মান্যবর আমাকে ক্ষমা করবেন। অন্যান্যরা এতে অত্যন্ত ভয় পেয়েছে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য এটা করা আমরা স্থির করি।

উপযুক্ত পাত্রদেরই আমরা এ শাস্তি দিয়েছি। এডোয়ার্ডস এর আগে দু'দুবার পালিয়েছে আর স্মিথ এই মহাদেশের কুখ্যাত সন্তানদের অন্যতম। যাদের চাবকানোর কথা ছিল তাদের চাবুক-মারা হয়েছে। বাকীদের নিয়ে কি করবো মান্যবর যদি জানান তো আনন্দিত হ'বো।"

"বাকীরা" শেষ পর্য্যন্ত ছাড়া পায়। ওয়াশিংটন তাদের "লোহার শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে অন্ধকার ঘরে" রেখে ছিলেন।

কোন কোন সময়ে তিনি নির্দ্দিষ্ট কোন আদেশ পেতেন না। ১৭৫৬র ডিসেম্বরে তিনি অনুযোগ করে বলেন যে "আমাকে যে সব আদেশ দেওয়া হয় তা অস্পষ্ট, সন্দেহপূর্ণ এবং অনির্দ্দিষ্ট। আজকে যা অনুমোদিত কাল তা নিন্দিত।" তাঁর নিজের অবস্থা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং পরস্পর বিরোধী ছিল। একদিক দিয়ে তাঁকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হ'লেও কার্য্যত তাঁর কোন কর্ত্তৃত্বই ছিল না। ১৭৫৪ সালে তিনি এবং তাঁর বাহিনীর লোকেরা অন্যান্য ঔপনিবেশিক বাহিনীর চেয়ে কম মাহিনা পেতেন। যদিও তিনি কর্ণেল ছিলেন তবু সামরিক না হয়ে যে কোন রাজার আদেশে নিযুক্ত বা সাধারণ ভাবে নিযুক্ত ক্যাপ্টেনের পদমর্য্যাদা তাঁর চেয়ে বেশী ছিল। ১৭৫৪ সালে নর্থ ক্যারোলাইনার ক্যাপ্টেন মাক্যায় কর্ণেল ওয়াশিংটনকে তাঁর প্রধান বলে স্বীকার করেন নি। কয়েকমাস বাদে ক্যাপ্টেন ড্যাগওয়ার্থীও স্বীকার করতে চান নি। যদিও সকলেই প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কবে তিনি রাজাজ্ঞা পেয়েছিলেন এবং তাঁর অবসরকালীন ভাতার অধিকার বেচে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ওয়শিংটন নিশ্চয় জানতেন যে ব্রিটিশ সামরিক কর্ম্মচারীরা প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদের বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখেন (একজন ভার্জ্জিনিয়ার সামরিক কর্ম্মচারীদের "জকী" বলে অভিহিত করেন। অন্য একজন ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তার সময়ে মন্তব্য করেন যে "কৃষকদের হাল থেকে সরিয়ে এনে রাতারাতি অফিসার বানিয়ে দেওয়া উচিত নয়।")

এই সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ওয়াশিংটনকে উত্যক্ত করতো। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে তিনি বেশী কিছু হ'লে এগুলো নিয়ে

গুমরোতে গুমরোতে একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠতেন। তাঁর সততা এবং কর্ম্মকুশলতার প্রতি কোন কটাক্ষপাত না করেও বলা যায় যে তিনি ডিনউইডি এবং অন্যান্যদের কাছে চিঠি লেখার সময়ে সেগুলোর ওপর বড্ড বেশী জোর দিতেন। ১৭৫৩ সালে তিনি স্বেচ্ছায় ডিনউইডির চরমপত্র ফরাসীদের কাছে বয়ে নিতে যে রাজী হয়েছিলেন তার থেকে একটা সূত্র পাওয়া যায়। একদিক দিয়ে যেমন তা একজন স্বদেশপ্রেমী ভার্জ্জিনিয়াবাসীর সাহসের পরিচায়ক অন্যদিকে তেমনি একজন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী তরুণের কাজও বটে। তাঁর পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ এবং চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় তিনি ডাকাবুকো ধরণের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় লোক ছিলেন না। কামানের মুখে দাঁড়িয়ে সংগৃহীত হ'লেও সুনামকে তিনি ভালকাজের স্বীকৃতি এবং পুরস্কার হিসাবে মনে করতেন। তিনি "সামরিক বিষয়ে" ফাটকা খেলছিলেন। জমিদার হওয়া সম্মানের সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি আরো একটা অনেক বেশী উজ্জ্বল সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন। সেটা হ'লো রাজকার্য্য থেকে উদ্ভূত "সম্মান" ও "সামাজিক মর্য্যাদা"।

তাঁর নিজের জীবনের ব্যাপারে তাঁর চিঠিপত্রে বহুবার এই সামাজিক মর্য্যাদার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। ভার্জ্জিনিয়াতেও প্রতিপত্তিশালী লোকদের সঙ্গে জানাশোনা থাকাটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। বৃহত্তর পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই নির্ভরশীল ছিল নিজের মেধাকে পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে সুদৃঢ় করার ক্ষমতার ওপরে। ১৭০৪ সালে ব্লেনহাইমের যুদ্ধের বিজয়বার্ত্তা আনার জন্য ডিউক অব মার্লবরোর বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক ভার্জ্জিনিয়ার অভিজাত শ্রেণীর পরিবারভুক্ত ড্যানিয়েল পার্ক রাণী অ্যানের কাছ থেকে এক হাজার গিনি এবং হীরকখচিত রাণীর একটি ছবি উপহার পান। এটা খুব বেশী রকম সৌভাগ্যের কথা—বিশেষ করে এর পরেই পার্ক লীওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের এতখানি উচ্চাশা ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন যে সামাজিক মর্য্যাদার সিঁড়িতে প্রাদেশিক সামরিক অফিসারের স্থান অনেক নীচুতে, বোধহয় কোন স্থানই নেই তার।

সুতরাং সামাজিক স্বীকৃতির জন্য তিনি নিয়মিত বিভাগে একটা কাজ খুঁজছিলেন। হাজার হোক তাঁর ভাই লরেন্স তো সেটা পেয়েছিলেন।

১৭৫৪ সালে স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের সাম্রাজ্য বিস্তারের নাটকের মুখ্য চরিত্র হিসাবে তিনি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৭৫৫ সালে ব্রাডকের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর অন্যতম হয়ে তিনি আবার সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত হ'ন। পরেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে যান। তাঁর জীবনী একনজরে দেখলে মনে হ'বে যে এই তরুণ ভার্জ্জিনিয়াবাসীটি বুঝি সম্মান এবং সৌভাগ্যের শিখরে কোনোরকম বাধা না পেয়েই উঠে যেতে থাকেন। অন্যান্য অনেক জীবনীকারদের মতো আমরাও সেই পাদ্রীটির উপদেশের ওপর জোর দিতে পারতাম যে উপদেশে মনোঙ্গাহেলার যুদ্ধে কর্ণেল ওয়াশিংটনকে আমেরিকার বীর রূপে দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে বিধাতা তাঁকে অনেক বড় জিনিষের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের মতে অন্তত যখন তিনি খুব নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়তেন সেই সব সময়ে এই কয়েকটা বছর ছিল বাজে খরচ হয়ে যাওয়া সময়। তাঁর কাজের কোন স্বীকৃতি হয় নি এবং ভাগ্য তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। ব্রাডক নিহত হ'লেন এবং ব্রাডকের বদলে যিনি এলেন তিনি ওয়াশিংটনের গুণে খুব বেশী মুগ্ধ হ'লেন না। তিনি কি করে তাঁর যুক্তি বোঝাবেন। তবে তিনি অকৃতকার্য্য হ'লেও চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। লর্ড লাউডন যখন কম্যাণ্ডার ইন চীফ হ'য়ে নর্থ আমেরিকায় এলেন, ওয়াশিংটন তাঁকে লিখলেন (জানুয়ারী ১৭৫৭):

"আপনার সঙ্গে আমার পরিচিত হ'বার যদিও কোন সুযোগ হয় নি তবুও হুজুর (লর্ড) পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করেছেন ব'লে শুনেছি। হুজুর (লর্ড) ভাববেন যে আমি আপনার তোষামোদ করছি। যদিও হুজুরের চরিত্রের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা আছে এবং হুজুরের পদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে তবুও খোশামোদ করা আমার কাম্য নয়। আমার স্বভাব অত্যন্ত খোলা এবং সৎ আর আমার কোন রকম ফন্দী নাই......

"আমার নিজের সম্বন্ধে আমি এটুকু না বলে পারছি না যে জেনারেল ব্রাডক যদি যুদ্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে মারা না যেতেন তবে আমার ইচ্ছামতো সামরিক মর্য্যাদা আমি পেতাম। আমি তাঁর কাছ থেকে সেইরকম প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম। তাঁর স্বভাবে এত

ঐকান্তিকতা এবং সৌজন্য ছিল যে তাঁর পক্ষে কোনরকম ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়।"

১৭৫৮র বসন্তকাল যখন এ'লো ততদিনে তিনি সামরিক বিভাগে কোনরকম সামাজিক মর্য্যাদার আশা বিসর্জ্জন দিয়েছেন।" তবুও তিনি ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের কাছে দুটি সামান্যরকমের খোশামুদে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন জেনারেল ফর্বসের কাছে তাঁর নাম সুপারিশ করে বলতে যে "তাঁকে অত্যন্ত সহজেই অন্যান্য সাধারণ প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদের থেকে আলাদা করা যায়।" ১৭৫৮র জুন মাসে যখন ডিনউইডির বদলে লেঃ গভর্ণর ফকিয়ার এলেন তখন আবার তিনি একই ধরণে তোষামোদ এবং বিনয়পূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন।

এক কথায় বলতে গেলে তিনি সসম্মানে যতটা করা যায় তার কোন কিছুই সামাজিক মর্য্যাদা লাভের জন্য করতে বাকী রাখেন নি। (তিনি ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বষ্টন অবধি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন কম্যাণ্ডার ইন চীফের সঙ্গে দেখা করে ক্যাপ্টেন ড্যাগওয়ার্থীর চেয়ে তাঁর উচ্চমর্য্যদার প্রশ্ন স্থির করতে)। ১৭৫৩-৫৮ সালের জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে ভাল না লাগার মতো কিছু আছে। তাঁকে যেন একটু কর্কশ আর আনকোরা মনে হয় বড্ড বেশী যেন নিজের মর্য্যাদা নিয়ে ব্যস্ত অল্পতেই অনুযোগ করতে অভ্যস্ত আর নিজের পদোন্নতির জন্য চক্ষুলজ্জাহীনভাবে ব্যস্ত। তবুও তাঁর অনুযোগ করবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি কর্ম্মকুশলী এবং শক্ত লোক ছিলেন। তাঁর দোষ ছিল তিনি এ'কথাটা বড্ড বেশী বার বলতেন। এছাড়া এক একবার প্রচণ্ড আশার পর যখন আশাভঙ্গ হ'তো তখন বঞ্চিত হবার বোধটা প্রায় রোগে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ১৭৫৭'র অক্টোবরে ডিনউইডির কাছে অনুযোগ করে লিখেছিলেন "বহুদিন আগেই আমি স্থির বুঝেছি যে আমার কাজ এবং কাজের পেছনের কারণগুলিকে বিকৃত করা হয়।" তিনি ধৈর্য্যের গুণ জানতেন না কিংবা অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে দিয়ে তা শিক্ষা করছিলেন।

এছাড়া তাঁর দোষকে ঢেকে দেবার মতো প্রচুর গুণাবলী তাঁর ছিল, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি ভার্জ্জিনিয়াবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তিনি যুদ্ধটাকে

সমগ্রভাবে দেখতে পারতেন না। ১৭৫৮ সালে ফর্বস যখন রেস্‌টাউনের রাস্তা নিলেন তখন তাঁর আপত্তি প্রায় অবাধ্যতার পর্য্যায়ে উঠেছিল। তিনি স্থির-নিশ্চিত ছিলেন যে এটা পেনসিলভ্যানিয়ার ওহায়োর দিকে একটা রাস্তা তৈয়ারী এবং ব্যবসায়ে ভাগ বসবার ফন্দী এবং ফর্বস সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাঁর একবারও মনে হ'লো না যে লোকে তাঁর মতটাকে ভার্জ্জিনিয়ার ফন্দী বলে মনে করতে পারে। কিন্তু তিনি অন্তত ভার্জ্জিনিয়ার প্রতি অনুগত ছিলেন। তিনি নিয়মিত সামরিক বাহিনীতে কাজ চেয়েছিলেন ভার্জ্জিনিয়াকে রক্ষা করবার জন্য। যদি তিনি রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে যে কোন সর্ত্তে কাজ চাইতেন তবে তিনি ব্রায়ান ফেয়ারফ্যাক্সের মতো তা কিনে নিতে পারতেন।

সামাজিক মর্য্যদার আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্মানলাভেও ইচ্ছুক ছিলেন। ওয়াশিংটনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোন কোন সময়ে সম্মান এবং সামাজিক মর্য্যদা সমার্থক হয়ে দাঁড়াত। সম্মানের আরেকটা মানে তার কাছে ছিল তা হ'লো "সঙ্গীদের কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ শ্রদ্ধা পাওয়া" (এই সঙ্গীদের নামের তালিকায় স্যালী ফেয়ারফ্যাক্সের নাম বোধহয় খুবই উঁচুতেই ছিল)। সারাজীবনই ওয়াশিংটন তাঁর সুনাম সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। একদিক দিয়ে হয়তো এটা তাঁর সাবধানতার পরিচায়ক —তিনি যত্নসহকারে তাঁর প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে বা তিনি যে ব্যবহার করেছেন সব লিপিবদ্ধ করিয়ে গেছেন। এছাড়াও ওয়াশিংটন জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁর কাজের সমর্থন আশা করতেন। তিনি যা সত্য বলে মনে করতেন তা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন আর আশা করতেন যে তিনি কাজে অকৃতকার্য্য হলেও লোকে তাঁর সততা বুঝতে পারবে। শেষ বিচারে, ওয়াশিংটনের কাছে সামাজিক মর্য্যাদার চেয়েও বড় জিনিষ ছিল সম্মানের প্রশ্ন (আর তাঁর উপনিবেশের মধ্যে তাঁর সম্মান ছিল সবচেয়ে প্রয়োজনীয়)। কর্ণেল ওয়াশিংটন ভবিষ্যৎ তৈয়ারী করছিলেন কিন্তু তাঁর মন ছিল পরিচ্ছন্ন। তাঁর সামরিক উচ্চাশা প্রচুর থাকলেও কখন তা প্রবল হয়ে উঠে আয়ত্তের বাইরে চলে যায় নি। সেই জন্য তিনি তাঁর উচ্চাশাকে মনের এক কোণে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কত গভীরে সরাতে পেরেছিলেন সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া

আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমরা জানি যে ১৭৫৯ সালে তিনি যখন তাঁর মাউন্ট ভারননের বাড়ী সাজাচ্ছিলেন তখন তিনি লণ্ডন থেকে ছয়খানি আবক্ষমূর্তি আনবার বায়না দিয়েছিলেন। মূর্তিগুলো ছিল— আলেকজান্দার দি গ্রেটের, জুলিয়াস্ সীজারের, সুইডেনের দ্বিতীয় চার্লসের, প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের, প্রিন্স ইউজিন এবং ডিউক অব মার্লবরোর। ছজনই সামরিক বীর। এই মূর্তিগুলি দোকানদার সরবরাহ করতে পারে নি কিন্তু তার বদলে ওয়াশিংটন কবি এবং দর্শনিকদের মূর্তি নিতে রাজী হ'ন নি।

হতাশার সময়ে কর্ণেল ফেয়ারফ্যাক্স তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখে-ছিলেন "সীজারের কমেন্টারিস এবং কুইন্টাস্ কার্টিয়াসের (আলেকজান্দারের জীবনীকার) লেখায় তুমি পড়েছো তাঁরা কত বেশী ক্লান্তি নিরাশা বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আশাকরি তোমার এধরণের অভিজ্ঞতা হ'বে না, তবুও যদি তোমার এ ধরণের কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তো আমি আশাকরি যে এই সব বীরদের মতোই তুমি তা সহ্য করতে পারবে।"

অবসর গ্রহণের সময়ে যদি আর কোন সান্ত্বনার প্রয়োজন ওয়াশিংটনের থাকতো তবে তিনি মনে করতে পারতেন যে সীজারকে খুন করা হয়— আলেকজান্দার উনিশ বৎসর বয়সে রাজা হ'লেও বত্রিশ বৎসর বয়সে প্রাণ হারাণ। তাঁর সমসাময়িক জেনারেল উলফ গৌরবময় জীবনের পর কুইবেক অবরোধের সময় বত্রিশ বৎসর বয়সে মারা যান। ওয়াশিংটনের নিজের সঙ্গীদের কারুর বেশী গৌরবের জীবন হয় নি। কেউ কেউ নিন্দিত হয়েছেন কেউ কেউ মারা গেছেন। তাঁর পুরাতন সঙ্গী ক্রিষ্টোফার জিষ্ট বসন্ত রোগে মারা যান। বারবাডোসে তাঁর অসুখের পর অন্তত এ অসুখটার হাত থেকে তিনি নিস্তার পেয়েছিলেন।

অবসরভোগী জমিদার

তাঁর সন্তোষলাভের অনেক বেশী সঠিক কারণ ছিল। ফেয়ারফ্যাক্সদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব তখনও অটুট আছে। তাঁর মূল্যবান সম্পত্তি ছিল

এবং ফরাসীদের গোলমাল মেটবার পর আরো সম্পত্তি লাভের আশা ছিল। সবার ওপর তাঁর অবিবাহিত জীবন শেষ হয়ে তাঁর স্ত্রী যিনি হ'বেন তিনি ছিলেন একজন অমায়িক প্রতিপত্তিশালী তরুণী বিধবা। নাম মার্থা ড্যান্‌ড্রিজ কার্টিস। তাঁর প্রথম স্বামী রাণী অ্যানের কাছে ব্লেনহাইমের বিজয়বার্ত্তা বহনকারী ড্যানিয়েল পার্কের বংশধর। মার্থা জর্জ্জের চেয়ে কয়েকমাসের বড় ছিলেন এবং তাঁর প্রথম পক্ষের দুটি সন্তান ছিল। কখন তাঁদের প্রথম দেখা হয় আর কখনই বা তাঁদের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হয় তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। যে প্রেমপত্রটি তিনি ১৭৫৮র গ্রীষ্মকালে পাঠিয়েছিলেন বলে কথিত আছে সেটি জাল প্রমাণিত হয়েছে। তবে তাঁর বিবাহের সময়েও যে তিনি স্যালী ফেয়ারফ্যাক্সের প্রতি দুর্ব্বল ছিলেন তার প্রমাণ আছে। তাঁকে লেখা একটি চিঠিকে প্রেমপত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মার্থা আর জর্জ্জের বিবাহকে কাব্যের ভাষায় প্রেমে পড়ে বিয়ে বলা যায় কিনা বলা কঠিন। দুজনের পক্ষেই বিবাহটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল। মার্থার সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য একজন লোকও পাওয়া গেল। আবার জর্জ্জও বিবাহের ফলে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হ'লেন। কিন্তু এটা মনে করবার কোন হেতু নেই যে এই বিবাহটা শুধু মাত্র কাজ হাসিলের জন্য বিবাহ কিংবা জর্জ্জ স্যালীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কোনরকমে মার্থাকে অবলম্বন করেছিলেন। যে সব অভিমত আজও লিপিবদ্ধ আছে তাতে কোথাও দেখা যায় না যে তাঁদের মধ্যে কোনো রকম অসদ্ভাব বা ঝগড়া ছিল আর তাঁদের সম্বন্ধ যদি ভাল না হ'তো তবে তা লিপিবদ্ধ থাকতোই এবং তা নিয়ে মন্তব্যও হ'তো প্রচুর।

জর্জ্জের বিবাহ হয় ১৭৫৯-এর জানুয়ারীতে আর সেপ্টেম্বরে তিনি এক চিঠিতে তাঁর লণ্ডনের এক আত্মীয়কে লেখেন :

> "আমার বিশ্বাস আমি আমার এই বাড়ীতে চিরদিন বসবাস করবো। আমার জীবনের সঙ্গিনী হিসাবে আমি একজন মিষ্ট স্বভাবের ভদ্রমহিলাকে পেয়েছি। আমি আশাকরি আমার অবসরপ্রাপ্ত জীবনে আমি বিরাট কর্ম্মময় জীবনের চেয়ে অনেক বেশী সুখ পাব।"

এটাও অবশ্য সত্যি যে একই চিঠিতে তিনি দুঃখ করে লিখছেন যে "বহুদিনের ইচ্ছা থাকা সত্বেও আমার লণ্ডন যাওয়া হবে না" কারণ আমার হাতপা এখন বাঁধা এবং এই সব ইচ্ছা এখন দূরে সরিয়ে দিতে হবে। "কিন্তু এ ছাড়া আর কোথাও কোন নিদর্শন নেই যাতে মনে হ'তে পারে যে মার্থার সঙ্গে থাকতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা হ'লো যে তিনি তাঁর এই জীবনের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। অথচ কাম্বারল্যাণ্ড দুর্গের জীবনের চেয়ে নতুন জীবনযাত্রার তফাৎ ছিল অনেক।

একটা কারণ নিশ্চয় এই যে ওয়াশিংটন নিজে যেটা বলতেন যে তিনি যুদ্ধ করে ক্লান্ত এবং সামরিক বাহিনীতে মর্য্যাদালাভের কোন ইচ্ছা তাঁর নেই সেটা সত্যি। প্রতিপত্তি লাভের আরেকটা পথ তখনও ছিল। তাতে রোমাঞ্চ কম কিন্তু অনেক বেশী স্থির নিশ্চিত। তা হ'লো ভার্জ্জিনিয়ার জমিদারদের পথ। দ্বিতীয় কারণ হ'লো ওয়াশিংটন এসময়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। মাউণ্ট ভারননের খামারে অনেক কাজ বাকী ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে খামারগুলি অত্যন্ত অযত্নে নষ্ট হবার দাখিল হয়েছিল। বাড়ীটাকে ঠিকমতো সাজাবার জন্য নানারকম আসবাবপত্রের প্রয়োজন ছিল। লণ্ডনের দোকানে নানারকম জিনিষের অর্ডার যেতো তাতে একটা সাড়ে সাত ফুট লম্বা টেষ্টার বিছানার চাদর থেকে সর্ব্বাধুনিক কৃষি সম্বন্ধীয় বই আর নিগ্রো চাকরদের গ্রীষ্মকালীন কাপড়ের জন্য ৪০ গজ মোটা জীন কিংবা ফাষ্টিয়ান থেকে বাচ্চাদের জন্য প্রথম ভাগ অবধি সব কিছু থাকতো। প্রথম ভাগের প্রয়োজন ছিল জর্জ্জের সৎসন্তানদের জন্য। তারা হ'লো জন পার্ক (জ্যাকি) আর মার্থা পার্ক (প্যাটসী) কাষ্টিস্। তাদের জন্য তিনি খেলনাও আনাতেন। বাস্তবিকপক্ষে তাদের জন্য তিনি বহু যত্ন নিতেন। অন্যান্য যে সমস্ত বাচ্চারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তাদের সম্বন্ধেও তিনি একইরকম যত্নশীল ছিলেন। অবিশ্বাসীরা বলতে পারেন যে জ্যাকি আর প্যাটসী বড় মিষ্টি বোঝা ছিল—তাদের আর তাদের মার জমিদারী ওয়াশিংটন পেয়েছিলেন। তবে ওয়াশিংটন সম্বন্ধে একথা বড় বেশী কঠোর। তাঁকে আমরা যেটুকু জানি তাতে নিশ্চিত করে বলা চলে তিনি এধরণের লোক ছিলেন না।

"কর্ত্তা" কথাটা একজন সাতাশ বৎসর বয়স্ক কর্ম্মঠ তরুণের সম্বন্ধে প্রয়োগ করাটা কানে অদ্ভুত শোনাতে পারে। তবু ওয়াশিংটনের জীবন যাত্রার মধ্যে কর্ত্তামির ভাব কোথায় যেন ছিল। মাউন্ট ভারননের যে জমিদারীর ওপর তিনি খবরদারী করতেন সেটা একটা ছোটখাট গ্রামের মতো ছিল। মাউন্ট ভারনন ক্রমে ক্রমে ওয়াশিংটন পরিবারের সদর দপ্তর হয়ে উঠলো। ভাইবোনদের মধ্যে জীবনে সবচেয়ে সফলতা লাভ করে-ছিলেন জর্জ্জই তাই অন্যরা তাঁর কাছে উপদেশ এবং সাহায্যের জন্য আস্‌তো। ওয়াশিংটন যখন নিজের পরিবারের ব্যাপার দেখতেন না বা কোন সাহায্যের আবেদন বিবেচনা করতেন না তখন তাঁকে কার্স্টিসদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকতে হ'তো। বার্গেস্ হিসাবে তাঁকে উইলিয়ামস্‌বার্গে অধিবেশনে যোগ দিতে যেতে হ'তো আর তাঁর নির্ব্বাচক-মণ্ডলীকে খুশি রাখতে হ'তো। বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। এর পর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ট্রুরোর গির্জ্জার কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদে ঢোকেন (পরে গির্জ্জারক্ষক নিযুক্ত হ'ন)। ১৭৬৬ সালে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার একটি অছিপদ খালি হ'লে তা পূর্ণ করেন। এছাড়া যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন তখনই জমি কিনেছেন! ১৭৫৪ সালের স্বেচ্ছাসেবকদের যে ১৫,০০০ একর জমি দেওয়া হ'বে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার থেকে তাঁর ভাগ তিনি বহু চেষ্টার পর উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। দক্ষিণ ভার্জ্জিনিয়ার ডিস্‌ম্যাল সোয়াম্প কোম্পানী, মিসিসিপি নদীর ধারে জমি উদ্ধারের জন্য মিসিসিপি কোম্পানী প্রভৃতিতে তিনি টাকা খাটান। বয়সে কম হ'লে কি হ'বে ওয়াশিংটন প্রচুর দায়িত্ব এরই মধ্যে গ্রহণ করে ফেলেছিলেন।

অল্প কয়েকজন প্রচণ্ড প্রভাবশালী লোকেদের মধ্যে পরিগণিত না হ'লেও, চল্লিশ বৎসর বয়সেই ওয়াশিংটন ভার্জ্জিনিয়ার গণ্যমান্যদের মধ্যে পরিগণিত হ'তেন। হয়তো কিছুটা হতাশা এবং দুঃখের সঙ্গে ওয়াশিংটন তাঁর সামরিক জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতেন। চার্লস উইলসন পীল ১৭৭২ সালে যখন তাঁর ছবি আঁকেন—ওয়াশিংটন তখন যে কর্নেলের সজ্জায় ছবি আঁকিয়েছিলেন তারও বোধহয় কোন তাৎপর্য্য আছে। তবে মনে হয় যে তিনি ভাল বেশবাস ভালবাসতেন বলে আর সামরিক

বেশে তাঁকে সুন্দর দেখাতো জানতেন বলেই বোধহয় তিনি এ বেশ পরেছিলেন। এই ছবিতে আমরা দেখতে পাই পরিপূর্ণ শান্তিতে বিরাজমান একটি তরুণের মুখ। মুখটি একজনের যিনি কর্ম্মময় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাই তাঁর মধ্যে বিরক্তি আর একঘেয়েমি নেই। যাঁর মধ্যে ঈর্ষা বা উদগ্র উচ্চাশা নেই, যাঁকে ঋণভারে জর্জ্জরিত হয়ে বা বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে বা বিবেকের দংশনে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয় না। মুখটা এমন একটি মানুষের—যাঁর সমাজে একটা স্থান আছে যিনি সমাজের উচ্চস্তরের কাছাকাছির লোক—এবং যিনি পারিবারিক জীবন যাপন করেন।

যেহেতু আমরা জানি ওয়াশিংটন তখন এই ধরণের জীবনযাত্রাই নির্ব্বাহ করতেন তখন বলতে পারা যায় ছবিটি বাস্তবানুগ। তাঁর নিজের কোন সন্তান ছিল না কিন্তু মার্থার ছিল সুতরাং তাঁর পরিবার আছে এটাও বলা যায়। মার্থার মতো তাদের সম্বন্ধে অতটা অস্থির না হ'লেও তিনি তাঁর রুগ্না কন্যাকে আর মিষ্টি অথচ কিছুটা বখাটে পুত্রকে যথেষ্ঠ ভালবাসতেন। প্যাটসীর সম্বন্ধে তাঁরা ক্রমশই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। প্যাটসীর মৃগীরোগ ছিল আর তার আক্রমণ ক্রমশই বেড়ে চলছিল। মাত্র সতের বছর বয়সে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বাবা মাকে শোকে মগ্ন করে প্যাটসী মারা যায়। অল্প কয়েকমাস বাদেই জ্যাকি অবশ্য মেরীল্যাণ্ডের সুন্দরী নেলী ক্যালভার্টকে বিবাহ করে। জ্যাকির সৎপিতা এবং অভিভাবক ঘটনার আকস্মিকতায় আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু জ্যাকির কলেজের পড়া শেষ করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য্য নেই দেখে ভাল মনেই বিবাহটিকে গ্রহণ করেন। সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই জ্যাকির দুটি সন্তান হয় আর কর্নেল ওয়াশিংটন পিতামহ সুলভ স্নেহ বিতরণের সুযোগ পান। এ ছাড়া বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি হয় পিতৃব্য নয় অভিভাবক ছিলেন।

পীলের আঁকা ছবির পাশাপাশি রাখবার মতো তার আগের যদি কোন ছবি থাকতো তো বড় ভাল হোত। (১৭৫৭ সালে জে, এস, কপলীর আঁকা বলে কথিত ছোট একটি প্রতিকৃতি আছে যেটিকে আগে ওয়াশিংটনের ছবি বলে ধরে নেওয়া হ'তো। সম্প্রতি যে সব তথ্য

পাওয়া গেছে তার থেকে এটাকে আর ওয়াশিংটনের ছবি বলে মনে হয় না। তাছাড়া ছবি যারই হোক না কেন ছবিটা এত ছোট যে তার থেকে একজনের চরিত্র সম্বন্ধে অনুমান করা কঠিন*)। ওয়াশিংটনের ১৭৫৭ সালের কোন প্রতিকৃতি যদি আমরা দেখতে পেতাম তবে অনেক বেশী অপরিণত একজনের ছবি দেখতাম। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের যে ছবি আমরা দেখতে পাই তাতে বুঝতে পারি কেন তাঁর সম্বন্ধে "তীক্ষ্ণধী" প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি সমতা রক্ষা করে চলেন, দয়ালু এবং কোনো কিছুতেই দিশাহারা হয়ে পড়েন না। অন্যপক্ষে ১৭৫৭ সালের ছবিতে আমরা দেখতে পেতাম একজন কর্ম্মপটু কিন্তু বোধহয় একটু অসহিষ্ণু ব্যক্তিকে। আমরা যেন একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পাই তিনি অল্পতেই অনুযোগ করেন, বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, অনেকটা ঠিক একশ' বছর পরের গৃহযুদ্ধের নাম না জানা বিদ্রোহী তরুণ সৈনিকদের মতো।

মধ্যের এই কয়েক বৎসরের জর্জ্জ ওয়াশিংটনের চিঠিপত্র থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি যে তাঁর নৈতিক ভিত্তি অনেক সুদৃঢ় হয়েছিল। এর থেকে এই অর্থ করবেন না যে এটা হঠাৎ সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর মাউন্ট ভারননে ফিরে আসা ডামাস্কাসে প্রত্যাবর্ত্তন নয়। ইগ্‌নেসিয়াস্‌ লয়োলা যোদ্ধা ছিলেন, শেষে প্যাম্পলোনাতে রোগশয্যায় তিনি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ফ্রান্সেসকো বার্নারডোনও তাই, তিনি এক যুদ্ধের মাঝখানে হঠাৎ যুদ্ধ সম্বন্ধে বীতরাগ হয়ে ফিরে এসে এসিসি তে ফ্রান্সিস এই নতুন নামে নতুন জীবন আরম্ভ করেন। জর্জ্জ ওয়াশিংটন সম্বন্ধে এ কথাটা খাটে না। তিনি হঠাৎ কোন কিছু আবিষ্কার করেন নি। তিনি যে একজন খাঁটি খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন এটা সত্যি হ'লেও তাঁর ধর্ম্মে নিষ্ঠাটা সামাজিক ব্যাপার ছিল। তিনি কোন প্রেরণা বা আদেশ পান নি। পারসন উইমস্‌ যে সব প্রেরণা তাঁর জন্য পরে তৈয়ারী করে দিয়েছেন সেগুলি অবিশ্যি বাদ দিচ্ছি। ভার্জ্জিনিয়ান জমিদাররা যে অর্থে খ্রীষ্টান ছিলে ওয়াশিংটনও সেই অর্থেই খ্রীষ্টান ছিলেন। তিনি সব সময়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতেন হাঁটু গেড়ে বসে করতেন না। প্রত্যেক রবিবারেই গির্জ্জাতেও যেতেন না। লয়োলা

এবং সেন্ট ফ্রান্সিসের মতো অতটা নাটকীয়ভাবে না হ'লেও অসুস্থতার একটা প্রভাব বোধহয় তাঁর ওপর পড়েছিল। ১৭৫৭-৫৮ সালের শীত-কালে তিনি গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন। ১৭৬১ সালেও আবার অসুখে পড়েন। এই সময় তিনি লিখেছিলেন—"এক সময় মনে হয়েছিল বোধহয় যমরাজাই যুদ্ধে জিতে যাবেন, আমার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি হেরে যাব।" মৃত্যুভয় মানুষের চিন্তাধারাকে সংহত করতে সাহায্য করে।

ওয়াশিংটনকে যুদ্ধ বিমুখ সন্ত হিসাবে চিত্রিত করে বিশেষ কোন লাভ হ'বে না। এটুকু বলেই অনেকটা বলা হ'বে যে লয়োলা বা সেন্ট ফ্রান্সিসের মতো তাঁরও বড় হ'বার ক্ষমতা ছিল তাঁর চরিত্রের উন্নতি হ'য়ে তিনি প্রায় পূতচরিত্রের পর্য্যায়ে উঠে গিয়েছিলেন। ১৭৫৯ সাল অবধি তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করে একজন জীবনীকার লিখতে পারেন টাকা পয়সার ব্যাপারে ওয়াশিংটন একটু বেশী হিসাবী, প্রায় কঞ্জুস ছিলেন। ওয়াশিংটন যখন ভ্যান ব্রায়ামকে প্রয়োজনীয়তার দুর্গে ফরাসীদের হাতে বন্দী রেখে যেতে বাধ্য হ'ন তখন তার কাছে তিনি তাঁর একটা পোষাক বেচে দেন যেটা বোধহয় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'লে বেশ অসুবিধায় পড়তে হ'তো। এটার মধ্যে লজ্জার কিছু না থাকলেও কূটবুদ্ধির পরিচয় আছে স্বীকার করতেই হবে। অবসরগ্রহণের পর অবশ্য ওয়াশিংটন প্রায় বেপরোয়াভাবেই টাকা পয়সা ধার দেওয়া সুরু করেন। কোন কোন সময়ে আবার টাকা পয়সা ফেরৎ পাবার খুব বেশী সম্ভাবনাও থাকতো না। অনেক সময়ে তিনি গোপনে না চাইতেও অনেককে সাহায্য করেছেন। জীবনের সাফল্য অনেকের মাথা বিগড়ে দেয়—ওয়াশিংটনের ক্ষেত্রে সাফল্য বেশ মানিয়ে গিয়েছিল।

পীলের প্রতিকৃতিতে আমার যেমনটি দেখতে পাই ১৭৭০ সালের প্রথম দিকে ওয়াশিংটন তেমনি তৃপ্ত, সৎব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর দেশের সময়োপযোগী মানুষ ছিলেন। সিকি শতাব্দী পরে তিনি তাঁর উইলে মহত্ত্বের সঙ্গে মার্থার মৃত্যুর পর তাঁর ক্রীতদাসদের মুক্তির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্রীতদাসপ্রথা খুব একটা নীতির প্রশ্ন ছিল না। তিনি যখনই তাঁর "দুষ্ট এবং পলাতক" নিগ্রো ক্রীতদাস টমকে

বিক্রীর জন্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়েছিলেন তখন সেটা তাঁর প্রতীবেশীদের কাছে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয় নি। জাহাজের ক্যাপ্টেনের ওপর নির্দ্দেশ ছিল যে সমুদ্রে না পৌছানো পর্য্যন্ত টমকে হাতকড়া পরিয়ে রাখতে হবে। আর বিক্রীর টাকা দিয়ে কিনে আনতে হ'বে—গুড়, মদ, লেবু, তেঁতুল এবং অন্যান্য জিনিষ। তবে ওয়াশিংটন এ ধরণের কাজ এই একবারই করেছিলেন এবং তখনকার দিনের মাপকাঠিতে তিনি একজন ভদ্র মনিব ছিলেন। জমিদার হিসাবেও তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং পরিশ্রমী জমিদার ছিলেন। তাঁর হিসাবপত্র আজকের দিনের পাশকরা হিসাবরক্ষকদের মতো সাজানো না থাকলেও তাঁর প্রতিবেশীদের চাইতে ভাল ভাবে থাকতো। তিনি তাঁর জমির উর্ব্বরতা বাড়াবার চেষ্টা করতেন, ফসল ভালভাবে ফলাতে চাইতেন। তিনি জানতেন তামাক চাষ করলে ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয়ে যায় তাই তিনি সার দিতেন। মাউন্ট ভারননের আয় বাড়াবার জন্য গমভাঙানোর বন্দোবস্ত, পটোম্যাক থেকে মাছ ধরবার বন্দোবস্ত, বাড়ীতে তাঁত বসানো সব কিছু করেছিলেন। ইয়র্ক নদীর ধারের কাস্টিস্‌দের সম্পত্তির ওপরও তিনি নজর রাখতেন—খুশী হয়েই একাজটা তিনি করতেন কারণ জমি থেকে লাভ ছিল প্রচুর। যখন জমি নিয়ে বা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হ'তো না তখন তিনি নাচের আসরে যেতেন, তাস খেলতেন বা শিকারে যেতেন। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। ১৭৭৫ সাল পর্য্যন্ত সাত বছরে প্রায় দুহাজার অতিথি মাউন্ট ভারননে এসেছিলেন এর মধ্যে বেশীর ভাগই রাত্রে ভোজ সমাধা করেছেন, অনেকেই রাতও কাটিয়েছেন। উইলিয়ামস্‌বার্গে যাওয়া ছাড়াও কাজে কিংবা প্রমোদ ভ্রমণের জন্য তিনি অ্যানাপোলিস্, ভয়ানক জলাভূমি ফেড্রিকস্‌বার্গ প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছিলেন। জমি দেখতে ১৭৭০ সালে তিনি সীমান্তে পিট দুর্গ পেরিয়ে ওহায়ো নদীতে সালতি করে একটা বিরাট এলাকা পরিক্রমা করেন। ১৭৭৫ সালে পশ্চিম সীমান্তে অনুরূপ একটা ভ্রমণের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ছিল।

অথচ ১৭৭৫ সালের গ্রীষ্মের প্রথম ভাগে পশ্চিম ভ্রমণের বিশদ পরিকল্পনা বর্জন করে তিনি উত্তরের বষ্টনের দিকে যাত্রা করলেন। মিঃ জর্জ্জ

ওয়াশিংটন তখন জেনারেল ওয়াশিংটন। ভার্জ্জিনিয়ার বিশ্বস্ত ভদ্রলোকটি এখন বিদ্রোহী এবং এখন তিনি আর ভার্জ্জিনিয়ার সামরিক অধিকর্ত্তা নন, তিনি তখন জর্জ্জিয়া থেকে ম্যাসাচুসেটস্ অবধি তেরটি উপনিবেশের সামরিক সর্ব্বাধিনায়ক।

বিনয়ী দেশপ্রেমী

এই অত্যাশ্চার্য্য ঘটনাটির বিশদ আলোচনা এই পুস্তকের স্বল্প পরিসরের মধ্যে করা সম্ভবপর নয়। সংক্ষেপে উপনিবেশগুলির বিক্ষুব্ধতার তিনটি কারণ দেখানো যেতে পারে। পয়লা নম্বর কারণ হ'লো ফরাসীদের ১৭৫৬-৬৩ যুদ্ধের পরাজয়ের পর ফরাসীভীতি দূর হয়ে যাওয়া। ১৭৬৩ সালে চুক্তিতে ফ্রান্স উত্তর আমেরিকায় তাঁদের সমস্ত জায়গার ওপর মালিকানা প্রত্যাহার করে। ফ্রান্সের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার ব্রিটেনের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশেই কমে যায়। দ্বিতীয় কারণটা প্রথম কারণটির যুক্তি সঙ্গত পরিণতি। ব্রিটেন তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পুনর্বিন্যাসে মন দিল। যেহেতু ব্রিটেন কানাডীয় প্রদেশগুলিও জয় করে নিয়েছিল সেহেতু কিছুটা পুনর্বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী ছিল। ঔপ-নিবেশিকদের কাছে মনে হ'ল যে ব্রিটেনও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদের ধারণা গ্রহণ করেছে তাই এ্যালিঘেনি পর্ব্বতমালা এবং মিসিসিপির মধ্যের জায়গা শুধুমাত্র রেড ইণ্ডিয়ান এবং পশম ব্যবসায়ীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ১৭৬৩ সালের বিজ্ঞপ্তিতে এ্যালিঘেনির অববাহিকার ওপারে শ্বেতাঙ্গ বসতিস্থাপন নিষিদ্ধ হ'লো আর ১৭৭৪ সালের কুইবেক আইনে ওহায়ো নদীর উত্তর ভাগের সমগ্র জমিকে কানাডার সীমানাভুক্ত বলে অভিহিত করা হ'লো। ঔপনিবেশিকদের কাছে উপরোক্ত কারণটিই এ আইন দুটির উদ্দেশ্য বলে মনে হ'লো। মধ্যবর্ত্তী বৎসরগুলির মধ্যে ব্রিটেন পুরাতন এবং নতুন সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু বিন্যাস দেখতে চেয়েছিল। সমুদ্র ধারের উপনিবেশগুলিকেও নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী কর দিতে হবে ঠিক হলো। এই কর নির্দ্ধারণের ফলে দুটো দেশের মধ্যে ব্যবসায় সম্বন্ধের ধারাটি আরো সুস্পষ্ট হ'লো। এই ব্যবসার বৈশিষ্ট্য হ'লো

ব্রিটেন আমেরিকা থেকে কাঁচামাল কিনতো এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী করতো আমেরিকায়। প্রস্তাবিত করগুলি এমনিতে খুব সাংঘাতিক কিছু ছিল না। মোটামুটি ভাবে উপনিবশগুলির অবস্থা বেশ ভালই, ছিল এবং ব্রিটেনের চেয়ে করভারও তাদের কম ছিল।

ঔপনিবেশিকরা যেটায় আপত্তি করতো এবং যেটা আমাদের তৃতীয় কারণ সেটা হ'লো তারা ব্রিটেনের অংশ নয়, অধিকৃত অঞ্চল মাত্র এই ধারণাটা। কার্য্যত তারা স্বায়ত্বশাসনে অভ্যস্ত ছিল বা প্রায় অভ্যস্ত ছিল। ব্রিটেনের ব্যবহার দেখে অন্যদিকে মনে হ'তো এরা যেন শিশুর দল, লক্ষ্মী হয়ে থাকলে আদর পাবে আর দুষ্টুমি করলে শাসন করা হ'বে। স্বদেশপ্রেমী বক্তারা যে কথাই বলুন না কেন মূল প্রশ্নটা স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্ন ছিল না, ছোটখাট কয়েকটা অভিযোগ; একদিকে পিতার একগুঁয়েমি অস্থিরচিত্ততা এবং বেশীমাত্রায় পৃষ্ঠপোষকতা আর অন্যদিকে পুত্রের নিজের মতে চলবার ইচ্ছার ফলে বড় বড় অভিযোগের রূপ নিয়েছিল। ১৭৭৬ সালে "কমন সেন্স" নামক একটি পুস্তিকাতে টম পেইন প্রশ্ন করলেন—"মানুষের পক্ষে সারা জীবন খোকা সেজে থাকা কি ভাল?" পরের দশবছর ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি একই প্রশ্ন করে বিভিন্ন উত্তর পেয়েছেন।

কতকগুলি সাধারণ ব্যাপারে উপনিবেশগুলির চিন্তাধারা একই রকম ছিল অন্তত বিভিন্ন উপনিবেশের একই শ্রেণীভুক্ত লোকেরা একই ভাবে চিন্তা করতো। বষ্টনের ব্যবসায়ীরা ফিলাডেলফিয়ারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একমত ছিল। দক্ষিণের জমিদাররা নিউইয়র্কের পয়সাওয়ালা লোকেদের নিজেদের দলভুক্ত ভাবতেন। বাস্তবিকপক্ষে জর্জ্জ ওয়াশিংটন ১৭৫৬ সালে নিউ ইয়র্ক দিয়ে যাবার সময়ে তাদের কারুর কন্যাকে বিবাহ করবার কথাও ভাবতে পারতেন। সমস্ত আইনজ্ঞরা একই ভাষায় কথা বলতেন এবং সাধারণ মানুষদের চিন্তাধারাও একইরকম ছিল। প্রত্যেক উপনিবেশের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ অসন্তোষের কারণ ছিল। ভার্জ্জিনিয়া তার অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মাউন্ট ভারননের মতো সুপরিচালিত জমিদারী থেকেও বিশেষ আয় হ'তো না। (ওয়াশিংটন অবশ্য গমভাঙার কল আর পটোম্যাকের মাছ বিক্রী করে আয় বাড়াবার চেষ্টা করতেন)। তামাকের দাম অত্যন্ত কম

ছিল আর তামাক উৎপাদনের ফলে ভূমির উর্ব্বরতাও কমে যেত। মুদ্রার অভাব আর আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর পরিমাণের চেয়ে বেশী হ'বার ফলে ওয়াশিংটনসহ অন্যান্য জমিদারদের ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের কাছে ধার করতে হ'তো। ব্যবসায়ীরা তাঁদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁদের ঠকাতো বলেও অভিযোগ করা হয়। ওয়াশিংটন নিজে সঞ্চয় বাঁচাবার জন্য তামাক উৎপাদন বন্ধ করে গম উৎপাদন সুরু করলেন। উদ্যমী ব্যবসায়ীদের একমাত্র ভরসা ছিল পশ্চিমের জমিদারী, কিন্তু সে রাস্তা নতুন বিজ্ঞপিতে বন্ধ হবার উপক্রম হ'লো। তার ওপর ওয়ালেপোল বিজ্ঞপ্তির ফলে ব্রিটেনের লোকরাও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিল। পেনসিলভ্যানিয়ার কিছু ব্যবসায়ীর অনুকূলে ওহায়ো কোম্পানীর দাবী ব্রিটেন নাকচ করলো।

ছবিটাকে খুব বেশী মসীলিপ্ত করে আঁকাটা ঠিক হবে না। একটা কথা মানতেই হ'বে যে ভার্জ্জিনিয়ার দুর্ভাগ্যের জন্য ব্রিটেন পুরোপুরি দায়ী ছিল না বা বিদ্রোহের ঠিক আগে পর্য্যন্ত তাকে পুরোপুরি দায়ী করাও হয় নি। ব্রিটেনের ভূমি সংক্রান্ত নীতি বিরক্তিকর হ'লে ভার্জ্জিনিয়ার ব্যবসায়ীদের পুরোপুরি ব্যবসা বন্ধ করে নি। ওয়াশিংটন ওহায়ো এবং কানাওয়াহা উপত্যকাগুলিতে চব্বিশ হাজার একর জমি ইজারা নিতে সমর্থ হয়েছিলেন এছাড়া তো বসতিপূর্ণ এলাকায় বারো হাজার একর জমি ছিলই।

ব্রাডকের পরাজয়ের পর ব্রিটেনের সম্মানহানির সম্বন্ধে যে ধারণাটা আছে তাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়াটাও খুব যুক্তিযুক্ত হ'বে না। ওয়াশিংটন এবং তাঁর ভার্জ্জিনিয়ার অন্যান্য স্বদেশবাসী তাঁদের দেশের ঘটনার ওপর যত জোরই দিন না কেন তাঁরা কুইবেক এবং লুইসবার্গে ব্রিটেনের সৈন্যদের বীরত্বের কথা নিশ্চয় জানতেন। তাঁরা জানতেন যে তৃতীয় জর্জ্জের প্রজারা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাশালী দেশের অধিবাসী। ভার্জ্জিনিয়ার অধিবাসীরা "স্বদেশ" বলতে গ্রেট ব্রিটেন এবং তার পঞ্চম উপনিবেশ ভার্জ্জিনিয়াকে একত্রে বোঝাত। সত্যি বটে যে তাদের মদ, মহার্ঘ্য পোষাক এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য জিনিসের জন্য ধার করতে হ'তো; কিন্তু সে ধারতো লণ্ডনের নিকটবর্তী জায়গার ভদ্রলোকদেরও করতে হ'তো।

গর্ব্বের কিন্তু দুটো দিক ছিল। ১৭৩৫ সালে উইলিয়াম বায়ার্ড লিখলেন, "আমাদের সরকার এমনভাবে গঠিত যে গভর্ণর আমাদের ওপর অত্যাচার করবার আগে আমাদের বোকা বানাতে হবে। আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের আগে সে টাকা গ্রহণের উপযুক্ত হতে হবে।" ত্রিশ বছর পরে ব্রিটেন যখন ষ্ট্যাম্প আইন প্রণয়ন করলো আমেরিকার অধিবাসীরা এটাকে ন্যায্য বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁরা আপত্তি জানালেন স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রিটন হিসাবে। তাঁদের ভাষা অবশ্য তাঁদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি অনুযায়ীই হ'লো। কারুর কারুর ভাষা অনেক বেশী তেজস্বিনী হ'লো। ভার্জ্জিনিয়ায় তরুণ মনস্বী টমাস জেফারসন, দৃপ্তভাষ প্যাট্রিক হেনরী এবং প্রাচীনতর জর্জ্জ ম্যাসনের ভাষণ সকলের মনে প্রেরণা জাগাতে সমর্থ হ'লো। কখনো আবেগময়ী, কখনো বাস্তবধর্ম্মী ভাবে সারা উপনিবেশগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। "স্পেকুলেশন" শব্দটির তখনো পুরানো অর্থই করা হ'তো। কর্ণেল ওয়াশিংটনের মতো একজন অভিজ্ঞ জমিদারও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ১৭৬৬ সালে তিনি ষ্ট্যাম্প আইন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখেন—"এই আইনের নীতি সম্বন্ধ বিষয় ঔপনিবেশিকদের সমস্ত আলোচনাই জুড়ে থাকে।

এ সময়ে কিন্তু ওয়াশিংটন বা তাঁর অন্য কোন স্বদেশবাসী দেশকে বিচ্ছিন্ন করবার চিন্তা করছিলেন না। আমেরিকানদের পক্ষ ইংলণ্ডে সমর্থনের ফলে ষ্ট্যাম্প আইন রদ হ'লো। জর্জ্জ ওয়াশিংটন ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের "একজন ইংলণ্ডবাসী হয়ে" অন্য ইংলণ্ডবাসীকে লিখলেন যে "এই আইন রদ করবার জন্য যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা প্রত্যেক ব্রিটিশপ্রজার ধন্যবাদের পাত্র এবং আমিও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" একই চিঠিতে কিন্তু রদ না হ'লে তার বিষময় ফল হ'তো সে সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দিচ্ছেন। তিন চার বছর বাদে লেখা আরেকটি চিঠিতেও একই ধরণের কঠোর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ষ্ট্যাম্প আইনের পর টাউনসেণ্ড আইনের বলে নতুন কতকগুলি কর বসানো হয়। ১৭৬৯-৭০ সালে ব্রিটেন থেকে করযুক্ত কোন দ্রব্যাদি রপ্তানী বন্ধ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত ভার্জ্জিনিয়া গ্রহণ করে তার পুরোভাগে ছিলেন ওয়াশিংটন। তাঁর বন্ধু এবং প্রতিবেশী জর্জ্জ ম্যাসনকে তিনি বললেন—"রাজার কাছে

নিবেদন, পার্লামেন্টের কাছে আবেদন সবই যে বিফল হয়েছে তা আমরা দেখেছি। এখন দেখতে হ'বে যে ব্যবসায় বন্ধ করতে পারলে তারা আমাদের দাবীর সারবত্তা দেখতে পায় কি পায় না? তিনি ম্যাসনকে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লিখলেন। সমস্ত কিছু ব্যর্থ হ'লে ব্রিটেনের মনিবদের হাত থেকে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ উপায় হিসাবে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণের জন্যও তৈয়ারী থাকতে হ'বে।

শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করতে হ'বে কেউই আশা করেন নি। ব্রিটেনের সরকার আরেকবার চাপের মুখে নতি স্বীকার করলেন। টাউনসেণ্ড করগুলির মধ্যে একমাত্র রপ্তানীকৃত চায়ের ওপর ছাড়া সব ক'টি কর প্রত্যাহৃত হ'লো। মনে হ'ল বোধ হয় ঝড়টা থেমেই গেল। ওয়াশিংটন এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বহু ব্যক্তিগত কাজ ছিল। যুক্তি-তর্কগুলিও বহুল প্রয়োগের ফলে ধার হারিয়ে ফেলল।

কিন্তু ১৭৭৩ সালের শেষে একদল সুশিক্ষিত বিদ্রোহী বস্টনে প্রসিদ্ধ "টি পার্টির" আয়োজন করলো। তারা কর দেবার পরিবর্ত্তে জাহাজ ভর্তি চা সমুদ্রে ফেলে দিল। জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক বিদ্রোহীরা আমেরিকার সত্যিকারের অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে গিয়ে জাহাজে হানা দেয়। তাদের কাজ এবং এই ধ্বংস অনেক ঔপনিবেশিকই সমর্থন করে নি। কিন্তু পার্লামেন্টে যখন বিদ্রোহের নায়ক বলে কথিত ম্যাসাচুসেটসের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইন প্রণীত হল তখন বাকী সব কটি উপনিবেশ ম্যাসাচুসেটসের পাশে এসে দাঁড়ালো।

ভার্জ্জিনিয়ায় সঙ্কটের দিনে ওয়াশিংটন আবার পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। তিনি আদৌ উগ্রমতাবলম্বী ছিলেন না। (১৭৭৪ সালে তাঁকে নম্র স্বল্পভাষী কিন্তু বুদ্ধিমান বলে চিত্রিত করা হয়)। তিনি উগ্র বিদ্রোহী প্যাট্রিক হেনরী এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রক্ষণশীল এটর্নী জেনারেল র‍্যান্‌ডলফ-এর মতবাদের মধ্য পন্থা গ্রহণ করেন। সেইজন্যে তিনি আমদানী বন্ধের পক্ষপাতী থাকলেও রপ্তানী বন্ধ করার পক্ষে ছিলেন না। ওয়াশিংটন মনে করতেন যে রপ্তানী বন্ধ করলে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের ঋণ শোধ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়বে।

কিন্তু একবার মনস্থির করে ফেললে তাঁর আর মতপ্রকাশে দ্বিধা

থাকতো না। তিনি নিজে একজন সুবক্তা না হলেও যাঁরা ভাল বক্তা ছিলেন তাঁদের যুক্তিতর্ক অনুধাবনের চেষ্টা করতেন। জর্জ্জ ম্যাসনের সুস্পষ্ট যুক্তিগুলি তিনি ১৭৭৪ সালের জুলাই মাসে ফেয়ারফ্যাক্স জেলার একটি সভায় "প্রস্তাব" হিসাবে আনেন। বহুদিনের বার্গেস হিসাবে তিনি তাঁর ভার্জ্জিনিয়ার আইনসভার সদস্যদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্য বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে চললেন।

কেউ কেউ বিদ্রোহের আবহাওয়া দেখে ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেলেন। ভার্জ্জিনিয়ার বড়লোকদের মধ্যে র‍্যানডলফ একাই ভয় পান নি। তবে ওয়াশিংটন কেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে এগিয়ে গেলেন? র‍্যানডলফের মতো ভার্জ্জিনিয়া ত্যাগ করে গিয়ে কেন ব্রিটিশ নৃপতির কাছে অনুগত থাকলেন না? এ কথা তো সত্যি যে ওয়াশিংটনের পিতা এবং দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সকলেই ইংলণ্ডেই লেখাপড়া করেন তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী এবং বন্ধু ফেয়ারফ্যাকসরাও ব্রিটিশ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। শ্যালীর স্বামী কর্ণেল জর্জ্জ উইলিয়াম ফেয়ারফ্যাকসের ভ্রাতা ব্রায়ান ফেয়ারফ্যাকস তাঁকে মাতৃভূমির সঙ্গে একটা আপোষ করবার পরামর্শ দেন। ওয়াশিংটন কেন ব্রায়ানের যুক্তিতর্কের সারবত্তা গ্রহণ করেন নি?

উত্তরটা খুব সরল, অন্তত ওয়াশিংটনের কাছে তাই মনে হয়েছিল। তাঁর নিজের স্বভাবই শুধুমাত্র তাঁকে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করে নি "সমগ্র মানবজাতিই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।" মানবজাতি বলতে অবশ্য তিনি ভার্জ্জিনিয়ার অধিবাসীদের বোঝাতেন। তাঁর জন্মসূত্র, শৈশব, স্বভাব এবং সম্পত্তি সমস্ত দিক দিয়ে তিনি খাঁটি ভার্জ্জিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। এখানেই তাঁর জমি, এই দেশই তাঁর দেশ। তিনি নিজে সহজ সরল মানুষ ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন তাঁর নিজের লোকরাও তাঁর মতোই ভাবছে তখন অন্য কোন ভরসার অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন না।

এখানে কয়েকটা মজার সম্ভাবনা কথা তোলা যেতে পারে। আচ্ছা ধরুণ যদি ডিনউইডির সঙ্গে ওয়াশিংটনের সুমধুর সম্পর্ক বজায় থাকতো কি হ'তো? কিংবা ডিইকিউসাঁর যুদ্ধে যদি ব্রাডক পরাজিত না হয়ে ফরাসীদের হারিয়ে দিয়ে যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দে তাঁর ভার্জ্জিনিয়াবাসী

সহকর্ম্মীটিকে রাজসম্মান দেবার জন্য সুপারিশ করতেন তাহলেই বা কি হ'তো ? ওয়াশিংটন যদি রাজবাহিনীতে লোভনীয় চাকরী পেতেন তবে ? ফরাসীদের সঙ্গে বেশীদিন ধরে যুদ্ধ চললে তাঁকে ভার্জ্জিনিয়ার বাইরে বহু যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে হ'তো। নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠতো পুরাতন সম্পর্ক শিথিল হয়ে যেতো। ভাবতে অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা অন্যরকম। ১৭৭৪ সালের আগষ্ট মাসে উইলিয়ামস্‌বার্গে আইনসভার অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে মাউন্ট ভারননের জর্জ্জ ওয়াশিংটন আরো বিবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। "স্বাভাবিক অধিকার", "আইন এবং সংবিধান".ইত্যাদি বহু কথা শুনে শুনে তিনি হয়তো তাঁর বক্তব্য ধার করা ভাষায় প্রকাশ করতেন, যেটা মনে রাখা প্রয়োজন সে ভাষা তখন সকলেই ব্যবহার করতেন। সেই শরৎ কালে তিনি তেরটি রাজ্যের মিলিত সভায় প্রতিনিধিত্বের জন্য ভার্জ্জিনিয়ার সাতজন প্রতিনিধির একজন হিসাবে নির্ব্বাচিত হ'লেন। ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত এই সভাই প্রথম আন্তর্মহাদেশীয় কংগ্রেস নামে পরিচিত।

বড্ড বেশী অসুস্থ থাকার ফলে টমাস জেফারসন নির্ব্বাচিত হ'ন নি এবং বার্গে'স্ নন্ বলে জর্জ্জ ম্যাসনের নাম বিবেচিত হয় নি। তবুও বহু ভোটের ব্যবধানে ওয়াশিংটনের নির্ব্বাচিত হওয়া থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে তাঁর সতীর্থদের চোখে তিনি উপনিবেশগুলির পক্ষাবলম্বী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেই বিবেচিত হয়েছিলেন। রাজার পক্ষাবলম্বী বলে কেউ তাঁকে মনে করে নি। তিনি রাজার প্রতিনিধির সঙ্গে নৈশভোজে যোগদান করলেও কেউ সন্দেহ করতো না যে তিনি বশ্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি খুব হাঁকডাক না করলেও তাঁর প্রতিপত্তি সন্দেহাতীত ছিল। সাতজন প্রতিনিধির আরেকজন, প্যাট্রিক হেনরীর কাছ থেকে জ্বালাময়ী ভাষণ আশা করতো কিন্তু তারা জানতো যে ওয়াশিংটন ঠিক সময়ে ঠিক কাজ সত্যভাবে সাধারণবুদ্ধি অনুযায়ী করে যাবেন।

ফিলাডেলফিয়াতে সত্যি সত্যিই প্যাট্রিক হেনরীকে আবেগময়ী ভাষায় ঘোষণা করতে শুনলেন—"আমি ভার্জ্জিনিয়ান নই, আমি আমেরিকান।" এ ধারণাটা তখন নতুন এবং ভাষায় ভাল শোনালেও বাস্তব অবস্থায় পরিচয় পাওয়া যেত কম। এখানেই তাঁরা খবর পেলেন যে ব্রিটিশ সৈন্য

বষ্টন দখল করেছে এবং সুরক্ষিত করবার চেষ্টা করছে। কাজটা যে বীভৎস এব্যাপারে সবাই একমত হ'লেও, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে সকলে একমত হ'তে পারলেন না। সবাই এতে ক্ষুব্ধ বোধ করলেও ক্ষোভ প্রকাশ কিভাবে করা হবে। এই সময় জন অ্যাডামস্ তাঁর স্ত্রীকে একটি চিঠিতে লিখছেন দেখতে পাই, "প্রতিনিধিরা একে অন্যের ভাষা, চিন্তা, ধারণা-কর্ম্মপদ্ধতি কিছুই বুঝতে পারেন না। ফলে তাঁরা একে অন্যকে ঈর্ষা করেন, এবং ভীত সন্ত্রস্ত বোধ করেন।" সভায় প্রচুর বক্তৃতা এবং প্রচণ্ড ভাষার খেলা চললো। প্রত্যেক প্রতিনিধিই ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন অন্যদেরও করে তুললেন। ওয়াশিংটন অসামাজিক না হলেও সভায় চুপচাপ থাকতেন। যে সভায় সবাই কথা বলবার জন্য ব্যস্ত সেখানে তাঁর নিস্তব্ধতা নিশ্চয় একটা সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হ'তো।

অন্যান্য দিক দিয়ে অধিবেশনটি বৃথা গেল না। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের পন্থা সম্বন্ধে একমত হবার পর ১৭৭৫ সালের বসন্ত কাল অবধি কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত রইলো। ওয়াশিংটন আবার ভার্জ্জিনিয়ার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হলেন। ১৭৭৫ সালে মে মাসে মাউন্ট ভারনন থেকে ফিলাডেলফিয়ায় দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে এলেন, তখন তাঁর পরিধানে সামরিক বেশ। প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর পরনেই সামরিক পরিধান ছিল। আসবার পথে তিনি বহু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দেখতে পেলেন; ফিলাডেলফিয়ায় পৌঁছে শুনলেন তাঁর সতীর্থরাও তাঁদের রাস্তায় অনুরূপ বাহিনী দেখেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, সর্ব্বত্রই উত্তেজনা বেড়ে চলছিল। এপ্রিল মাসে লেকিসংটন এবং কনকর্ডে ম্যাসাচুসেটস্ বাহিনীর লোকেদের সঙ্গে বষ্টনের ব্রিটিশ-বাহিনীর লোকেদের দীর্ঘসময়ব্যাপী লড়াই চলে আর তাতে শেষোক্ত দলের লোকেরা চরম লাঞ্ছনা ভোগ করে। মে মাসে, ওয়াশিংটন ফিলাডেল-ফিয়ায় পৌঁছবার অল্প কয়েক দিন বাদেই ঔপনিবেশিকদের একটি দল লেক জর্জ্জের উত্তরে কানাডায় যাবার প্রধান রাস্তার ধারের টিকনডারোগা দুর্গ অধিকার করে। প্রায় একই সময়, প্যাট্রিক হেনরীর নিজের জেলা হ্যানোভার কাউন্টির লোকরা প্রকাশ্য ভাবে গর্ভনরের ক্ষমতা অস্বীকার করে।

এই দেশব্যাপী বিক্ষোভের ফল কি হবে তা কেউই সঠিক ভাবে বলতে পারছিলেন না। কিন্তু উপনিবেশগুলি একত্রিত হয়েছিল। আন্তর্মহাদেশীয় কংগ্রেসের একটা অংশ শক্তিকে শক্তিদ্বারা প্রতিরোধের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁদের প্রয়োজন ছিল সামরিক বাহিনীর আর বাহিনীর প্রয়োজন ছিল একজন অধিনায়কের। ১৭৭৫ সালের ১৫ই জুন কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তাতে সিদ্ধান্ত হ'লো যে "আমেরিকার স্বাধীনতারক্ষার জন্য গঠিত সমস্ত উপনিবেশ বাহিনীর জন্য একজন জেনারেল নিযুক্ত করা হউক"। তারা আগের দিন ম্যাসাচুসেট্সের প্রভাবশালী প্রতিনিধি জন অ্যাডামস্ ওয়াশিংটনের নাম প্রস্তাব করেন এবং তাঁর সতীর্থ সুবক্তা সমনামী—স্যামুয়েল অ্যাডামস্ সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। ওয়াশিংটন বোধহয় কিছুটা বিস্মিত বোধ করেছিলেন এবং নিশ্চয় প্রশংসাবাণী শুনে বিব্রত হয়ে পড়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। ১৫ই তারিখের অধিবেশনে তিনি যোগ দেন নি। এইদিন মেরীল্যাণ্ডের একজন্য সদস্য আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর নাম উত্থাপন করেন এবং ফলে "সর্ব্বসম্মতিক্রমে মিঃ জর্জ্জ ওয়াশিংটন নির্ব্বাচিত হ'ন"।

তৃতীয় অধ্যায়

সর্ব্বাধিনায়ক ওয়াশিংটন

আমরা যেন তাড়াহুড়া না করি আবার ভীত না হই; অবিনয়ী সাহসও একটা দোষে পরিণত হয় আর ভয়কে স্বীকার করা দেশদ্রোহিতার সমান অপরাধ। আমারা যেন দুটোকেই পরিহার করে চলি।

অ্যাডিসনের ক্যাটো
দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

অধিনায়কত্ব এবং সঙ্কট : ১৭৭৫—১৭৭৬

ইতিহাস সর্ব্বাধিনায়কের পদের জন্য জর্জ্জ ওয়াশিংটনকেই একমাত্র সম্ভাব্য ব্যক্তি বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার প্রতিনিধিরা কেন তাঁকে মনোনীত করেছিলেন? সামরিক কারণ আংশিক কারণ মাত্র। উপনিবেশগুলিতে বেশ কয়েকজনের সমান অভিজ্ঞতা ছিল এবং সমান সাফল্য লাভ করেছিলেন। দু'এক জনের বিশেষ করে প্রাক্তন ইংরাজ বাহিনীভুক্ত সৈন্য এবং তৎকালীন আমেরিকানদের সমর্থক চার্লস লী এবং হোরেসিও গেটস্ এর যুদ্ধক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা

ছিল। আর ম্যাসাচুসেটসের আর্টিমাস ওয়ার্ড তো তখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিউ-ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনীই পরিচালনা করেছিলেন।

তবুও ওয়াশিংটনকেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত করা হ'ল। তিনি নিজে প্রতিনিধি না হ'য়ে এলে তাঁকে লোকে না চিনলে বিশ্বাস করতে না পারলে হয়তো তাঁর নাম প্রস্তাব করা হোত না। এমনিতে তিনি অধিবেশনগুলিতে আলোচনায় বেশী অংশ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু কমিটিতে, নৈশভোজনের টেবিলের কথাবার্ত্তায় সকলেই তাঁর বিচারবুদ্ধি এবং আন্তরিকতায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অত্যন্ত রাজানুগত স্যামুয়েল কারওয়েন যিনি শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে চলে যান তিনি ১৭৭৫ সালের মে মাসে ফিলাডেলফিয়ায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে পরিচিত হ'ন। তিনিও ওয়াশিংটনকে অত্যন্ত "ভদ্র, অমায়িক সহজ সরল প্রকৃতির" বলে বর্ণিত করেছেন। কারওয়েনের এই মত ওয়াশিংটনের কংগ্রেসের সতীর্থরাও সমর্থন করতেন। একজন তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন "তাঁর সহজ সৈন্যোচিত ব্যবহার ছিল," সঙ্গে সঙ্গে আরো যোগ করেন, "তাঁকে দেখলে খুব তরুণ মনে হ'তো।" তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি "প্রগাঢ় জ্ঞানের" সঙ্গে তরুণের উৎসাহ সমন্বিত করবার পক্ষে সঠিক ব্যক্তিই ছিলেন।

এর ওপর ওয়াশিংটন একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। যতটা বড়লোক বলে লোকের ধারণা (বা তাঁর নিজের ধারণা) ছিল ততটা না হ'লেও তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ যথেষ্ট ছিল। নিউ ইয়র্কে প্রতিনিধিদের আগে থেকেই নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল যে—

> "আমেরিকার সর্ব্বাধিনায়ককে ভাগ্যদেবীর বরপুত্র হওয়া প্রয়োজন যাতে তিনিই পদের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করেন, পদ তাঁর যেন মর্য্যাদাবৃদ্ধি না করে। তাঁর সম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব দেখে দেশবাসী যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারে যে তিনি এই উচ্চপদের উপযোগী কাজ করতে পারবেন এবং কাজ শেষ হ'লে সাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী পদত্যাগ করবেন।"

অন্য কেউই আর এই বর্ণনার সঙ্গে বেশী খাপ খেতেন না। ওয়াশিংটন একজন স্বাধীনমতাবলম্বী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেই পরিচিত ছিলেন। সে যাই হোক, তিনি ফিলাডেলফিয়ায় সমবেত অন্যান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের

চেয়ে অনেক বেশী বিপ্লবীদের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। তাঁর সামরিক পোষাক এই ধারণা সমর্থন করতো। তাঁর ব্যবহার এবং সুনাম তাঁকে লঘুচিত্ততার অপবাদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। রূপকথা তৈয়ারীর প্রথম লক্ষণ আমরা এই সময় দেখতে পাই। ১৭৭৫ সালে একটা গুজব রটলো যে ওয়াশিংটন নাকি আগের বছর নিজের খরচায় একহাজার ভার্জ্জিনিয়ানদের এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে বষ্টনের দিকে এগোতে চেয়েছিলেন। অনেক জীবনীকার যদিও এ গল্পটিকে সত্য বলে ধরে নিয়েছেন তবুও এটা যে নেহাৎই গুজব সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ফিলাডেলফিয়ার লোকেরা তাঁর মধ্যে মহত্ত্বের প্রকাশ দেখতে একজন অসাধারণ ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি দেখতে কতটা ব্যাকুল ছিলেন। স্যাম অ্যাডামস্ বা অন্যান্য দেশপ্রেমীরা বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে পারতেন কিন্তু বিদ্রোহীদের সুসজ্ঞবদ্ধভাবে পরিকল্পনা করতে পারেন, কাজে এবং ব্যবহারে ইউরোপীয় অথচ মনে খাঁটি আমেরিকান এইরকম একজন সর্ব্বাধিনায়কের খোঁজই কংগ্রেস সেদিন করছিলেন।

আরেকটা দরকারী কারণও ভাববার ছিল। এতদিন পর্য্যন্ত লড়াই নিউ ইংলণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য উপনিবেশগুলি যদি লড়াইয়ে যোগদান করে তবে ঔপনিবেশিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব নিউ ইংলণ্ডের বাইরের কাউকে দেওয়া প্রয়োজন বলে জন এবং স্যামুয়েল অ্যাডামস্ মনে করতেন। ম্যাসাচুসেটস্ এবং ভার্জ্জিনিয়া উপনিবেশগুলির মধ্যে প্রধান বলে পরিগণিত হ'তো। সুতরাং ভার্জ্জিনিয়ার অধিবাসী হিসাবে তিনি এ পদের জন্য আরো বেশী উপযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের আমেরিকান ইতিহাসের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি "হাতের কাজের" প্রার্থী ছিলেন। তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন মেজর জেনারেলদের রাজনৈতিক অন্যান্য কারণের জন্য নেওয়া হয়। ম্যাসাচুসেটসকে খুশী রাখার জন্য আর্টিমাস ওয়ার্ডকে নেওয়া হ'ল। বহু স্থান পর্য্যটক চার্লস লীকে নেওয়া হ'লো তাঁর সামরিক জ্ঞানের জন্য। ফিলিপ স্কুইলারকে (যিনি নিজে একজন সম্পত্তিশালী সামরিক জ্ঞান সম্পন্ন প্রতিনিধি ছিলেন) নেওয়া হ'ল নিউ ইয়র্ককে খুশী রাখার জন্য। কনেটিকাটের প্রিয় সন্তান হিসাবে

এলেন ইসরায়েল পুটনাম। জন্মসূত্রে ব্রিটিশ কিন্তু স্বেচ্ছায় ভার্জিনিয়ান হোরেসিও গেটস সহকারী জেনারেলের পদে বৃত হ'লেন। তাঁদের অধীনে কয়েকজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকেও একই ধরণের কারণে নিযুক্ত করা হ'লো।

ওয়াশিংটন সম্বন্ধে "প্রার্থী" কথাটা ব্যবহার করা বোধহয় অনুচিত। তিনি নিজে প্রার্থী হ'ন নি বরং অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে কংগ্রেসকে বলেছিলেন "আমি নিজেকে এ পদের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করি না।" কথিত আছে তিনি নাকি অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্যাট্রিক হেনরীকে বলেছিলেন যে "যেদিন আমি আমেরিকার বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবো সেদিন থেকে আমার পতনের সুরু আর সুনামের শেষ।" গল্পটা সত্যি না হতে পারে তবে এটা ঠিক যে ওয়াশিংটন তাঁর সুনাম সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। বহু চিঠিতে যদিও তিনি বলেছেন যে সমালোচনায় তাঁর কিছু মনে হয় না এবং যদিও তাঁকে বহুবার সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে তবুও তিনি সাধারণের কাজ করতে গেলেই যে সমালোচনা শুনতে হয় এ সত্যটিকে মেনে নিতে পারেন নি। অন্যান্য সমসাময়িকদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ ছিল এই যে তিনি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করতেন না এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ পছন্দ করতেন না। কিন্তু সমালোচনা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তাঁর দর্প ছিল না কিন্তু গর্ব্ব ছিল। তিনি অন্যের মধ্যে কোন নীচতাকে ঘৃণা করতেন এবং অন্য কেউ তাঁকে নীচ বললে সহ্য করতে পারতেন না। এর আগে একবার ব্রাডকের দলে তিনি মাহিনা বা পদ না নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছিলেন। এবার আরো বড় ভাবে তিনি কংগ্রেসকে জানিয়ে দিলেন সর্ব্বাধিনায়ক পদের জন্য কোন মাহিনা তিনি নেবেন না, তাঁর খরচটুকু শুধু তিনি গ্রহণ করবেন। (কংগ্রেস সর্ব্বাধিনায়কের খরচা এবং মাহিনা হিসাবে মাসিক ৫০০ ডলার মঞ্জুর করেছিলেন।)

যে দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পন করা হয়েছিল তাতে তিনি একটু দিশাহারা হয়ে পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে যে সম্মান তাঁকে দেওয়া হ'ল তাতে গর্ব্ববোধ না করলে তাঁকে অতিমানব হ'তে হ'তো। সামরিক ব্যাপারে পূর্ব্বতন ব্যর্থতা নিয়ে কোনদিন তিনি মাথা ঘামান নি। কিন্তু মনের

কোণে কোথাও যদি কোন গ্লানি থেকে থাকতো তো তাও এক নিমেষে মুছে গেল। বহুদিন আগে তরুণ ওয়াশিংটন স্যালী ফেয়ারফ্যাকসকে লিখেছিলেন যে অ্যাডিসনের ক্যাটো নাটকে স্যালী যদি মার্সিয়া সাজেন তো তিনি যুবার অভিনয় করতে রাজী আছেন। মার্সিয়া ছিলেন ক্যাটোর কন্যা এবং যুবা ছিলেন ক্যাটোর সমর্থনকারী একজন ছোট নিউমিডিয়ান রাজা। এই ধরণের নাটকীয় ইচ্ছা অতীতের সঙ্গে মুছে যায়। ১৭৭৩ সালে স্যালী ফেয়ারফ্যাক্স স্বামীর সঙ্গে বরাবরের মতো আমেরিকা ত্যাগ করে ইংলণ্ডে চলে যান। নাটকটি আবার ওয়াশিংটনের প্রধান কর্ম্মস্থল ফর্জ উপত্যকায় ১৭৭৮ সালে মে মাসে অভিনীত হয়। তখন অবশ্য ওয়াশিংটন আর এ ধরণের চিন্তা করেন নি, তবুও ওয়াশিংটনের মনে হয়েও থাকতে পারে যে সেদিনের আধা-বিদেশী তরুণ যুবা আজ পরিপূর্ণ রোমান বীর ক্যাটোয় পরিণত হয়েছে। ৩রা জুলাই ১৭৭৫ সালে তিনি যখন বষ্টনের বাইরে আমেরিকার বাহিনীর ভার নিলেন তখন তাঁর জীবনের কতটা রাস্তা তিনি অতিবাহিত করে এসেছেন সেটা নতুন করে মনে পড়বার মত। একুশ বছর আগে ঠিক এই দিনটিতেই তিনি প্রয়োজনীয়তার দূর্গকে ফরাসীদের হাতে সমর্পণ করেন। সেদিনকার তরুণ কর্ণেল শক্তিশালী শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে ছিলেন। আজকের পরিণত মানুষটি চলেছেন বন্দী করতে। আর তাঁর অধীনে রয়েছে পনেরো হাজার লোকের এক সৈন্যবাহিনী। বষ্টনের ভেতরে ছিল এই সংখ্যার আর্দ্ধেক ব্রিটিশ সৈন্য। মাত্র এক পক্ষ আগে তারা ব্রীড পাহাড়ের লড়ায়ে জিততে গিয়ে একহাজার সৈন্য হারিয়েছে। তাদের অধিনায়ক জেনারেল গেজ বিশ বছর আগে ব্রাডকের পূরোবর্ত্তী বাহিনীর নায়কত্ব করেন। ওয়াশিংটন তখন একজন নিম্নপদস্থ সহকারী।

সে সময় অবশ্য বহু সমস্যার ভারে এসব ভাবনা ভাববার সময় ছিল না। মার্থাকে এবং তাঁর ভার্জ্জিনিয়ার জমিদারী ছেড়ে আসবার বেদনা ছিল। অধিনায়কের সমস্ত ভাবনা তো ছিলই। নিউ ইংলণ্ডের অনেকেই তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন তিনিও তাঁদের অনেককে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি অভিযোগ করেন যে তাঁদের মধ্যে "বাধ্যতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলা"র অভাব ছিল। তিনি মনে করতেন ইয়াঙ্কিচিত

কুঁড়েমী এবং অসাধুতার ফলেই তাঁবু, কম্বল, পোষাক, ওষুধপত্র, খাদ্য, বন্দুক এবং বারুদের অভাব হ'চ্ছে। কেরাণী বা কামান দাগার মতো লোক ছিল না বললেই চলে। কংগ্রেস আইন পাশ করবার আগে পর্য্যন্ত তারা মাইনে পর্য্যন্ত ঠিক মতো পেত না। কংগ্রেস ঔপনিবেশিক বাহিনী গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হ'লো উপনিবেশগুলি কি তাদের কথা রাখবেন? এ প্রশ্নে উত্তর বেশীর ভাগ সময়ই নেতিবাচক ছিল এবং যুদ্ধের বছরগুলির বেশীর ভাগ সময়ই তাই ছিল।

যে সৈন্য সংগ্রহকরা গিয়াছিল তাই দিয়েই বা কি করা হ'বে। কংগ্রেস কিংবা জর্জ্জ ওয়াশিংটন কেউই খুব দূরদর্শী পরিকল্পনা রচনা করতে পারছিলেন না। প্রয়োজনীয়তার দুর্গের মতো এখানেও দুপক্ষের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নি। আমেরিকানরা বষ্টনে অবস্থিত জেনারেল্ গেজের সৈন্যবাহিনীকে "মন্ত্রিসভার" বাহিনী বলতেন। তাঁরা তখন পর্য্যন্ত মনে করতেন যে তাঁরা রাজা জর্জ্জের প্রতি অনুগত কিন্তু রাজার স্বাধীন প্রজা হিসাবে তাঁদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করছেন। ১৭৭৫ সালের শেষের দিকে মুষ্টিময় কয়েকটি চরমপন্থী মাত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। বেশীর ভাগ আমেরিকাবাসী বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটেনের সঙ্গে একটা মিটমাট হয়ে যাবে কিন্তু কি ধরণের মিটমাট হবে সে সম্বন্ধে কারুর কোন ধারণা ছিল না। আপাতত সাহসের প্রয়োজন কিন্তু কি করা যায়? কংগ্রেস কানাডার প্রদেশের কাছে দলে আসবার জন্য একটা প্রস্তাব করেছিলেন। ওয়াশিংটন কর্ণেল বেনেডিকট আর্নল্ডের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠিয়ে কুইবেক অধিকার করে ব্যাপারটার একটা নিস্পত্তি করতে চেয়েছিলেন। একই ধরণের সাহসের সঙ্গে তিনি একাধিকবার বষ্টন আক্রমণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর্নল্ডের অভিযান কিন্তু গৌরবজনক অসাফল্যের বেশী কিছু হয় নি তাই ওয়াশিংটনের কর্ম্মস্থলের যুদ্ধসম্বন্ধীয় মন্ত্রণাসভা তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

ওয়াশিংটন সম্বন্ধে একটা অভিযোগ প্রায়ই করা হয়ে থাকে যে তিনি বড্ড তাড়াতাড়ি তাঁর অধীনস্থ লোকদের মতে মত দিতেন। তাঁর ইতস্থত করবার কারণ আমরা বুঝতে পারি। "আমাদের কারুরই সামরিক

ব্যাপারে বিশেষ কোন জ্ঞান নেই।” চার্লস্ লী মুখে যাই বলুন না কেন তাঁরও বিরাট বাহিনী পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ওয়াশিংটনের নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতাই সীমান্ত যুদ্ধে অর্জিত আর সেখানেও তিনি অপেক্ষাকৃত নিম্নপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঘোড়সওয়ার বাহিনী পরিচালনা করা বা কামানবাহিনী পরিচালনা করার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। বিভিন্ন বিভাগযুক্ত সামরিক বাহিনী পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। এত স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর বিচারবুদ্ধির ওপর তাঁর নিজের বিশেষ আস্থা ছিল না। তাছাড়া যুদ্ধসম্বন্ধীয় মন্ত্রণা-সভা বসিয়ে তিনি সমসাময়িক কালের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর এবং অধিনায়ক যা করতেন তাই করেছিলেন। তাঁর অধিনস্থ তাঁর চাইতে বয়সে বড় লোকদের সঙ্গে ব্যবহার করবার সময় ওয়াশিংটনকে অত্যন্ত সাবধানে চলতে হ'তো। প্রথমে এঁরা তাঁদের ওপরওয়ালা হয়ে ওয়াশিংটনের আসাটা পছন্দ করেন নি। আর্টিমাস ওয়ার্ড সম্বন্ধে এ কথাটা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। আর্টিমাস ওয়াশিংটনের চাইতে বয়সে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। তিনিও ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় কর্ণেল ছিলেন এবং মনে করতেন যে এতদিন পর্য্যন্ত তিনি বষ্টনে গেজের সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে এসেছেন। ইসরায়েল পুটনাম তো বাঙ্কার হিলের যুদ্ধে প্রচণ্ড খ্যাতি লাভ করে গল্পের নায়ক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন (সৈন্যগণ, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত শত্রুর চোখের সাদা অংশটা দেখতে পাও সে পর্য্যন্ত গুলী ছুঁড়ো না)। তিনি ওয়াশিংটনের চেয়ে চোদ্দ বছরের বড় ছিলেন এবং সারা-জীবন অত্যন্ত রোমাঞ্চকর জীবন যাপন করেছিলেন। অন্য এক উপনিবেশ থেকে আগত একজন লোকের এই ধরণের লোকদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতেই হ'বে। তার ওপর আবার ওয়াশিংটন ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন যাতে নিউ ইংলণ্ডের বিবেক বিদ্রোহ করতো। কনেটিকাট, কিংবা নিউ হ্যাম্পশায়ার বা ম্যাসাচুসেটসের দেশ-প্রেমীরা দক্ষিণের কোন নবাবের অধীনে কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ওয়াশিংটন অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর জেনারেলদের যে পরামর্শ গ্রহণ করতেন না তাতে ভালই হয়েছিল। যদিও কোন কোন সময় তাঁকে বড্ড বেশী সাবধানী হবার জন্য সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে তবুও আসলে তিনি

তাঁর তারুণ্যের দিনগুলির মতোই অসহিষ্ণু ছিলেন। ওয়াশিংটন অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকাকে ঘৃণা করতেন। ১৭৭৫-৭৬ সালের শীতকালে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল।

১৭৭৬ সালের বসন্ত কালের মধ্যে একটা জিনিষ সমস্ত গোলমালের মধ্যেও পরিষ্কার হয়ে আসছিল সেটা হ'লো—আমেরিকার স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল যখন আমেরিকাবাসী বুঝতে পারলেন যে তৃতীয় জর্জ্জও তাঁর মন্ত্রীদের মতোই (লর্ড নর্থ, লর্ড জর্জ্জ জারমেন, আর্ল অব স্যাণ্ডউইচ প্রভৃতি) বিদ্রোহ দমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। "অস্ত্র হচ্ছে যে কোন বিরোধ মীমাংসার শেষ পন্থা। রাজা সেই পন্থা বেছে নিয়েছেন আর আমেরিকা সেই চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়েছে" বলে টম পেইন তাঁর "কমন সেন্স" পুস্তিকায় ঘোষণা করলেন। তাঁর আবেগময়ী আবেদন সমস্ত উপনিবেশবাসীদের মনে সাড়া জাগাল—ওয়াশিংটনও তার থেকে বাদ গেলেন না। মাত্র কয়েক বছর আগেও পেইনের কথা লোকে বিদ্রোহের বাণী এবং বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করতো। ১৭৭৬ সালের প্রথমেও তৃতীয় জর্জ্জকে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি না বলে "গ্রেটব্রিটেনের রাজকীয় পশু" বলার মধ্যে একটা আঘাত ছিল। কিন্তু আঘাতটা কয়েকজন অনুগত প্রজাদের কাছে ছাড়া বেশীর ভাগের কাছেই অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছিল। ১৭৭৪ সালে নিকোলাস ক্রেসওয়েল বলে যে তরুণ ইংরাজটি এসেছিলেন তিনি তাঁর চিঠিতে অনুগত প্রজাদের Sqnik Sdneirf বলে উল্লেখ করেছেন। শব্দটি King's friend কথাটাকে লুকোবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। ক্রেসওয়েল যাঁদের ক্রোধভরে sleber (rebels কে উল্টে লেখা) বলে উল্লেখ করেছেন তাঁরা পেইনের এই উক্তি অনুমোদন করলেন এবং তাঁদের সমস্ত ধারণা বদলে ফেললেন।

"যা কিছু সত্য যা কিছু ন্যায্য সমস্তই বলছে যে আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত। যাঁদের হত্যা করা হয়েছে তাঁদের রক্ত, প্রকৃতির অশ্রু সব কিছুই বলছে **এবার বেরিয়ে আসার সময় হ'লো।** ভগবান ইংলণ্ড এবং আমেরিকার মধ্যে যে ভৌগলিক দূরত্ব রেখেছেন তাতেই বোঝা যায় যে একে অন্যের ওপর প্রভুত্ব করুক ভগবানের

ইচ্ছা তা নয়।" ঘটনাচক্র পেইনের আবেদনকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুললো। কুইবেকে আমেরিকার পরাজয়ের গ্লানি চার্লসটনে সমুদ্রপথে জেনারেল হেনরী ক্লিনটনের ব্রিটিশ অভিযানের অসাফল্যে মিটে গেল। সবচেয়ে আনন্দের খবর হ'লো ১৭৭৬ সালের মার্চ্চ মাসে বষ্টন পুনরাধিকার। ওয়াশিংটন কামান না পাওয়া পর্য্যন্ত সেখানে কিছু করতে পারছিলেন না। এ অভাব দূর করলেন তরুণ পরিশ্রমী জেনারেল হেনরী নক্স (বষ্টনে তিনি পুস্তক ব্যবসায়ী ছিলেন), যখন বহু কষ্ট করে শীতের সময় তিনি ৪৩টি কামান আর ১৬টি দূরপাল্লার কামান নিয়ে হাজির হলেন। এ কামানগুলি টিকনডারোগার দুর্গে কয়েকমাস আগে অবিষ্কৃত হয়। নক্স এগুলিকে স্থলপথে সেখান থেকে নিয়ে আসেন। রাত্রের অন্ধকার কাজ করে ওয়াশিংটনের বাহিনী ডরচেষ্টারের পাহাড়ের ওপর কামানগুলি বসিয়ে ফেললেন। এখান থেকে বষ্টনের ওপর এবং বন্দরের বেশীরভাগ জায়গার ওপর কামান ছোঁড়ার খুব সুবিধা হয়ে গেল। গেজের স্থলবর্ত্তী সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল উইলিয়াম হাও পাহাড় আক্রমণ করবেন কি না ভাবলেন কিন্তু প্রবল বৃষ্টিতে বন্দুক চালানো অসম্ভব হয়ে পড়াতে, আর বোধহয় বাঙ্কার হিলের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে, তিনি আক্রমণ করা থেকে নিরস্ত হ'লেন। আমেরিকানদের চেষ্টায় বষ্টন আর সুরক্ষিত ঘাঁটি রইলো না। হেরে না গেলেও চালে পরাস্ত হ'য়ে ওয়াশিংটনকে বিস্মিত করে দিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী আর প্রায় হাজার জন হতভম্ব রাজানুগত প্রজা নিয়ে হাও হ্যালিফ্যাক্স, নোভাস্কটিয়ার দিকে জাহাজ চালালেন। বন্দর ছাড়বার আগে যা কিছু জিনিষপত্র ফেলে রেখে যেতে হ'ল সব আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে গেলেন। ওয়াশিংটন কংগ্রেসের সভাপতি জন হ্যানককে চিঠি লিখলেন।

মহাশয়,

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাকে জানাইতেছি যে গত রবিবার সতেরো তারিখের সকাল নটা নাগাদ মন্ত্রিসভার সৈন্যবাহিনী শহর ত্যাগ করিয়াছে। সংযুক্ত উপনিবেশগুলির সৈন্যবাহিনী এখন শহর অধিকার করিয়া আছে। আপনি এবং কংগ্রেসের মাননীয় সভ্যবৃন্দ এই আনন্দ সংবাদের জন্য আমার

অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন। সংবাদটি আরো সুখের কারণ এই বিজয়লাভের জন্য শহরের অবশিষ্ট হতভাগ্য নাগরিকদের ধন সম্পত্তি ক্ষয় বা প্রাণ হরণ করিতে হয় নাই।

এর উত্তরে কংগ্রেস ওয়াশিংটনকে কৃতজ্ঞতা জানান ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন। ওয়াশিংটনের সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো।

স্যার গাই কার্লটনের সৈন্যবাহিনী ছাড়া গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগে তেরটি উপনিবেশের কোথাও আর ইংরাজ সৈন্য রইলো না। স্যার কার্লটন কানাডা থেকে উত্তর নিউ ইয়র্কে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। কংগ্রেস খুব খোশমেজাজেই ছিলেন। আরো আনন্দে থাকতেন যদি জানতেন যে ফরাসীরা তাঁদের চিরশত্রু ইংলণ্ডকে জব্দ করবার জন্য তলে তলে বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ পরিকল্পনা করছেন। তবুও কিন্তু রাজানুগতরা কয়েকটা জায়গায় বিশেষ করে দক্ষিণে অত্যন্ত তৎপর ছিল। এটা বেশ বোঝা গিয়েছিল যে "রাজার বন্ধু"রা ওয়াশিংটনের ভাষায় "এখনো আপোষের চিন্তায় মশগুল্।" এই জন্য বিদ্রোহীদের প্রধান কাজ ছিল দেশপ্রেমীদের উৎসাহিত করা এবং সংশয়ীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা। ১৭৭৬ সালের মে মাসের মধ্যে ওয়াশিংটন নিজের পন্থা ঠিক করে নিয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের বেশীর ভাগ সদস্যই ওয়াশিংটনের সঙ্গে একমত ছিলেন। ভদ্রভাষা ব্যবহারের সময় পার হয়ে গেছে। "মন্ত্রিসভার সৈন্য বাহিনী"ই রাজ সৈন্যবাহিনী। বাস্তবিক পক্ষে তৃতীয় জর্জ্জকেই আসল শয়তান বলে চিহ্নিত করা হ'তে লাগলো। তাঁকেই ভাড়া করা জার্মান সৈন্য—যাদের সাধারণত হেসিয়ান বলে উল্লেখ করা হ'তো—ব্যবহারের জন্য এবং আমেরিকানদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক যা কিছু ভেবে উঠতে পারলো সব কিছুর জন্য তৃতীয় জর্জ্জকে দায়ী করতে লাগ্‌লো। টমাস জেফারসনের মতো মাথা অনেক কিছুই কল্পনা করতে পারতেন। আমরা যদি তাঁর রচিত ডিক্লারেশন অব ইনডিপেণ্ডেন্স্ এর ভূমিকা এবং ধারাগুলি দেখি তা হ'লে এগুলি আমরা বুঝতে পারি।

তাঁর রচনাটি ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই পুরোপুরি অনুমোদন লাভ করলো (নিউ ইয়র্কের প্রতিনিধিরা ভোটদানে বিরত থাকেন)। এরপর থেকে আমেরিকার নেতৃবৃন্দের আর ফেরবার উপায় রইলো না। তাঁদের

লক্ষ্য হ'লো পূর্ণ স্বাধীনতা। তাঁরা যদি বিফল হ'ন তো তাঁদের ধ্বংস অনিবার্য—ফাঁসীর দড়ি অবধারিত। পেইনের জ্বালাময়ী বক্তৃতার সঙ্গে জেফারসনের বাণী যোগ হয়ে এই আশা জাগিয়ে রাখলো। ওয়াশিংটনের মতো কবিত্ববিহীন লোকও এই আবহাওয়ায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলতেন। ওয়াশিংটন তাঁর চিঠিপত্রে বহুবার বলেছেন: আমরা যে জন্য সংগ্রাম করছি তা 'অতি মহৎ' এবং 'অতীব ন্যায্য'। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে ভাগ্যদেবী সাহসী এবং সৎ ব্যক্তিদের সাহায্য করবেন।

অথচ পাঁচমাসের মধ্যেই তাঁর ভাষা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন নি সত্য কিন্তু অন্যান্য আমেরিকানদের মতোই প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী তখন প্রায় ভেঙে পড়ছে এবং তিনি প্রায় ধ্বংসের মুখে। অপমানের আশঙ্কা প্রবল। ১০ই ডিসেম্বর তিনি তাঁর খুড়তুতো ভাই লাণ্ড ওয়াশিংটনকে বলছেন দেখতে পাই—"আমাদের একমাত্র ভরসা নতুন বাহিনী তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা। তাতে যদি আমরা বিফল হই তো আমাদের খেলা ফুরালো।" খেলা ফুরালো কথাটার ওপর তিনি এত বেশী অনুরক্ত হ'য়ে পড়েন যে কথাটা তিনি অন্যান্য জয়গাতেও ব্যবহার করেন। এই রকম আরেকটি কথাও তাঁর প্রিয় হয়। কথাটি হ'লো "সমস্যা বেছে নেওয়া।" ১৮ই ডিসেম্বরে তাঁর ভাই জন অগাষ্টিনকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"আমার অবস্থার কথা তুমি বুঝতে পারবে না। অন্য কাউকেই বোধহয় এত সমস্যা বেছে নিতে হয় নি। আর অন্য কারুরই বোধহয় সে সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার এত অল্প উপায় ছিল না।"

জুলাই এবং ডিসেম্বরের মধ্যের ঘটনাবলী খুব সংক্ষেপে বিবৃত করা যায়। হাও বষ্টনে চালে হেরে যান। কিন্তু এমনিতেই হাও বষ্টন ছেড়ে অন্য কোন কেন্দ্রীয় জায়গায় তাঁর কর্ম্মস্থল সরাবার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি যদি যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করতেন তবে বষ্টন থেকে সোজা বেরিয়ে নিউ ইয়র্ক কিংবা ফিলাডেলফিয়া আক্রমণ করতেন। হাও কিন্তু হ্যালিফ্যাক্সএ সরে গিয়ে আরো সৈন্য আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এই সৈন্য বাহিনী তাড়াতাড়ি আসবে এরকম অঙ্গীকার তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর

বড় ভাই এ্যাডমিরাল লর্ড হাওর নেতৃত্বে প্রথম নৌবাহিনী নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছল ১২ই জুলাই তারিখে। জেনারেল হাওএর আগেই ষ্টাটেন দ্বীপপুঞ্জে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এসেছিলেন ২রা জুলাই যেদিন কংগ্রেস স্বাধীনতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত ভোট গ্রহণ করে। এর পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে জাহাজ ভর্ত্তি ইংরাজ, জার্ম্মান এবং রাজানুগত সৈন্য বাহিনী এসে ষ্টাটেন দ্বীপপুঞ্জে নামতে সুরু করলো। এর মধ্যে ক্লিনটনের দলও ছিল। আগষ্টের মাঝামাঝির মধ্যেই হাও সুসজ্জিত শক্তিশালী অস্ত্র সমন্বিত ত্রিশ হাজারের এক সৈন্যবাহিনী পেয়ে গেলেন।

ওয়াশিংটন আঁচ পেয়েই এপ্রিল থেকেই নিউ ইয়র্কেই ছিলেন। ওয়াশিংটন যে আঁচ পেয়েছিলেন তা বোঝা যায় ৩১শে মে তারিখে জন অগাষ্টিনকে তিনি লিখছেন দেখতে পাই—"নিউ ইয়র্কে এবার গ্রীষ্মকালটা রক্তক্ষয়ী হ'বে বলে মনে হয়। তিনি বুঝতে পারলেও সৈন্য অবতরণ বন্ধ করবার কোন ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা অসহ্য নিশ্চয়তার ভাব ছিল। ইংরাজ সৈন্য জলপথে বরাবরই ঢের বেশী শক্তিশালী ছিল এখন স্থলপথেও তারা শক্তিশালী হতে যাচ্ছিল। ওয়াশিংটনের সৈন্যবাহিনীর চেয়ে তাদের অন্তত কয়েক হাজার সৈন্য বেশী ছিল। তাঁর সৈন্যবাহিনীর কিয়দংশ ছিল ভাড়া করা অস্থায়ী সৈন্য যাদের ওপর ওয়াশিংটনের খুব বেশী আস্থা ছিল না। আর বাকী ঔপনিবেশিক সৈন্য-দের মেয়াদ ডিসেম্বরেই শেষ হ'য়ে যাবার কথা। এই রকম নিউ ইয়র্ক অবস্থায় ত্যাগ করে আসাটা অন্যায় হ'তো না। সামরিক রীতি অনুযায়ী শহরটা পুড়িয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল যাতে ব্রিটিশবাহিনী পোড়া শহর ছাড়া কিছুই না পায়। কিন্তু এ ধরণের নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলার ছিল। কংগ্রেস ওয়াশিংটনকে শহর রক্ষা করবার নির্দেশ দিলেন। ফলে ওয়াশিংটনকে অত্যন্ত দুরূহ অবস্থায় ফেলা হ'ল যেখানে নৌবাহিনী যার বেশী ভাল তারই জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী।

তবুও আমরা যদি ওয়াশিংটনের তখনকার নির্দ্দেশাবলী পাঠ করি তো দেখতে পাব ওয়াশিংটন তখন বেশ নিশ্চিত ছিলেন। বোধহয় একটু বেশীই নিশ্চিত ছিলেন—এক বছরের মধ্যে একমাত্র ডরচেষ্টারের ফাঁকা বিজয় ছাড়া কোন কিছু লাভ না করতে পেরে যুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য বড্ড বেশী

ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। কারণ যাই হোক, ওয়াশিংটন খুব বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। প্রথম বিপর্য্যয় ঘটলো যখন হাও শেষ পর্য্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করে লং আইল্যাণ্ডের প্রান্ত দেশে বাছা বাছা বিশ হাজার সৈন্য নামালেন। স্পষ্টতই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তরের নদী দিয়ে ম্যানহাট্টান পেরিয়ে যাওয়া। রাস্তায় ব্রুকলীন হাইটস্-এ আমেরিকানদের একটা ঘাঁটি ছিল, কিন্তু জেনারেল পুটনামের নেতৃত্বে আটহাজার সৈন্যের বেশীর ভাগই ঘাঁটির বাইরে অবস্থান করছিলেন। বিষম একটা ভুলের ফলে আমেরিকান বাহিনীর বাম দিক অরক্ষিত ছিল। হাও এই ভুল আবিষ্কার করে দক্ষিণ দিকে এবং মধ্যে দুটি সৈন্যদল পাঠিয়ে নিজে বেশীর ভাগ সৈন্য নিয়ে বামদিক আক্রমণ করলেন। প্রথম দুটি দল প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর কিছুটা সাফল্যলাভ করলো আর হাও নিজে দর্শনীয় ভাবে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী বিনষ্ট করলেন। প্রায় দুহাজার লোকক্ষয় হ'ল এবং নিউ হ্যাম্পশায়ারের মেজর জেনারেল জন সুলিভ্যান সমেত অর্দ্ধেকের ওপর লোক বন্দী হ'লো। হাও তাঁর শত্রুদের উত্তরদিকের নদী অবধি ঠেলে নিয়ে গেলেন এবং তাদের প্রায় তাঁর দয়ার ভিখারী করে ফেললেন। আমেরিকানদের ভুল কাজের জন্য ওয়াশিংটনকে কিছুটা দোষের ভাগ নিতেই হ'বে। তার ওপর আবার তিনি ভুল করলেন প্রথম সুযোগেই বাকী সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে না এসে তিনি ব্রুকলীনে আরো সৈন্য পাঠালেন।

ওয়াশিংটনের সৌভাগ্য যে জেনারেল হাও তাঁর আক্রমণ চালিয়ে গেলেন না। ওয়াশিংটন তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক করে নিয়ে—প্রচণ্ড ঝড় এবং অন্ধকারের সুযোগে ব্রুকলীন ত্যাগ করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। এখন তাঁর সৈন্যবাহিনী ম্যানহাট্টানে এলেও ফাঁদে পড়বার সম্ভাবনা রয়েই গেল। কিছু ইতস্ততঃ করার পর ওয়াশিংটন নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ওয়াশিংটনে বিধ্বস্ত সৈন্যবাহিনী হারলেম হাইটস্ এ ম্যানহাট্টানের কাছে ব্যূহ রচন করলো। এদিকে জেনারেল হাও তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ওৎ পেতে রইলেন। বেড়াল ইঁদুর খেলা শুরু হয়ে গেল। তবে ওয়াশিংটন যদি দিশাহারা ইঁদুর হ'ন তো হাও ছিলেন ঝিমানো বেড়াল। যতবারই বেড়াল ইঁদুর ধরতে গিয়েছে—ইঁদুর দেরীতে

হ'লেও পালিয়ে যেতে পেরেছে। উত্তরে ম্যানহাট্টান থেকে হোয়াইট প্লেনস, সেখান থেকে নর্থ ক্যাসল। এর পরের যে গোলমালে সময় গেল সে সময় তিনি চার্লস লীর অধীনে কিছু সৈন্য রেখে নিউ জারসী চলে এলেন। নিরুপায় হয়ে তাঁকে দেখতে হ'লো যে তিনহাজার দেশপ্রেমীকে তিনি ম্যানহাট্টানের উত্তরে ওয়াশিংটন দুর্গ রক্ষার জন্য রেখে এসেছিলেন তাঁরা ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হ'লো। নভেম্বরের মাঝামাঝি গ্লানিজনক পশ্চাদপসরণ ছাড়া অন্য কোন উপায়ই আর ওয়াশিংটনের রইলো না। তিনি নিউ জারসী দিয়ে দক্ষিণে হ'ঠে এলেন আর তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে এলেন হাওর একজন ফিল্ড কম্যাণ্ডার লর্ড কর্ণওয়ালিশ। তখনো চার্লস লীর সঙ্গে তাঁর পক্ষে মিলিত হওয়া সম্ভব হয় নি। একমাত্র ভরসার কথা এই যে স্কুইলার, হোরেসিও গেটস্ আর বেনেডিকট আর্নল্ডের নেতৃত্বে আমেরিকান বাহিনী তখনো অটুট আছে এবং তাঁদেরই জন্য কার্লটনের চ্যাম্পলেন হাডসনের পথে নিউ ইয়র্কে আসার চেষ্টা সফল হয় নি। অন্য সব দিক দিয়ে অবস্থা খুবই নৈরাশ্যজনক। চার্লস লী অবশ্য তাঁর বাহিনীকে নিউ জারসীতে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং ওয়াশিংটনও তাঁর গড়ের সৈন্যবাহিনী থেকে বারশ সৈন্য আলবেনীতে পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে খেলা প্রায় ফুরিয়েই এসেছিল। ওয়াশিংটন ডেলাওয়ারে ফিরে এলেন। ওয়াশিংটন দূরদর্শিতা দেখিয়ে নদীর বুক থেকে সমস্ত নৌকা সরিয়ে ফেলেছিলেন—এছাড়া কিন্তু বৃটিশ সৈন্যের সদলবলে ফিলাডেলফিয়া আক্রমণে কোন বাধা ছিল না। মধ্যভাগের উপনিবেশগুলির মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল এর ওপর যখন জেনারেল ইসরায়েল পুটনাম এবং জেনারেল টমাস মিফিনের পরামর্শে কংগ্রেস ফিলাডেলফিয়া থেকে বাল্টিমোরে সরে এলো তখনও তা আরো ভেঙে পড়লো। অসতর্ক মুহূর্তে চার্লস লী বৃটিশ পাহারাদারদের হাতে বন্দী হ'লেন। ভাড়া করা সৈন্যরা দলে দলে বাহিনী ত্যাগ করতে লাগ্‌লো, ঔপনিবেশিক সৈন্যদের মেয়াদও ফুরিয়ে এল।

কিন্তু কোন রকমে বিপদ এড়ানো গেল। হাও শীতকালের মতো বড় রকমের যুদ্ধ বন্ধ রাখলেন এবং ক্লিনটনের নেতৃত্বে ছয় হাজার সৈন্য রোড আইল্যাণ্ডের নিউপোর্ট সহর দখল করতে পাঠালেন। টাকার লোভ

দেখিয়ে কিছু সৈন্যকে দলভুক্ত করা গেল এবং দুহাজার সৈন্য ফিলাডেলফিয়া থেকে পাঠানো হ'ল।

সবচেয়ে বড় খবর হ'ল ওয়াশিংটনের বড়দিনের রাত্রে ট্রেন্টনের স্মরণীয় বিজয়। তাঁর পরিকল্পনা ছিল তিনি তিন দল সৈন্য নিয়ে অর্দ্ধ-জমাট ডেলাওয়ার পেরিয়ে ব্রিটিশ ঘাঁড়ি আকস্মিক আক্রমণ করবেন। একটু বিরাটতর হ'লেও তাঁর এই পরিকল্পনা তাঁর ১৭৫৪ সালের জুমনোভিল আক্রমণ স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনটি দলের মধ্যে দুটি দল অকৃতকার্য্য হলেও ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে প্রধান দলটি নদী পেরোতে সমর্থ হ'লো। ট্রেন্টনের পানরো হাজারে হেসিয়ান দলকে কাবু করে ফেলা গেল যদিও পাঁচশ সৈন্য পালিয়ে গেল। তারা বড়দিনের রাত্রে প্রচুর মদ খাওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি হারলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও ওয়াশিংটনের সাহসের তুলনা হয় না বা তার পরের সপ্তাহে তিনি যে প্রচণ্ড সাহসের পরিচয় দিলেন তাকে ছোট করা যায় না। এবারও ডেলাওয়ার পেরিয়ে তিনি প্রায় কর্ণওয়ালিশের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। পথে আবার প্রিন্সটনের কাছে একটা লড়াইএও সাফল্য লাভ করলেন।

দেশপ্রেমীদের মানসিক জোর ফিরিয়ে আনায় বা ওয়াশিংটনের নিজের সুনামবৃদ্ধিতে এ ঘটনাগুলির গুরুত্ব অসাধারণ। ১৭৭৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী নিকোলাস ক্রেসওয়েল ভার্জ্জিনিয়ার লীস্‌বার্গে ছিলেন। এখানে এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে তিনি তাঁর পত্রিকায় লিখলেন:

> "ছয় সপ্তাহ আগে এই ভদ্রলোক আমেরিকানদের দুর্দ্দশা নিয়ে বিলাপ করছিলেন আর তাঁদের অতিপ্রিয় জেনারেলের দুরবস্থায় করুণা প্রকাশ করছিলেন। জেনারেলের যুদ্ধ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা এবং অপারদর্শিতা তাঁদের ধ্বংসের মুখে এনেছে বলে অভিযোগ করছিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে মনে হয়েছিল। এখন চাকা উল্টে গেছে, ওয়াশিংটনের সুনাম আজ গগনচুম্বী। হতভাগা হেসিয়ানরাই এর জন্য দায়ী। যে শয়তান এদের পাঠাবার পরামর্শ প্রথম দিয়েছে সে নিপাত যাক।"

প্রিন্সটনের সাফল্যের পর ওয়াশিংটন শীতকালের মতো মরিসটাউনকে

চুপচাপ রইলেন। হাও তাঁর দলবল নিয়ে ডেলাওয়ারের ঘাঁটিতে ফিরে এলেন এবং নিউ ব্রানস্‌উইকের চার ধারে তাঁর সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করালেন। দু দলই হিসাব নিকাশ করতে লাগলেন। এ সুযোগে আমরাও এ কাজটা সেরে নিই, প্রথমে আলোচনা করা যাক আমেরিকানদের অবস্থাটা।

সমস্যা এবং সম্ভাবনা

প্রথম দিককার সমস্ত জীবনীকারই ওয়াশিংটনকে জেনারেল হিসাবে খুবই প্রশংসা করেছেন। কেউই খুব বেশী কোন খুঁতই দেখতে পান নি। তিনি কিন্তু নিউ ইয়র্কের রক্ষার ব্যাপারে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে একজন ব্রিটিশ ইংরাজ মন্তব্য করেন যে "জেনারেল হাও ছাড়া যে কোন জেনারেল জেনারেল ওয়াশিংটনকে পরাজিত করতে পারতেন এবং জেনারেল ওয়াশিংটন ছাড়া অন্য যে কোন জেনারেল জেনারেল হাওকে পরাজিত করতে পারতেন।" এটা একটা অন্যায় এবং সস্তা মন্তব্য। ওয়াশিংটনকে প্রচণ্ড দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল। তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের অনভিজ্ঞতার ফলে ছোটখাট ত্রুটি বা দ্বিধা বিরাট আকার ধারণ করে। যেখানে হোর অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা অস্পষ্ট আদেশও পালন করতে পারতেন কিংবা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে পারতেন ওয়াশিংটনের অপেশাদারী কর্ম্মচারীরা সহজ আদেশও ধরতে পারতেন না। ১৭৭৬ সালে তাঁর হাতে যে সৈন্য ছিল তাতে ব্রিটিশ সৈন্যদের তিনি হারাতে পারতেন না কিন্তু তিনি ভুলও করেছিলেন। ব্রুকলীন হাইটস্‌এ তাঁর অকৃতকার্য্যতাকে তিনি ধরতে না পেরে আরো সৈন্য পাঠান। আরেকটু বেশী বুদ্ধিমান জেনারেল দ্বিতীয়বার ভাববার সময় নেবার বিলাসিতা করতেন না। তাঁর পরের কাজগুলিতে ভীত হ'বার চিহ্ন না থাকলেও অত্যন্ত দ্বিধাজড়িত এবং অপরিষ্কার। ওয়াশিংটন দুর্গে এত লোককে বন্দী হতে দেওয়া এবং শত্রু হস্তে দুষ্প্রাপ্য কামান ও খাবারদাবার তুলে দেওয়ার অন্তত কিছুটাও তাঁরই দোষ।

তার ওপর আবার তিনি ভুল স্বীকার করতে কোনদিনই চাইতেন

না। সততা এবং ব্যক্তিগত-সততার মধ্যে পার্থক্য বরাবরই ক্ষীণ। ওয়াশিংটন ভার্জিনিয়ায় যখন কর্ণেল ছিলেন তখনকার চেয়ে এসময় অনেক বেশী পরিণত হ'লেও এখনও ভুটোর মধ্যে গোলমাল করে ফেলতেন। তাঁর কাজের সমালোচনা হ'লে বা হ'বার সম্ভাবনা হ'লে তিনি বড় বেদনা অনুভব করতেন। ১৭৭৬ সালের বা ১৭৭৭ সালের লেখা তাঁর চিঠিগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে বারবার তিনি বলছেন যে সমালোচনায় তাঁর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যেহেতু তিনি এবং তাঁর কর্ম্মচারীরাই একমাত্র জানেন কি কি অসুবিধা "তাঁদের বেছে নিতে হ'বে" সেখানে কি করে অন্যরা সমালোচনা করেন সেটা তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি তাঁর "সুনাম" অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন যে তিনি একটু তাড়াতাড়ি অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতেন। ওয়াশিংটন দুর্গ সমর্পণের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর অনুগত জেনারেল ন্যাথানিয়েল গ্রীণের প্রতি একটু অবিচার করেছিলেন। এর পরে অবশ্য গ্রীণ, নক্স প্রভৃতি অন্যান্য বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের প্রতি তিনি যথেষ্ঠ উদারতা এবং সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এছাড়া কংগ্রেস তাঁকে কিভাবে হয়রান করছে সেটা বলতে বড্ড তিনি বেশী ভালবাসতেন।

সামরিক ব্যাপারে ওয়াশিংটনের আরো অনেক কিছু শেখা তখনও বাকী ছিল। মেজাজের দিক দিয়ে তখনও তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হতে পারেন নি। কিন্তু তিনি নতুন জিনিষ শিক্ষা করতে কখনো বিমুখ ছিলেন না এবং মেজাজের দিক দিয়েও তাঁর আরব্ধ কাজের তিনি উপযুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের ভুলের মধ্যেই আমরা তাঁর প্রথম দিকের ভুলের মধ্যেই আমরা তাঁর সফলতার কারণ দেখতে পাব। ওয়াশিংটন ছিলেন সত্যিকারের যোদ্ধা। তাঁর ভুল হয়েছিল লড়িয়ে মনোভাবের ফলে, ভীরুতার জন্য নয়। ভীরুতা শেষ পর্যন্ত ক্ষতিকর হ'তো। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে আমেরিকার স্বার্থে তাঁকে এখন কিছুদিন বড় লড়াই এড়াতে হ'বে তখন তাঁর মন অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তিনি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলেন যে "আমাদের দিক দিয়ে লড়াই হ'বে আত্মরক্ষামূলক।" (কংগ্রেসের কাছে লেখা ১৭৭৬ এর সেপ্টেম্বরের এক চিঠিতে উক্ত মন্তব্য তিনি করেন।)

তখন থেকে তাঁর কাজ অত্যন্ত অস্বস্তিকর কোন কোন সময় অপমানকর। কিন্তু একটা জিনিষ তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছিল যে টিঁকে থাকতে হ'বে সঙ্গে সঙ্গে টিঁকিয়ে রাখতে হ'বে সৈন্যবাহিনীকে। অপেক্ষা করতে হ'বে শত্রুপক্ষ রণক্লান্ত না হয়ে পড়া পর্য্যন্ত। সৌভাগ্যক্রমে তিনি লড়িয়ে মনোভাবাপন্ন হ'লেও প্রচুর ধৈর্য্য তাঁর ছিল। যে লোক ভার্জ্জিনিয়ার জমির দখল নেবার জন্যে পনের বছর অপেক্ষা করতে পারেন, যখন এত কিছু পণ রয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই তিনি হাল ছাড়বেন না। ট্রেন্টনে হঠাৎ মরিয়া হয়ে ওঠার কারণ হ'লো তাই। তিনি আরো বড় কিছু করবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং প্রিন্সটনে তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে প্রায় ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রিন্সটনের যুদ্ধে যেভাবে তিনি পালাতে পেরেছিলেন তাতে বোঝা গেল যে তিনি গেরিলা যুদ্ধে খুব পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। তিনি আগুন পোহাবার জন্য আগুন জ্বালিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গেলেন। ওদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিশ খুব আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছিলেন এতদিনে "বুড়ো শেয়ালটাকে ধরেছি, কাল সকালেই ছালায় ভরবো।"

আমরা বলেছি তিনি মাঝে মাঝে কংগ্রেসের ব্যবহার নিয়ে অনুযোগ করতেন। তার কারণও ছিল। কংগ্রেসের পরিচালনা পদ্ধতি সময় সময় অত্যন্ত ধীর। অপর্য্যাপ্ত এমনকি নির্বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। কয়েকজন প্রতিনিধির বুদ্ধি কোনোমতেই অসাধারণ বলা চলে না; যুদ্ধ যত বেশীদিন চলতে লাগলো ততই কংগ্রেসের গুণাবলীরও পতন হ'তে লাগলো। কংগ্রেসের আরো বেশী স্থায়ী বাহিনী গঠনের চেষ্টা করা বা গঠন করা উচিত হ'লো। ঔপনিবেশিক সৈন্য আর ভাড়া করা সৈন্যর সংমিশ্রণে গঠিত সৈন্যবাহিনী রাখা যুক্তিযুক্ত ছিল না। কিন্তু ওয়াশিংটন যেটা বুঝতে পারতেন না তা এই যে কংগ্রেসের সমস্যা ছিল প্রচুর। যুদ্ধে অর্থব্যয় হচ্ছিল প্রচুর। টাকার দর এত কমে গিয়েছিল যে রাজানুগত নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদপত্র ঠাট্টা করে এক ইরাজ ভদ্রলোকের জবানীতে বিজ্ঞাপন দিলেন যে দেওয়ালে কাগজ সাঁটবার জন্য কিছু ঔপনিবেশিক কাগজের নোট তিনি কিনতে চান। ওয়াশিংটন যদি নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকেন তো কংগ্রেসের দায়িত্বভার গ্রহণও নতুন

ছিল। তাছাড়া এমন অনেক কাজ কংগ্রেসকে করতে হ'তো যা ওয়াশিংটনকে করতে হ'তো না, যেমন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা।

কথাটা হচ্ছে এই যে কয়েকজন জীবনীকার যে ভাবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন তার চেয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে কংগ্রেস অনেক ভাল ব্যবহার করেছিলেন। সহকারিগণ ওয়াশিংটনের সঙ্গে কংগ্রেস সৎ এবং ভদ্র ব্যবহার করেছেন এবং কংগ্রেসের বেশীর ভাগ সদস্যের সঙ্গে ওয়াশিংটনের বেশ হৃদ্যতা ছিল। যেখানে কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব এবং ওয়াশিংটনের কর্ত্তৃত্বের মধ্যে সীমারেখা খুব স্পষ্ট ছিল না সে সব জায়গায় কিছুটা সংঘর্ষ অনিবার্য্য ছিল। ওয়াশিংটন যদি খুব বেশী জবরদস্ত সেনানায়ক হ'তেন তবে খুব বড় রকমের গোলমাল লাগতে পারতো। কিন্তু সাধারণত তিনি কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতেন এবং তার কথা শুনে চলতেন। এখানে আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে কংগ্রেসও সমান বিশ্বস্ততা দেখিয়ে ছিলেন। তা না হ'লে প্রথমদিকের কিছুটা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দেখালেও ১৭৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস যে অভূতপূর্ব্ব কাজ করেছিলেন তার কি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তখনকার মতো অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য (কার্য্যত এই "অনির্দ্দিষ্ট কাল" ছয় মাস চলে) সৈন্য সংগ্রহ এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য খরচের ব্যাপারে ওয়াশিংটনকে প্রায় ডিক্টেটরের মতো ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে তখন তাঁকে অনেকেই স্নেহভরে "ডিক্টেটর" বলে সম্বোধন করতো। অনেকে অলিভার ক্রমওয়েলের কথা মনে করে বা না মনে করে তাঁকে "লর্ড প্রটেক্টর" বলেও সম্বোধন করতো।

কংগ্রেস এবং ওয়াশিংটনের মতো ইংরাজ পক্ষেও প্রচুর সমস্যা ছিল। স্বদেশে তাঁদের নিজেদের মধ্যে আনুগত্য নিয়ে মত পার্থক্য ছিল সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নীতির ব্যাপারেও মত পার্থক্য ছিল। পার্লিয়ামেন্টের সদস্য এবং অন্যান্যরা তৃতীয় জর্জ্জ এবং তাঁর টোরী উপদেষ্টাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। উপনিবেশগুলিকে যে আবার তাঁর রাজত্বের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে সে সম্বন্ধে রাজার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। যুক্তি তর্কে যদি না হয় তো গায়ের জোরে কাজ হাসিল

করতে হ'বে—ভেলভেটের দস্তানায় নীচে যে লৌহকঠিন পাঞ্জা আছে তা দেখাতে হ'বে। কিন্তু কিছুদিন যুদ্ধ চলবার পর দেখা গেল যে এ ধারণাটা কিছুটা বদলিয়েছে। এখন যেন ইংরাজরা অঙ্গুলিত্রান পরা মুষ্টি দেখাতে চান, কিন্তু তার ভেতরের হাতটা নেহাৎই থলথলে। তাঁর স্থলপথে এবং জলপথে দুজায়গাতেই যুদ্ধে উন্নততর কলাকুশলী ছিলেন, কিন্তু এ শ্রেষ্ঠত্ব খাটাতে তাঁরা যেন অসমর্থ আর নারাজ জেনারেল গেজ বা তাঁর উত্তরসূরীদের নরমমনা শুভানুধ্যায়ী রূপে চিত্রিত করলে ভুল হবে, কিন্তু তাঁরা বা তৃতীয় জর্জ্জ কেউই দেশপ্রেমীরা যে ভাবে তাঁদের গর্ব্বিত দানব বলে চিত্রিত করেছেন সেরকম ছিলেন না। তাঁদের প্রথম ভুল হয়েছিল আমেরিকার উপনিবেশবাসীকে গোপনে প্রশংসা না করে—ঘৃণা করার মধ্যে। লর্ড স্যাণ্ডউইচের উক্তি যে "এরা অশিক্ষিত বিশৃঙ্খল এবং ভীরু" প্রচুর প্রচার লাভ করলো। বাঙ্কার হিলে গেজের প্রচণ্ড আক্রমণ দেখে বোঝা গেল যে তিনিও এ মত সমর্থন করেন। গেজ পরে অবশ্য মত বদলিয়ে ছিলেন। স্যার উইলিয়াম হাও (তিনি লঙ আইল্যাণ্ড জয়ের পুরস্কার স্বরূপ স্যার উপাধি পান) অতটা স্থির নিশ্চিত ছিলেন না কিন্তু ১৭৭৬ সালে তিনিও কিছুটা ঘৃণাসহকারে আক্রমণ চালিয়েছেন।

তাঁর দ্বিধা বিবেকদংশন বলে অভিহিত করা যায়। গেজের স্ত্রী আমেরিকান ছিলেন, ক্লিনটনে বাবা যে নিউ ইয়র্কের ঔপনিবেশিক প্রদেশপাল ছিলেন, হাওর দাদা যে ১৭৫৮ সালে টিকনডারোগায় ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয় আমেরিকায় বীর বলে সম্মানিত হ'তেন এসব আমরা ভুলে যেতে পারি।

কিন্তু তাঁদের কাজের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তা কখনও লক্ষ্য না করে পারি না। হাও ভ্রাতাদের কাজের পর্য্যালোচনা করলেই ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাবে। তাঁরা নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন বিধ্বংসী যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের সায়েস্তা করবার জন্য কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় জর্জ্জ তাঁদের মীমাংসার সর্ত্ত আলোচনা করবার ক্ষমতাও দিয়েছিলেন। লং আইল্যাণ্ডের বিজয়ের পর তিনি শত্রুর সঙ্গে একটা আলোচনা চালাবার উদ্দেশ্যে আর বেশী এগোন নি। তিনি এবং অ্যাডমিরাল হাও ১৭৭৮

খৃষ্টাব্দে আবার সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাবার দূত হিসাবে নিযুক্ত হ'ন। আবার সেই সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার ভারও তাঁদের ওপরেই থেকে যায়। কিন্তু তাঁদের ছোটখাট ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ হয় নি আবার তাঁদের সন্ধির শর্ত্তগুলিও ছিল বড্ড বেশী কঠোর।

এর একটা কারণ অবশ্য তাঁদের সামরিক প্রতিভার অভাব হ'তে পারে। ব্রিটেনে এর আগে ব্লেক জন্মগ্রহণ করেন, এরপর নেলসন জন্ম গ্রহণ করেন। এর আগে সেখানে মারলবরো জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এরপর ওয়েলিংটন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু গেজ কিংবা বিলি হাও কিংবা ক্লিনটন কিংবা "ভদ্রলোক" বারগয়েন কেউ ওয়েলিংটনের সমকক্ষ ছিলেন না। আবার লর্ড হাও, গ্রেডস কিংবা রডনি কেউ নেলসন হতে পারেন নি। তাই বলে তাঁরা একদম অক্ষম ছিলেন একথা মনে করা ভুল হবে। আবার ঔপনিবেশিক সচিব লর্ড জর্জ্জ জারমেন যিনি ইংলণ্ড থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন তাঁকে যতটা বোকা শয়তান বলে চিত্রিত করা হয়েছে ততটা তিনি ছিলেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেসব ব্রিটিশ সমরনায়করা ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই সৈন্য হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করেন, তাঁদের কাজের একটা গোছ ছিল এবং প্রত্যেকেই তাঁরা ইউরোপীয় যুদ্ধ পদ্ধতিতে পারদর্শী ছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সফল লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভবিষ্যত জীবনে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে প্রচুর সফলতা অর্জ্জন করেন। (ইনিই ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল হয়ে আসেন—অনুবাদিকা)। তাঁদের সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা ছিল এই যে তাঁরা কেউই ক্ষণজন্মা সৈন্যনায়ক ছিলেন না। তাঁরা বোকা ছিলেন না তাঁরা তাঁদের সমস্যা সম্বন্ধে যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। রূপকথায় যেরকম আমরা দেখতে পাই তাঁরাও যুদ্ধ একেবারে শেষ করে দেবার তিনটি সুযোগ পেয়েছিলেন—প্রথমটা স্বর্ণ-সুযোগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুযোগ অপেক্ষাকৃত স্বল্প উজ্জ্বল। প্রথম সুযোগ পেয়েছিলেন গেজ চার্লসটন উপদ্বীপে ১৭৭৫ সালের জুন মাসে। তিনি যদি ব্রীড পাহাড় আক্রমণ করতেন এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন তবে ওয়াশিংটন অকুস্থলে আসবার আগেই হয়তো তিনি আর্টি-মাস ওয়ার্ডের বাহিনী শেষ করে দিতে পারতেন। দ্বিতীয় সুযোগ পান হাও লং আইল্যাণ্ড এবং পরবর্ত্তী সময়ে। তিনি যদি ব্রুকলীন হাইট্সএ

ওয়াশিংটনের বেষ্টনী ভেদ করতে পারতেন কিংবা পশ্চাদ্ধাবনে আরো একটু তৎপর হতেন তবে হয়তো তিনি ঔপনিবেশিক বাহিনীকে একেবারে শেষ করে দিতে পারতেন। তিনি তাঁর শেষ সুযোগ পান ১৭৭৭ সালে।

প্রত্যেকবারই দুরূহতা আগেরবারের চেয়ে বেড়ে গেল। বাহ্যত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সব কিছু সুবিধা ছিল। কিন্তু একটু ভাল করে নজর করলেই দেখা যেত যে সুবিধাগুলি যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধে প্রচুর অর্থব্যয় হচ্ছিল এবং স্বদেশবাসী এ যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না। নৌবাহিনীতে প্রয়োজনীয় লোকবল ছিল না, অথচ পৃথিবীর নানা স্থানে সাধ্যাতিরিক্ত সব কাজ তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। স্থলবাহিনীরও প্রয়োজনীয় লোকবল ছিল না এবং পৃথিবীর নানাস্থানে তা ছড়িয়ে ছিল। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন রাজার কাছ থেকে সৈন্য ধার করতে হয়েছিল। স্বদেশ থেকে তিন হাজার মাইল দূরের ব্যবস্থা স্বদেশে বসে করতে হ'তো। যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন এবং অনিয়মিত ছিল। স্থলসেনা এবং নৌসেনা একে অন্যকে সাহায্য করবার শিক্ষা পায় নি। হাও এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরাট একটা জায়গার মধ্যে গেরিলাযুদ্ধের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। তার ওপর আবার ঐ জায়গার আবহাওয়া কোথাও প্রচণ্ড গরম কোথাও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এ আবহাওয়া আমেরিকানরা নিজেরাই সহ্য করতে পারতেন না সব সময়। এ দেশে রাস্তার সংখ্যা ছিল স্বল্প আর লোক বসতির বাইরেই ছিল গহন বন। ১৭৫৪ সালে ওয়াশিংটনের এ্যালিঘেনীর বনের মধ্যে দিয়ে ২০ মাইল যেতে পনেরো দিন সময় লেগেছিল। আজকের দিনেও ইউরোপীয়ান পর্যটকদের কাছে এটা দুর্গম দেশ রয়ে গেছে।

ওয়াশিংটনকে "সমস্যা বেছে নিতে" হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ১৭৭৬ সালের শরৎকালের মধ্যে তাঁর কাজ অত্যন্ত কঠিন হ'লেও সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে টিকে থাকতে হবে, ধরা পড়লে চলবে না আর পরামর্শ দিতে হ'বে। তুলনামূলক আলোচনায় দেখতে পাব হাও'র সমস্যা আরো অনেক বেশী ছিল। তিনি নৌসেনার সাহায্যে আমেরিকার উপকূলবর্ত্তী যে কোন শহরে নামতে পারতেন। পরিকল্পনা রচনার

ব্যাপারে কোন গোপনীয়তাই তাঁরা প্রয়োজন মনে করতেন না বা নেন নি। সমস্ত কটা বড় বড় শহর তিনি ইচ্ছা করলেই অধিকার করতে পারতেন। হাও এর দখলে নিউপোর্ট শহর ছিল, সেখান থেকে তিনি নিউ ইয়র্কের ওপর হামলা করতে পারতেন। নিউ ইয়র্ক দখল করলে সেখানকার বিরাট রাজানুগত প্রজাসংখ্যাকে তো রক্ষা করা যেতই উপরন্তু কানাডা এবং গ্রেট লেকস্ শাসন করবার রাস্তা পাওয়া যেত। তিনি যদি ফিলাডেলফিয়া দখল করতে পারতেন তবে আমেরিকার বৃহত্তম শহর এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান দখল তো হ'তোই উপরন্তু মধ্যভাগের উপনিবেশগুলির ওপরও নজর রাখা যেত। চার্লসটন দখল করতে পারলে আবার দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলি অধিকার করার রাস্তা খুলে যেত।

কিন্তু তাতে কি হ'তো? তিনি একসঙ্গে সব কটি বন্দর দখল করতে পারতেন না তাও যদি কোনো রকমে তিনি করতে পারতেন তাতে বিদ্রোহ দমন করা যেত না। তা হলে বিরাট জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা অনধিকৃত পড়ে থাকতো—অনেকটা হাঁটার পর যদি বা পৌঁছতে পারতেন রাস্তায় ঝোপঝাড় থেকে শত্রুরা আক্রমণ করতে পারতো। শত্রুরা যুদ্ধের নিয়মকানুন মেনে চলতেন না, সব সময় জানতেনও না। তাছাড়াও অনেকগুলো ছোট ছোট বসতি থেকে যেত যার হদিস মানচিত্র নির্মাতারা তখনো পান নি। ওয়াশিংটন নিজে এমন এক বিরাট রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন যেখানে একটিও বড় শহর ছিল না। এর ফলে হয়তো তাঁর অবস্থাটা ঠিকমতো বোঝা সম্ভব হ'য়েছিল। হাও রাস্তা অতিক্রম করতে এবং সামরিক শহর দখল করতে বেশী পছন্দ করতেন। ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনীর পিছু ধাওয়া করা তিনি বেশী পছন্দ করতেন না। তাঁর এধরণের মনোভাবের কারণ ছিল। একটা কারণ হয়তো তিনি একটু আরাম ভালবাসতেন এবং সুন্দরী নারী ভালবাসতেন, কিন্তু সেটাই একমাত্র বা প্রধান কারণ নয়। তাঁর পক্ষে বিরাট সৈন্যক্ষয়ের ঝুঁকি নেওয়া বা খণ্ড যুদ্ধে সৈন্য নষ্ট করা সম্ভব ছিল না। আমেরিকান সৈন্য ছড়িয়ে থাকতে পারে কিন্তু তারা মিলিত হ'তে পারতো এবং আরো বেশী সৈন্য দলে যোগ দিতো। হাওর বাহিনী অনেক বেশী দামী সুতরাং তাদের সাবধানে রাখা উচিত। তাঁর যুক্তি ছিল তাই। কিন্তু যুক্তিটা ভুল।

তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারী স্যার হেনরী ক্লিনটন (তিনিও নাইট উপাধি পান) নীতির দিক দিয়ে অন্তত সঠিক ছিলেন। তিনি হাওকে ওয়াশিংটনের ওপর আক্রমণ চালাতে বলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ক্লিনটন একজন আক্রমণকারী যোদ্ধা ছিলেন না। তাছাড়া তিনি এবং হাও একে অন্যকে পছন্দ করতেন না এবং একে অন্যের পরিকল্পনা বানচাল করবার চেষ্টা করতেন। ১৭৭৭ সালের জুলাই মাসে ক্লিনটন দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেন যে "দুর্ভাগ্যবশত আমরা কোন ব্যাপারেই একমত হ'তে পারতাম না।"

পরস্পরের প্রতি এই বিতৃষ্ণার পেছনে একটা জিনিষ ছিল; তাঁরা বুঝতেন যে তাঁরা একটা করুণ বীভৎস গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছেন। তাঁরা কি নৃশংস হয়ে নিজেদের আরো ঘৃণ্য করে তুলবেন? তাঁরা কি দয়া করে মাহাত্ম্য দেখিয়ে নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলবেন? তাঁরা একসময় বুঝতে পারলেন যে তাঁদের পক্ষে এ যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করা সম্ভব নয়। এক ওয়াশিংটনকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া বোধহয় তাঁদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সেই জন্য গুজবে ইচ্ছাপূরণ করবার জন্যই বোধহয় রটতো যে ওয়াশিংটন বন্দী হয়েছেন। ১৭৭৬ সালে ওয়াশিংটনকে মেরে ফেলবার একটা চক্রান্ত হয় এবং ইংরাজদের পক্ষে এটা অত্যন্ত আনন্দের বলে মনে করা হয়। (১৭৭৬ সালে আমেরিকার আরেকজন অত্যন্ত সম্মানিত সেনানায়ক ডিসেম্বরে বন্দী হ'ন কিন্তু তাতে কোন ফল বোঝা যায় নি। দুই পক্ষের সেনানায়কদের মধ্যে একমাত্র ওয়াশিংটন ছাড়া অন্য কাউকেই অপরিহার্য্য মনে করা হ'তো না। ক্লিনটনকে গায়েব করবার জন্য পরে যখন একটা আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয় তখন সকলে সেটাকে নিন্দা করে এই বলে যে তাহ'লে ইংলণ্ড থেকে ক্লিনটনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সেনানায়ক হয়ত আসবেন।)'

ওয়াশিংটন কোন দুঃস্বপ্ন দেখতেন কিনা আমাদের জানা নেই। যদি দেখে থাকেন তো স্বপ্নটা হ'তো তিনি ছোট্ট একটা নৌকায় সমুদ্রে ভাসছেন। নৌকার পাল হচ্ছে কাগজের। (তাঁর সৈন্যবাহিনী উপনিবেশ-গুলির, সাময়িক ভাবে মিলিত হয়েছে তারা, কখন মিলিত সংস্থা ভেঙে পড়ে ঠিক নেই। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের আগে সংযুক্তির ধারাগুলি অনুমোদন লাভের

আগে কোন সরকারই ছিল না)। এই সময় বৃষ্টি এল এবং কাগজের পাল গ'লে গেল। হাও'র যদি কোন দুঃস্বপ্ন থাকতো—থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশী—তবে তাও এবইরকম হ'তো। তফাতের মধ্যে নৌকাটা হ'তো বড় আর পাল হ'তো শক্ত চটের। এমন সময় ঝড় এ'লো পাল গেল উড়ে—হাও পাল আবার বাঁধবার মতো যথেষ্ট লোক পেলেন না। ওয়াশিংটনকে সামান্য লোকবল নিয়ে একটি মহাদেশ রক্ষার ভার নিতে হ'য়েছিল। অন্যদিকে হাওকে একটা মহাদেশ আক্রমণ করতে হ'য়েছিল, কিন্তু বিদ্রোহ একবার দানা বেঁধে উঠলে কোন অস্ত্রই আর তখন যথেষ্ট নয়। ইংরাজ সেদিন দেখতে পেল যে কোন একটা বড় দেশে যদি বিদ্রোহ লাগে আর সে দেশের লোকরা যদি দেশপ্রেমী হয় তবে সে বিদ্রোহ দমন করা কত শক্ত। নেপোলিয়ন একই কথা বুঝেছিলেন স্পেনের উপদ্বীপে, রাশিয়ার মাটিতে। ইংরাজ শক্তিকে উপেক্ষা করে সুদীর্ঘ তিন বৎসর বোয়ার সাধারণতন্ত্রগুলি স্বাধীন ছিল। জার্মাণরা এ শিক্ষা পেয়েছিল অধিকৃত ইউরোপে।

সঙ্কট এবং ষড়যন্ত্র : ১৭৭৭—১৭৭৮

১৭৭৭ সালে অবিশ্যি হাওএর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন মনে হয়েছিল। বসন্ত কালের প্রথমভাগে ওয়াশিংটন যখন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শীতকালীন আস্তানা থেকে বার করে আনছিলেন, হাও নানারকম মতলব ভাঁজ-ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'লো ওয়াশিংটনের বাহিনীকে এড়িয়ে এ্যালবেণীতে গিয়ে কানাডা থেকে দক্ষিণ দিকে আগত অভিযানের সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত। এই পরিকল্পনানুযায়ী বষ্টন এবং রোড আইল্যাণ্ডে আক্রমণ করা প্রয়োজন ছিল। তিনি পরিকল্পনাটি ঔপনিবেশিক সচিব জারমেনের কাঁছে পেশ করলেন। হাও কিন্তু এরপর তাঁর মত বদলে ফেললেন। তিনি বললেন যে ফিলাডেলফিয়া আক্রমণ করা যাক আর নিউ ইয়র্ক শহর থেকে উত্তরদিকেও একটা ছোটখাট আক্রমণ চালানো যাক। জারমেন দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি অনুমোদন করলেন কারণ তাতে ব্যয়-সংক্ষেপ হ'তো। দ্বিতীয় পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করলে কোন নতুন সৈন্য

লাগতো না কিন্তু প্রথম পরিকল্পনাটির জন্য হাও পনেরো হাজার লোক চেয়েছিলেন। বারগয়েন শীতের সময় ছুটিতে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন। জারমেন তাঁর কথায়ও কিছুটা প্রভাবান্বিত হ'লেন। বারগয়েনের উদ্দেশ্য ছিল নিজে একটা অভিযান পরিচালনা করা এবং জারমেনকে তিনি বোঝালেন যে তাঁর হাতে একটা দারুণ পরিকল্পনা আছে—উত্তরে মনট্রিল থেকে তিনটি বাহিনীর অ্যালবেনীর দিকে অভিযান। বারগয়েন নিজে অভিযানের পরিচালক। জারমেন এ পরিকল্পনাটিও অনুমোদন করলেন।

এখানেই ইংরাজদের পরিচালনা পদ্ধতির ত্রুটিটা প্রকট হয়ে উঠ্‌লো। বারগয়েন নাট্যকার ছিলেন। সৌখীন নাট্যকারের নাটকোচিত গুণাবলী বারগয়েনের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। কিন্তু অপটু নাট্যকারের লেখার মধ্যে যে দোষ, পরিকল্পনার মধ্যেও সে দোষগুলি ছিল। সমগ্রভাবে ভাল হ'লেও খুঁটিনাটির দিকে একদম নজর ছিল না। তিনটি দল কিভাবে পরিচালিত হ'বে কিভাবে তিনটি আক্রমণের মধ্যে সংহতি বজায় রাখা যাবে, মনট্রিল এবং অ্যালবেনীর মধ্যে দুর্গম পাহাড়ে অঞ্চলই বা কিভাবে পার হওয়া যাবে সে বিষয়ের কোন উল্লেখই ছিল না পরিকল্পনার মধ্যে। ধরে নেওয়া হ'লো যে অ্যালবেনীতে পৌঁছলেই একটা বিরাট জয়লাভ হয়ে যাবে। নিউ ইংলণ্ড একেবারে আলাদা হয়ে যাবে। উপনিবেশগুলি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু তাই কি হ'তো? ইংরাজ পক্ষ কি তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতো? না আমেরিকানদের সীমানা পার বন্ধ রাখতে পারতো?

হাও এর সংশোধিত পরিকল্পনা ওয়াশিংটনের বাহিনী সঙ্গে লড়াইয়ের দিক দিয়ে অনেক ভাল ছিল। বিদ্রোহীদের কেন্দ্রস্থল ছিলেন ওয়াশিংটন। সারাটা বসন্তকাল এবং গ্রীষ্মের প্রথম দিকে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ওয়াশিংটনের সঙ্গে লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ততদিনে ওয়াশিংটন বিরূপ অবস্থার সঙ্গে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ফলে প্রত্যেকবারই এড়িয়ে যেতে পেরেছেন।

এর মধ্যে হাও আবার তাঁর মত বদলে ফেলেছেন। তাঁর নতুন পরিকল্পনা হলো বিরাট একটা নৌ অভিযানে ফিলাডেলফিয়া দখল করা। এর জন্য তিনি বাছা বাছা পনের হাজার সৈন্য আলাদা করে রেখে

দিলেন। ফলে উত্তর দিকের অভিযানের জন্য নিয়মিত বাহিনীর কাউকে পাওয়া গেল না। কয়েকজন রাজানুগত প্রজার বাহিনীমাত্র রইলো এবং তাঁদের ওপর নির্দ্দেশটাও রইলো ভাসা ভাসা। তিনটি বাহিনীর মধ্যে অ্যালবেনীতে যাবার দুটিমাত্র বাহিনী পাওয়া গেল। উত্তর দিকে আমেরিকার সৈন্যবাহিনীকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে বারগয়েন নিজে ফাঁদে পড়বার উপক্রম হলেন। হাও তখন ফিলাডেলফিয়ার অভিযান নিয়ে এতদুর ব্যস্ত ছিলেন যে নিউ ইয়র্কে যিনি পড়ে থাকবেন বলে ঠিক হ'য়েছিল সেই ক্লিনটনের কোন প্রতিবাদেই তিনি কান দিলেন না। হাওএর পরিকল্পনার এই পরিবর্ত্তনের কথা জারমেন বা বারগয়েন অত্যন্ত দেরীতে জানতে পারেন। তখনও কিন্তু জারমেন খুব বেশী চিন্তিত হন নি। তিনি শুধু হাওকে নির্দ্দেশ দিলেন যে ফিলাডেলফিয়া অধিকার হবার পরই বারগয়েনের সাহায্যে এগোতে হবে।

ওয়াশিংটন যে ইংরাজদের এই সব কার্য্যকলাপে অবাক হ'বেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই সব চালের পেছনের যুক্তি অনুধাবন করা সত্যি দুরূহ। তবে ক্রমশঃ তিনি বুঝতে পারলেন যে শত্রুপক্ষের দুটি মতলব আছে। একটা কানাডা থেকে আক্রমণ চালানো আর দ্বিতীয় হ'লো সমুদ্রপথে মধ্যভাগের বা দক্ষিণভাগের উপনিবেশগুলি আক্রমণ করা। ওয়াশিংটন মোটামুটি ঠিক আন্দাজ করেছিলেন কত লোক বাহিনীগুলিতে থাকবে। আট হাজার সৈন্য সমেত বারগয়েনকে উত্তরভাগের সৈন্যরা সামলাতে পারবে। ক্লিনটন সাত হাজার সৈন্য (যার আর্দ্ধেক মাত্র নিয়মিত বাহিনীভুক্ত) নিয়ে নিউ ইয়র্কে বড় জোর ছোটখাট সংঘর্ষ বাধাতে পারেন। সুতরাং ওয়াশিংটন হাও-এর সঙ্গে একদফা লড়ে যেতে পারেন। হাও-এর সৈন্যসংখ্যা বেশী থাকলেও খুব একটা বেশী ছিল না। গ্রীষ্মের মধ্যকালের আগেই ওয়াশিংটনের অধীনে নয় হাজার ঔপনিবেশিক সৈন্য আর বহু বাহিনী ছিল। ১৭৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াশিংটন বেনেডিক্ট আরণল্ডকে এক চিঠিতে লিখলেন, "শত্রুপক্ষ যদি আমাদের যুদ্ধের জন্য মঞ্জুরীকৃত সৈন্য সংগ্রহের সময় দেয় তবে আমরা পুরাতন সমস্ত ভুল সংশোধন করে নিতে পারি।" তিনবছর কিংবা যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলে জমি এবং

টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস থেকে দেওয়া সত্ত্বেও মঞ্জুরীকৃত সৈন্যের ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া গেল। বিভিন্ন রাজ্যগুলি আরো অল্পদিনের কাজের জন্য অনেক বেশী পুরস্কার দিতেন। ঔপনিবেশিক বাহিনী সংখ্যায় অল্পই রয়ে গেল। তবুও ওয়াশিংটন তারই মধ্যে নির্ভরযোগ্য রণকুশলী এক সৈন্যদল পেলেন। এবং বাহ্যত ওয়াশিংটনের বাহিনী সুসজ্জিত না হ'লেও বাহ্যদৃশ্য অনেক সময়ই প্রতারিত করে। ফ্রান্স এবং স্পেনের গুপ্ত সাহায্য, ইংরাজদের কাছ থেকে অবিকৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং নিজেদের তৈয়ারী অস্ত্র দিয়ে আমেরিকান বাহিনী মোটামুটি সুসজ্জিত ছিল।

শত্রুপক্ষও ওয়াশিংটনকে প্রচুর সময় দিয়েছিল। হাওর নৌবাহিনী জুলাইএর শেষের দিকের আগে নিউ ইয়র্ক বন্দর ছেড়ে বেরোলই না, অবতরণ করতে আরো একমাস লাগ্‌লো। হাও চীজাপীক উপসাগরে এলক্কের মাথায় এসে নামলেন। আরেকটু নিকটে অবতরণ করলেই তাঁর সুবিধা হ'তো বেশী। কিন্তু অবতরণ করবার পর হাও বেশ আস্থার সঙ্গে লড়াই করতে করতে সহরের দিকে এগোতে লাগলেন। ওয়াশিংটন প্রথমে একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না যখন নিউ ব্রানস্‌উইক থেকে ফিলাডেলফিয়া মাত্র ষাট মাইল সেখানে একজন সেনানায়ক কেন ৪০০ মাইল জলপথে এসে শহর থেকে সত্তর মাইল দূরে নামবেন। প্রথম তিনি ভাবলেন হাও বোধহয় চার্লসটন আক্রমণ করতে চান। তারপর তিনি দেখলেন না ফিলাডেলফিয়াই তাঁর লক্ষ্য। হাও কিন্তু রাস্তায় দেরী করে ফেলেছেন। সে সুযোগে ওয়াশিংটন তাঁর সৈন্যবাহিনী রাস্তায় মোতায়েন করে ফেললেন।

এতদিন পর্য্যন্ত ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি বেশী সুপ্রসন্ন ছিলেন। পরের কয়েক সপ্তাহ ভাগ্যের চাকা তাঁর বিরুদ্ধে ঘুরলো। অন্যান্য বারের মতো এবারেও ওয়াশিংটনের তাতে কিছুটা দোষ ছিল। তিনি যদি দৃঢ় হয়ে যুদ্ধ না করতে পারেন তো ফিলাডেলফিয়ার পতন অনিবার্য্য ছিল। সেটা অবশ্য সাংঘাতিক একটা হার হ'তো না তবে তাতে আমেরিকাবাসীদের মানসিক বিপর্য্যয় একটা হ'তো। তাঁর কর্ত্তব্য হ'লো হাওএর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করা। এদিক দিয়ে হাওএর পরিকল্পনা পুরোপুরি বিফল হয় নি। হাওএর সৈন্য সংখ্যা পনেরো হাজার আর ওয়াশিংটনের

এগারো হাজার, কিন্তু ওয়াশিংটন কোথায় যুদ্ধ করবেন সেটা ঠিক করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। উইলমিংটন থেকে কয়েক মাইল দূরে ব্রাণ্ডিওয়াইন নদীর ধার বেছে নিলেন। তারিখটা ছিল ১০ই সেপ্টেম্বর। ওয়াশিংটন ডানদিকের বাহিনীর ভার দিলেন সুলিভ্যানের হাতে। মধ্যভাগের ভার দিলেন ন্যাথানিয়েল গ্রীণের হাতে আর বামদিকের ভার দিলেন পেনসিলভ্যানিয়ার সৈন্যদলের হাতে। ব্রাণ্ডিওয়াইন নদী কয়েক জায়গায় পার হওয়া যেত কিন্তু বাকী জায়গায় বিশেষ করে আমেরিকাবাহিনীর বামদিকে সুন্দর প্রাকৃতিক বাধা ছিল।

হাওর যুদ্ধ পরিচালনা পদ্ধতি ব্রুকলীন যুদ্ধেরই অনুরূপ ছিল। মধ্যে একটা যুদ্ধের ভাণ করে পাশে চাপ দেওয়া। এবার তিনি ডান পাশ বেছে নিলেন। এটা যুদ্ধের প্রচলিত প্রথা ছিল এবং ওয়াশিংটনের এটা বুঝতে একটু সময় গেল, আবার বোঝবার পরও তিনি প্রয়োজনীয় সৈন্য পাঠালেন না। ফলে ১১ই সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ শুরু হ'লো, মধ্যে যখন ছোটখাট অমীমাংসীত যুদ্ধ চললো তখন পাশের বাহিনীকে কর্ণওয়ালিস প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করলেন। দশহাজারের বাহিনী নিয়ে তিনি সুলিভ্যান অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করে হটিয়ে দিলেন। ওয়াশিংটন যতদূর সম্ভব চেষ্টা করলেন। মধ্যভাগের বেশী সৈন্য তিনি গ্রীণের নেতৃত্বে সুলিভ্যানের পশ্চাদ্‌ধাবিত সৈন্যদের সাহায্যে পাঠালেন। গ্রীণের বাহিনী প্রচণ্ড লড়াই করে শত্রুপক্ষকে সন্ধ্যা অবধি আটকিয়ে রাখলো, এদিকে আবার মধ্য ভাগের সৈন্য সংখ্যায় কমে গিয়ে হাওএর আক্রমণের মুখে ভেঙে পড়লো। যুদ্ধের সমস্ত চেহারা বদলে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্দুক চালানো বন্ধ হ'লে ক্লান্ত সৈন্যদল যখন ফিরে চললো তখন যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার সৈন্য মৃত পড়ে রইলো।

পরাজয় হ'লো, অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ'ল। কিন্তু পরাজয়টা কোন মতেই চরম বলা যায় না। কেউ কেউ বলতে পারেন অল্প কয়েকজন আমেরিকান মাত্র বন্দী হ'ন কারণ বন্দী করবার আগেই তারা পালিয়ে যায়। উত্তরে অবশ্য বলা যেতে পারে যে তারা বেশী দূর পালায় নি, পরের দিন আবার তাদের পুরাতন বাহিনীতে এসে যোগদান করে। গ্রীণের বাহিনী অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে লড়াই করে প্রায় পাঁচশ ইংরাজ

সৈন্য ঘায়েল করল। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে সম্মুখ যুদ্ধে আমেরিকান বাহিনী তখনো ইংরাজদের সমকক্ষ না হ'য়ে উঠতে পারলেও তারা গরিলা বাহিনীর মতো চটপটে (যেটা বোঝা যেত তাদের পশ্চাদপসরণের সময়) এবং শিক্ষিত বাহিনীর মতো সুদৃঢ় ছিল। দুটোর সংমিশ্রণ আদর্শ না হলেও বিপর্য্যয় রোধের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এরপর একই ধাঁচে ঘটনা ঘটতে লাগলো, তবে যোগ হ'লো ওয়াশিংটনের নিজস্ব আক্রমণাত্মক মনোভাব। সে মনোভাব ওয়াশিংটন যখনই বুঝতেন যে দেশের ভবিষ্যৎ তাঁর সুনাম সমস্তই বিপদগ্রস্ত তখনই প্রকট হয়ে উঠ্‌তো। হাও ফিলাডেলফিয়ার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। কংগ্রেস তাড়াতাড়ি প্রথমে ল্যাঙ্কাষ্টারে পরে পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যের ইয়র্ক শহরে সরে গেলেন। ওয়াশিংটন আরেকটা যুদ্ধের উদ্যোগ করলেন কিন্তু প্রবল বৃষ্টিতে তা বানচাল হয়ে গেল। হাও শহরে প্রবেশ করলেন। ওয়াশিংটন তাঁকে শহর থেকে দশ মাইল দূরে জার্ম্মাণটাউনে যুদ্ধে আহবান করলেন। এখানে যুদ্ধ হ'লো কিন্তু বিশৃঙ্খলার মধ্যে ওয়াশিংটন তাঁর সাহসের পুরস্কার পেলেন না। তাঁর শত্রুপক্ষের দ্বিগুণ সৈন্যক্ষয় হ'ল। ওয়াশিংটন আরেকটা যুদ্ধের আয়োজন করলেন, এবার কিন্তু হাও রাজী হ'লেন না। ডিসেম্বর মাসের সঙ্গে শীত পড়ে গেল। এবারকার শীতকালটা ইংরাজরা একটু অস্বস্তিতে আর বিদ্রোহীরা নানা বিষয়ে অতৃপ্ত হয়ে কাটালেন। হাও উষ্ণ আরামে ফিলাডেলফিয়ায় শীত কাটালেন। কিন্তু ওয়াশিংটনের বাহিনীকে কুড়ি মাইল দূরে স্কুইলকিলে ফর্জ্জ উপত্যকার এক মালভূমিতে শীতের মধ্য দিন কাটাতে বাধ্য হ'তে হ'ল। ফিলাডেলফিয়ার চারধারের বসতি বাস্তুত্যাগীদের দিয়ে এতদূর ভরে গিয়েছিল যে ওয়াশিংটন বুঝলেন যে তাঁর সৈন্যদের জন্য তৈয়ারী বাসা পাওয়া যাবে না। যতদিন না তাঁরা নিজেদের জন্য কাঠের বাসা তৈয়ারী করে নিতে পারলেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁদের তাঁবুতেই কাটাতে হ'লো। টমাস মিফ্লিনের সামরিক সরবরাহ বিভাগের অকর্ম্মণ্যতার ফলে আমেরিকান বাহিনীকে কয়েক সপ্তাহ ঠাণ্ডার মধ্যে আধপেটা খেয়ে কাটাতে হ'ল। তার পরও বেশ কয়েক দিন সৈন্যদের প্রয়োজনীয় পোষাক এবং খাদ্য জোটে নি। আমেরিকার ইতিকথার মধ্যে ফর্জ্জ উপত্যকার এই

কষ্টের উল্লেখ সঙ্গত কারণেই জাতীয় মনোভাবকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু যাঁরা গুরুগম্ভীর ভাবে এর উল্লেখ করে থাকেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এর ভেতর যে অদৃষ্টের পরিহাস অন্তর্নিহিত আছে তার উল্লেখ করেন না। এই কষ্টের অনেকটাই এড়ানো যেত। ওয়াশিংটন নিজে ব্যাপারটার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি এ নিয়ে চিঠিপত্রে তিক্ত মন্তব্যও করেছেন। ইংরাজ শত্রুর চাইতে তাঁর স্বদেশবাসীর অবহেলাই এ দুর্দ্দশার বড় কারণ ছিল।

তবুও ১৭৭৭—৭৮ সালের শীতকালে বিদ্রোহীদের হিসাব নিকাশের খাতায় বিদ্রোহীদের লাভের অঙ্কটা নেহাৎ খারাপ ছিল না। ক্ষতির হিসাব নিতে গিয়ে দেখতে পাই হাও এর ফিলাডেলফিয়া অধিকার এবং ব্রাণ্ডিওয়াইন এবং জার্ম্মানটাউনের যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়। লাভের দিক দিয়ে দেখি ওয়াশিংটনের বাহিনী শীতের জন্য কমে যাওয়া সত্ত্বেও, নিয়মিত মাহিনা এবং সরবরাহ না পাওয়া সত্ত্বেও টিকে আছে। যদিও শীতকালে ওয়াশিংটনের বাহিনী বিশেষ কিছুই থাকতো না তবুও যেহেতু ইংরাজ সৈন্য শীতকালের মধ্যে বাইরে বেরোত সেহেতু বিশেষ ক্ষতি হয় নি। ইয়র্কে নানা অসুবিধার মধ্যে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যাও কমতে লাগলো—এক এক সময় কুড়িজন সদস্যও সভায় থাকতেন না। তবুও কংগ্রেসের অস্তিত্ব টিকে ছিল। গাছের রস শুকিয়ে গেলেও গাছটা মরলো না। হাও-এর অভিযান যেহেতু বিজয়লাভ করতে পারে নি সেহেতু ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন রাজানুগতরা দলে দলে তাঁর পতাকার ত'লে এসে হাজির হ'বেন কিন্তু পেনসিলভ্যানিয়ার অধিবাসীরা তাঁকে জিনিষ বেচতে রাজী হ'লেও—ঔপনিবেশিক মুদ্রার বদলে তাঁর সোনা গ্রহণ করলেও খুব অল্প লোকই তাঁর দলে যোগদান করলেন। হতাশ হয়ে হাও তাঁর ইস্তফা পত্র পেশ করলেন।

"উত্তর বিভাগ" ওদিকে বারগয়েনকে বেশ ভালভাবে হারিয়ে দিয়েছেন। জুলাই এর প্রথমভাগে টিকনডা'রোগা দুর্গ অধিকার করে নিয়ে বারগয়েন বিদ্রোহীদের শঙ্কিত করে অভিযান শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর পর তাঁর অভিযান বিরক্তিকর ভাবে আস্তে চলতে শুরু করলো। মোহাক-এর পথে দ্বিতীয় অভিযান প্রথমটা সাফল্যলাভ করলেও পরে

বিফল হয়ে যায়। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি বারগয়েনের বাহিনীর কিছু অংশ খাদ্যের সন্ধানে বের হ'য়ে দক্ষিণ ভারমন্টের বেনিংটনে বিদ্রোহীদের হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাঁর পক্ষে তখন দক্ষিণে অ্যালবেণীর দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইলো না। তিনি যদিও জানতেন যে নিউ ইয়র্ক থেকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'বার জন্য কোন বাহিনীই আসবে না তবুও তিনি নিরুপায় হ'য়ে এগিয়ে চললেন। সারা-টোগার দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরে উত্তর দিকের বাহিনী তাঁর গতিরুদ্ধ করলো। পূর্ব্বে স্কুইলার এই বাহিনী পরিচালনা করতেন, বর্ত্তমানে করছিলেন হোরেসিও গেটস। প্রথমবার সেপ্টেম্বর মাসে আবার অক্টোবরে তিনি বেষ্টনী ভেদ করবার বৃথা চেষ্টা করলেন। আসন্ন বিপর্য্যয়ের চিন্তায় চিন্তিত হয়ে ক্লিনটন শেষ পর্য্যন্ত যতজন পারেন ততজন সৈন্য নিয়ে হাডসন নদীতে নৌকা ভাসালেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি বাধা এড়িয়ে তিনি এস্‌পাউস (কিংসটন) শহরে বারগয়েনের বাহিনীর আশী মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন। কিন্তু বারগয়েন যতটা হঠকারী ছিলেন ক্লিনটন আবার ততটাই সাবধানী প্রকৃতির ছিলেন। তিনি এলেন বড্ড দেরীতে আর ফিলাডেলফিয়া সম্বন্ধে হাও-এর অস্বাভাবিক ঝোঁকের ফলে সঙ্গেও যৎ সামান্য সৈন্য নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। ক্লিনটন যেদিন এস্‌পাউস্‌এ পৌঁছলেন, বারগয়েন তার পরের দিন তাঁর পাঁচ হাজার সাতশত সৈন্যসহ সারাটোগায় আত্মসমর্পণ করলেন। ইংরাজ বাহিনীর এ এক চাঞ্চল্যকর পরাজয়। ক্লিনটন নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে বাকী শীতটা চুপচাপ কাটালেন। হাও ওদিকে ফিলাডেলফিয়ায় তাঁর ইস্তফাপত্র গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত চুপচাপ কাটালেন। তারপর ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ক্লিনটনের হাতে সেনানায়কত্ব অর্পণ করে তিনি দেশে ফিরে গেলেন। গেজ চলে গেলেন, এখন বারগয়েন আর হাও ফিরে গেলেন, ওয়াশিংটন কিন্তু রয়ে গেলেন।

ঘটনাটার অন্তর্নিহিত অর্থ ইউরোপ ধরতে পারলো। যদিও এখনও উপনিবেশগুলির স্বাধীনসত্ত্বা মেনে নিতে আপত্তি ছিল তবু লর্ড নর্থ লণ্ডনে আরেকটা শান্তি কমিশন গঠনে উদ্যোগী হ'লেন। প্যারিসে প্রচুর কর্ম্ম-ব্যস্ততা চলছিল। সাইলাস ডীন এবং বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলীন, আমেরিকার এই দুজন প্রতিনিধির মারফৎ কিছুদিন ধরেই ফ্রান্স বিদ্রোহীদের সাহায্য করে

আসছিলেন। এ সাহায্যের কিছুটা অংশ ছিল ওয়াশিংটনের সঙ্গে কাজ করবার জন্য কিছু সামরিক কর্ম্মচারী প্রেরণ। কেউ কেউ আবার স্বেচ্ছায় এসেছিলেন। এঁদের বেশীর ভাগ লোকই ওয়াশিংটনের কাজে না লেগে তাঁর দুর্ভাবনা বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কারণ প্রত্যেকেই তাঁরা উচ্চপদ আশা করতেন। কিন্তু কয়েকজন বিশেষ করে থেডিয়াস কসিউসকো, তরুণ উৎসাহী মারকুইস দ্য লাফায়েৎ, ব্যারণ দ্য কাব আর "ব্যারণ" ভন ষ্টুবেন (তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না কিন্তু ভাল যোদ্ধা ছিলেন) আমেরিকানদের বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। সারাটোগার খবর পাবার পর ফরাসীরা আরো সাহায্য করবে ঠিক করে। তাঁরা যদিও আমেরিকার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁদের সেনানায়ক ওয়াশিংটনকে শ্রদ্ধা করতেন তবুও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে তাঁরা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হ'ন নি। এর পেছনে স্থির মস্তিষ্কে আমেরিকার যুদ্ধ জেতার কটা সম্ভাবনা আছে তার বিচার আছে আর সবার ওপর আছে ব্রিটেনকে দুর্ব্বল করার প্রচেষ্টা। সেই জন্যই একটা স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র নতুন সংগ্রামী সাধারণতন্ত্রের সাহায্যের জন্য অত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছিল। ফ্রান্সের মিত্রশক্তি কিন্তু ফ্রান্সের এত তাড়াহুড়ো করাটা পছন্দ করে নি। ১৭৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্র্যাঙ্কলিন একটা চিঠিতে লিখলেন, "সব চেয়ে বেশী রাজা খৃশ্চিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একমত হ'তে রাজী হয়েছেন... (এবং) তাঁদের পূর্ণ স্বাধিকার, সার্ব্বভৌমতা এবং স্বাধীনতা মেনে নিয়েছেন।" ফ্রান্স সরকারী ভাবে গ্রীষ্মের মধ্যভাগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। স্পেন ফ্রান্সের মতো আমেরিকাকে স্বতন্ত্র জাতি বলে মেনে নিতে রাজী না থাকলেও একবছর বাদে তারাও যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

ওয়াশিংটন এই সন্ধির কথা জানতে পারলেন এপ্রিল মাসে। তিনি কংগ্রেসকে লিখে পাঠালেন, "আমার বিশ্বাস এর আগে কোন সংবাদই এত আনন্দের সঙ্গে গৃহীত হয় নি"। তাঁর মতো এ সংবাদে এত স্বস্তি বোধও কেউ করেন নি। মজার কথা এই যে, যে সপ্তাহগুলিতে চুক্তি সম্পাদিত হ'চ্ছিল সেই সময়টি বোধহয় ওয়াশিংটনের জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়। ফর্জ উপত্যকায় কাঠের ঘরে থাকার অস্বাচ্ছন্দের সঙ্গে মানসিক দুশ্চিন্তা জুটলো। কারণ এই সময়ই সেই কুখ্যাত কনওয়ে ষড়যন্ত্র

পাকিয়ে ওঠে। এই ষড়যন্ত্র অনুযায়ী ওয়াশিংটনকে সর্ব্বাধিনায়কের পদে থেকে সরিয়ে সে জায়গায় হোরেসিও গেটস্‌কে বসাবার চেষ্টা করা হয়।

আমরা বোধহয় কোনদিনই ব্যাপারটার প্রকৃত ঘটনা জানতে পারবো না। ওয়াশিংটনের মনে হয়েছিল যে সামরিক বাহিনীর অসন্তুষ্ট কিছু লোক কংগ্রেসের কিছু সদস্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওয়াশিংটনকে অপদস্থ করবার গোপন মতলব ভাজছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের সামরিক পাণ্ডা ছিলেন গেটস্, মিফিন এবং আইরিশ স্বেচ্ছাসেবক টমাস কনওয়ে, যিনি আগে ফরাসী বাহিনীতে কাজ করতেন। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী, ওয়াশিংটনের অনুগত সমর্থকরা (লাফায়েৎ তাঁর মধ্যে অন্যতম, তিনি ওয়াশিংটনের অনুরাগী বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন) ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়। ওয়াশিংটন তখন গেটস্‌কে চেপে ধরেন এবং ষড়যন্ত্রকারীরা এতদূর লজ্জা পেয়ে যায় যে তারা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা বিসর্জ্জন দেয়। বার্ণার্ড নলেনবার্গ প্রমুখ নতুন গবেষকরা কিন্তু এ কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁরা বলেন যে, সে সময় বারগয়েনকে হারানোর ফলে গেটসের বেশী প্রশংসা হওয়া খুবই সম্ভব। সেই সঙ্গে সঙ্গে হাওর হাতে নাকাল হওয়ার ফলে ওয়াশিংটনের প্রশংসা কিছু কম হওয়াও সম্ভব। গেটস্ হয়তো অতটা প্রশংসার যোগ্য ছিলেন না আবার ওয়াশিংটনও অতটা নিন্দনীয় ছিলেন না। কিন্তু জনপ্রিয়তার দস্তুরই তো তাই, বিশেষ করে যুদ্ধে। ভাগ্যবান জেনারেলদের পদোন্নতি হয় আর দুর্ভাগাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। ওয়াশিংটনের নিন্দা করা হয়তো অকৃতজ্ঞতা কিন্তু তাঁর কিছু অনুচর যদি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তাঁর দোষ-গুণের আলোচনা করে থাকেন তবে কি সেটা এতই নিন্দনীয়। কনওয়ে স্বার্থান্বেষী ছিলেন তাই হয়তো মিথ্যাই লিখেছিলেন যে ওয়াশিংটনের চেয়ে তিনি গেটস্‌কেই সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে বেশী পছন্দ করেন। তাই বলে কি তিনি দানব ছিলেন। ওয়াশিংটন স্পষ্টতই তাই মনে করতেন। আর জীবনীকাররাও তাঁর প্রতি অন্ধ ভালবাসায় তাঁর সেই মতকেই গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁরা প্রচলিত কাহিনী মেনে নিয়ে বিশ্বাস করেছেন যে গেটস্ এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা বিশ্বাসঘাতকের মতো ব্যবহার করেছেন। গেটস্ নিজে অত্যন্ত অযোগ্য ছিলেন, দেশের প্রতি তাঁর

কোন আনুগত্য ছিল না আর কংগ্রেস প্রায় পুরোপুরি বোকা এবং শয়তান প্রকৃতির লোকে ভর্ত্তি ছিল।

ওয়াশিংটনের প্রতি সুবিচার করতে গেলে স্বীকার করতেই হ'বে যে তাঁর বন্ধুরা ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বে পুরা বিশ্বাস করতেন। কর্ণেল আলেকজান্দার হ্যামিলটন বলেন যে "ব্যাপক ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব আমি কখনই অবিশ্বাস করতে পারি না।" কংগ্রেসের কিছু সদস্য যে ঈর্ষাপরায়ণ এবং দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। জন জে অনুযোগ করে বলেন যে "কংগ্রেসে ভ্যাটিকানের চেয়ে কোন অংশে কম ষড়যন্ত্র চলে না।" তাছাড়া ওয়াশিংটনের বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী একে অন্যের পিছনে প্রচুর নিন্দা করতেন। কিন্তু যেখানেই মানুষ একে অন্যের সঙ্গে সুনাম এবং পদোন্নতি নিয়ে প্রতিযোগিতায় মত্ত সেখানেই তো এ জিনিষ দেখা যায়। ক্লিনটন, হাও এবং বারগয়েনের মধ্যে কত তিক্ত সম্বন্ধ ছিল তা তো আমরা জানিই। ওয়াশিংটন যদি সর্ব্বাধিনায়ক না হয়ে একজন মেজর জেনারেল হ'তেন তবে তিনিই কি ঈর্ষার হাত থেকে বাঁচতে পারতেন। এমনিতেই ওয়াশিংটন ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে অত্যন্ত মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করে তাদের নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হ'লেও তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর প্রচণ্ড চটে ছিলেন। কয়েকমাস তিনি গেটসএর নাম সহ্য করতে পারতেন না। বুদ্ধিমানের মতো কংগ্রেস তাই এ দুজনকে আলাদা রাখবার ব্যবস্থা করছিলেন।

মনমাউথ থেকে ইয়র্কটাউন: ১৭৭৮—১৭৮১

ষড়যন্ত্র থাকুক বা নাই থাকুক সমস্ত কিছু অনেক বেশী প্রয়োজনীয় ঘটনাবলীর নীচে চাপা পড়ে গেল। ১৭৭৮ সালের জুনমাসে ওয়াশিংটন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে ক্লিনটন তাঁর লালকোর্ত্তাদের ফিলাডেল-ফিয়া থেকে বের করে নিয়ে সোজা লড়াই না করে উত্তরপূর্ব্ব দিকে নিউ জারসীর পথে রওয়ানা দিলেন। তিনি পাগলামী করেন নি। ক্লিনটন কোনদিনই হাওর পরিকল্পনা পছন্দ করেন নি। ইংলণ্ড থেকে বেশী সাহায্য পাবার কোন আশা ছিল না। তারপর আবার খবর

পাওয়া গেল যে ফরাসী সৈন্যবাহিনী আসছে। সুতরাং তিনি ঠিক করলেন নিউ ইয়র্ক শহরেই তিনি সৈন্য সমাবেশ করবেন। দুবছর আগে বষ্টনের মতো এবার ফিলাডেলফিয়া শহর আমেরিকানরা দখল পেয়ে গেলেন। শহর ছেড়ে চলে যাওয়াটাই আমেরিকানদের একটা নৈতিক জয় ছিল। ওয়াশিংটন ফর্জ্জ উপত্যকার শিবির ভেঙে দিয়ে, ক্লিনটনের পিছু ধাওয়া করলেন। উদ্দেশ্য একটা শিক্ষা দিয়ে দেওয়া।

তাঁর সুযোগ এল ২৮শে জুন যখন ক্লিনটদের পশ্চাদ্‌বাহিনী মন মাউথ কাছারী বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। দিনটা ছিল রবিবার আর আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম। ওয়াশিংটনের নির্দ্দেশ ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে তাদের যুদ্ধে বাধ্য করা। এ ভার দেওয়া হয়েছিল চার্লস লীর ওপর। লী ১৭৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বন্দী হ'ন আর বন্দীবিনিময়ের পর সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছিলেন। দুটো বাহিনীই সমশক্তিশালী ছিল তবে ওয়াশিংটনের সুবিধা ছিল এই যে তিনি শত্রুপক্ষকে সৈন্য চলাচলের সময় যুদ্ধে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু লী কিঞ্চিত ছিটগ্রস্ত ছিলেন এবং তিনি পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করেন নি। তিনি আস্থাহীন ভাবে এগিয়ে গেলেন এবং ক্লিনটন তাড়াতাড়ি সৈন্য বল বাড়িয়ে দিতেই পেছিয়ে পড়লেন। ওয়াশিংটন প্রথমটা ভয় পেয়েছিলেন পরে বিরক্ত হলেন। তিনি লীর পশ্চাদ্‌পসরণ বন্ধ করে সামনের দিকের বাহিনীর ফাঁক পূরণ করলেন। পুরোদস্তুর যুদ্ধ হ'লো না, রাত্রিবেলা দুপক্ষের সাড়ে তিনশ' লোক হতাহত হবার পর ক্লিনটনের লালকোর্ত্তারা শৃঙ্খলার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের দিকে এগিয়ে চললেন আর স্যাণ্ডী হুকে গিয়ে জাহাজে চড়ে বাকী রাস্তাটা সমুদ্রপথে অতিক্রম করলেন। ওয়াশিংটনের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল—পরে লীর সামরিক বিচারে শাস্তি হ'লেও ব্যাপারটাকে কিছুতেই মধুর করা গেল না। সামরিক বিচারে লী গুরুতর অবাধ্যতার দোষে দোষী সাব্যস্ত হ'ল এবং যুদ্ধের বাকী কয়েক বৎসর কর্ম্মচ্যুত হন। মনমাউথের সংঘর্ষ সম্বন্ধে যত কিছুই বলা যাক না কেন ওয়াশিংটনের লড়াইয়ে মনোভাবের নতুন করে আরেকবার প্রমাণ পাওয়া গেল। জার্ম্মাণটাউন এবং ট্রেন্টনের মতো এখানে শুধুমাত্র তিনি নিজের

ব্যক্তিগত সাহস দেখালেন না। এখানে তিনি তাঁর যুদ্ধ সম্বন্ধীয় মন্ত্রণা-সভার উপদেশের বিরুদ্ধে গুরুতর যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এ কাজ করবার হয়তো কারণ ছিল। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে নিউ জারসীর বাহিনী ফসল কাটাবার জন্য সৈন্যদল ছেড়ে চলে যাবে। (সত্যি কথা বলতে কি তারা এই ঘটনার পরই সৈন্যদল ছেড়ে ফসল কাটতে চলে যায়)। কিংবা তিনি হয় তো ভেবেছিলেন আমেরিকার মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য কিছু একটা অবলম্বন প্রয়োজন (এই কথাটি তিনি কিছু দিন বাদে ব্যবহার করেন)। কারণ যাই হোক, যে জিনিষটি লক্ষ্য করবার তা হ'লো তাঁর সম্মুখ যুদ্ধে লড়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা।

আজ পেছনের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি যে ফরাসীদের যুদ্ধে যোগদান যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পুরাতন শত্রু ফ্রান্স এবং স্পেন যুদ্ধে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ বাহিনীর জলপথের প্রাধান্য আর অক্ষুণ্ণ রইলো না। ১৭৭৮ সালে আমেরিকার সাহায্যার্থে কোঁতে ডি, এসতেয়িঙ্‌ এর নেতৃত্বে ফরাসী নৌ-বাহিনীর আমেরিকার দিকে অগ্রগমন ইংরাজ বন্ধ করতে পারলো না। অন্যান্য জায়গায়ও তারা ব্যস্ত রইলো—ভূমধ্যসাগরে, জিব্রাল্টার অবরোধে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গোলমালে এমন কি সুদূর ভারত মহাসাগর পর্য্যস্ত। এরপর আবার, শেষ পর্য্যস্ত না ঘটলেও, সে সময় ফ্রান্স এবং স্পেনের যুক্তভাবে ব্রিটেন আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। ১৭৮০ সালে হল্যাণ্ড ব্রিটেনে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগদান করলো। সেই বৎসরই আবার রাশিয়ার নেতৃত্বে কয়েকটি রাষ্ট্র লীগ অব আর্ম্মড্‌ নিউট্রালিটি বলে একটি সংস্থা গঠন করে তাদের শত্রুতা প্রকাশ করলো।

পেছনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে ফর্জ্জ উপত্যকায় অবস্থান করবার সময়টা ছিল আমেরিকার সবচেয়ে দুঃসময়। এরপর থেকেই প্রশ্নাতীত ভাবে ওয়াশিংটনের সেনানায়ক হিসাবে খ্যাতি বেড়েই চলে। তাঁকে উৎখাত করবার তৃতীয় এবং শেষ সুযোগ পেয়েছিলন হাও জার্ম্মাণটাউন এবং ব্রাণ্ডিওয়াইনে। ফর্জ্জ উপত্যকায় শীতের মাঝখানে আক্রমণ করলেও বোধহয় ওয়াশিংটনকে ধ্বংস করতে পারতেন তিনি।

হাও ছোটখাট বিজয়ের পর বিশ্রাম নিলে ওয়াশিংটনকে কিংবা ওয়াশিংটনের যুদ্ধের কারণকে এক আঘাতে শেষ করবার আর কোন সুযোগই রইলো না। এখন ফরাসীরা যদি তাদের কথা রাখে তবে বিজয় এবং স্বাধীনতার সূর্য্য দিগন্তে দেখা যাচ্ছে।

ফর্জ্জ উপত্যকার পরের থেকেই ওয়াশিংটনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে চললো বলতে পারলে গল্পটা সুন্দর শোনাত। কিন্তু আমরা পরের ঘটনা জানি বলেই অত সহজে একথা বলতে পারি না। ওয়াশিংটন যখন মনমাউথ থেকে যাত্রা শুরু করলেন নিউ ইয়র্ক শহরকে বেষ্টন করে হোয়াইট প্লেনেস্ এ স্থান দখল করেন তখন তাঁর সৈন্যবাহিনী ভৌগলিক অর্থে দুবছর আগে যেখানে ছিল তখনো সেখানেই অবস্থিত। সপ্তাহ থেকে মাসে, মাস থেকে বছরে সময় গড়িয়ে চললো। পথ যখন অন্তহীন বলে মনে হয় তখন দিগন্তের কথা আর কাকে সান্ত্বনা দিতে পারে? প্রত্যেক শীতের কিছুটা. সময় মার্থা অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের স্ত্রীদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের সঙ্গে কাটিয়ে গেছেন। ফর্জ্জ উপত্যকায় মার্থা তাঁর কছে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে কিছুদিন কাটিয়ে যান। মাউন্ট ভারননের ভার তাঁর খুড়তুতো ভাই লাণ্ড ওয়াশিংটন নিয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের নিশ্চয় সে জায়গা সুদূরের বলে মনে হতো। প্রায়ই তাঁর সে জায়গাকার কথা মনে হ'তো। এমন কি অনেক অপ্রত্যাশিত সময়েও তিনি তাঁর সরকারী কাজের সমস্ত ভাবনাচিন্তা স্থগিত রেখে চাষ সম্বন্ধে কোন পরীক্ষা বা বাড়ীঘরদোর বাড়ানো কিংবা সারানো সম্বন্ধে চিঠি পত্র লিখতেন। ("এ বসন্তে কটা ভেড়া জন্মালো?...... এবার তেল কিংবা রড পাবার কোন আশা আছে কি? পিয়াজার সামনের পায়েচলার পথটা কি এবার মেরামত করছো?...... চাষের জন্য কিছু জমি তৈয়ারীর বন্দোবস্ত কিছু কি করেছো?") বারে বারে তিনি নিজের জমিতে বিশ্রাম নেবার কথা বলতেন যেন সেটা ছিল তাঁর তৃপ্তির একমাত্র উপায়।

অন্য দিকে তাঁর তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শান্তি পাবার মতো বেশী কিছু ছিল না। ফরাসীদের সঙ্গে মৈত্রীর কথা শুনে আনন্দ পেলে তার প্রথম ফল খুব হতাশাব্যঞ্জক হয়েছিল। ডি, এস্টিয়াঙের নৌসেনা

১৭৭৮ সালে জুলাই মাসে ঠিকমতো এসে পৌঁছল। নিউ ইয়র্ক বড্ড বেশী শক্ত ঘাঁটি ছিল বলে ওয়াশিংটন ঠিক করলেন যে ফরাসীদের সঙ্গে সঙ্গে সুলিভ্যানের নেতৃত্বে একদল আমেরিকান সৈন্য রোড আইলেণ্ডের ব্রিটিশ ঘাঁটি আক্রমণ করবে। এদিকে এসটিয়াঙ ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কাছে বাধা পেয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন আর নৌবাহিনীর সাহায্য না পেয়ে সুলিভ্যান ব্রিটিশ ঘাঁটি দখল করতে পারলেন না। মৈত্রীর শুভসূচনা হ'লো না। তারপর আবার বোঝা গেল যে মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হয়ে যুদ্ধচালনার বহু সমস্যা আছে আর সে সমস্যা সমাধান করতে ওয়াশিংটনের নিজস্ব পদ্ধতি এবং বুদ্ধির পুরো ব্যবহার করতে হ'বে। ফরাসী নৌবাহিনী কিছুদিনের জন্য মাত্র এসেছে সুতরাং আগে থেকে সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনা করা একবারেই অসম্ভব বলা যেতে পারে। কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার আগে এখন শুধু কংগ্রেসের কথা ভাবলেই চলবে না—ফরাসী দরবার, আমেরিকাস্থিত ফরাসী সেনা-নায়কদের কথাও চিন্তা করতে হ'বে।

বাস্তবিকপক্ষে ওয়াশিংটনের ভয় ছিল যে ফরাসীদের যোগদানের ফলে তাঁর নিজের দেশের লোকেরা মারত্মকভাবে কাজে ঢিলা দিয়া দেবে। আমেরিকানদের নিজেদের অযোগ্যতা আর অনাগ্রহ ক্লিনটনের লালকোর্ত্তাদের মতোই ভয়ানক ছিল। অন্তত ওয়াশিংটনের সেইরকম মনে হ'তো। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ওয়াশিংটন নিজে তাঁর সামরিক জীবনের বেশীর ভাগই কাটিয়েছেন একের পর এক শাসনতান্ত্রিক গোলমাম মেটাতে গিয়ে। তাঁকে এত চিঠি লিখতে হ'তো যে এক এক সময় তাঁকে অনেকগুলি কর্ম্ম সচিব নিয়োগ করতে হ'তো! তার বেশীর ভাগেরই বিষয়বস্তু ছিল খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ, পোষাক, কম্বল, ঘোড়া, মাহিনা (যা সবসময়ে বাকী পড়ে থাকতো), সৈন্য সংগ্রহ, পদোন্নতি (কিংবা উন্নীত করার সুপারিশ), শাস্তি, পুরস্কার, সৈন্যের কোটা প্রভৃতি। তিনি মনে করতেন যে রাজ্যসমূহ আর ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজন ব্যক্তি একটু উদ্যোগী হ'লেই এই ধরণের ঝামেলা অনেকটা মিটে যায়। তিনি হয়তো একটু বেশীই অভিযোগ করতেন কিংবা জানতেন যা চাইবেন সমস্ত পাবেন না তাই হয়তো প্রয়োজনাতিরিক্ত

চাইতেন। কিন্তু তাহ'লেও খুব বাড়িয়ে তিনি লিখতেন না। ১৭৮১ সালের এপ্রিল মাসেও যখন তিনি লিখেছেন "আমাদের সহ্যের সীমায় আমরা পৌঁছে গিয়েছি" তখন তিনি সত্যি কথাই বলছিলেন। তাঁর কাছে ফর্জ্জ উপত্যকার সময়ের চাইতেও অসহ্য মনে হয়েছিল ১৭৭৮-৭৯ আর ১৭৭৯-৮০র শীতকাল। দুবারই ঔপনিবেশিক বাহিনীর কিছু অংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৭৮১ সালের জানুয়ারী মাসে ন্যাথানিয়েল গ্রীণও একই ধরণের অভিযোগ করে বলেন যে "সামরিক বাহিনীকে যদি আরো ভালভাবে পোষন করবার ব্যবস্থা না করে হয় তো দেশের (দেশ বলতে কি শুধু দক্ষিণাংশের কথাই বলছিলেন নাকি?) ধ্বংস অনিবার্য্য।"

১৭৮০ সালের জুলাই মাসে মরিসটাউনের "ক্যাম্প" থেকে ফিরে এসে মার্থা তাঁর দেওরের কাছে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে লেখেন—"ওখানে খুব বেশী সুখ নেই। সৈন্যবাহিনীর কষ্ট আর অন্যান্য অসুবিধা, যার কারণ আমি বলতে পারবো না, বেচারী জেনারেলকে (তাঁর স্বামী) এতদূর ভাবিয়ে তুলেছে যে আমার কষ্ট হচ্ছিল।"

ওয়াশিংটন যে ক্রমশঃ ইংরাজ এবং তাদের আমেরিকাস্থিত টোরী সমর্থকদের প্রতি তিক্ত হয়ে পড়ছিলেন বোঝা যায়। কে অনুগত? ক্লিনটন এবং ওয়াশিংটনের চোখে উত্তরটা দুরকম ছিল। একজনের কাছে টোরী দেশপ্রেমী আরেকজনের কাছে সে দেশদ্রোহী। ওয়াশিংটন তাঁর নিজের সুপরিচালিত গুপ্তচর বিভাগকে যুদ্ধের একটা আবশ্যক অঙ্গ বলে মনে করলেও কিন্তু ক্লিনটনের সে ধরণের প্রচেষ্টাকে নীচ এবং অন্যায় বলে মনে করতেন। ক্লিনটন আবার এর উল্টোটায় বিশ্বাস করতেন। ক্লিনটন টোরীদের আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়েছিলেন। যদিও সিমকো'স রেঞ্জার্স এবং অন্যান্য সংস্থা তাঁকে ভালভাবে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে টোরীদের গোপনে সহানুভূতি দেখে ওয়াশিংটনের বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল। দেশদ্রোহিতা সবদিকেই যেন লুকিয়েছিল। চার্লস লীকে বন্দী থাকাকালীন অবস্থায় ঘুষ দেওয়া হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কেউই সঠিক কিছু জানতো না। কিন্তু তিনি ইংরাজদের পক্ষে যখন ছিলেন এবং হাও যে বাহিনীতে ছিলেন সেই ১৬নং লাইট ড্রাগনস-এর

পাহারাদাররাই কি স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে যায় নি? ১৭৭৮ সালের জুন মাসে প্যাট্রিক হেনরী ভার্জিনিয়ার মতিগতি দেখে এতদূর সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি ভার্জিনিয়ার এক প্রতিনিধিকে এক চিঠিতে লেখেন, "মহাশয়, ভগবানের দোহাই, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত ইংলণ্ড থেকে আমরা পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেশের মন্ত্রণাসভা ছাড়বেন না। **মনে রাখবেন পুরাতন মাদকদ্রব্য এখনও কার্য্যকরী আছে। ইজিপ্টের পুরাতন মাংস এখনো বিকৃত রুচিদের কাছে উপাদেয় বোধ হয়।"** দুবছর বাদে কুইবেক এবং সারাটোগার বীর অত্যন্ত উদ্যোগী তরুণ বেনেডিক্ট আরণল্ড যখন হাডসনের পশ্চিমদিকের বাহিনীকে ক্লিনটনের হাতে তুলে দেবার উদ্যোগ করছিলেন তখন ধরা পড়ে যাবার সময় হেনরীর কথা ভবিষ্যদ্বাণীর মতো শোনায়। আরণল্ড পালাতে সমর্থ হ'ন আর সব চাইতে খারাপ হয় ব্রিটিশবাহিনী তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বানিয়ে দেয় এবং তিনি কনেটিকাট এবং ভার্জিনিয়ায় বিধ্বংসী আক্রমণ চালান। ওয়াশিংটন তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ কঠোরতার সঙ্গে সুদর্শন ইংরাজ মেজর আন্দ্রের ফাঁসী দেন। ক্লিনটনের নির্দ্দেশে আন্দ্রে আরণল্ডের সঙ্গে কথা চালাচালি করতেন এবং তিনি ধরা পড়াতেই সমস্ত ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়।

দুঃসময় সন্দেহ নেই আর তাই ওয়াশিংটনের কলম থেকে "হতাশা" "অপ্রস্তুত অবস্থা" "দুর্ভাগ্য" প্রভৃতি কথা সহজেই বেরোত। এটা হ'লো মনমাউথের মধ্যগ্রীষ্মের পর দীর্ঘ অবকাশের সময়ের কথা। এ শব্দগুলি তাঁদের অভিযান এবং শিবিরের জীবন, দু'য়ের সম্বন্ধেই সমান প্রযোজ্য। আমেরিকানরা জলপথে ছোটখাট দু' একটা যুদ্ধে জয়লাভ করে। ওদিকে জন পল জোনস্ এবং *অন্যান্য* কয়েকজন ক্যাপ্টেন জলপথে ছোটখাট কয়েকটি অভিযানে সাফল্যমণ্ডিত হ'ন। এর কোনোটাতেই যুদ্ধের গতি বদলায় নি। ব্রিটিশবাহিনী ১৭৮০র শেষভাগে নিউপোর্ট ত্যাগ করে অন্য জায়গায় তা ভালভাবে কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত করে আর এর পর থেকে দক্ষিণের দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। জর্জ্জিয়ার সাভানা শহর একবছর আগেই তারা অধিকার করে আর ১৭৮০ সালের শরৎকালে ক্লিন্টন সমুদ্রপথে এক বাহিনী নিয়ে এসে চার্লসটন অবরোধ করে। তাঁর

পদ্ধতিটা সুশৃঙ্খল না হ'লেও তিনি প্রার্থিত ফললাভ করেন। চার্লসটনের পতন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হিসাবে পাঁচ হাজার আমেরিকান রক্ষী নিহত হয়। ক্লিনটন নিউ ইয়র্ক ফিরে গেলেন এবং যাবার সময় কর্নওয়ালিসের অধীনে আট হাজার সৈন্য রেখে গেলেন জর্জিয়া আর সাউথ ক্যারোলাইনাকে রাজানুগতদের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়ে। ওয়াশিংটনকে হাডসনে রয়েই যেতে হ'ল ক্লিনটনের ওপর নজর রাখবার জন্য কিন্তু তিনি যতদূর সম্ভব বেশীসংখ্যক সৈন্য দক্ষিণে পাঠিয়ে দিলেন আর কংগ্রেস হোরেসিও গেটস্‌কে পাঠালেন দক্ষিণের ভার নেবার জন্য।

এতদিনে লড়াইটা নাটকীয়ভাবে দ্রুতলয়ে জমে উঠলো। হাজার মাইল জায়গা জুড়ে নাটকের মুখ্য চরিত্ররা যে সব কাজ করতে লাগলেন তার ফলে নাটকের শেষ দৃশ্যে প্রত্যেকে একত্র সমবেত হ'লেন। ভুল করেই হোক আর ঠিক করেই হ'ক নাটকের পার্শ্বচরিত্ররা অবান্তর বলে পরিগণিত হলেন। কয়েকজন এতদিন পর্য্যন্ত বেশ পরিচিত ছিলেন, যেমন গেটস্। ১৭৮০ সালের আগস্ট মাসে গেটস্ সাউথ ক্যারোলাইনার ক্যামডেনে কর্ণওয়ালিশের কাছে ভীষণ ভাবে পরাস্ত হ'ন আর তিনমাসের মধ্যেই তাঁকে অধস্তন পদে নামিয়ে দেওয়া হয়। ক্যামডেনে ব্যারণ কাবের মতো কুশলী রণনায়কও মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। চার্লস্ লী তো আগেই গিয়েছেন। ক্লিনটন ওদিকে নিউ ইয়র্কে স্থাণু হয়ে রয়েছেন, এ নাটকে তাঁর অংশ আর স্বল্পই বাকী আছে। তিনি নিজেকে একবার "লজ্জাশীলা কুক্কুরী" বলে বর্ণনা করেন, সত্যি ক্লিনটন ইতিহাসের সৌভাগ্যবান সেনানায়ক নন।

বাকী ভূমিকায় প্রাধান্য পাঁচ ব্যক্তির, অবশ্য গ্রীণ ষ্টুবেন প্রভৃতি ছোটখাট ভূমিকায় থেকে এই পাঁচজনকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পাঁচজন হলেন কর্ণওয়ালিস্, লাফায়েৎ, ওয়াশিংটন আর দুজন নবাগত, কোঁতে দ্য রোচাম্বু এবং অ্যাড্মিরাল দ্য গ্রাসে।

১৭৮০-৮১ খৃষ্টাব্দের শীতকালীন অভিযান শুরু করে কর্ণওয়ালিস্ই শেষ দৃশ্যের অবতারণা করেন। মজার কথা হ'লো যে অভিযানটা সুপরিচালিত অভিযান ছিলো। কর্ণওয়ালিস দ্রুত কাজ ক'রে বুদ্ধিমত্তার

পরিচয় দেন এবং আমেরিকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধের রীতি খাপ খাইয়ে নেন। তিনি এবং তাঁর সঙ্গী অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালক বানাষ্ট্রে টারল্‌টন ক্যামডেনের যুদ্ধে গেটসকে হারিয়ে দেন এবং গ্রীণের বাহিনীর ওপর চরম আঘাত হানেন (এটা হ'য়েছে ১৭৮১ সালের মার্চ্চ মাসে গীলফোর্ড কাছারী বাড়ীতে)। কিন্তু এ ছিল জলে দাগ কাটা। প্রথমে কর্ণওয়ালিস উত্তরে চললেন পরে আবার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'লেন আবার উত্তরদিকে চললেন কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই তাঁর পেছনে নতুন বিদ্রোহ গড়ে উঠলো। যে মাসে তিনি ভার্জ্জিনিয়ায় এসে হাজির হ'লেন। এখানে টারলটন ভার্জ্জিনিয়ার গভর্ণর টমাস জেফারসনকে প্রায় বন্দী করে চমকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি লাফায়েৎ এবং ষ্টুবেন পরিচালিত আমেরিকার বাহিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে উপকূলের দিকে গিয়ে ক্লিনটনের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনলেন। তিনি ইয়র্ক টাউনে যাওয়া মনস্থ করলেন। কর্ণওয়ালিশ বড্ড বেশী দূর এসে পড়েছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অভিযান-গুলিতে হাও বিফল হয়েছিলেন বেশী সাবধান হ'বার ফলে, আর বারগয়েন বিফল হয়েছিলেন সাবধান না হ'বার ফলে। ক্লিনটন হাও-এর মতো যদি হ'ন তো কর্ণওয়ালিস পুরোপুরি বারগয়েনের মতো ব্যবহার করেন। ইয়র্ক টাউন রক্ষা করা সহজ ব্যাপার ছিল না আর কর্ণওয়ালিশের সঙ্গে আট হাজারেরও কম লোক ছিল।

ওয়াশিংটন তিন বছর টিঁকে ছিলেন—যখন মানুষের মানসিক স্থৈর্য্যের কঠোর পরীক্ষা। তার পরবর্ত্তী তিন বছরও ছিল ধৈর্য্যের চরম পরীক্ষা। এবার পরীক্ষার সময় এ'লো যে ভগবান প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন কিনা। তিনি এর আগে অনেক কম শক্তি নিয়ে একই কাজ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কাজটা ছিল ওয়াশিংটনের ভাষায় "মিত্র শক্তির যুক্ত প্রচেষ্টায়—মৈত্রীর উদ্দেশ্য চূড়ান্তভাবে সফল করা।" রোচাম্বু এবং দ্য গ্রাসের জন্য সুযোগটা পাওয়া গেল। রোচাম্বু একজন অত্যন্ত ভদ্রস্বভাবাপন্ন দক্ষ সৈনিক ছিলেন। এই সময় তিনি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে নিউপোর্টে অবস্থান করছিলেন। ওদিক থেকে গ্রাসে খবর পাঠালেন যে তিমি তাঁর নৌবাহিনী এবং অতিরিক্ত তিন হাজার সৈন্য

নিয়ে কিছুদিনের জন্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসছেন এবং শীঘ্রই চীজাপীক উপসাগরের দিকে রওয়ানা হচ্ছেন।

ওয়াশিংটন ঠিক করেছিলেন যে তিনি রোচাম্বুর সহায়তায় নিউ ইয়র্ক শহর আক্রমণ করবেন। তিনি দ্য গ্রাসের খবর পেয়ে তাঁর মত বদলে ফেললেন এবং ভার্জিনিয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ডরচেষ্টারের পাহাড়ের যুদ্ধের পর থেকে এই প্রথম ওয়াশিংটনের পরিকল্পনানুযায়ী কাজ সুন্দরভাবে হ'য়ে চললো! মনে হ'লো যেন আগে থেকে মহড়া দিয়ে রাখা হয়েছিল। দ্য গ্রাসে চীজাপীক উপসাগরের মুখে ব্রিটিশ বাহিনী আসবার আগে গিয়ে পৌঁছলেন ফলে কর্ণওয়ালিসের সমুদ্রপথে পালাবার আর উপায় রইলো না। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ওয়াশিংটন, রোচাম্বু আর লাফায়েৎ এসে দ্য গ্রাসের সঙ্গে মিলিত হ'লেন। সতের হাজারের মিত্রশক্তি বাহিনী (ফরাসী বাহিনীর সংখ্যা ছিল আট হাজার) ইয়র্ক টাউন অবরোধ করলেন। একটা অলৌকিক ঘটনা যেন বাস্তবে সংঘটিত হ'তে যাচ্ছিল। ঘটনাস্থলও ওয়াশিংটনের নিজস্ব এলাকায়। এখান থেকে উইলিয়ামসবার্গ মাত্র কয়েকমাইল দূর। তাঁর যখন বয়স আজকের অর্দ্ধেক ছিল সেদিন ওহায়ো থেকে ফিরে এসে তিনি উইলিয়ামসবার্গেই ডিনউইডিকে ফরাসী-পতাকার অগ্রসরের খবর দিয়েছিলেন। ১৭৮১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে কিন্তু ফরাসী পতাকা তাঁর "একটা অন্তর একটা লাল আর সাদার তেরটি লাইন" আর "নীল জমিতে তেরটি সাদা তারা" মার্কা আমেরিকার পতাকার পাশে উড়তে দেখে খুশীই ছিলেন।

তাঁর সৈন্যবাহিনী ফরাসীদের মতো কায়দাদুরস্ত হ'বার চেষ্টা করছিল। ছন্নছাড়া দিনগুলিকে নিয়মমাফিক দিন এসে দূর করে দিল। মিত্রশক্তির বন্দুক আর কামান শহরের ওপর অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণ করে চললো। কর্ণওয়ালিস-এর সৈন্য সংখ্যার দ্বিগুণ সৈন্য সংখ্যার সম্মুখীন হ'য়ে ঝড়ের জন্য ইয়র্ক নদী দিয়ে গ্লোসেষ্টার পয়েন্টে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে কর্ণওয়ালিস হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। আমরা অনুমান করতে পারি কতটা মানসিক কষ্ট তাঁকে পেতে হয়েছিল যখন তিনি সারাটোগা বিজয়ের তৃতীয় বার্ষিক দিনে ১৭ই অক্টোবর নিম্নলিখিত পত্র লিখেছিলেন:

মহাশয়,

আমি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য লড়াই বন্ধ থাকার প্রস্তাব করিতেছি। আমি আরো প্রস্তাব করিতেছি যে ইয়র্ক এবং গ্লোসেষ্টারের ঘাঁটি সমর্পণের সর্ত্তাবলী ঠিক করিবার জন্য দুই পক্ষেই ৩ বার থেকে দুজন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হউক। সৌভাগ্যক্রমে আমি ইত্যাদি। কর্ণওয়ালিস

সৌভাগ্যক্রমে না লিখে তিনি অনায়াসে "হতাশা", "অপ্রস্তুত অবস্থা" "দুর্ভাগ্য" ইত্যাদি যে সব শব্দ ওয়াশিংটন তাঁর দুঃসময়ে ব্যবহার করতেন। সেগুলি ব্যবহার করতে পারতেন। ওয়াশিংটনের পক্ষে এটা সৌভাগ্যের চরমাবস্থা ছিল বলা যেতে পারে। একের পর এক ব্রিটিশ এবং হেসিয়ান বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করতে লাগলো। সারা পৃথিবী (ব্রিটেনসহ) ওয়াশিংটনের জয়গান করতে লাগলো। এসময় আমাদের কাহিনী বন্ধ করতে পারা উচিত ছিল।

কিন্তু (এত কিন্তু বোধহয় আর কোন কাহিনীতে পাওয়া যাবে না) কাহিনী এখানেই শেষ হ'লো না। আরো দুবছর লাগলো আস্তে আস্তে যুদ্ধ থেমে আসতে। সমস্ত আবহাওয়ায় তখন আনন্দ, সন্দেহ এবং প্রতিশোধগ্রহণের একটা সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ইয়র্ক টাউনের বিজয়ের অনেকটা আনন্দ মাটি হয়ে গেল যখন ওয়াশিংটনের সৎ সন্তান জ্যাক কাষ্টিস্ যিনি সহকারীর পদে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রেই জ্বরে মারা গেলেন। শেষ যুদ্ধে ওয়াশিংটনের সৈন্যদের বীরত্বে তিনি যে আনন্দ পেয়েছিলেন সেটার অনেকটা নষ্ট হয়ে গেল পরের কয়েক মাসে তাদের অসন্তোষে। তারা বলতে লাগলো তাদের কষ্টার্জ্জিত জয়ের ফললাভ করছে অন্যরা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আনা সত্ত্বেও তাদের কেন বাকী মাহিনার জন্য কংগ্রেসের খোসামোদ করতে হ'বে। ওয়াশিংটনকে কংগ্রেসের কাছেও জবাবদিহি করতে হ'তো আবার যাদের ওপর তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল সেই সৈন্যদলের কাছেও তাঁকে জবাবদিহি করতে হ'তো। ওয়াশিংটনকে অনেক কষ্টে তাঁর কর্ম্মচারীদের ঠাণ্ডা করতে হ'তো। তাঁরা কি নিজেদের মধ্যে মারামারি করবার জন্য লড়াইয়ে জিতেছেন।

সে যাই হোক আসল কথা হ'লো তাঁরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন।

ইয়র্ক টাউনের পর আর গুরুতর কোন লড়াই হয় নি। ক্লিনটন যিনি সারাটোগার মতো ইয়র্ক টাউনেও একটু দেরীতে কর্ণওয়ালিসের সাহায্যে পৌঁছেছিলেন শেষ পর্য্যন্ত হাও এর পন্থা অনুসরণ করে তিনি ইস্তফা দিয়ে ইংলণ্ড চলে গেলেন। ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে বাকীটুকু অত্যন্ত নীরস। আস্তে আস্তে তারা তল্পিতল্পা গুটিয়ে তাদের ঘাঁটি আর দুর্গ ত্যাগ করে তারা সমুদ্র পথে দেশে ফিরে চললো। ততদিনে লোকের দৃষ্টি প্যারিসের দিকে নিবদ্ধ যেখানে আমেরিকার প্রতিনিধিরা জন অ্যাডামস্, ফ্রাঙ্কলিন, জে এবং লরেন্স আশাতীত রকমের ভাল একটা চুক্তি সম্পাদন করতে পারলেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হ'লো এবং উপকূল ভাগ থেকে মিসিসিপি পর্য্যন্ত আর বিশাল হ্রদসমূহ থেকে স্পেনীয় ফ্লোরিডা পর্য্যন্ত তাদের সীমানা স্বীকৃত হ'লো। ১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক ভাবে এই চুক্তি অনুমোদন করে।

যুদ্ধে জয়লাভ হ'লো, শান্তি ফিরে এলো। ১৭৭৫ সালের জুন মাসে ওয়াশিংটন যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন মার্থাকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে "শীতকালের মধ্যেই আমি নিরাপদে ফিরে আসবো।" তাঁর গোপন বিশ্বাস হয়তো ছিল যে যুদ্ধ আরো বেশ কিছুদিন ধরে চলবে। কিন্তু দীর্ঘ সাড়ে আট বছর ধরে চলবে তিনি কখনো ভাবেন নি। বাড়ীতে ফিরে আসবার সুযোগ পেয়ে তিনি আন্তরিকভাবে খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সরকারী কাজ থেকে বিদায় নেবার আগে গভীরভাবে বিচলিত না হয়ে পারেন নি। এ সময়ের মধ্যে কত কি ঘটে গেছে। ১৭৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে ফ্রান্সেস্ ট্যাভার্ণে যখন তিনি কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তখন তিনি বা তাঁর কর্ম্মচারীরা কেউই চোখের জল রুখতে পারেন নি। কয়েকদিন বাদে যখন তিনি অ্যানাপোলিসে কংগ্রেসের কাছে তাঁর সর্ব্বাধিনায়কের দায়িত্ব প্রত্যার্পণ করলেন তখন দর্শকরা ঘটনার গুরুত্বে অভিভূত না হয়ে পারেন নি। কত কথা সেখানে বলবার ছিল চোখের ওপর ইতিহাস তৈয়ারী হচ্ছিল। বড়দিনের প্রাক্কালে মাউন্ট ভারনন পৌঁছবার জন্য যখন তিনি তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালাচ্ছিলেন তখনও তিনি সে কথা ভাবছেন আর আমেরিকার মানস চিত্ত সে দৃশ্য ভুলতে পারে নি।

সর্ব্বাধিনায়কের কৃতিত্ব

সামরিক অধিনায়ক হিসাবে তাঁর স্থান কোথায়? নিন্দা এবং স্তুতি দুইই বাদ দেবার পর তাঁর অবদানের যথাযথ বিচারের ফল কি দাঁড়াবে। তিনি যে ধরণের যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তাতে অন্যান্য ঐতিহাসিক বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। আমেরিকানরা এক শেষ যুদ্ধ ছাড়া সমস্ত যুদ্ধে পরাজিত হ'ন তাছাড়া কোন যুদ্ধই খুব বড় রকমের যুদ্ধ ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সুযোগ সীমিত হ'লেও তিনি বিশেষ কোন প্রতিভার পরিচয় দেন নি।

তাঁকে আলেকজান্দার, ফ্রেভারিক বা নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা না ক'রে বোধহয় আমেরিকার গৃহযুদ্ধের নায়ক তাঁর উত্তরসূরী কয়েকজন স্বদেশবাসীর সঙ্গে তুলনা করাটাই যথাযথ হ'বে। তাঁর সামরিক প্রতিভা "প্রস্তর প্রাচীর" জ্যাকসনের মতো উগ্র ছিল না, আবার রবার্ট ই, লীর মতো পরিপূর্ণও ছিল না। লী বা ম্যাকক্লেলানের মতো তিনি সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাতে পারতেন না। টম পেইনের রচনাবলী পড়ে তিনি প্রেরণালাভ করতেন কিন্তু পেইন অভিজাত শ্রেণীকে ঘৃণা করলেও ওয়াশিংটন মনে করতেন যে একমাত্র "ভদ্রলোক"রাই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হবার উপযুক্ত আর এই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাই ওয়াশিংটনকে সবচেয়ে ভালবাসতেন। তাঁর মধ্যে সাধারণ জনসুলভ বৈশিষ্ট্যের অভাব ছিল। একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার মতো এই যে কেউই এমন কি ব্রিটিশ বাহিনীও তাঁর কোন ডাক নাম দেবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর সমপর্য্যায়ের লোকদের সঙ্গে নৈশভোজের পর তিনি তাঁর প্রিয় খাদ্য বাদাম ভাঙতে ভাঙতে বা মদে চুমুক দিতে দিতে বেশ গল্প করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বাদামই ভাঙতেন কেউ কোনদিন তাঁকে ঠাট্টা করতে দেখে নি। সাধারণ সৈন্যের কাছে তিনি ছিলেন কঠোর এবং তাঁকে দেখে ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগত। তিনি তাদের অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করতেন। তাদের বিপদ এবং দুর্দ্দশার ভাগ নিতেন কিন্তু তাদের একজন ছিলেন না। তিনি একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন এবং সেই দূরত্ব আরো বোঝাতেন কঠোর, আজ্ঞামূলক, ভৎর্সনাময় এবং নিষেধাজ্ঞা পূর্ণ সমস্ত বিজ্ঞপ্তি বার করে। যেসব বিজ্ঞপ্তিতে প্রশংসা-

মূলক ছিল সেখানেও একটু মনিবীয়ানা ছিল। তিনি প্রশংসা করতেন না, প্রশংসা বর্ষণ করতেন।

তবে এই ব্যাপারটার ওপর খুব বেশী জোর দেওয়াটা বোকামী হ'বে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভার্জ্জিনিয়ার জমিদারের কাছ থেকে যদি আমরা বিংশ শতাব্দীর জনসংযোগ পারদর্শীর ব্যবহার আশা করি তবে সেটা অত্যন্ত অন্যায় হ'বে। কিন্তু তবুও তাঁর সমসাময়িকদের চোখেও ওয়াশিংটন গম্ভীর বলেই প্রতিভাত হয়েছেন। যুদ্ধ তাঁর কাছে সব কিছু ছিল তবুও যুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলীতে তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন নি। সারাটোগার বিজয়ের খবর যখন তাঁর কাছে এলো তখন চার্লস উইলসন পীল তাঁর একটা প্রতিকৃতি আঁকছিলেন আর ওয়াশিংটন শিল্পীর সামনে বসেছিলেন, ওয়াশিংটন খবরটা পড়ে বললেন "ও, বারগয়েন হেরে গেছে" আর কিছু না। তারপর যেমন বসেছিলেন তেমনি রইলেন। যখন কর্ণওয়ালিশ আত্মসমর্পণ করলেন তখন তাঁর একজন সহকারীকে ডেকে তিনি কংগ্রেসকে খবরটা দেবার জন্য একটা খসড়া তৈয়ারী করতে বললেন। তিনি নিজে সে খসড়া পর্য্যন্ত তৈয়ারী করলেন না। একে বাকসংযম বলে না, মনে হয় যেন তিনি অত্যন্ত হতাশ রকমের নীরস লোক ছিলেন।

সে যাই হোক, এগুলি খুব বড় রকমের দোষ ছিল না। এখানে আবার আমরা আমেরিকার গৃহযুদ্ধের একজন সর্ব্বাধিনায়ক জর্জ্জ বি, ম্যাকক্লেলানের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে পারি। ম্যাকক্লেলানকেও গৃহ যুদ্ধের সময় একবার সংযুক্তিকে বাঁচাবার কৃতিত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। দুজনেই বিনয় এবং আত্মপ্রত্যয়ের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিলেন। ম্যাক-ক্লেলান কিন্তু ভুল জায়গায় পড়েছিলেন। তিনি সামরিক বাহিনীকে খুব ভাল শিক্ষা দিতে পারতেন—এমন কি ওয়াশিংটনের চেয়েও ভাল শিক্ষা দিতেন (কিন্তু ওয়াশিংটন স্টুবেনের ওপর যতটা নির্ভরশীল বলে কথিত আছে ততটা নির্ভরশীল তিনি ছিলেন না)। কিন্তু ম্যাকক্লেলান খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি শত্রুদের কাছেও মাঝে মাঝে বড্ড বেশী বিনয় দেখিয়ে ফেলতেন আবার তাঁর উপরওয়ালা বা সতীর্থদের কাছে তাঁর আত্মপ্রত্যয় প্রায় ঔদ্ধত্যের পর্য্যায়ে পৌঁছে যেত। তাঁর বহু গুণ ছিল কিন্তু তবুও কখনো তিনি স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেছেন, কখনো বা

ঈশ্বর আদিষ্টের মতো ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে ওয়াশিংটন ছিলেন একজন যোদ্ধা যিনি দু'একবার ছাড়া সব সময়ই ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন। সৈনিক হিসাবে যদি তিনি কখনো ভুল করে থাকেন তো তিনি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ভুল করেছেন। তিনি নিজে ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন বলে অন্যদের কাছ থেকেও তা আশা করতেন। আর কেউ যদি তাঁকে ভীরুতার অপবাদ দিতো তো তিনি একদম সহ্য করতে পারতেন না। অন্যান্য হয়তো ধীরে সুস্থে কাজ করা সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহশীল থাকতে পারেন কিন্তু তিনি কোন দিনই গড়িমসির জন্যে কুখ্যাত ফেবিয়াস কাঙ্কটেটরকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি।

তিনি একজন আদর্শ সৈনিক ছিলেন না সত্যি, তবু তাঁর মধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রায় অসম্ভব গুণাবলীর তালিকার বেশীর ভাগ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। প্রথমত কংগ্রেস এমন একজন সর্ব্বাধিনায়ক চেয়েছিলেন যিনি আমেরিকার উদ্দেশ্যকে মহত্তর করে তুলবেন। ওয়াশিংটন এ কাজ এত সুচারুরূপে সমাধা করেন যে হাওর মতো শত্রুও লক্ষ্য না করে পারেন নি। আর চ্যাথামের মতো সহানুভূতিশীল ইংরাজরা তো খুবই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। চ্যাথাম ১৭৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হাউস অব লর্ডসকে বলেন—"আমেরিকা একদল বুনো আইন-ভঙ্গকারী ডাকাতের আড্ডা নয় যাদের কোন কিছু হারাবার নেই বরং গোলমালের সুযোগ কিছু যাবার সম্ভাবনা আছে। তাদের নেতাদের অনেক কিছুই এ যুদ্ধে খোয়া যেতে পারে। **আমি শুনেছি, যে ভদ্রলোক তাঁদের যুদ্ধ পরিচালনা করেন তাঁর চার-পাঁচ হাজার পাউণ্ড আয়ের এক জমিদারী আছে।** তার চাইতে বড় কাথা হচ্ছে ওয়াশিংটন ফরাসীদের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সেটা; তিনি হয়তো তাঁদের খুশী করবার চেষ্টাই করেছিলেন। তাই যদি করে থাকেন তবে তিনি খুব ভাল মতো সাফল্যলাভ করতে পেরেছিলেন। সকলেই তাঁকে দেখে শেভেলিয়ার বেয়ার্ডের কথা মনে করিয়ে দিতো। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন—হ্যাঁ একজন ভদ্রলোকের মতন ভদ্রলোক। যেমনি ব্যবহার তেমনি সৎ। তাঁরা যা ভাবলেন তা আরো

বেশী গুরুত্বলাভ করলো তাঁদের কাজে। প্রথমটা ফরাসীরা ওয়াশিংটনকে সরিয়ে একজন ফরাসী কর্ম্মচারী কোঁতে দ্যু ব্রগলীকে যুক্ত সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত করায় পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দ্যু কাব এবং অন্যান্য ফরাসীদের পরামর্শে তাঁরা সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস এমন একজন সর্ব্বাধিনায়কের খোঁজ করছিলেন যিনি ইউরোপীয় রীতিতে ঔপনিবেশিক বাহিনী পরিচালনা করতে পারবেন। যারা ব্রিটিশ বাহিনীকে রুখতে পারবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবে। ওয়াশিংটনের নিজের লক্ষ্যও তাই ছিল বারবার তিনি "নিয়মানুবর্ত্তিতা, সময়ানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলা" আনবার চেষ্টা করেছেন। এটা সত্যি তিনি পদাতিক বাহিনী সম্বন্ধেই বেশী সচেতন ছিলেন এবং তার ফলে অশ্বারোহী এবং অন্যান্য বাহিনী হয়তো একটু অবহেলিত হয়েছিল। তবে তিনি একটি সুশিক্ষিত বাহিনী গঠন করার স্বপ্ন দেখতেন এবং তার ফলে যুদ্ধের সময় অশান্তিও ভোগ করেছেন।

তৃতীয়ত কংগ্রেস এমন একজন লোক চেয়েছিলেন যে স্বল্পকালের জন্য সংগৃহীত সৈন্যবাহিনীর পরিচালনা করতে পারবেন। কংগ্রেস এমন একজন লোক চেয়েছিলেন যিনি এ ধরণের বাহিনী নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন তাদের সদ্‌গুণগুলি কাজে লাগাতে পারবেন। কংগ্রেসে বোধহয় এখানে বড্ড বেশী আশা করছিলেন ওয়াশিংটনের কাছ থেকে। ওয়াশিংটনের মনোভাব বোধ হয় এক্ষেত্রে বড্ড বেশী ইউরোপীয় ছিল আর তাই আমেরিকার সঙ্গে খাপ খেত না। ভার্জ্জিনিয়ার সীমান্ত যুদ্ধের সময় থেকেই তাঁর সামরিক বাহিনী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। ঘটনা-চক্রে বাঙ্কার হিল, ব্রিড্‌স হিল, কাউপেন প্রভৃতি যেসব জায়গায় এ বাহিনী সুনামের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন সে সব কোন জায়গাতেই ওয়াশিংটন ছিলেন না ফলে সাময়িক বাহিনীর যে কোন গুণ থাকতে পারে ওয়াশিংটন বিশ্বাস করতেন না। (অন্তত যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তারা সুশিক্ষিত হচ্ছে। কয়েকবছর পরে ওয়াশিংটন যখন সামরিক ব্যবস্থা পুণর্গঠনের ভার নেন তখন বুঝতে পারেন যে শুধু স্থায়ী বাহিনী দিয়ে দেশরক্ষা সম্ভব নয়। তাই তিনি সুপারিশ করেন যে সুশিক্ষিত সামরিক বাহিনীকে দেশরক্ষার প্রধান অস্ত্র করা হোক। তিনি অবশ্য তা দেখে

যেতে পারেন নি এবং এটাকে আদর্শ বলে মানা হলেও তাঁর উত্তর-পুরুষরাও অনেক দিন পর্য্যন্ত তা হ'তে দেখেন নি)। তাঁর নানা সমস্যা ছিল। তিনি লালকোর্ত্তাদের জ্বালাতন করার পক্ষপাতী ছিলেন না তুমুল যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়াই তাঁর কাম্য ছিল। কিন্তু এ' ক্ষেত্রের ওয়াশিংটন কংগ্রেস তাঁর কাছ থেকে যা আশা করেছিলেন তা মানুষের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তা করেছিলেন। ওয়াশিংটন শুধু কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণই ছিলেন। তিনি বুঝতেন যে কোন একটা বিদেশী ব্যবস্থা অন্যের ওপর জোর করে চালানো যায় না। তিনি বুঝতেন যে আমেরিকায় ঠিক কেতামাফিক যুদ্ধ করা যায় না, এখানে কেতাব বহির্ভূত নানারকম উপায় নিতে হয়। কিন্তু এটাকে বেশীদূর নিতে ভয় পেতেন। সামরিক অধিনায়ক হিসাবে তাঁর সঙ্গে কর্ণওয়ালিশের মিল আছে। কর্ণওয়ালিশ নিজে সুশিক্ষিত সৈন্য ছিলেন এবং সুশিক্ষিতবাহিনী নিয়ে চলতেন। ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

ধনী ব্যক্তি, সুদক্ষ সেনানায়ক, গরিলা যুদ্ধে পারদর্শী সব কিছুই ওয়াশিংটন হবেন কংগ্রেস এই আশা করেছিলেন। এর ওপর কংগ্রেস আবার আশা করেছিলেন যে এই ব্যক্তি বেসামরিক শ্রেণীর হ'বেন। সুকৌশলী সেনানায়ক, সুদক্ষ সর্ব্বাধিনায়ক যিনি তেরটি বিভিন্ন এবং আধাস্বাধীন রাজ্যের নিয়মিত এবং অনিয়মিত বাহিনীর ওপর তাঁও কর্ত্তৃত্ব চালাতে পারবেন কিন্তু তবুও তাঁকে হৃষ্টচিত্তে কংগ্রেসের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা মেনে নিতে হ'বে।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার, অসম্ভব জিনিষ আশা করলেও কংগ্রেস প্রায় সবগুলি গুণই ওয়াশিংটনের মধ্যে পেয়েছিল। এর ওপর বাড়তি হিসাবে পাওয়া ওয়াশিংটনের অদ্ভুত অধ্যাবসায়। ফিজ্‌প্যাট্রিক সম্পাদিত ওয়াশিংটনের পত্রাবলীর বিরাট বইগুলি খুব কম লোকই পুরোপুরি পড়বেন। যুদ্ধের বছরগুলির চিঠি দিয়েই বোধহয় দশহাজার পাতা ভর্ত্তি। তাছাড়া চিঠিগুলি এত বিশদ এবং এত বেশী তার মধ্যে পুনরাবৃত্তি আছে যে সাধারণ পাঠক কোনই আগ্রহ পাবেন না। তবুও মানুষটির স্বভাব বুঝতে হ'লে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। আমরা দেখি যতক্ষণ না পর্য্যন্ত হয় তিনি তাঁর প্রার্থিত জিনিষ পাচ্ছেন কিংবা পুরোপুরি হতাশ হয়ে যাচ্ছেন ততক্ষণ

পর্য্যন্ত সহজ সরল গদ্যময়, সাদা জ্বালাহীন, কুণ্ঠাহীন ভাষায় তিনি বারবার নিজের কথা বোঝাতে চাইছেন। বিশেষ করে যুদ্ধ শেষ করবার উপায় সম্বন্ধে তিনি যখন লিখছেন তখন এ জিনিষটা আমরা বেশী করে দেখতে পাই। যুদ্ধে জয় তাঁর কাম্য ছিল এবং সেটাকেই তিনি লক্ষ্য রেখে চলেছেন। ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের মতন তিনি বর্ত্তমানের সুবিধা এবং চরম লক্ষ্যের মধ্যে গোলমাল করে ফেলেন নি। কিভাবে শত্রুপক্ষকে বাগে আনা যাবে সেটা সম্বন্ধে তিনি কোন ভাবনা চিন্তা করতেন না (তিনি বোধহয় বিশ্বাস করতেন যে সেটা কংগ্রেসের ভাববার কথা তাঁর নয়)। ১৭৭৫-৭৬ সালে কানাডা আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'বার পর ও ধরণের বিরাট কোন অভিযানের পরিকল্পনা আর তিনি করেন নি। তার বদলে তিনি যা প্রয়োজনীয় তার ওপরই বেশী নজর দিয়েছিলেন। বিরাটতর বাহিনী, বাহিনীরক্ষার জন্য আরো ভাল ব্যবস্থা, রাজ্যসমূহ থেকে আরো তাড়াতাড়ি আর আরো বেশী সাহায্যপ্রাপ্তি, আর ব্রিটিশদের থেকে জলপথে বেশী শক্তিশালী নৌবাহিনীর সাহায্য অন্তত কিছুকালের জন্য পাবার চেষ্টা করা। ইয়র্কটাউনে তিনি বহু প্রতীক্ষিত ফললাভ করেছিলেন।

দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ডেভিড র‍্যামজে ১৭৮৯ সালে "আমেরিকার বিদ্রোহের ইতিহাস" প্রণয়ণ করেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—"যুদ্ধে শুধু প্রতিভার প্রয়োজন ছিল না যুদ্ধ প্রতিভা তৈয়ারীও করে নিয়েছে।" জর্জ্জ ওয়াশিংটন সম্বন্ধে এ কথাটা খুব খাটে। ১৭৭৬ সালে লর্ড হাও-এর সচিব অ্যামব্রোস সার্লে তাঁকে বিদ্রূপ করে "সামরিক বাহিনীর ক্ষুদে কর্ণেল" বলে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেটা তাঁর সম্বন্ধে কোন সময়েই খাটে না। তাঁর স্বদেশীয় সমালোচকরা বলতেন যে ওয়াশিংটন সম্বন্ধে জনসাধারণের শ্রদ্ধা যতটা বেড়েছে তাঁর কর্ম্মক্ষমতা ততটা বাড়ে নি। তাঁরাও যুদ্ধের শেষের দিকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ওয়াশিংটন তাঁর সম্মানের উপযোগী এবং নিরহঙ্কারী। তাঁর যুদ্ধের সময় লেখা দশ হাজার পাতা পড়লে আমরা কিভাবে তিনি এ অবস্থায় উপনীত হলেন বুঝতে পারবো। এর মধ্যে আমরা দেখবো তিনি ক্রমশ বেশী আত্মনির্ভর হয়েছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমাগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সমস্ত ফরাসী কর্ম্মচারী তাঁকে শেষের দিকে দেখেছেন তাঁদের বর্ণনাতেও একই জিনিষ

দেখতে পাই। তাঁরা যে মানুষটির কথা বলেন—তাঁকে সকলে শ্রদ্ধা করে, কেউ কেউ ভক্তি করে, তিনি আমুদে না হলেও ভদ্র, মাতাল না হয়েও মদ খেতে পারেন, ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারেন, ভাল পোষাক পরেন কিন্তু বাবু নন্, তাঁর গর্ব্ব আছে কিন্তু দর্প নেই। এক কথায় বলতে গেলে কাজে এবং উপাধিতে সত্যিকারের "মাননীয়"।

জরুরী অবস্থার মধ্যে একমাত্র তাঁরই প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠেনি। গেটস্ প্রমুখ কয়েকজনের সুনাম নষ্ট করে তাঁর বড্ড বেশী সুনাম হয়তো হয়েছে। তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে যে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হ'লে অন্যরাও হয়তো সফল হতেন। ফিলিপ স্কুইলার হয়তো তাঁর জমিদারী চাল ছেড়ে দিতেন কিংবা নিউ ইয়র্ক ঘেঁষা মনোভাব ত্যাগ করতেন যেমন ভাবে ওয়াশিংটন তাঁর নিউ ইংলণ্ড এবং অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে তাঁর ভার্জ্জিনীয় মনোভাব ত্যাগ করেছিলেন। রোড আইল্যাণ্ড নিবাসী কোয়েকার নাথানিয়েল গ্রীণ যিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তিনিও হয়তো সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে সকলের মনোরঞ্জন করতে পারতেন। বুদ্ধিমান কিন্তু বিমর্ষ এবং নৈরাশ্যবাদী চার্লস লী এ কাজ পারতেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও লী যাকে "পাদ্রী" বলে উপহাস করতেন সেই আর্টিমাস ওয়ার্ডের যথেষ্ট সেনানায়কোচিত গুণাবলী ছিল। ১৭৭৫ সালে তাঁকে উপেক্ষা করার পর থেকে তিনি আর তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ দেখাতে পারেন নি। এমন কি এও সম্ভব যে বেনেডিকট আরণল্ড যে গৌরব আকাঙ্খা করতেন তা পেলে হয়তো যে অসন্তোষ তাঁকে দেশদ্রোহী করে তুলেছিল তা তাঁর মধ্যে থাকতো না। এগুলো সব অনুমান, কিন্তু খাঁটি সত্য হ'লো যে কর্ণেল ওয়াশিংটনকে নির্ব্বাচন করে কংগ্রেস এবং দেশ আশাতীত রকমের সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিল। হাতের কাছের মানুষই শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সমস্ত ছোটখাট ত্রুটি সত্ত্বেও অপরিহার্য্য ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ালেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন

কৃষক ওয়াশিংটন যেন দ্বিতীয় সিনসিনেটাসের মতন তাঁর কৃষিকার্য্য থেকে এক বিরাট দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন।

(১৭৮৮ সালে উইলমিংটন, ডেলাওয়ারে ৪ঠা জুলাইয়ের বার্ষিকী পালনের সময় উপরোক্ত আশা প্রকাশ করা হয়)

"নিজের মধ্যে অবসর গ্রহণ"

জেনারেল ওয়াশিংটন আবার কৃষক ওয়াশিংটন হবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তিনি শারীরিক এবং মানসিক ক্লান্তিতে ভুগছিলেন। তাঁর শরীর ভাল চলছিল না দাঁতের গোলমালে তিনি ভুগতেন। তারপর একটানা নয় বৎসর প্রচণ্ড দায়িত্বের ভারে তিনি একেবারে নুয়ে পড়েছিলেন। একটা জিনিষ ১৭৮৩ সালের পর বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর পক্ষে সাধারণ নাগরিকের মতো আর নিভৃত জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। আবার তাঁর নিজস্ব "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়" গ্রাম্য জীবনে ফিরে যাবার ইচ্ছাটাও তাঁর পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক জিনিষ নয়।

কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর নানা ঘটনার চাপে চাপা পড়ে গেল। তবুও সে ইচ্ছার প্রতিধ্বনি আমরা পাই তাঁর লেখা ১৭৮৪ সালের কয়েকটি চিঠিতে। সেই চিঠিগুলিতে আমাদের গর্ব্বিত ভার্জ্জিনিয়ার জমিদারটি মাউন্ট ভারননকে "কুটির", "আশ্রয়" প্রভৃতি বলে উল্লেখ করছেন দেখতে পাই। এর আগে কখনও তিনি এভাবে তাঁর ভারননের জমিদারী সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নি। তিনি মনে করতে চেয়েছিলেন যে "আমি আমেরিকার একজন সাধারণ নাগরিকের মতন পটোম্যাক নদীর ধারে সৈন্য ছাউনি আর রাজদ্বারের গোলমাল থেকে দূরে আমার নিজস্ব বাড়ীতে থাকবো।" ভেবেছিলেন এরপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর জীবনতরী আস্তে আস্তে বেয়ে চলবে। বলেছিলেন "আমি শুধু সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করছি না আমি নিজের মধ্যে অবসর গ্রহণ করছি।"

বোধ হয় তিনি, অবচেতনভাবে সিনসিনেটাসের ভূমিকা গ্রহণ করছিলেন। বহু মুখেই তাঁর সঙ্গে এই অমর দেশপ্রেমীর তুলনা শোনা যেত। এঁদের কথা শুনে মনে হ'তো যেন ওয়াশিংটন একজন বড় জমিদার নন একজন সামান্য কৃষক মাত্র। সাময়িকভাবে অন্তত তিনি তাঁর স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকতে পারতেন। প্রচুর অবসর পাবেন মনে করে তিনি অনেক বই কিনেছিলেন। (এর কয়েকটি ছিল ভ্রমণ বৃত্তান্ত যার থেকে আমরা তাঁর দ্বিতীয় নিস্ফলা স্বপ্নের আভাষ পাই। তাঁর বোধ হয় ফ্রান্স যাবার ইচ্ছা ছিল। লাফায়েৎ এবং অন্যান্যরা বলেছিলেন যে ফ্রান্স তাঁকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাবে।) কোন কারণ না দেখিয়েই তিনি ট্রুরো গির্জ্জার কার্য্য নির্ব্বাহক পরিষদ থেকে ইস্তফা দেন। তাঁর বোধহয় মনে হ'য়েছিল যে সামান্য হ'লেও এটাও সাধারণের কাজের অঙ্গ বিশেষ। তিনি ভার্জ্জিনিয়ার রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করবার কোন চেষ্টাই করলেন না। অথচ তিনি ইচ্ছা করলেই ভার্জ্জিনিয়ার আইনসভার সদস্য হতে পারতেন। রাজ্যপাল হওয়াও তাঁর পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল না। তিনি একটি মাত্র অবৈতনিক উচ্চপদ গ্রহণ করেন সেটি হ'লো সোসাইটি অব দি সিন-সিনাটির প্রেসিডেন্ট জেনারেলের পদ। এই সমিতিটি প্রাক্তন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীদের একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি কিন্তু সমিতিটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজনও ছিলেন না কিংবা এর প্রধান হ'বার ইচ্ছাও প্রকাশ

করেন নি। ওয়াশিংটনের আশা ছিল যে আগামী কয়েক বছর তাঁর নিজের কাজ নিয়েই শুধু থাকতে পারবেন।

তাঁর নিজের এই কাজগুলিও কিন্তু এত পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং বিভিন্ন ধরণের ছিল যে তাঁর পক্ষে শান্ত নিভৃত জীবন যাপন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর তিনটি পুরাতন সখ তাঁকে অল্পদিনের মধ্যেই পেয়ে বসল। প্রথম হ'লো তাঁর প্রধান গৌরব মাউন্ট ভারননের বাড়ী। তাঁর দ্বিতীয় কাজ হ'লো চাষবাস। আর তৃতীয় হ'লো পশ্চিমের জমি উন্নয়ন। এই তিনটি কাজ তাঁকে এত ব্যস্ত রাখতো যে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর যুদ্ধশেষ হ'লে বিশ্রামগ্রহণের স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেল।

ওয়াশিংটন যখন জমিদারী দেখাশোনা করবার জন্য প্রথম ১৭৫৭ সালে মাউন্ট ভারননে এসেছিলেন তখন বোধহয় মাউন্ট ভারননকে কুটির বলা যেত। কিন্তু ১৭৮৩ সালে আমেরিকার মাপকাঠিতে এটা একটা প্রাসাদ, একটা বিরাট জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল। আজকের দিনের শৌখীন ভ্রমণকারীরা মাউন্ট ভারননকে দেখেন পরিপাটিভাবে পরিপূর্ণ রূপে। ওয়াশিংটন দীর্ঘ প্রবাসের পর ফিরে এসে দেখেছিলেন একটি অর্দ্ধ সমাপ্ত নক্সা মাত্র। তিনি কবিত্ব করে যতোই তাঁর গাছের ছায়া আর বাগানের কথা বলুন না কেন তাঁকে গাছের তলায় বসতে হ'লে আগে গাছ পোতা প্রয়োজন ছিল। তাই বাড়ী ফেরবার এক মাসের মধ্যেই তিনি চিমনি কিরকম হ'বে, বাগানের রাস্তা কিভাবে বাঁধানো হ'বে "নতুন ঘর" কিংবা "সম্বর্ধনা ভোজের ঘর" কিভাবে সাজানো হ'বে তা সম্বন্ধে বড় বড় চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। এর পর থেকেই আমরা দেখি তাঁর চিঠিপত্রে এবং দিন পঞ্জীতে (যা লেখা যুদ্ধের সময় তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন) মাউন্ট ভারনন সম্বন্ধে কত যত্ন নিচ্ছেন তার কথায় পরিপূর্ণ। তিনি সদ্য জার্ম্মানী থেকে আগত ফুরনে কাজ করা শ্রমিকদের ছুতোরের এবং রাজমিস্ত্রীর কাজ করার জন্য "কিনলেন"। বাড়ীর ভেতরে দেয়ালের কাগজ কিরকম হ'বে বইয়ের তাক কেমন হ'বে, কি ধরণের জানালার আচ্ছাদন হ'বে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। বাড়ীর বাইরে তিনি চারা জন্মাবার জন্য এক বিরাট কাঁচের ঘর বানালেন। রাস্তা তৈয়ারী করালেন, পায়ে

চলা পথ, বাড়ীর সামনে লন (Lawn) ছোট ছোট গাছের ঝোপ তৈয়ারী করালেন। ঠাণ্ডা ঘরকে নতুনভাবে গড়লেন, হরিণ রাখার জন্য বেড়া দিয়ে একটা বাগান বানালেন, ফলের বাগান করলেন......

বাড়ীর পেছনে রইলো মাউণ্ট ভারননের পাঁচটি "খামার" বা "জমিদারী" (দুটো শব্দই এখানে প্রযোজ্য) ওয়াশিংটন দুটো শব্দই ব্যবহার করেছেন। তিনি তুলোর চাষ না করে খামারের মতো গমের চাষ করতেন আবার তাঁর জমিদারীতে ক্রীতদাসও ছিল। বাচ্চা এবং বুড়ো মিলিয়ে এই ক্রীতদাসদের সংখ্যা ছিল দু'শ।) ওয়াশিংটন যেহেতু "খালি হাতে ফিরেছিলেন এবং হাতেও যখন বিশেষ কিছু ছিল না তখন তাঁর পক্ষে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। কংগ্রেসে তাঁকে আমেরিকার প্রথম নাগরিক হিসাবে একটা বৃত্তি দেবার যে প্রস্তাব উঠে ছিল সেটা গ্রহণ করতে তাঁর সম্মানে বাধলো। যুক্তি এবং ইচ্ছা দুইই তাঁকে চাষবাসের দিকে নিয়ে গেল এবং তিনি পুরামাত্রায় মনোযোগ দিয়ে লেগে গেলেন। এদিক দিয়ে তাঁর এবং টমাস জেফারসনের ভাষার মধ্যে মিল আছে। তাঁদের সাদাসিধা ভাষার মধ্যে বীজ, সার, চাষের যন্ত্রপাতির উল্লেখে বোঝা যায় যে তাঁরা দুজনেই কৃষিকাজ ভালবাসতেন এবং কৃষিকার্য্যকে "সবচেয়ে সম্মানিত পেশা" বলে মনে করতেন। এতে খাটুনী ছিল প্রচুর, হতাশাও ছিল। তবুও তার মধ্যে তিনি আনন্দ পেতেন কৃষিকাজকে ভালবাসতেন। ইংরাজ কৃষিবিদ আর্থার ইয়ং এর কাছে তিনি পরামর্শ নিতেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি এক গোলা-বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ইংলণ্ড থেকে একজন পরিদর্শক আনিয়েছিলেন। তিনি নতুন ধরণের গোমহিষাদি জন্মানোর চেষ্টা করতেন, ফসল ফলানোর নবপন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করতেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বীজ বুনতেন জমির ক্ষয় নিবারণের প্রাণপণ চেষ্টা করতেন।

ওয়াশিংটনের নজর শুধু মাউণ্ট ভারননেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর পশ্চিম দিকের জমিদারী থেকে তাঁর বিশেষ কিছু আয় হ'তো না। কোন কোন জায়গায় বসতিস্থাপনকারীরা বসবাস শুরু করে দিয়েছিল। এবং তাঁর সঙ্গে মালিকানা সত্ত্ব নিয়ে বিরোধ শুরু করেছিল। তাই স্বচক্ষে ঘটনা পর্য্যবেক্ষণের জন্য ১৭৮৪ সালের শরৎকালে বহু স্মৃতি-

বিজড়িত এ্যালিঘেনি পর্ব্বতমালার পথে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর ভার্জিনিয়ার জমিদখলকারীদের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক ব্যবহার পেলেন না এবং ওহায়ো আর গ্রেট কানাওহার জমিদারী দেখবার জন্য তিনি এগোতেই পারলেন না। এই ভ্রমণের সুদূরপ্রসারী ফল থাকলেও তৎকালে এই ভ্রমণ তাঁকে মাউন্ট ভারননের একঘেয়ে জীবনযাত্রা থেকে কিছুটা রক্ষা করলো। ১৭৮৫ সালের গ্রীষ্মকালের আগে পর্য্যন্ত তাঁকে সাহায্য করবার জন্য কোন সচিব তাঁর ছিল না, ফলে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে অনুযোগ করে লেখেন :

> "তোমাকে আমি সত্যি করে বলছি যুদ্ধের কোন সময় আমাকে এর অর্দ্ধেক চিঠিও লিখতে হয় নি। বিদেশীরা চিঠি লেখেন (কোন কোনটার কোন মাথামুণ্ড নেই)। টম, ডিক, হ্যারী কোন সময় যারা কোন এক জায়গায় থাকলেও থাকতে পারতো কিংবা কোন এক সময় ঔপনিবেশিক বাহিনীতে কাজ করতো তাদের সম্বন্ধে খোঁজ খবরের উত্তর দিতে হয়, যাঁরা নিজের রাজ্যের বাইরে যেতে চান তাঁদের জন্য চিঠি লিখে দিতে হয় কিংবা প্রশংসাপত্র লিখে দিতে হয়। সুপারিশ পত্র দিতে হয়। কেউ কেউ কোন কোন প্রবন্ধের নকল চেয়ে পাঠান। এছাড়া হাজারো রকম ব্যাপার যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আকবরের চেয়ে কোনমতে বেশী হওয়া উচিত নয় সে সব বিষয়ে চিঠির কিছু না কিছু একটা উত্তর দিতে হয়, এর ফলে আমার স্বাভাবিক চিঠিপত্র আমি লিখে উঠতে পারি না। তাছাড়া আমার শরীরের পক্ষেও এগুলো মারাত্মক হ'তে পারে। এর মধ্যেই আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, মাঝে মাঝে আমার মাথা কেমন করে।"

লোকে তাঁর কাছে টাকা ধার চাইতো। বন্ধু বান্ধব এবং প্রতিবেশীরা তাঁর পরামর্শ চাইতেন। তাছাড়া তাঁর বিবেক তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কার্য্যকলাপের ওপর নজর রাখতেও বাধ্য করতো। এই সব কার্য্যকলাপ আবার সব সময় খুব সফল বা বুদ্ধিমানের মতো হ'তো না।

সিনসিনাটির ব্যাপার তাঁর বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছিল। সমিতিটি

স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কয়েকটি রাজ্য থেকে প্রবল অশান্তি উঠলো। বলা বাহুল্য প্রেসিডেন্ট জেনারেলের পক্ষে সেটা খুব উপাদেয় হ'লো না। সমিতির সভ্যরা এটাকে যুদ্ধ ফেরতদের একটা সমিতি মাত্র মনে করতেন আর সিনসিনেটাসের নামে নামকরণ করে এর শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। বিপক্ষবাদীরা মনে করলেন যদি খুব ভাল হয় তো এটা একটা হাস্যকর রকমের নাকউঁচুদের আড্ডা (এর সদস্যপদ বংশানুক্রমিক ছিল এবং প্রাক্তন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল)। আর খারাপ, এটা হয়তো ভবিষ্যত অভিজাত শ্রেণীর সুরু হবে। ওয়াশিংটন এই আপত্তিগুলি খণ্ডনের চেষ্টা করতে লাগলেন তবুও এই সমিতি তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়ে রইলো।

তিনি লোকের সঙ্গ ভালবাসতেন ঠিকই, কিন্তু মাউন্ট ভারননেই অত্যধিক রকমের সঙ্গ পেতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পুরাতন পরিচিত ব্যক্তিদের থেকে সুরু করে উৎসুক বিদেশী পর্য্যন্ত সকলেই আসতেন। তাঁরা কি শীত কি গ্রীষ্ম, সপ্তাহের পর সপ্তাহ্ তাঁর অতিথিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরগুলি ভরিয়ে রাখতেন। মণ মণ খাদ্য আর গ্যালন গ্যালন মদের তাঁরা সদ্ব্যবহার করতেন। ১৭৮৫ সালের এক রাত্রি বেলা ওয়াশিংটনের পরিবারের সকলের এবং বেশ কয়েকজন অতিথি যখন নৈশভোজন সাঙ্গ করে বিশ্রাম নিতে গেছেন তখন হঠাৎ ফরাসী শিল্পী হুডন এসে উপস্থিত হ'লেন ওয়াশিংটনের প্রতিকৃতি খোদাই করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। হুডন এবং তাঁর তিনজন সহকারীর জন্য কোনো মতে স্থান করে দিতে হ'ল। তাঁরা যখন তাঁর অতিথি তখন ওয়াশিংটন তাঁর বাড়ীর ছাদের একাংশে কাঁকর বিছিয়ে নেওয়া স্থানে ছিলেন, তাছাড়া বাড়ীতে তখন ওয়াশিংটনের ভাইপো জর্জ্জ অগাষ্টিনের সঙ্গে (জর্জ্জ অগাষ্টিন লাণ্ড ওয়াশিংটনের জায়গায় জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হয়েছিলেন) মার্থা ওয়াশিংটনের ভাইঝি ফ্রান্সেস ব্যাসেটের বিয়ের হৈ চৈ চলেছে। মাউন্ট ভারননের বন্দী মালিক ১৭৮৫ সালের জুন মাসে লিখছেন—"আজ শুধু মাত্র শ্রীমতী ওয়াশিংটনের সঙ্গে নৈশভোজ খেলাম। সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর এই বোধহয় প্রথম কোন অতিথি নেই।" এ ধরণের নিভৃত নৈশভোজ অত্যন্ত বিরল ছিল।

সমস্ত মিলিয়ে জীবনের এই ক'টি বৎসর ওয়াশিংটন সুখেই কাটিয়েছেন। চিঠি লেখাটা জ্বালাতন বলে মনে হ'লেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রশংসাবাণী পেতে নিশ্চয় তাঁর ভাল লাগতো। স্পেনের রাজা তাঁকে একটি পুরুষ গর্দভ উপহার দেন। (রসিকতাটি বুঝতে ওয়াশিংটনের কোন অসুবিধা হয় নি। তিনি এটির নাম দেন রাজকীয় উপহার এবং মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে দৌড়ের মাঠে গাধাটির অসাফল্যের জন্য অনুযোগ করতেন।) একজন ইংরাজ অনুরাগী তাঁকে একটি শ্বেতপাথরের অগ্নিকুণ্ড উপহার দেন। একজন ফরাসী তাঁকে একপাল শিকারী কুকুর উপহার দেন। অভিজাত শ্রেণীর একজন ইউরোপীয়ান তাঁর সামরিক বীরদের প্রতিকৃতি সংগ্রহশালার জন্য ওয়াশিংটনের একটি প্রতিকৃতি চেয়ে পাঠান। ওয়াশিংটনের যদি তাঁর নিজের এই ধরণের চেষ্টার কথা মনে থাকতো তাহ'লে তিনি সঙ্গতভাবেই মনে করতে পারতেন যে এতদিনে ভার্জিনিয়া রাজ্যের কর্ণেল তাঁর প্রাপ্য পুরস্কার পাচ্ছেন।

অন্যান্য আনন্দও তাঁর ছিল। আস্তে আস্তে তিনি তাঁর দিনের কাজ এমনভাবে ভাগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন যাতে কোন অতিথির অসম্মান না করেও তিনি তাঁর বিষয় কর্ম্ম দেখতে পারতেন। তাঁর চাষের ক্ষেত দেখবার সময় তাঁকে যখন প্রায় প্রত্যেক দিন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে হ'তো তখন তাঁর যথেষ্ট পরিশ্রম হ'তো। শীতকালে শৃগাল শিকার করেও তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন। মাউণ্ট ভারনন তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠছে দেখে তিনি সন্তোষ লাভ করতেন। সুখী দাম্পত্য জীবনের আনন্দ উপভোগ করতেন (যদিও অতিথিদের মাঝে মাঝে জেনারেলকে বড্ড বেশী গম্ভীর বলে মনে হতো। তাঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু মার্থার সুন্দর ব্যবহারের প্রশংসা করেছেন।) জ্যাক কাষ্টিসের দুটি সন্তানকে তাদের মাতা পুনর্ব্বার বিবাহ করলে ওয়াশিংটনরা দত্তক গ্রহণ করেন। ওয়াশিংটন তাদের সঙ্গে খেলা করেও প্রচুর আনন্দ লাভ করতেন।

সর্ব্বোপরি ছিল তাঁর দেশের সীমানা বাড়ানো সম্বন্ধে আগ্রহ। ১৭৮২ সালে একটু সুযোগ পেয়েই তিনি উত্তর নিউ ইয়র্কে যান এবং সেখানে কিছু জমি কেনেন। ভার্জিনিয়া এবং উত্তর ক্যারোলাইনার মধ্যে জলা

জায়গা সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাছাড়া তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি জায়গাতেও তিনি উত্তেজনাকর সম্ভাবনার সন্ধান পেলেন। বাস্তবিক পক্ষে ওয়াশিংটনের ১৭৮৪ সালের পশ্চিম ভ্রমণের একটা উদ্দেশ্য ছিল এই সম্ভাবনাগুলিকে ভালভাবে অনুসন্ধান করা। তিনি এবারে নিঃসন্দেহ হ'লেন যে পশ্চিমের সঙ্গে ভার্জিনিয়ার জলপথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় এবং সেটা করা প্রয়োজন। পটোম্যাকের বেশ কিছু অংশ নাব্য ছিল। ওহায়ো নদীর উৎস থেকে পটোম্যাকের এই অংশের মধ্যে ছোট একটা অংশ ছিল যেখানে নৌকাগুলিকে স্থলের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হ'তো। তিনি বুঝতে পারলেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পর (পটোম্যাক প্রপাতের চারপাশ দিয়ে একটি নাব্য খাল খনন করা যার মধ্যে প্রধান ছিল) নতুন রাস্তা দিয়ে বহুজন যাতায়াত করবে এই নতুন রাস্তা তাঁর বাড়ীর সামনের দরজা দিয়ে যাবে। এর ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে (তাঁর দিনপঞ্জীতে তিনি যা এসম্বন্ধে লিখেছেন তা পড়লে মনে হবে যেন তিনি এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্রের প্রথম খসড়া লিখেছেন), পশ্চিমে বসবাস তাড়াতাড়ি করানো যাবে (এতে অবশ্য ট্রান্স-অ্যালিঘেনীর জমির সত্ত্বাধিকারীদের লাভই হ'বে), আর তাছাড়া যেটা খুব প্রয়োজনীয় সেটা হ'লো যে সংযুক্তির ভেতর দিকে যাঁরা থাকেন তাঁদের সংযুক্তির প্রতি টান বাড়বে। নয়তো এমনিতেই এঁরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠছিলেন। এঁদের স্পেন এবং ব্রিটেনের খপ্পরে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল" প্রচুর। স্পেন এবং ব্রিটেন ওহায়ো উপত্যকা থেকে নির্গমনের মুখে মিসিসিপি নদী এবং বিরাট হ্রদের মালিক ছিলেন।

ওয়াশিংটন যতই এ পরিকল্পনাটি নিয়ে ভাবতে লাগলেন ততই তাঁর পরিকল্পনাটি ভাল লাগতে লাগলো। তাঁর সাহসের পরিণাম শেষ পর্য্যন্ত কি হ'বে সে বিষয়ে কিছু না ভেবেই তিনি কাজ শুরু করে দিলেন। এ ধরণের পরিকল্পনা নিয়ে মধ্যভাগের রাজ্যগুলিও আলোচনা করছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জেমস্ নদীতে একটা নাব্যপথ তৈয়ারী করা। পটোম্যাক নদীর ওপর মেরীল্যাণ্ড এবং ভার্জিনিয়ার যৌথ অধিকার ছিল সুতরাং স্থানীয় ঈর্ষার ফলে সবকিছু বানচাল হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ওয়াশিংটন তাড়াতাড়ি কাজ করে এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি

খাটিয়ে ১৭৮৪-৮৫ সালের শীতকালে দুটি রাজ্যের আইনসভারই সম্মতি আদায় করে নিলেন। ভার্জিনিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মেরীল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হ'লেন এবং পটোম্যাক রিভার কোং স্থাপিত হ'লো। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হ'লেন। দুটি রাজ্যই কোম্পানীটিকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জেমস্ রিভার কোম্পানী বলে একটি কোম্পানীও স্থাপিত হ'লো।

পটোম্যাকের কমিশনাররা ১৭৮৫ সালের বসন্তকালে মাউণ্ট ভারননে তাঁদের যৌথ চুক্তি অনুমোদন করলেন। সকলেই মেরীল্যাণ্ড এবং ভার্জিনিয়ার প্রতিনিধিদের বছরে একবার একটা বৈঠকে মিলিত হ'বার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। আস্তে আস্তে বৈঠকটার পরিধি বেড়ে গেল। ১৭৮৬ সালের জুন মাসে ভার্জিনিয়ার আইনসভা সংযুক্তির প্রতিটি সদস্য রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন যে তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে সকলের স্বার্থ যে সব বিষয়ে যুক্ত সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। এই প্রস্তাবের ফলেই ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আনাপোলিসে ভার্জিনিয়া সমেত পাঁচটি রাজ্যের বৈঠক বসে। ভার্জিনিয়ার একজন প্রতিনিধি জেমস ম্যাডিসন প্রস্তাব করেন যে ১৭৮৭ সালের মে মাসে ফিলাডেলফিয়ায় দ্বিতীয় বৈঠক বসুক। সকলেই জানেন এই বৈঠকে নতুন সংবিধান রচিত হয় যে সংবিধানে প্রেসিডেন্টের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং জর্জ্জ ওয়াশিংটন নতুন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হ'ন।

নতুন সংবিধান গঠনের পথে :

যেসব জীবনীকাররা ওয়াশিংটনের বড় বেশী স্তুতি করেছেন তাঁরা ওয়াশিংটনের জীবনী আর তাঁর জীবিতকালের আমেরিকার ইতিহাসকে সমার্থক দেখাতে চেয়েছেন। ইতিহাসের প্রতি ঘটনার কেন্দ্রস্থলে ওয়াশিংটন বিরাজমান এটা তাঁরা দেখিয়েছেন। ১৭৫৩ সালের ফোর্ট লা বুয়েকে তাঁর দৌত্য থেকে সুরু করে পটোম্যাক কোম্পানী গঠনের অপূর্ব্ব রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আর ধাপে ধাপে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হয়ে পূর্ণ সম্মান লাভের মধ্যে তাঁরা একটা অকাট্য কার্য্যকরণ সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা ঘোষণা করেছেন ওয়াশিংটনই জাতির জনক।

তিনি সংযুক্তির সত্যকার মূল্য বোঝেন এবং তাই তাঁর প্রথম যৌবন থেকে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত দেশকে ঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

এই ধারণাটাকে পুরোপুরি ভুল বলা চলে না। আমরা একটা অদ্ভুত ঘটনার যোগাযোগ দেখতে পাই—আমরা দেখি যেখানেই ঐতিহাসিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে সেখানেই ওয়াশিংটন আছেন। কিন্তু বিদ্রোহের আগে পর্য্যন্ত এই ঘটনাবলীর মধ্যে একটা আকস্মিকতা আছে। সেই সব দিনে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তাঁর সমসাময়িকরা অন্তত তাঁর মধ্যে বিরাটত্ব কিছু খুঁজে পান নি। যুদ্ধের সময় তিনি সেই স্থান লাভ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি জাতীয় জীবনে এক বিরাট স্থান অধিকার করেন। তিনি যা করতেন জাতীয় জীবনে তার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। তিনি যা করতেন না উল্টোভাবে তারও একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। ওয়াশিংটন এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আর যদি না ও থেকে থাকতেন সিনসিনাটির প্রেসিডেন্ট জেনারেলের পদ গ্রহণের পরের ঘটনাবলী নিশ্চয় তাঁকে এ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল।

১৭৮৩ সাল থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে ওয়াশিংটনের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হই তা হ'লো এ সময়ের মধ্যে কি তিনি নতুন মহত্ত্বলাভ করেন, না তাঁর ওপর জোর করে মহত্ত্ব আরোপ করা হয়? তিনি কি সংযুক্তির পুর্নগঠনে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন না তাঁর নাম পুর্নগঠনের পক্ষে যুক্তি জোরদার করবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল? না আসল সত্য হ'লো এই দুই চরম মতবাদের মাঝামাঝি? এর পেছনে আরো একটা প্রশ্ন আছে যার উত্তর আজো ঐতিহাসিকরা সঠিকভাবে খুঁজে পান নি তা হলো কন-ফেডারেশানের সময় সংযুক্তির অবস্থা ঠিক কি ছিল? এটা কি "সংকট-পূর্ণ সময় ছিল, না আমেরিকা সে সময় সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল? যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ধরণের সরকার গঠন করা কি সত্যি সত্যিই প্রয়োজনীয় ছিল? আর (আমাদের নায়কের কথায় আবার ফিরে এসে) ওয়াশিংটন কি মনে প্রাণে সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে সংযুক্তি বিপদগ্রস্ত? তাই যদি বিশ্বাস করতেন তবে কি তিনি নিজেই এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন না অন্য লোকে তাঁর মনে এ চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিল?

এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মন থেকে ওয়াশিংটন সম্বন্ধে চিরাচরিত অতি সহজ ধারণাগুলি দূর করার জন্য এ প্রশ্নগুলি তোলা প্রয়োজন। এমন কি আমাদের সিদ্ধান্ত যদি চিরাচরিত সিদ্ধান্ত থেকে খুব বেশী অন্য রকম না হয় তা হ'লেও এ প্রশ্ন তোলা উচিত।

তাঁর মানসিক গঠন যা ছিল এবং সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাতে তিনি শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন, যেটা অন্তত যুদ্ধের সময়কার কংগ্রেসের চাইতে সংকটের সময় বেশী কার্য্যকরী হতে পারে। তিনি ১৭৮৩ সালের জুন মাসে রাজ্যসমূহের কাছে যে ইস্তাহার পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে এ মনোভাব স্পষ্ট এবং তাঁর দায়িত্ব প্রত্যর্পণের আগের রাত্রে তিনি ভোজ সভায় বক্তৃতাকালে একটি বাক্যে এ মনোভাব ব্যক্ত করেন—"সাধারণ ব্যাপারে কংগ্রেসের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকুক।" তাঁর অসাধারণ বিনয়ের ফলে যে কথাটা তিনি পরিষ্কার করে বলতেন না কিন্তু যে কথাটা তিনি মাঝে মাঝে ইঙ্গিত করতেন তা হ'লো যে তিনি কাজ আরম্ভ করিয়ে দিয়ে এসেছেন। তাঁর উপদেশ এবং উদাহরণ দিয়ে নতুন জাতির পথ নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে কনফেডারেশনের পররাষ্ট্র সচিব জন জে'কে ওয়াশিংটন লিখছেন—দেশবাসী তাঁর মনোগত ইচ্ছা এবং মতামত অগ্রাহ্য করেছেন। আমেরিকার সঙ্গে তিনি নিজকে এতটা জড়িত বলে মনে করতেন যে তাঁর সম্মান এবং দেশের সম্মান ওতোপ্রোতভাবে জড়িত এই বিশ্বাস করতেন। বিদেশী রাষ্ট্রের লোকেদের চক্ষে আমেরিকা একটা বিচ্ছিন্ন জাতি বলে প্রতিভাত হ'লে তিনি দুঃখ অনুভব করতেন। বিশেষ করে ইংরাজদের মনোভাব সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। ইংরাজদের লড়াইয়ে হারিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যে তাঁরা চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিমের কয়েকটি ঘাঁটি ছাড়তে চাইছিলেন না তাতে তিনি সঙ্গতভাবেই বিরক্ত বোধ করতেন। ইংরাজদের এ আচরণের স্ব-পক্ষের যুক্তি তাঁকে আরো বেশী ক্লেশ দিতো। কয়েকটি রাজ্যও চুক্তিমতো কাজ করে নি।

জে'-কে তিনি চিঠিটা লেখেন ১৭৮৬ সালের গ্রীষ্মকালে। এতে কিন্তু

ওয়াশিংটনের এর আগের দুবছরের মনোভাবের সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে না। এই সময় তিনি বাইরের কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনছিলেন। ক্যাটোই হোন আর সিনসিনেটাস্‌ই হোন এ নাটকে তাঁর অভিনয় তিনি সাঙ্গ করেছেন। তখন তিনি দর্শক। বাকী জীবনটা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখাশোনা করেই তিনি কাটাতে চান। তাঁর নিজের কোন বংশধর না থাকলেও তাঁর সম্পত্তির দেখাশোনার ব্যাপারে ভার্জ্জিনিয়ার অন্য কোন পরিবারের চেয়ে তিনি কম সচেতন ছিলেন না। আমেরিকার জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে তিনি অন্য যে কোন লোকের চেয়ে বেশী সচেতন ছিলেন সত্যি কিন্তু তবুও পটোম্যাক পরিকল্পনা নিয়ে তিনি ভার্জ্জিনিয়ার অধিবাসী হিসাবেই গর্ব্ববোধ করতেন। পরিকল্পনাটি তাঁর কাছে পেশ করেন জেফারসন—যিনি নিজে একজন ভার্জ্জিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ক্ষমতা পাবার পর প্রথম প্রথম তাঁর ভাবনা চিন্তা অনেক বেশী প্রাদেশিক ছিল। তখনও তিনি সমগ্রভাবে জাতির চিন্তা করতেন না। উত্তরের অধিবাসী তাঁর চেনাশোনা লোকের কাছের চিঠিতে যেমন তিনি ব্রিটেনকে বাধা দেবার কথা বলতেন তেমনি আবার তাঁর রাজ্যবাসীদের কাছে ইয়র্কের অধিবাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং হাডসন নদী দিয়ে অভ্যন্তরে যাবার রাস্তা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

আমরা একবারও বলছি না যে ওয়াশিংটন অসৎ ছিলেন, আমাদের বক্তব্য হ'লো যে ১৭৮৪-৮৫ সালে তিনি সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করছিলেন না। তাঁর নিজের রাজ্য সম্বন্ধে তাঁর যে গর্ব্ব তা কখনো আমেরিকার সামগ্রিক স্বার্থের প্রতিকূল ছিল না। কিন্তু কিছুদিনের জন্য এ চিন্তাধারা নেপথ্যে সরে গেল—তিনি খুব বেশী রকমের সচেতন রইলেন না। তাঁর কংগ্রেসের বন্ধুরা তাঁকে চিঠিপত্র লিখতেন আর তাঁর স্ফীত চিঠির থলিতে ম্যাসাচুসেটস্‌ থেকে জর্জ্জিয়া অবধি সংযুক্তির বিভিন্ন স্থান থেকে যে সব চিঠিপত্র থাকতো তাতে তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গার খবরাখবর পেতেন। কিন্তু কংগ্রেস তখন বহুদূরের ব্যাপার। অ্যানাপোলিস থেকে প্রথমে ট্রেন্টন তারপর সেখান থেকে সুদূর নিউ ইয়র্কে কংগ্রেস সরে গিয়েছে। ওয়াশিংটন তখন পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ত, অবসর প্রাপ্ত জীবনের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রতি যত্নশীল এবং বিভেদের সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত। তাই

তিনি যে সব খবর চিঠিতে পেতেন তার যথাযথ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা তাঁর ছিল না, ফলে তাঁর মতামতগুলি খুব অস্পষ্ট হ'তো। জন জে, হেনরী লী এবং জেমস্ ম্যাডিসনের মতো লোকরাই অত্যন্ত সতর্ক-ভাবে নতুন ধরণের সরকার গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরা ওয়াশিংটনের সাহায্য চেয়েছিলেন তাঁর কলমের জোর বা বুদ্ধির জোরের জন্য নয়, তাঁর সুনামের জন্য। যদিও সে সময় অন্তত ওয়াশিংটনের কার্য্যকারিতা খুব বেশী ছিলেন না তবুও আমেরিকানদের কাছে তিনি ছিলেন বিজয় এবং সাধুতার প্রতীক। ১৭৮৬ সালের মার্চ্চে জে তাঁকে বোঝালেন—"আপনি কি অপনার চোখের সামনে আমেরিকা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখেও নিরাসক্ত দর্শকদের অভিনয় করে যাবেন?" জে আরো বললেন, "অনেকেরই ধারণা যে কনফেডারেশনের ধারাগুলি বদলাবার জন্য একটা সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করা প্রয়োজন।" ওয়াশিংটন উত্তরে বললেন যে তিনিও মনে করেন যে বাধনটা ক্রমশই শিথিল হয়ে পড়ছে কিন্তু এর বেশী কিছু তিনি বিশদভাবে বললেন না।

আমরা আবার এখানে বলছি ওয়াশিংটন বোকা বা দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন একথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নয় আমরা শুধু বলতে চাই যে ওয়াশিংটনের হাতে তৈয়ারী কোন সমাধান ছিল না। আমেরিকার চাষী এবং ব্যবসায়ীদের অবস্থা ভালই ছিল। কংগ্রেসও পুরাপুরি অক্ষম ছিল না বরং ন্যায় সঙ্গত সরকার বলতে কংগ্রেসকেই বোঝাতো। কংগ্রেস যদি নিজেকে বদলাতে অনিচ্ছুক থাকে তবে বিশেষ প্রয়োজনে আহুত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে কি কংগ্রেস বাধ্য। জনসাধারণ কি রায় দেবেন? রাজ্যসমূহের মনোভাব কি হ'বে? অন্য দিকে আবার কংগ্রেস দেশকে শক্তিশালী জাতীয় সরকার দিতে পারে নি। রাজ্যসমূহ কংগ্রেসের প্রতি অত্যন্ত বিপজ্জনক রকম উদাসীন ছিলেন। আর এক রাজ্য অন্য রাজ্যের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন। কিছু একটা করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

১৭৭৫ সালের মতো ওয়াশিংটন এবারও দুই পক্ষের তর্ক-বিতর্ক অনুধাবন করে নিজের মতামত ঠিক করতে লাগলেন। ১৭৮৬ সালের পয়লা আগষ্ট তিনি তিনটি চিঠি লেখেন। দুটি ফ্রান্সে একটি স্বদেশে।

ফ্রান্সের চিঠি দুটি লেখেন শেভেলিয়ার ডি লা লুজারণে আর আমেরিকার দূত টমাস জেফারসনকে। এ দুটি চিঠির ভাষা আশাব্যঞ্জক। তৃতীয় চিঠিটি তিনি লেখেন নিউ ইয়র্কে জে-কে। এটির ভাষা অত্যন্ত নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক। এ ধরণের বৈষম্যের কারণ কি? একটা কারণ ওয়াশিংটন বিদেশে আমেরিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান নি, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু লাফায়েতের কাছেও। চিঠি লেখাব সময়ও তিনি খানিকটা জোর করে আশাব্যঞ্জক চিঠি লিখতেন। আরেকটা কারণও ছিল। তিনি তখন অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তাই বিভিন্ন পত্রপ্রেরককে বিভিন্ন উত্তর দিয়েছিলেন। তাই নৈরাশ্যবাদী জে-কে তিনি লিখছেন, "আমি নিজেকে কখনই নিরাসক্ত দর্শক বলে মনে করি না......আমি তোমার সঙ্গে একমত যে আমরা ক্রমশই একটা সংকটের মুখে এগিয়ে চলেছি।"

ওয়াশিংটনের কাছে ম্যাসাচুসেটস্-এ শেস্-এর বিদ্রোহ এই সংকটকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। এটা ছিল অসন্তোষের একটা অসংবদ্ধ বিফল বিদ্রোহ। ওয়াশিংটনের কাছে বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থাগুলি দুইই চরম বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক বলে মনে হয়েছিল। তাঁর চিঠিপত্রে শপথসূচক কথাবার্ত্তা খুব কম থাকতো কিন্তু এবার তিনি ফেটে পড়লেন—"সবাই কি পাগল হ'লো না কি? এসব গোলমালের কারণ কি? কিভাবে কখন এ গোলমাল মিটবে?" এসব গোলমালের কথা "টোরী ছাড়া কে ভাবতে পারতো কিংবা ইংরাজ ছাড়া কে জানত? ভগবান, মানুষ কি বিচিত্র? না হ'লে কি সে এত বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে? আমরা খুব তাড়াতাড়ি অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার দিকে এগিয়ে চলেছি?"

তাঁর কি কর্ত্তব্য? কয়েকমাস ধরে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে ইতস্তত করতে লাগলেন। অন্যান্যরা ১৭৮৭ সালের মে মাসের ফিলাডেলফিয়ার সম্মেলনের জন্য কাজ গুছিয়ে চললেন। তিনি ভার্জিনিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগ দিতে রাজী আছেন কি না সে সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে স্পষ্ট মতামত চাওয়া হ'লো। ১৭৮৭ সালে কংগ্রেস নিজেই যখন সম্মেলন আহ্বান সমর্থন করলেন তখন তাঁর অস্বস্তিটা কিছুটা কাটলো। কিন্তু ওয়াশিংটনের অন্যান্য অসুবিধা ছিল। তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন বয়সের চেয়ে বুড়িয়ে পড়ছেন, বাতে পঙ্গু, তার

ওপর টাকা পয়সার টানাটানি চলছে। এর আগেই তিনি একই সময়ে একই জায়গায় অনুষ্ঠিত সিনসিনাটির ত্রৈবার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন। এখন যদি তিনি সম্মেলনে যোগ দিতে যান তাহলে তাঁকে খেলো হ'তে হবে। সবার ওপর ওয়াশিংটন ১৭৮৬ সালের অ্যানাপোলিস সম্মেলনের আরেকটি নিস্ফলা সম্মেলনে যোগ দিতে মোটেও ইচ্ছুক ছিলেন না। উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তের রাজ্যগুলি যদি অ্যানাপোলিসের মতো এখানেও উদাসীন ব্যবহার করে তবে কোন কাজই হয়ে উঠবে না। তার চেয়েও যা ভয়ের কথা তা হ'লো তারা তাদের নিজেদের এবং দেশের ক্ষতি করতে পারে। ষড়যন্ত্র কিংবা প্রহসনের ভাগীদার হ'বার কোন ইচ্ছাই ওয়াশিংটনের ছিল না।

ওয়াশিংটনের এ সময়কার ব্যবহার, তাঁর বিশিষ্ট জীবনীকার ডগলাস সাউথাল ফ্রীম্যানের কাছে খুবই আত্মকেন্দ্রিক বলে মনে হয়েছে। আমেরিকা যখন সর্ব্বনাশের সম্মুখীন ওয়াশিংটন তখন সর্ব্বাগ্রে কেন এগিয়ে এলেন না। আমাদের মনে হয় এটা একটা বড্ড বেশী কঠোর মন্তব্য। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হ'বে ওয়াশিংটন চিরস্থায়ী দপ্তরবিহীন আদর্শ দেশপ্রেমী ছিলেন না একজন রক্তমাংসে গড়া মানুষ ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বীরোচিত ছিল না কিন্তু সেগুলি অকারণও ছিল না। তবু মনে হয় অসাধারণ বিনয় আর তার উল্টো অন্যায় দর্পের প্রকাশ কি একই রকম হয়? তাঁর বেলায় কি তাই হয়েছিল?

হ'তে পারে। তবে এখানে যে জিনিষটা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন তা হ'লো ওয়াশিংটন শেষ পর্য্যন্ত ফিলাডেলফিয়া যাওয়াই ঠিক করেন। তিনি মে মাসের প্রথমভাগে ফিলাডেলফিয়া গিয়ে পৌঁছান, সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লান্তিকর যুক্তি তর্ক এবং দলে টানার কলাকৌশলপূর্ণ সপ্তাহগুলির মধ্যে তাঁর কাজ করে যান, আগষ্ট মাসে সম্মেলন যখন দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ থাকে তখন তিনি ভ্যালী ফর্জ ঘুরে আসেন এখানেই তিনি শিবির ফেলেছিলেন। ট্রেন্টন সহরও তিনি ঘুরে আসেন এখানেই তিনি হেসিয়ানদের অতর্কিতে আক্রমণ করেন। এ স্বল্প বিরতি নিশ্চয় তাঁকে আনন্দ দিয়ে ছিল, অতীতের স্মৃতি

তাঁকে মনে হয় বিচলিত করতো। কিন্তু করলেও আমরা তার খবর জানি না, তাঁর দিনপঞ্জীতে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নেই। সেই গ্রীষ্মকালের ফিলাডেলফিয়ায় তাঁকে যে কাজ করতে হতো সেটা তাঁর যথাযোগ্য কাজ ছিল। একমাত্র কোন বিষয়ে ভোট গ্রহণ সুরু হ'লে তিনি সভাপতির চেয়ার থেকে নেমে অন্যান্যদের সঙ্গে ভোট দিয়েছেন। অন্যান্য সময়ে তিনি একটা নিরপেক্ষ ভাব বজায় রেখে গেছেন। দু পক্ষের বক্তৃতা শুনে অবসর সময়ে তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত গঠন করেছেন। তাঁর ভূমিকাটা ছিল অনেকটা বিচারকের ভূমিকা, উকীলের ভূমিকা ছিল অন্যান্যদের। আরেকজন মাত্র এ ভূমিকা, গ্রহণ করতে পারতেন তিনি হলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (তিনিও প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন)। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিনের বয়স আশীর ওপর হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর অথর্ব্ব না হয়ে পড়লেন তিনি অসুস্থ ছিলেন।

কোন কোন সময় ওয়াশিংটন সংখ্যালঘিষ্টদের সঙ্গে ভোট দিতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই তিনি ফেডারালিষ্টদের পক্ষেই ভোট দিতেন। এই দল শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠনে এবং সরকারের মধ্যে কার্যক্ষম শাসনকর্ত্তার পদসৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। আস্তে আস্তে ফেডারালিষ্ট দলই পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত যে খসড়াটা খাড়া হ'লো তাতে ওয়াশিংটন সমেত কোন প্রতিনিধিই খুশী হ'তে পারলেন না। কেউ কেউ এতদূর বিরক্ত হয়েছিলেন যে তাঁরা ফিলাডেলফিয়া ছেড়ে চলে গেলেন কিংবা খসড়ায় স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলেন। কেউ কেউ স্পষ্টভাবে কেন্দ্রের কাছে প্রদেশের ক্ষমতা অর্পণ পছন্দ করলেন না। ভার্জ্জিনিয়া এবং ম্যাসাচুসেটসএর মতো বড় বড় রাজ্যের প্রতিনিধিরা মনে করলেন তাঁদের শুধুমাত্র কেন্দ্রের কাছেই মাথা নত করতে হ'বে না ডেলাওয়ার বা নিউ জারসীর মতো ছোটখাট রাজ্যের কাছেও ছোট হ'তে হবে। ছোট ছোট রাজ্যের প্রতিনিধিরা আবার কনফেডারেশানে সমান অধিকারের যে সুযোগ ছিল তা ছাড়তে নারাজ ছিলেন। সম্মেলন বেশ কয়েকবার ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে কাজ এগিয়ে চললো। বেশীর ভাগ প্রতিনিধিদের মতো ওয়াশিংটনের ধারণা ছিল যে আপোষ মীমংসার ফল সন্তোষজনক ছিল। রাজনীতিতে

সম্ভবপর যা তা নিয়েই কাজ করতে হয় আর তখনকার পরিস্থিতিতে খসড়া সংবিধানের চেয়ে ভাল কিছু সম্ভবপর ছিল না।

ওয়াশিংটনের অন্তত তাই মনে হয়েছিল। খসড়া সংবিধানে প্রস্তাবিত শাসনকর্ত্তা (প্রেসিডেন্ট), আইন বিভাগ (সেনেট এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস নিয়ে) এবং কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কোর্টের অধীনে অন্যান্য হাইকোর্টসহ বিচার ব্যবস্থা ওয়াশিংটন অনুমোদন করেছিলেন। প্রত্যেকটি বিভাগই অন্যান্য বিভাগ থেকে আলাদা ছিল। তিনি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে এ ব্যবস্থাটা ভালভাবে বুঝতে পারলেন। রাষ্ট্রপতি হ'বেন অনেকটা ভার্জিনিয়ার গভর্ণরের মতো (যদিও তাঁকে লণ্ডনের নির্দ্দেশে কাজ করতে হবেনা বা সেখানকার ভেটো প্রয়োগের ভয় থাকবে না), সেনেট হবে গভর্ণরের উপদেষ্টা পরিষদের মতো (প্রত্যেক রাজ্য থেকে দুজন সদস্য আসার ফলে এর সদস্য সংখ্যা ২৬ জন অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে)। আর হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ হবে ভার্জিনিয়ার আইনসভার মতো। বাস্তবিকপক্ষে এখানে ভার্জিনিয়ার অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশী সদস্য থাকবে। ভার্জিনিয়ার জন-সংখ্যা বেশী হওয়ার দরুণ ভার্জিনিয়ার থাকবে দশ জন সদস্য যেখানে রোড আইল্যাণ্ড রাজ্যের থাকবে মাত্র একজন।

সদস্য রাজ্যগুলির কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকলেও ওয়াশিংটনের যা সবচেয়ে ভাল লাগলো তা হ'লো সংবিধানের সাধারণতান্ত্রিক রাজ্যগঠনের প্রচেষ্টা। এতদিন কংগ্রেসের যে সব ক্ষমতা কাগজে কলমে ছিল সেগুলি তো বাস্তবিকপক্ষে থাকলোই, উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে নতুন ক্ষমতা দেওয়া হলো। এর ফলে ঐক্যবদ্ধভাবে বৈদেশিক রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে। কর সংগ্রহে অসুবিধা হবে না, অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। আর আমেরিকার আইন মেনে চলা নাগরিকরা জমিদারই হোন, কৃষকই হোন, কারখানা মালিকই হোন বা ব্যবসায়ীই হোন অনেক সহজভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন।

সেপ্টেম্বর মাসে মাউন্ট ভারননে ফেরবার সময় ওয়াশিংটনের সান্ত্বনা রইলো তিনি তাঁর কর্ত্তব্য ভালভাবেই সম্পাদন করেছেন। তাঁর গৃহ নির্ম্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একমাত্র এখন বায়ু নির্দ্দেশক

হিসাবে একটি শান্তির পারাবত বসানো হ'চ্ছে। সংবিধানের কাজ কিন্তু এখনো বাকী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রাজ্য আইনসভাগুলির অনুমোদন লাভ করে কার্য্যকরী হ'তে পারছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ অসমাপ্তই থাকবে। ওয়াশিংটনের জীবনের নূতন অধ্যায়ের সুরু হ'লো। ফিলাডেলফিয়া যাত্রার পূর্ব্বে তাঁর জীবনে যে অনিশ্চয়তা ছিল এবারও তার কিছু কমতি রইলো না। তিনি সংবিধান সমর্থন করবেন কথা দিয়েছিলেন তাঁর সাধ্যমতো তিনি করলেনও। তাঁর নিজের রাজ্য ভার্জিনিয়ায় তাঁর সমর্থন নিশ্চয় কার্য্যকরী হ'বে কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল তাতে তিনি বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। ফিলাডেলফিয়ার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলো যে তাঁরা তাঁদের প্রতি যে নির্দ্দেশ দিয়ে ছিল তা অতিক্রম করেছেন (এ অভিযোগের মধ্যে হয়তো কিছুটা সত্য ছিল)। তাঁরা গোপনে মিলিত হ'ন এবং তাঁদের আলোচনার খবর শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর্য্যন্ত গোপন রাখা হয়। তাঁরা ষড়যন্ত্রকারী, অভিজাত শ্রেণী স্থাপনে ইচ্ছুক এ অভিযোগও কেউ কেউ করলেন। কেউ কেউ আবার প্রস্তাব করলেন যে প্রথম সম্মেলন বড্ড তাড়াহুড়া করেছেন তাই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য দ্বিতীয় আরেকটি সম্মেলন ডাকা হোক। সংবিধান রচয়িতার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছিল এগুলি তারমধ্যে কয়েকটি মাত্র। রোড্ আইল্যাণ্ড তো ফিলাডেলফিয়াতে কোন প্রতিনিধি পাঠায় নি। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যেও অনুমোদন লাভ হওয়া শক্ত বলে মনে হচ্ছিল। সংবিধান রচয়িতাদের বিরোধিতা শুধুমাত্র ঋণী বা অখ্যাত লোকদের কাছ থেকেই এলো না কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি সংবিধানের বিরোধিতা করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নিউ ইয়র্কের ক্লিনটন, ম্যাসাচুসেটস্ এর গভর্ণর জন হ্যানকক আর ওয়াশিংটনের নিজের রাজ্যের প্যাট্রিক হেনরী, রিচার্ড হেনরী লী, এডমণ্ড র‍্যানডল্‌ফ এমন কি ওয়াশিংটনের পুরাতন বন্ধু এবং প্রতিবেশী জর্জ্জ ম্যাসন পর্য্যন্ত।

সংবিধান গৃহীত হবার জন্য তেরটি রাজ্যের মধ্যে নয়টি রাজ্যের অনুমোদন লাভ করা প্রয়োজন ছিল। ১৭৮৮ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে পাঁচটি রাজ্যের অনুমোদন পাওয়া গেল। ফেব্রুয়ারী মাসেও

ম্যাসাচুসেটস-এর অনুমোদন পাওয়া গেল না। ভোটের ব্যবধান খুবই কম হ'লো তাও অবার ফেডারালিস্ট দল হ্যানককে বোঝালো যে তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হ'বে আর ভার্জিনিয়া যদি সংবিধান অনুমোদন না করে তবে তো ওয়াশিংটন আপনা থেকেই বাদ পড়ে যাবেন তখন হ্যানকক চাই কি প্রেসিডেন্টও হয়ে যেতে পারেন। হ্যানকক তাঁর মত বদলালেন। শুধু মত বদলালেন না তিনি একটি নূতন মূল্যবান কথা বললেন যেটা অন্যান্য রাজ্যগুলিও পরে গ্রহণ করেন। তিনি বললেন যে সংবিধান অনুমোদন লাভ করে সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা সংবিধান সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ এসেছে সেগুলিকে ঠিক করে নিতে হ'বে। এর ফলে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের মতো সংবিধানে অধিকারের সনদও থাকবে।

আরো দুটি রাজ্যের অনুমোদন লাভ করলে সংখ্যাটা দাঁড়ালো আট-এ। ভার্জিনিয়ায় প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ ভোট যুদ্ধের পর জুন মাসে সংবিধান অনুমোদন করলে। আরো ভাল খবর পাওয়া গেল যখন জানা গেল যে নিউ হ্যাম্পশায়ারও সংবিধান অনুমোদন করেছে। অনুমোদনকারী রাজ্যের সংখ্যা দাঁড়ালো দশ-এ। প্রয়োজনের চেয়ে এক বেশী। এই সুখবরটি আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন প্রমুখ ফেডারালিষ্ট দলের গোঁড়া সমর্থকরা তাঁদের রাজ্য নিউ ইয়র্কে বিরোধী পক্ষকে কাবু করবার জন্য প্রয়োগ করলেন। ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন শেষ হবার এক বৎসর পর সম্মেলনের খসড়া সংবিধান ১৩টি রাজ্যের মধ্যে এগারোটি রাজ্য হয় সোজাসুজি নয় কোন প্রস্তাব সাপেক্ষে মেনে নিলেন। একমাত্র নর্থ ক্যারোলাইনা এবং রোড্ আইল্যাণ্ড বাইরে রইলেন। তাঁদের বিরোধিতা দুঃখদায়ক হ'লেও সর্ব্বনাশা হ'লো না।

এর পর কি করা প্রয়োজন? এখন কংগ্রেস ভেঙে ফেলে নূতন কংগ্রেস গঠন করা প্রয়োজন ছিল। নতুন সরকারের রাজধানী কোথায় হ'বে সে নিয়ে একটা গোলমাল উঠলেও শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'লো যে আপাতত নিউ ইয়র্কেই রাজধানী থাকবে। ওয়াশিংটন যে প্রথম প্রেসিডেন্ট হ'বেন এটা মোটামুটি সকলেই ধরে নিয়েছিলেন। ফেডারালিষ্টরা তাঁর নাম সংবিধান নিয়ে বিতর্কের সময় যথেচ্ছ ব্যবহার করতেন। একজন প্রস্তাব করলেন যে ফেডারালিষ্টদের "ওয়াশিংটোনিয়ানস" নাম দেওয়া

হ'ক এবং ম্যাসাচুসেটস্ এর বিদ্রোহী ড্যানিয়েল সেইস্ এর নামানুসারে বিরোধীপক্ষের নাম দেওয়া হ'ক "সেসাইটস্"। সংবিধান খসড়া প্রকাশ করার পর সকলেই ধরে নিলেন একমাত্র ওয়াশিংটনই প্রেসিডেন্ট পদের উপযুক্ত। একমাত্র তাঁকেই তেরটি রাজ্যের লোকই চিন্‌তো এবং বিশ্বাস করতো। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে বাদ দিলে একমাত্র তাঁরই এই বিরাট পদপূরণের প্রয়োজনীয় গুণাবলী, সুনাম এবং ব্যক্তিত্ব ছিল। ১৭৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে লাফায়েত তাঁকে এক চিঠিতে লিখলেন: "আমেরিকার নামে, মনুষ্য জাতির নামে, আপনার সুনামের নামে, হে আমার প্রিয় জেনারেল আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, প্রথম কয়েক বৎসর এ পদ গ্রহণ করতে আপনি অস্বীকার করবেন না। একমাত্র আপনিই এই রাজনৈতিক কাঠামো ঠিক রাখতে পারেন।"

ওয়াশিংটনের নিজের মনে এধারণাটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া জাগাল। তিনি একসঙ্গে আনন্দিত, বিচলিত এবং ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁকে যে সম্মান দেওয়া হচ্ছিল সেটা বিরাট সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যতক্ষণ তিনি প্রেসিডেন্ট না হচ্ছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কিভাবে এ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন? মোটামুটি সবাই ধরে নেওয়া এক জিনিষ, আর নির্ব্বাচন আরেক জিনিষ। তাঁকে যদি রাষ্ট্রপতির পদ দেওয়া হয় তো তাঁকে গ্রহণ করতেই হ'বে। কিন্তু গ্রহণ করলে তিনি আরো চার বছরের জন্য লোকচক্ষুর সামনে তাদের আলোচনার বস্তু হ'য়ে দায়িত্ব-পূর্ণ জীবন কি করে কাটাবেন? অন্য আর কেউ তাঁর চেয়ে ভাল-ভাবে করতে পারতেন না বা তাঁর চেয়ে একাজের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর নিজের যথাযোগ্য প্রস্তুতি আছে? তিনি বললেন, "আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একটা অচেনা জায়গায় ঢুকছি আর চারিধারেই যেন ঘনমেঘাচ্ছন্ন"। ১৭৮৮ সালের শরৎকালে যখন তিনি একথা লিখলেন তখন তাঁর বন্ধুবান্ধবরা ধরেই নিয়েছেন যে তিনিই প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হ'বেন। সারা শীতকাল তাঁরা সবসময় তাঁর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ওয়াশিংটনকে সজাগ রাখলেন আর ওয়াশিংটন নিরানন্দ হয়ে তাঁর আগামী পরীক্ষার কথা ভাবলেন। ১৭৮৯ সালে যে খবর আসবেই সে খবরের প্রতীক্ষা করার সময়ে তাঁর বন্ধু হেনরী নক্সকে এক চিঠিতে তিনি জানান:

"অপরাধীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় তার যে মনোভাব হয় আমি যখন এ পদ গ্রহণ করতে যাব তখন আমার মনোভাবও তা'ছাড়া অন্যরকম কিছু হ'বে না। পুরো জীবনটাই প্রায় জনসাধারণের কাজে কাটিয়ে জীবনের সায়াহ্নে নিজের শান্তিময় জীবন ছেড়ে কোন রকম রাজনৈতিক ক্ষমতা, দক্ষতা এবং ইচ্ছা না থাকা সত্বেও বিপদ সমুদ্রে হাল ধার আমার এতটুকু ইচ্ছা নেই। আমি জানি এ অভিযানে আমার দেশবাসীর শুভেচ্ছা, আমার নিজের সুনাম, আমায় সাহায্য করবে, কিন্তু একমাত্র ভগবানই জানেন এর ফল কি দাঁড়াবে।"

রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রথমবার—১৭৮৯-১৭৯৩

এক পক্ষকাল পরে আশঙ্কা না থাকলেও যে উৎকণ্ঠা ছিল তার অবসান হ'লো। কংগ্রেস তাঁকে জানালেন যে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সব কটি ভোট পেয়ে তিনি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। আর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট পেয়ে ম্যাসাচুসেটস্-এর জন আড্যামস ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হয়েছেন। খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটন নিউ ইয়র্কের পথে যাত্রা করলেন। নিউ ইয়র্ক যেতে হ'লে তখন আট দিন লাগতো তার ওপর রাস্তাও ছিল কাদায় ভরা। কিন্তু সারা রাস্তাই তিনি প্রচণ্ড সম্বর্দ্ধনা পেলেন। ফুল, নিশান, তোরণ, অভিনন্দন, পত্র, সৈন্যরক্ষী এবং কাগজে কাগজে "আমাদের বরণীয় নেতা এবং শাসকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি "কোন কিছুরই অভাব হলো না। দর্শকদের চোখে তাঁকে মহিমাময় বলে মনে হচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে তিনি ভীত হয়ে পড়ছিলেন। অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের সামনে তাঁর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু জনপ্রিয়তার যত নতুন নতুন পরিচয় তিনি পেতে লাগলেন ততই তিনি আরো বেশী চিন্তিত হ'য়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর স্বদেশ-বাসীরা তাঁকে মহামানব বলে চিত্রিত করে তাঁর কাছ থেকে মহামানবের কার্য্যক্ষমতাও আশা করছেন। সুতরাং তাঁকে কি করতে হ'বে

পরিষ্কার করে না জানলেও তিনি অসমর্থ হলে তাঁর পতন মহাপতনের রূপ নেবে। তাঁর সমস্যা ছিল বহুবিধ। তেরটি অসম রাজ্য তার মধ্যে আবার দুটি তখনও সংবিধানভুক্ত হয় নি। সংবিধানও প্রতিষ্ঠিত হয় নি, প্রত্যেকটি রাজ্যই তাদের "সার্ব্বভৌমত্ব" সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। রাজ্যগুলি অতলান্তিক সমুদ্রতীরে পনের শ' মাইল অবধি বিস্তৃত। জনসংখ্যার ঠিক সংখ্যা জানা ছিল না তবে চল্লিশ লক্ষের কিছু কম হবে। এর এক পঞ্চমাংশ ছিল নিগ্রো ক্রীতদাস। নতুন জাতি, জাতীয়তাবোধ যাদের মধ্যে নতুন জেগেছে—যারা সবে প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠনের চেষ্টা করছে—যাদের ঋণভার বিরাট, বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় প্রচুর, তাদের সমস্যার শেষ কোথায়? সব চেয়ে খারাপ যদি হয় তবে কি হ'বে?

কিন্তু ওয়াশিংটনের একটা বিরাট গুণ ছিল তিনি কখনো দিশাহারা হ'তেন না। কেউ কেউ বিপদের মুখে হয় জড় ভরত হয়ে পড়েন কিংবা অত্যুৎসাহে লক্ষ্যহীনভাবে কাজ শুরু করে দেন। ওয়াশিংটন বিপদের মুখে একটু বেশী সাবধানী হয়ে চলতেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি হাতের কাজ শেষ করবার জন্যও আরো বদ্ধপরিকর হয়ে উঠতেন।

আমেরিকার এই বিরাট ঐতিহাসিক মুহূর্ত্তে, আমেরিকার প্রধান শাসন-কর্ত্তা হয়তো কোন কোন তিক্ত সমালোচককে সন্তুষ্ট করে উঠতে পারেন নি এবং ১৭৮৯ সালের ওয়াশিংটনকে পছন্দ করেন না এমন দু'একজন সমালোচক ছিলেন বই কি। ওয়াশিংটনকে একটু কাঠখোট্টা বলে সেদিন মনে হয়েছিল। ওয়াশিংটনের নিজের প্রচুর ভাবনা ছিল ব্যক্তিগত ঋণ, তাঁর অবর্ত্তমানে মাউণ্ট ভারননের তদারকী, নিউ ইয়র্কের বাড়ী সুষ্ঠুভাবে সাজানোর চিন্তা, আবার প্রোটোকল ঠিক করা। কেউ যদি বলে তিনি অবসর গ্রহণ করবার মিথ্যা কথা কেন বলেছিলেন (কেউ বল্‌তো না অবশ্য) এই সব নানা চিন্তা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। অন্তত পেনসিলভ্যানিয়ার একজন শ্রদ্ধাহীন সেনেটর উইলিয়াম ম্যাকলের চোখে তাঁকে কাঠখোট্টা বলে মনে হয়েছিল। অর্দ্ধেক ঠাট্টা করে আর অর্দ্ধেক ঘটনার গুরুত্বে অভিভূত হয়ে তিনি লিখলেন :

"বন্দুকের কামানের মুখে দাঁড়িয়েও ভদ্রলোক কখনও এতদূর উত্তেজিত বা অস্থির হয়ে পড়েন নি। তিনি কাঁপছিলেন, কখনো পড়তে গিয়ে

হোঁচট খাচ্ছিলেন অথচ তিনি তাঁর ভাষণ আগে অনেকবার পড়ে নিয়েছিলেন।"

তাঁর ভঙ্গীগুলি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হয়েছিল বলে ম্যাকলে অভিযোগ করেছেন। তাঁর জামাকাপড়ও অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। ওয়াশিংটন পরে আমেরিকায় তৈয়ারী একটি জামার সঙ্গে ইউরোপীয় রীতিতে সিল্কের মোজা এবং তরবারী নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণেও স্মরণীয় কিছু ছিল না। তাঁর ভাষণে তিনি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, সরকারী ভাষায় সন্তোষজনকভাবে, কিন্তু তাতে অবিস্মরণীয় কোন কথা ছিল না।

ম্যাকলে ছাড়া অন্যরা কিন্তু ওয়াশিংটনকে দেখে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে চটপটে ভাব না থাকাটা কেউ দোষের বলে গণ্য করেনি বরং তাতে তাঁকে আরো বিশ্বস্ত বলে মনে হয়েছে। ওয়াশিংটন যেটা মোটামুটি জানতেন, এখন নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করলেন যে জনসাধারণের মনে তাঁর যে স্থান রয়েছে সেটা তাঁর একটা মস্ত সহায়। অন্যান্য ব্যাপারগুলিও তাঁর সহায় ছিল। তিনি একজন বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ বা কুশলী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, সংবিধানের ব্যাপারে পণ্ডিত বা পাক্কা বৈদেশিক জ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন না। কিন্তু সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে এবং সাংবিধানিক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে তিনি সরকারের এই সব বিষয় এবং অন্যান্য বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাছাড়া উইলিয়ামসবার্গ এবং অন্যান্য জায়গায় অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা তো ছিলই। তিনি উচ্চস্তরের রাজনীতি না জানলেও তাঁর সৎস্বভাব যথোপযুক্ত কাজ করার ক্ষমতা এবং সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করার ক্ষমতা থাকাতে সে অভাব কখনো পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে নি। নতুন সরকারের উচ্চপদগুলির জন্য প্রচুর উমেদার জুটে গিয়েছিল, কিন্তু ওয়াশিংটন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুবুদ্ধির ফলে কাঠখোট্টা ভাষায় কাউকেই কোন আশা দিতে অস্বীকার করেন। ওয়াশিংটন যখন নিউ ইয়র্কে এলেন তখন হৃদয় তাঁর ভারাক্রান্ত হতে পারে কিন্তু হাত পরিষ্কার।

সৌভাগ্যক্রমে ১৭৮৯ সালের গ্রীষ্মকালে কোন বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'ল না। কংগ্রেসের মিলিত হ'তে কিছুটা সময় লাগলো এবং

প্রথমে কার্য্যপদ্ধতির খুঁটিনাটি ঠিক করতেই অনেক সময় কেটে গেল। কংগ্রেসের সদস্যদের সম্পর্কটা সমস্তই মধুর বলে মনে হ'ল না। প্রথমেই রাজধানী নির্ব্বাচনে যে তুমুল এবং দীর্ঘকালব্যাপী বিতর্ক চললো তাতে বোঝা গেল যে প্রাদেশিক মনোভাব তখনো যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয়, আরো বড় মতভেদের সূচনাও যেন প্রত্যক্ষ করা গেল। কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করতেই হ'বে যে কংগ্রেস এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি বিস্ময়কররকম দ্রুততার সঙ্গে নতুন সংবিধান গ্রহণ করলেন। অধিকার সনদ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধানের সংশোধনী ধারাগুলি রচিত হ'লে রাজ্যসমূহ বিশেষ কোন গোলমাল না করেই সেগুলি গ্রহণ করে নিলেন। এরপর উত্তর ক্যারোলাইনা এবং রোড্ আইল্যাণ্ড দুটি রাজ্যই সংযুক্তিভুক্ত হ'লেন। সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় বিচারপদ্ধতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন আইনও ১৭৮৯ সালে পাশ হয়ে গেল। ওয়াশিংটন কার্য্যভার গ্রহণ করবার কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন সংবিধান তার নিজস্ব রূপ নিতে সুরু করলো। এটাকেই সকলে বিনা দ্বিধায় প্রামাণিক বলে মেনে নিলেন। বাস্তবিক পক্ষে ওয়াশিংটন যেমন একদিক দিয়ে আমেরিকার সংযুক্তির প্রতীক বলে পরিগণিত হ'তেন সেই ভাবে সংবিধানও অন্য দিকে সেই সংযুক্তির আরো অনেক বেশী স্থিতিশীল দ্বিতীয় প্রতীক হিসাবে পূত আসন আস্তে আস্তে লাভ করছিল। জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে তাঁর স্বদেশবাসীরা যতটা শ্রদ্ধা করতেন তার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধাকরতেন গণ-তান্ত্রিক প্রতিনিধিমূলক সরকারকে। তাঁরা এর বিভিন্ন রকমের সংজ্ঞা দিতেন। কংগ্রেসের বিতর্ক কখনো কখনো অত্যন্ত প্রচণ্ড আকার ধারণ করতো কখনো নীচ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতো। কিন্তু সব সময়ই তাঁরা তাঁদের পরিচিত পার্লিয়ামেন্টারী প্রথাকে মেনে নিতেন। সংবিধান যে কার্য্যক্ষম হ'লো তার কারণ বেশীর ভাগ আমেরিকানই এ সংবিধান মেনে নিয়েছিলেন। এটুকু না থাকলে ওয়াশিংটনের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য ছিল।

১৭৮৯ সালের নতুন সরকার পুরাতন সরকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার ফলে একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা হওয়াতে ওয়াশিংটনের কাজের আরো সুবিধা হয়ে গেল। প্রাক্তন কংগ্রেসের সুযোগ্য সচিব উইলিয়াম

জ্যাকসনকে তাঁর নিজস্ব সচিবদের মধ্যে পেয়ে ব্যক্তিগতভাবে ওয়াশিংটনের লাভ হয়েছিল। এঁদের মধ্যে টোবিয়াস লীয়ার, ডেভিড হামফ্রীস্ প্রভৃতি নাম করা লোকরাও ছিলেন। পুরাতন শাসন বিভাগগুলির বজায় থাকাতে ওয়াশিংটনের আরো সুবিধা হয়েছিল। এইসব বিভাগের বড় কর্ত্তাদের অনেককেই ওয়াশিংটন আগে থাকতে চিনতেন। সংবিধানে বিভাগগুলি সম্বন্ধে কিছু পরোক্ষ উল্লেখ ছিল মাত্র। কংগ্রেস এই বিভাগগুলিকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করলেন। কিছু বিতর্কের পর কংগ্রেস এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন। তাঁরা ঠিক করলেন বিভাগীয় কর্ত্তাদের নিযুক্ত করবার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অপসারণের ক্ষমতাও প্রেসিডেন্টের থাকবে।

ওয়াশিংটনের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ম্যাসাচুসেটস-এর হেনরী নকসকে ওয়াশিংটন যুদ্ধসচিবের পদে বহাল রাখলেন। নিউ ইয়র্কের জন জে যিনি ১৭৮৪ সাল থেকে বৈদেশিক দপ্তরের সচিবের কাজ করে আসছিলেন তিনি প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হ'লেন। জে'র পুরাতন দপ্তরের নতুন নাম হ'লো ডিপার্টমেন্ট অফ ষ্টেট এবং এ বিভাগের সচিব হিসাবে ওয়াশিংটন তাঁর ভার্জিনিয়ার বন্ধু তীক্ষ্ণধি টমাস জেফারসনকে নিযুক্ত করলেন। আরেকজন ভার্জিনিয়াবাসী এডমণ্ড র‍্যান্‌ডলফ (ততদিনে র‍্যানডলফের সংবিধান সম্বন্ধে আপত্তি দূর হয়ে গেছে) এ্যাটর্নী জেনারেলের পদ পেলেন। বৈদেশিক দপ্তরের সমান মর্য্যাদা সম্পন্ন অর্থদপ্তর এতদিন একটি ছোট কমিটি দ্বারা পরিচালিত হ'ত। ওয়াশিংটন এ দপ্তরের ভার একজন লোকের ওপর ন্যস্ত করলেন। তিনি আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্‌টন। হ্যামিলটনের বয়স ত্রিশের কোঠায় হলেও তিনি সৈনিক হিসাবে, আইনজ্ঞ হিসাবে এবং চিন্তাশীল হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি ইতিমধ্যেই লাভ করেছিলেন। অর্থদপ্তরের প্রাক্তন সদস্য স্যামুয়েল অস্‌গুড পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদ লাভ করলেন। এ দপ্তর একদা বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন পরিচালনা করেন। এঁরা প্রত্যেকেই প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজ নিজ দপ্তরেব সম্বন্ধে এঁদের কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। বাস্তবিকপক্ষে নিউ ইয়র্কে তখন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন না কোন রকমে অংশ গ্রহণকারীদের প্রচণ্ড ভীড়। যেমন ধরুণ জেমস্ ম্যাডিসন। ম্যাডিসন ভার্জিনিয়ার

বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে সেনেটর নির্ব্বাচিত না হ'তে পারলেও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ এর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দেখতে পাই ওয়াশিংটন সংবিধানে উল্লিখিত বিষয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় কংগ্রেসের আইনগুলি প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। কিন্তু বহু বিষয়ই সংশয়পূর্ণ ছিল। তার মধ্যে ছিল বিরাট একটা প্রশ্ন রাষ্ট্রপতির সঠিক স্বরূপ কি হ'বে? ওয়াশিংটন এবং তাঁর অন্যান্য সমসাময়িকদের ধারণা ছিল যে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের দুই বিভাগের সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষমতা একই সঙ্গে ব্যবহার করলেও প্রেসিডেন্ট একটু স্বতন্ত্র থাকবেন। সাংবিধানিক সম্মেলনে ফ্র্যাঙ্কলিন প্রেসিডেন্টের কোনরূপ মাহিনার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে "সম্মানীয় পদ" যদি "লাভজনকপদ" হয় তবে নানা গোলমাল, লোভ এবং কুচক্রের সৃষ্টি হ'বেই। সর্ব্বাধিনায়ক থাকাকালীন অবস্থায় ওয়াশিংটন কোন বেতন গ্রহণ করেন নি শুধুমাত্র তাঁর খরচপত্র গ্রহণ করেছিলেন। ওয়াশিংটন উদ্বোধনী ভাষণে বললেন যে এবারও তিনি একই পন্থা অনুসরণ করবেন। এই সুপারিশ গৃহীত হ'লে তিনি ভীষণ বিপদে পড়তেন। তিনি এবং তাঁর উত্তরসূরীদের সৌভাগ্যক্রমে শেষ পর্য্যন্ত এই সুপারিশ গৃহীত হয় নি। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের মাহিনা হিসাবে বার্ষিক ২৫,০০০ ডলার বরাদ্দ করেন। ১৭৮৯ সালে এ মাহিনাটি বিরাট বলতেই হ'বে। বৈদেশিক রাষ্ট্র সচিবের মাহিনা এবং অর্থসচিবের মাহিনা বার্ষিক সাড়ে তিন হাজার ডলারে নির্দ্দিষ্ট হয়। কংগ্রেসের সদস্যদের ভাতা ছিল দৈনিক ছয় ডলার।

সুতরাং তিনি উচ্চমানের জীবন যাপন করেন এ আশাই সকলেই করছিলেন। কিন্তু ধাঁধার ভাষায় বলতে গেলে প্রশ্ন থেকে যায় কতটা উঁচু হ'লে উঁচু বলা যায়? এর কোন সঠিক উত্তর ছিল না। একটু জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করেন তো ম্যাকলের মতো লোকেদের বিরাগ ভাজন হ'তে হ'বে লোকে তাকে বলবে। তিনি রাজকীয় বৈভবের মধ্যে বাস করছেন আবার যদি খুব সাধারণভাবে বাস করেন তো তাতে প্রেসিডেন্টের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে। ওয়াশিংটন এ প্রশ্নের যে মীমাংসা করলেন তাতে তাঁর স্বদেশবাসীরা যথেষ্ট প্রীত হ'লেন। এ

মীমাংসার আভাষ আমরা তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের দিন পরিহিত পোষাকের মধ্যেই পেয়েছিলাম। তিনি সেদিন সাধারণ ভদ্রলোকের মতো পোষাক পরে এসেছিলেন, কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে সে পোষাক ছিল একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের। মর্য্যাদাবোধ এবং সাধারণ বুদ্ধি ছিল তাঁর পথ প্রদর্শক। তাঁর উপাধি কি হ'বে? সেনেটের সভাপতি হিসাবে জন অ্যাডামস রাজকীয় উপাধি সুপারিশ ক'রে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন। সেনেটের সুপারিশ ছিল তাঁর উপাধি হ'ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাননীয় প্রেসিডেন্ট এবং স্বাধীনতার রক্ষাকর্ত্তা", হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস অন্যদিকে শুধুমাত্র "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট" এই উপাধির পক্ষপাতী ছিলেন। ওয়াশিংটন এ বিতর্ককে বিচক্ষণভাবে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে দিলেন এবং ক্রমশ তাঁর পদবী সোজাসুজি "মিঃ প্রেসিডেন্ট"তে দাঁড়িয়ে গেল (যদিও কথিত আছে ওয়াশিংটনের নিজের মত ছিল "প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট" এই পদবী গ্রহণ করার পক্ষে) আপ্যায়ন এবং জনসাধারণের সঙ্গে দেখাশুনার ব্যাপারেও তিনি সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাই পরিচালিত হ'তেন। মাউন্ট ভারননে তিনি সকলের জন্য অবারিত দ্বার রেখেছিলেন। নিউ ইয়র্কে সেটা যে সম্ভব নয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাই অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সপ্তাহে একটা করে দিন রাখতেন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করা যেত। এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর কেউ কেউ নৈশভোজও খেয়ে যেতেন। তিনি কখনো ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না। তিনি নাটক দেখতে ভালবাসতেন তাই মাঝে মাঝে তাঁকে দর্শকমণ্ডলীর সঙ্গে বসে নাটক দেখতে দেখা যেত। তাঁর সচিবদের পরামর্শ মতো তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনে যেতেন। এ ব্যাপারেও তাঁর মধ্যে একটা সমতা আনার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি। ১৭৮৯ সালে তিনি নিউ ইংলণ্ড পরিদর্শনে গেলেন, দু বৎসর বাদে গেলেন দক্ষিণ রাজ্যগুলি পরিদর্শনে।

তাঁর ব্যবহার হয়তো একটু বেশী রকম মার্জ্জিত ছিল। কংগ্রেসের সম্বন্ধে তাঁর ব্যবহার সম্বন্ধে এটা তো নিশ্চয় প্রযোজ্য। একে অন্যের সঙ্গে যথাসম্ভব ভব্যতা রক্ষা করে চলতেন। ভদ্র ব্যবহার বেশী হ'লে সেটা কোনমতেই আর সহজ ব্যবহার থাকে না। তাঁর ভাষণের উত্তরে

কংগ্রেস অত্যন্ত ভদ্র উত্তর পাঠাতেন। উত্তরের উত্তর যেত, তার আবার উত্তর আসতো। সংবিধানের জনকরা যে জিনিষ হতে পারে ভাবেননি তাই হ'লো। ওয়াশিংটন এবং সেনেটের মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চললো। এটা বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। সরকারের সমস্ত বিভাগই তাঁদের মর্য্যাদা, অধিকার এবং নজীর সৃষ্টি সম্বন্ধে বড্ড বেশী সচেতন ছিলেন। কিন্তু কিছুটা মনান্তর এবং ভুল বোঝাবুঝিও ছিল। সেনেট ওয়াশিংটনের উপদেষ্টামণ্ডলী না হয়ে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চললো। ওয়াশিংটন সেনেটে সশরীরে একবার মাত্র এসেছিলেন। বৈদেশিক নীতি নিয়ে আলোচনা করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ বিষয়টিতে সিনেট এবং প্রেসিডেন্টের যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর আগমন কিন্তু সফল হয় নি। ম্যাকলের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে ওয়াশিংটন উদ্ধত এবং অসহিষ্ণু ব্যবহার করেন এবং সেনেট তাঁর মতে তাড়াতাড়ি মত না দেওয়ায় চটে গিয়ে সেনেট ত্যাগ করেন।

সে যাই হোক, এমন কি ম্যাকলেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে কিছুক্ষণ মুলতুবী থাকার পর সেনেটের অধিবেশন শুরু হ'বার সময় ওয়াশিংটন অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। ওয়াশিংটন আর কখনো যেমন সেনেটের কাছে পরামর্শ চাইতে আসেন নি তেমনি সেনেটের সঙ্গে তিক্ত ব্যবহারও আর করেন নি। এমনিতেও ওয়াশিংটনকে সৎ পরামর্শ দেবার লোকের অভাব ছিল না। প্রথম কয়েক বছর জেমস্ ম্যাডিসনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ম্যাডিসন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁর খসড়াপত্র করে দিতেন এবং সংবিধান সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন। প্রথমবার রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পর তিনি অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ১৭৯২ সালে ম্যাডিসনই পরে যেটা বিখ্যাত বিদায় বাণী বলে প্রসিদ্ধ লাভ করে, তার প্রথম খসড়াটি করে দেন। তিনি আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের পরামর্শের ওপরও খুব নির্ভরশীল ছিলেন। আরেকটু কমভাবে তিনি জন জে এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস্-এর পরামর্শও শুনতেন। আস্তে আস্তে তিনি বিভাগীয় বড়কর্ত্তাদের ওপরও নির্ভর করতে শুরু করেন। এটা পরিকল্পনা-বিহীন ভাবেই গড়ে উঠলো। কেউই প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রীরূপে দেখতে

চান নি অথচ তাঁর প্রথমবারের কার্য্যকালে শেষে তাঁর প্রায় একটি "মন্ত্রণাসভা" তৈয়ারী হয়ে গিয়েছিল। লোকে কথাটা ব্যবহার করতেও শুরু করেছিল।

পরিকল্পনাহীন ভাবে গড়ে ওঠা আরো একটা জিনিষের সম্মুখীন ওয়াশিংটনকে হ'তে হয়েছিল তা হ'লো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান। তিনি নিজেও এর কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর এবং ম্যাডিসনের মধ্যে প্রচণ্ড মতদ্বৈধতা গড়ে ওঠে। ম্যাডিসন তাঁর স্বাভাবিক দূরদর্শিতার সঙ্গে স্বীকার করেন সভ্যসমাজে "দলাদলির মনোভাব" থাকবেই এবং কংগ্রেসের এবং প্রেসিডেন্টের একটা কাজ হ'বে এই বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে সমতা আনয়ন করা। প্রেসিডেন্ট হ'বার আগে ওয়াশিংটনও বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ছাড়া সংবিধানের ব্যাপারেও দেশ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তিনি মনে করেছিলেন যে নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে ফেডারেলিষ্ট দলের বিরোধীপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দেবে।

ওয়াশিংটন এবং অন্যান্যরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে সংবিধান গ্রহণের পরও শত্রুতা না কমে বেড়েই চললো। মোটামুটিভাবে ১৭৮৭-১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে যাঁরা সংবিধান সমর্থন করেন তাঁরা যাঁরা সে সময় সমর্থন করেন নি তাঁদের বিরোধিতা করতে লাগলেন। তাঁরা নিজেদের ফেডারেলিষ্ট এবং অ্যান্টি ফেডারেলিষ্ট বলে অভিহিত করতেন এবং শিশুরাষ্ট্রের ভবিষ্যত সম্বন্ধে প্রচণ্ড তর্ক জুড়ে দিলেন। এঁদের মধ্যের সীমারেখাটি খুব নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ম্যাডিসন এবং র্যাণ্ডলফের মতো লোকরা তাঁদের মত পরিবর্ত্তন করেন। এরাই পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকরা ছিলেন। ম্যাসাচুসেটস এর ফিশার এমস্ ছিলেন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস্ ফেডারেলিষ্টদলের সবচেয়ে ভাল বক্তা আর তার সবচেয়ে বড় বিরোধী ছিলেন তাঁরই সহোদর ভাই ন্যাথানিয়েল। ন্যাথানিয়েল কয়েক বছর বাদে ফিশারের শবযাত্রার অনুগামী পর্য্যন্ত হ'ন নি। তাঁর মতে এই শবযাত্রাটা আসলে ফেডারেলিষ্টদের প্রচারের একটা অস্ত্রমাত্র ছিল। তবু ফেডারেলিষ্টরা সাধারণত অর্থশালী ব্যবসায়ী, আইনজ্ঞ প্রভৃতি ছিলেন এবং বেশীর ভাগই পূর্ব্ব রাজ্যগুলির অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের বিরোধীদলের (যাঁরা মবোক্র্যাটস্ বলে পরিচিত ছিলেন—"মবোক্র্যাটস" ছিল অন্য দলের নাম)

বিরোধিতা করার কারণ ছিল বিভিন্ন। কেউ কেউ এখনও শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠনের বিরোধী ছিলেন। এমন কি তাঁরা শাসন বিভাগের কোন রকম ক্ষমতার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা টম পেইনের মতো সরকারকে "সরলতা হারানোর শাস্তি" বলে মনে করতেন। অন্যরা বিশেষ করে যাঁরা পশ্চিমাঞ্চল বা দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন তাঁরা ফেডারেলিষ্টদের স্বার্থপর ব্যবসায়ীদের কুচক্র বলে মনে করতেন।

যে বিবাদ শুরু হ'লো তা চারটি কারণে ওয়াশিংটনের কাছে অসহ এবং রুচিবিগর্হিত বলে মনে হ'ল। প্রথমত সংযুক্তির স্থায়িত্ব কোনমতে বিপদগ্রস্ত হ'তে দেওয়া তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হ'তো। দ্বিতীয়ত বিরোধটা চলছিল তাঁর নিজের বিভাগের মধ্যেই। তৃতীয়ত বিরোধটা বৈদেশিক নীতির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল আর চতুর্থ এটায় তাঁর নিজস্ব সুনাম বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

ওয়াশিংটন যখন ১৭৮৯ সালে প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন তখন তিনি মনে করেছিলেন যে হালের কাছে বসা তাঁর প্রয়োজন। এ বিশ্বাস তিনি গর্ব্ববশত করেন নি। তাঁর দেশবাসীই তাঁকে এ কথা বুঝিয়েছিল। আমরা যদি জলযানের উদাহরণ ব্যবহারই করি তবে বলতে হয় সেদিন গলুই-এর কাছে তাঁর থাকা প্রয়োজন ছিল। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল যে আমেরিকার প্রথম প্রয়োজন হ'ল আত্মবিশ্বাসের। আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠা দেশের মূল বাণী হয়ে ওঠা উচিত। তাঁর বিখ্যাত বিদায় ভাষণে তিনি বলেন যে "মানুষের মতন সরকারের বেলায়ও তার সঠিক চরিত্র তৈয়ারীর জন্য সময় এবং অভ্যাসের প্রয়োজন।" রাষ্ট্রকে ঠিকপথে পরিচালিত করা আসল প্রয়োজন, বাকীটা আপনা থেকেই হ'বে। ছোট একটি নৌবাহিনী এবং সামরিক বাহিনী থাকুক, শান্তিরক্ষক একটি ছোট বাহিনী থাকুক, কর আদায় হোক, লোকে আইন মেনে চলুক আর নিজের জাতির গর্ব্ব মানুষের মনে থাক তারপর ঘটনা প্রবাহ আপনা থেকেই প্রবাহিত হ'বে। এই ছিল ওয়াশিংটনের দর্শন। আমেরিকা এবং সংযুক্তির মধ্যে প্রচুর শক্তি, প্রচুর ক্ষমতা সুপ্ত আছে। এ দর্শন তিনি বাকচাতুর্য্যের সঙ্গে প্রকাশ করতে

পারতেন না কিংবা বিশ্লেষণ করতে পারতেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি শুধু শুধু ফাঁকা কথা বলতেন না। তিনি মনে প্রাণে একথা বিশ্বাস করতেন—অনুভব করতেন।

এই জন্য ওয়াশিংটন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রধান শাসনকর্ত্তার চেয়ে প্রধান বিচারপতি হিসাবেই কাজ করতেন বেশী। তাঁর অর্থ সচিব আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন কিন্তু অনেক বেশী দৃঢ়চেতা ছিলেন। হ্যামিলটন মনে করতেন" সংবিধানকে সব সময়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যদি থামতে দেওয়া হয় তো পেছিয়ে পড়বে। ডেমস্থেনেস্-এর উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলতেন রাজনীতিজ্ঞ "ঘটনাবলীর সামনে থাকবেন" এবং "ঘটনা সৃষ্টি করবেন।" বিশ্বাস সৃষ্টির পরিকল্পনা তৈয়ারী করতে হ'বে, তৈয়ারী করতে হ'বে। আর রাজনীতিজ্ঞ বলতে হ্যমিলটন নিজেকেই বোঝাতেন।

আমেরিকার ইতিহাসে হ্যামিলটন হচ্ছেন সবচেয়ে অদ্ভুত চরিত্র। ওয়াশিংটনের চরিত্র এত ভাল যে আমাদের অবিশ্বাস উদ্রেক করে আর হ্যামিলটনের চরিত্র বিস্ময়কর ভাবে পরস্পরবিরোধী গুণের সমন্বয়ে গঠিত। কখনো তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত আবার কখনো দেখি অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী, কখনো দেখি অত্যন্ত যত্নশীল আবার কখনো দেখি অলস, কখনো কূটবুদ্ধিসম্পন্ন আবার কখনো বেপরোয়া, কখনো শ্লেষপূর্ণ, কখনো ন্যায়পরায়ণ কখনো অত্যন্ত কাজের লোক, কখনো স্বপ্নদ্রষ্টা। এত বিভিন্ন ধরণের পরস্পরবিরোধী গুণাবলীযুক্ত লোককে নিয়ে যে কোন প্রেসিডেন্টই যে কোন সময়ে অসুবিধায় পড়বেন। যে সময় সরকারের কার্য্যপ্রণালী কোনরকম ভাবেই নির্দ্দিষ্ট হয় নি সেই সময় এই তরুণ অস্বাভাবিক রকমের আত্মবিশ্বাসী কর্ম্মচঞ্চল ব্যক্তিটি শাসনবিভাগে নিজ কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করে ওয়াশিংটনকে ক্ষমতাহীন সাংবিধানিক রাজার পদে বসিয়ে নিজে প্রধান মন্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের উচ্চাশা ছাড়াও হ্যামিলটনের এই ভূমিকা গ্রহণের কিছু কারণ ছিল। সমসাময়িক ইংলণ্ডে (যে দেশ সম্বন্ধে হ্যামিলটন অত্যন্ত ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং সে দেশের সংবিধানের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা ছিল) তাঁর চেয়েও কম বয়সে উইলিয়াম পীট একাধারে প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর কাজ

করতেন। আমেরিকার অর্থনীতি কোন না কোন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক ছিল। সুতরাং ওয়াশিংটনের প্রথমবারের কার্য্যকালে হ্যামিলটনের পরিকল্পনা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। তাছাড়া হ্যামিলটনের নিয়োগপত্র এমনভাবে রচিত হয়েছিল যাতে স্পষ্টই বলা হয়েছিল যে অন্যান্য বিভাগীয় কর্ত্তাদের মধ্যে তাঁকেই প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের বিশেষ কাজ গ্রহণ করতে হবে। বিভাগীয় কর্ত্তাদের মধ্যে হ্যামিলটন ছাড়া আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন টমাস জেফারসন, যিনি হ্যামিলটনের কার্য্যভার গ্রহণের ছয় মাস পরে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই ছয়মাস ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় যে সময় ওয়াশিংটন বৈদেশিক ব্যাপারসহ সমস্ত ব্যাপারে হ্যামিলটনের পরামর্শ চাইতেন এবং হ্যামিলটনও অনলসভাবে পরামর্শ দিতেন।

এর ফলে প্রায় সর্ব্বনাশ হয়েছিল কারণ কিছুদিনের মধ্যেই জেফারসনের সঙ্গে হ্যামিলটনের ঝগড়া বেধে গেল। হ্যামিলটন এবং জেফারসনের এই বিবাদ বড় করে দেখিয়ে বোধহয় দেখাতে পারা যায় যে এটা আমেরিকার দুটি বিভিন্ন মূলগত ভাগের প্রতীক মাত্র। অন্যান্য যে কোন বিরোধের চাইতে তাঁদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ ছিল কম তবুও তাঁদের বিরোধের গুরুত্ব কোনমতেই কম করে দেখানো যায় না বা তাঁদের বিরোধে আমেরিকার দলাদলি যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল সেটা অস্বীকার করা যায় না। টমাস জেফারসন হ্যামিলটনের মতোই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন বরং তাঁর খ্যাতি বোধহয় একটু বেশীই ছিল কিন্তু তিনি হ্যামিলটনের মতো কলহপরায়ণ ছিলেন না। হ্যামিলটনের মতো কোন বিরোধে ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়তে চাইতেন তো নাই, বরং তাকে ঘৃণা করতেন এবং হ্যামিলটনের মতো ক্ষমতার উচ্চশিখরে ওঠবার কোন আকাঙ্খা তাঁর ছিল না। উচ্চপদ তাঁকে কোনদিকে প্রলোভিত করে নি। হ্যামিলটন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন (ইয়র্ক টাউনের একটি ছোট দুর্গ তিনি আক্রমণ করেন) এবং আবার ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলেন (যুদ্ধসচিবের কাজ করবার সুযোগ পেয়ে তাঁর নিজের কাজ এবং বৈদেশিক দপ্তরের কাজ ছাড়াও সে কাজ নিতে তিনি

পেছপাও হ'ন নি)। জেফারসন একদা সৈনিক ছিলেন এবং সামরিক কোন গুণের বড়াইও তিনি করতেন না।

তবুও দুজনের মধ্যে মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে যেত। জেফারসন অধিকার সনদ পাশ হবার পর সংবিধান নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু জেফারসন, ম্যাডিসন এবং অন্যান্য অনেকের চোখে হ্যমিলটনের কার্য্যপ্রণালী অত্যন্ত বেশী রকমের সাধারণতান্ত্রিক এবং বিপজ্জনক বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। এই কার্য্যপ্রণালী ওয়াশিংটনের সমর্থনলাভ করেছিল এবং অনেকগুলিই কার্য্যে পরিণত করা হয়েছিল। আমেরিকান জীবনধারার সঙ্গে সেগুলি আজ ওতোপ্রোত ভাবে এমন মিশে গেছে যে প্রখর কল্পনাশক্তি না থাকলে সেদিন এইসব কাজগুলি নিয়ে কেন এত প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল বুঝতে পারা যাবে না।

এর একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে হ্যামিলটনের নীতি সমাজের রক্ষণশীল শ্রেণী এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতমূলক ছিল, ফলে কৃষিজীবি এবং প্রগতিশীলরা এতে ক্ষুব্ধ হতেন। সে সময় কোন আপোষ মীমাংসায় পৌঁছানো অসম্ভব ছিল কারণ একটা না একটা দল অসন্তুষ্ট হ'তোই। ১৭৯০ সালে হ্যমিলটন যে সমস্যা নিয়ে প্রথম পড়লেন তা হ'লো আমেরিকার ঋণভারের সমস্যা। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় নেওয়া এই ঋণের পরিমাণ ছিল আট কোটি ডলার, এর মধ্যে আড়াইকোটি ডলার ছিল বিভিন্ন রাজ্যগুলি ঋণের পরিমাণ। হ্যামিলটন এই ঋণগুলি পুরোপুরি মিটিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন, যদিও সে সময় বিভিন্ন ঋণপত্রের দাম অনেক পড়ে গিয়েছিল। তিনি এগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী সুদসহ ঋণপত্রে, রূপান্তরিত করবার প্রস্তাব করলেন এবং রাজ্য সমুহের ঋণকে সমমূল্যের জাতীয় ঋণে পরিণত করার প্রস্তাব করলেন। বিতর্কে হ্যামিলটনই জিতলেন। এতে সম্মান বাড়বে, আর জাতির আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হ'বে তাঁর এই দুটি যুক্তি ওয়াশিংটনের সমর্থন লাভ করলো। এর বিরুদ্ধের যুক্তিগুলি নানারকমের কিন্তু যে যুক্তিটি সকলকে বিচলিত করলো তা হ'লো যে এতে ফাটকাবাজরাই সুবিধা পাবে। যে সব স্বদেশপ্রেমীরা এগুলি দেশকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে কিনেছিলেন ঋণ পত্রগুলি কিন্তু তাঁদের হাতে ছিল না। অভাবের তাড়নায় অনেক

কম দামে সেগুলিকে বিক্রী করে দিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে সেইসব সুকৌশলী পূর্ব্বদিকের রাজ্যবাসীরাই লাভবান হতে চলছিল। হ্যামিলটনও এদিকটা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্তু ন্যায় সঙ্গত ভাবেই তিনি আরো একটা জিনিষ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন এর ফলে সংযুক্তি সুদৃঢ় হবে। আর্থিক স্বার্থ জড়িত থাকার ফলে সকলেই দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করবে।

হ্যামিলটনের উদ্দেশ্য যতই স্পষ্টতর হ'তে লাগলো জেফারসন ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। জেফারসন যে জন্য হ্যামিলটনের পরিকল্পনা সমর্থন করতে রাজী হয়েছিলেন এবং কংগ্রেস তাঁর প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়েছিলেন তার সঙ্গে অর্থের কোন সম্পর্ক ছিল না। জেফারসনের মনে হ'তে লাগলো যে তাঁকে হ্যামিলটন স্রেফ বোকা বানিয়েছেন। এর ফলে হ্যামিলটনের উত্তর রাজ্যবাসী বন্ধুরা দক্ষিণীদের সঙ্গে রাজধানীর গোলমেলে বিষয়ে একসঙ্গে ভোট দিলেন। এই ভোটগুলির ফলে দক্ষিণী রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় রাজধানী ফিলাডেলফিয়ার বদলে পটোম্যাক অবধি সরিয়ে আনতে সক্ষম হ'লেন। কথা রইলো যে রাজধানী ১৮০০ সাল অবধি এখানে থাকবে এবং ততদিন কেন্দ্রীয় রাজধানী তৈয়ার হ'য়ে গেলে সেখানে রাজধানী সরে যাবে। দক্ষিণীদের পক্ষে এটা যে একটা জয়লাভ হ'লো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওয়াশিংটনের কাছেও এটা আনন্দের ছিল, তাঁর নিজের বাড়ীতো নদীর ধার দিয়ে কিছুটা গেলেই পাওয়া যেত। কিন্তু হ্যামিলটনের সাধারণতান্ত্রিক কৌশলে সংবিধানকে পুনর্গঠনের চেষ্টার পাশে এ জয়লাভ অত্যন্ত নিষ্প্রভ মনে হচ্ছিল।

১৭৯১ সালের প্রথমেই প্রেসিডেন্টের সামনে অর্থসচিব এবং বৈদেশিক দপ্তর সচিবের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ বেধে গেল। হ্যামিলটন একটি সরকার পরিচালিত জাতীয় ব্যাঙ্ক গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তাঁর স্বভাব সিদ্ধ নৈপুণ্যসহকারে রচিত একটি খসড়ায় তাঁর মনোভাব তিনি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্‌-কে জানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে এত তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হ'লো যে ওয়াশিংটন সমস্ত বিভাগীয় কর্তাদের ব্যাঙ্ক স্থাপন উচিত কি না সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে এটা সংবিধান সম্মত হবে কিনা সে সম্বন্ধে লিখিত উত্তর চেয়ে পাঠালেন। হ্যামিলটন স্বভাবতই আরেকবার

অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে জবাব রচনা করে পাঠালেন যে ব্যবস্থাটি সংবিধানসুযায়ী। একই ধরণের নৈপুণ্যের সঙ্গে জেফারসন জবাব দিয়ে পাঠালেন যে সংবিধান কখনোই এ কাজ অনুমোদন করে না। এই রকম পরস্পর বিরোধী মতের সম্মুখীন হয়ে ওয়াশিংটন কি করতে পারতেন। কংগ্রেস যেহেতু বিলটি অনুমোদন করে দিয়েছিলেন ওয়াশিংটন সেহেতু হয় সম্মতি দিতে পারতেন নয়তো ভেটো প্রয়োগ করতে পারতেন। যেহেতু এটা হ্যামিলটনের মস্তিষ্ক প্রসূত ছিল সেহেতু তিনি বিলটিতে সম্মতি দেওয়াই স্থির করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই হ্যামিলটন পরিকল্পিত একটি আবগারী বিলেও তিনি সম্মতি দিলেন। এতে আমদানী কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বৃদ্ধি হ'বার ব্যবস্থা হ্যামিলটন করলেন চোলাই মদের ওপর শুল্ক বসিয়ে। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমা কৃষকদের এটাই ছিল প্রধান রোজগারের পথ সেহেতু আবার মত বিরোধ হ'ল।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র, রাজ্যসমূহের ঋণ স্বীকার, জাতীয় ব্যাঙ্ক, নতুন আবগারী শুল্ক সব কিছুর মধ্যেই জেফারসন ম্যাডিসন হ্যামিলটনের শক্তি বৃদ্ধির পরিচয় দেখতে পেলেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে হ্যামিলটন এভাবে যদি জিতেই চলেন তো আমেরিকার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। আমেরিকাকে সুশিক্ষিত কৃষিজীবিদের আবাসভূমি করবার সমস্ত স্বপ্ন বানচাল হয়ে যাবে। তার বদলে "মনোক্র্যাট"রা আমেরিকায় তাদের প্রভাব বিস্তার করে আমেরিকাকে ইউরোপের নকলে গড়বে। কংগ্রেস বশংবদ লোকে ভরে যাবে আর বংশানুক্রমিক রাজার প্রবর্ত্তন হবে। একমাত্র উপায় হচ্ছে হ্যামিলটনের বিরোধিতা করা। জেফারসন এ ব্যাপারে অগ্রণী হ'তে অনিচ্ছুক ছিলেন—ওয়াশিংটনের মতো তিনিও ভার্জিনিয়ায় নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু ঘটনা প্রবাহের একটা নিজস্ব গতি থাকে। আস্তে আস্তে জেফারসন এবং ম্যাডিসন, ফেডারেলিষ্টদের বিরোধী-দলের মুখপাত্র হয়ে উঠলেন। এই আকস্মিক আঁতাত সম্বন্ধে এঁদের সমর্থকরা ক্রমে সচেতন হয়ে উঠলেন। এঁর সদস্যরা একটা নতুন নাম গ্রহণ করলেন ডেমোক্রেটিক-রিপাবলিকানস্ যেটা ছোট হয়ে শেষ পর্য্যন্ত শুধু রিপাবলিকানস্-এ গিয়ে দাঁড়ালো।

১৭৯১ সালের অক্টোবর মাসে এই দলাদলি রিপাবলিকান মুখপত্র

"ন্যাশনাল গেজেট" প্রকাশিত হওয়ায় প্রকট হয়ে উঠলো। এর আগেও ফেডারেলিষ্টদের সমালোচনা সংবাদপত্রে হয়েছে কিন্তু এই প্রথম হ্যামিলটনের সমর্থক জন ফেনো সম্পাদিত ফেডারেলিষ্টদলের মুখপত্র "গেজেট অব দি ইউনাইটেড ষ্টেটস"কে উপযুক্ত জবাব দেবার ব্যবস্থা হ'ল। শেষোক্ত কাজটি ১৭৮৯ সালে নতুন সরকার গঠনের প্রায় সঙ্গেই সঙ্গে প্রথম প্রকাশিত হয়। ফেনোর প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পাদক কবি ফিলিপ ফ্রেনো ছিলেন ম্যাডিসনের কলেজের সহপাঠী এবং রিপাবলিকানদের সমর্থক। তিনি ফেনোর চেয়ে অনেক বেশী উদ্যমী ছিলেন এবং বৈদেশিক দপ্তরে অবসর সময়ে অনুবাদ-কের কাজ করতেন। ফেনো যখন জিততে লাগলেন তখন ১৭৯২ সালে হ্যামিলটন ফেনোর হয়ে বিভিন্ন ছদ্মনামে উত্তর দিতে সুরু করলেন এবং ফ্রেনোকে জেফারসনের তাঁবেদার বলে অভিহিত করলেন। ফ্রেনো ও সমান জোরের সঙ্গে জবাব দিলেন।

উত্তরসূরীদের কাছে ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত ঠেকবে। ওয়াশিংটনের ক্যাবিনেটের দুজন বিশিষ্টতম ব্যক্তি সকলের বোধগম্য ছদ্মবেশের আড়ালে তুমুল তিক্ত এবং মূলগত ব্যাপারে কলহ চালাচ্ছেন। অন্যান্য বিভাগীয় কর্তারাও এ ঝগড়ায় অংশগ্রহণ করলেন। নক্স সমর্থন করলেন হ্যামিলটনকে আর র‍্যানডলফ সমর্থন করলেন তাঁর স্বরাজ্যবাসী জেফারসনকে। হ্যামিলটন এখনও পর্য্যন্ত বৈদেশিক ব্যাপারে (গোপনে) মাথা ঘামাতেন। অন্যান্য ব্যাপারে কোন নির্দ্দিষ্ট রাস্তা অনুসরণ করা হ'তো না। পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেলের দপ্তর যেটা ডিপার্টমেন্ট অব ষ্টেটের অধীনে যাওয়া উচিত ছিল এল জেফারসনের অধীনে। আবার অন্য দিকে টাকশাল থাকা উচিত ছিল অর্থ দপ্তরের অধীনে সেটাপ এল জেফারসনের অধীনে। এ সমস্তই কি গোলমাল এবং বিদ্বেষের ফল?

ওয়াশিংটনের কালে কিন্তু তা মনে হয় নি। ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব তখন বিশেষ কিছু ছিল না দলগত আনুগত্যও ছিল না। খুব মোটামুটিভাবে বিভাগীয় কর্ত্তাদের পরিকল্পনাগুলিকে প্রেসিডেন্টের কার্য্যবলী বলে মনে করা হ'ত। তাঁর কার্য্যকালের কাজ বলে মনে করা হ'তো আরো কমভাবে। হ্যামিলটন এবং জেফারসন দুজনেই প্রেসিডেন্টকে সম্মান করতেন এবং দুজনেই মনে করতেন যে তাঁর প্রতি এবং তাঁদের ধারণা অনুযায়ী সংযুক্তির প্রতি

তাঁরা আনুগত্য দেখাচ্ছেন। তাঁর সম্মুখে তাঁরা ঝগড়া করতেন না। তাঁরা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে তাঁদের কোন নালিশ ছিল না। আর এটা স্বীকার করতেই হ'বে যে একে অন্যকে অবিশ্বাস করলেও দুজনেই মনে মনে দুজনের কাজের প্রশংসা করতেন। ঝগড়া ছিল কিন্তু সংকট ছিল না। ওয়াশিংটন যদিও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে দূরে থাকতেন তাহলেও তিনি দুর্ব্বল চরিত্র বা বোকা ছিলেন না। তাঁর প্রথমবারের শাসনকালে তাঁকে হ্যামিলটনের হাত ধরা এই অপবাদ কেউ দেন নি। স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় চার বছর ধরে হ্যামিলটনকে জানবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার সম্মেলনে সরকার সম্বন্ধে হ্যামিলটনের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয়ও তিনি পেয়েছিলেন। ফ্রেনো এবং অন্যান্যরা হ্যামিলটনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কি লেখেন তা পড়বার যথেষ্ট সময় তিনি পেতেন। তরুণ হ্যামিলটনের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধের সময় কথাবার্ত্তা থেকে তিনি নিশ্চয় জানতেন যে ১৭৭৬ সালেও হ্যামিলটন অর্থনীতি এবং বাণিজ্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন। এই সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটন হ্যামিলটনের স্বভাবের দোষও জানতেন। ১৭৮১ সালে যখন কাল্পনিক অপমান বোধ করে হ্যামিলটন ওয়াশিংটনের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে রেগে বেরিয়ে যান তখন ওয়াশিংটন নিশ্চয় তার পরিচয় পেয়েছিলেন।

তবুও ১৭৯২ সালটা রাষ্ট্রপতির অস্বস্তির মধ্যে কাটলো। গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত যে কাজ তিনি ভালবাসতেন সে পদ থেকে অবসর গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৮৯ সালে উরুতে ফোড়া এবং ১৭৯০ সালে নিউমোনিয়ায় তিনি প্রচণ্ড ভুগেছিলেন, তাছাড়া তাঁর চিঠিপত্রে তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতার উল্লেখ দেখি। তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাউণ্টভারননের প্রতি আসক্তিও বাড়ছিল, যেমন মন্টিসেলোর প্রতি আকর্ষণ বাড়ছিল জেফারসনের। কংগ্রেসের যখন অধিবেশন বসতো না তখন তিনি মাউণ্ট ভারননে গিয়ে থাকতেন আর অন্য সময়ে তত্ত্বাবধায়কদের কাছে ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে লম্বা চিঠি লিখতেন।

কিন্তু অবসর গ্রহণ করা কি ঠিক হবে? সীমান্তে রেডইণ্ডিয়ানদের

সঙ্গে চিরস্থায়ী গোলমাল সত্ত্বেও দেশের উন্নতি হচ্ছিল। কিন্তু ফেডারালিষ্ট এবং রিপাবলিকানদের ঝগড়া বেড়েই চলছিল। একটি নিভৃত আলোচনার সময় ম্যাডিসন ওয়াশিংটনকে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ না করতে অনুরোধ করলেন। অন্য আর কেউই সংযুক্তির অখণ্ডতা বজায় রাখতে পারবে না এমন কি ম্যাডিসনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেফারসনও পারবেন না। ভাইস-প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস্কে জনসাধারণ ফেডারালিষ্ট, উন্নাসিক এবং নিউ ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী হিসাবে সন্দেহের চোখে দেখতেন। জন জে যদিও অ্যাডামসের চেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিলেন তবুও লোকে তাঁকে বড্ড বেশী ফেডারালিষ্ট বলে জানতো। হ্যামিলটন বড্ড বেশী ফেডারালিষ্ট বলে তাঁরও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল না। ম্যাডিসন যদিও নিজের নাম করেন নি তবুও বড্ড বেশী রিপাবলিকান বলে তিনিও বাদ পড়ে যেতে বাধ্য ছিলেন। একমাত্র ওয়াশিংটনেরই প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল।

ওয়াশিংটনের কাছে এ চিন্তাগুলি মোটেও আনন্দদায়ক ছিল না। ঠিক কোন সময়ে ওয়াশিংটন নিজের ভাগ্য মেনে নিয়েছিলেন আমরা সঠিক বলতে পারি না। তিনি বোধহয় ধরে নিয়েছিলেন যে হ্যামিলটন আর জেফারসনের ঝগড়া মেটাতে পারলেই প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ভাল লোক খুঁজে পাওয়া যাবে। অন্তত তিনি অবস্থাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন। জেফারসন, হ্যামিলটনের বিরুদ্ধে একুশ দফা অভিযোগ আনলেন। অভিযোগ করা হ'লো মোটামুটি "কাগজের টাকা তৈয়ারীর একটা অসৎ দল" সম্বন্ধে আর ফেডারালিষ্ট ধাঁচের বিরুদ্ধে (এই সমস্ত ব্যাপারের আসল উদ্দেশ্য হ'লো বর্ত্তমান সাধারণতান্ত্রিক সরকার বদলে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। আর এই পরিবর্ত্তনের আদর্শ হবে ইংরাজ সরকার)। ওয়াশিংটন এর থেকে বিভিন্ন দফার অভিযোগগুলি লিখে নিয়ে কোন রকম মন্তব্য না করে সেগুলি হ্যামিলটনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন যে হ্যামিলটনের বিরুদ্ধে তিনি এই সব কথা বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছেন। ঠিক সময় হ্যামিলটনের ক্রুদ্ধ উত্তর এল, তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ সহ সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করলেন।

ওয়াশিংটন ধৈর্য্য হারালেন না এবং অত্যন্ত সতর্ক ভাষায় দুজনকেই ঝগড়া মিটিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু দুজনের কাছ থেকেই

যা উত্তর এল তাতে তিনি অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পেলেন। জেফারসন তাঁর সমস্ত কটি পুরাতন অভিযোগের পুনরুল্লেখ তো করলেনই উপরন্তু কিছু কিছু নতুন অভিযোগও আনলেন। হ্যামিলটন বললেন সমস্ত দোষ জেফারসনের এবং কিছুতেই রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ বন্ধ করতে রাজী হলেন না। ওয়াশিংটনের আর বিশেষ করবার রইলো না তিনি আরেকবার দুজনকে একে অন্যকে সহ্য করবার পরামর্শ দিলেন এবং ওয়াশিংটনকে বৈদেশিক দপ্তরের সচিবের পদত্যাগ করা থেকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি দুজনের কাউকেই হারাতে রাজী ছিলেন না, কারণ দুজনেই ছিলেন অসাধরণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ওয়াশিংটনের কাছে দুজনেই ছিলেন অপরিহার্য্য। আরো একটা জিনিষ হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পদত্যাগ করলেও তাঁরা তাঁদের কার্য্যকলাপ বন্ধ করবেন না বরং আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবেন।

ওয়াশিংটনের বোধহয় মনে হয়েছিল যে সময় সরকারী কাজে একে অন্যকে কিছুটা সংযত করতে পারবেন। জেফারসন বিহীন "মন্ত্রিসভায়" হ্যামিলটন প্রভাব বিস্তার করবেন। এতে লোকে বলবার সুযোগ পাবে যে রাজতন্ত্র তৈয়ারী হ'তে চলেছে। ওয়াশিংটন অবশ্য এধরণের বুদ্ধিকে কোন আমল দিতেন না। ১৭৮৩ সালে একদল সামরিক কর্ম্মচারী যখন বুঝিয়েছিলেন যে তাঁহাদের সাহায্যে ওয়াশিংটন রাজা হয়ে বসতে পারেন তখন তিনি একটু হতচকিত এবং আহত বোধ করেছিলেন। তিনি বা অন্য কোন আমেরিকাবাসী যে রাজা হ'তে পারে এটা তিনি বিশ্বাস করতেন না। জেফারসন না সমর্থন করলেও একই ব্যক্তির কয়েকবার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হ'বার মধ্যে তিনি অন্যায় কিছু দেখেন নি। তবুও রাজতন্ত্র স্থাপিত হ'চ্ছে বলে কেউ যদি সন্দেহ করেন তবে সে সন্দেহ ভঞ্জনে তিনি সদাই প্রস্তুত ছিলেন। হ্যামিলটন বিহীন "মন্ত্রিসভায়" রিপাবলিকানরা হ্যামিলটনের কার্য্য প্রণালীর গুণাবলী নষ্ট করতে চেষ্টা করবে বলে তিনি সন্দেহ করতেন। তাছাড়া হ্যামিলটন যদি প্রাদেশিকতা এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে থাকেন তবে জেফারসনও সে দোষমুক্ত ছিলেন না। তিনি জোরগলায় দক্ষিণের স্বার্থ দেখবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন।

এক কথায় বলতে গেলে ওয়াশিংটনের নিজের প্রেসিডেন্ট থাকা যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনি প্রয়োজন ছিল তাঁর বিভাগীয় কর্ত্তাদের তাঁদের কাজে বহাল রাখা (এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে ১৭৯২ সালে নির্ব্বাচক মণ্ডলী, তিনি যদি তাঁকে নির্ব্বাচন না করতে অনুনয় করেন একমাত্র তবেই তাঁকে নির্ব্বাচন না করে অন্য কাউকে নির্ব্বাচন করবেন)। দলাদলি দূর করবার চেষ্টায় একটা সান্ত্বনা তাঁর ছিল যে তাঁকে দুজনেরই প্রয়োজন ছিল। জেফারসন এবং হ্যামিলটন দুজনেই (সঙ্গে সঙ্গে র‍্যানডলফ ম্যাডিসন এবং তাঁর প্রতি অন্যান্য অনুরাগীরা সকলেই) ওয়াশিংটনকে জাতির প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য করতে অনুনয় করলেন। আরো একবারের জন্য তাঁকে অ্যাডামস্ সহ চার বছরের জন্য নিঃসঙ্গ জাঁকজমক বেছে নিতে হ'লো। অবস্থা এত খারাপ ছিল যে এটাকে প্রায় জেলখাটা বলা যেতে পারে। নিজের শরীরপাত করিয়েও তাঁকে সংবিধানকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'বে। তাঁর চলার পথ কি বরাবরই মাউন্ট ভারনন থেকে তাঁকে দূরে নিয়ে যাবে?

প্রেসিডেন্ট হিসাবে দ্বিতীয়বার: ১৭৯৩-১৭৯৭

সারা জীবনে তিনি যা না সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন ওয়াশিংটন আগে থেকে অনুমান করতে পারুন আর না পারুন তাঁকে তাঁর দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট থাকা কালে তার চেয়ে অনেক বেশী সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি দেশের ভিতর দলাদলির মনোভাব বিশেষ করে সরকারের শাসনবিভাগের মধ্যের দলাদলিতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর যখন বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দিল তখন মতবিরোধ আরো কর্কশরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

১৭৮৯ সালে ওয়াশিংটনের প্রথমবার প্রেসিডেন্টের ভার গ্রহণ করবার কিছু দিন পরেই ফ্রান্সে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। ১৭৯২ সালের শরৎকালে ওয়াশিংটন যখন হ্যামিলটন জেফারসনের ঝগড়া মেটাতে ব্যস্ত সেই সময় ফ্রান্স নিজেকে সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করলো। সহানুভূতিশীল আমেরিকান-

দের চোখে মনে হয়েছিল যে কয়েক জায়গায় কিছু কিছু বাড়াবাড়ি হ'লেও ফ্রান্স আমেরিকা প্রদর্শিত রাস্তাই অনুসরণ করেছে। ফ্রান্সের মানবিক অধিকার ঘোষণা জেফারসনের স্বাধীনতা ঘোষণারই উত্তরসূরী। কিন্তু ১৭৯৩ সালের মার্চ্চ মাসে ওয়াশিংটনের দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্য্যগ্রহণ করবার কিছু আগে ফ্রান্স তার প্রাক্তন রাজা ষষ্ঠদশ লুইকে গিলোটিনে হত্যা করলো এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

শিশুরাষ্ট্র আমেরিকার পক্ষে এটা একটা বিরাট সংকট ডেকে আন্‌লো। আমেরিকার পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা চিরকালই একটু কষ্টসাধ্য হয়েছে আর আমেরিকার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ইউরোপের বড় বড় যুদ্ধের সময় আমেরিকা কোন সময়েই নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে নি। ১৭৯৩ সালে আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং বিব্রতজনক ছিল। একদিকে ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার নতুন বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। ইয়র্কটাউনের ঘটনার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ করছিল যে নতুন পৃথিবীর উচিত পুরাতন পৃথিবীর সাধারণতান্ত্রিক স্বার্থের সাহায্যে এগিয়ে আসা। তার ওপর আমেরিকার সঙ্গে ফ্রান্সের যে সখ্যতামূলক মিত্রতা স্থাপিত হয়েছিল তার জন্যও আমেরিকার সেদিন এগিয়ে আসা কর্ত্তব্য ছিল। প্রাক্তন শত্রু স্বেচ্ছাচারী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বন্ধুরাষ্ট্র ফ্রান্সের যুদ্ধে আমেরিকা কি ভাবে তার আনুকুল্য না জানিয়ে থাকতে পারে?

অন্যদিকে আবার, আমেরিকার ইংলণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মতো উপনিবেশগুলিও ফ্রান্সকে চিরন্তন শত্রু বলে মনে করতো। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদন করে দেয় নি। বহু আমেরিকানই (হ্যামিলটন ও তার মধ্যে একজন) তৃতীয় জর্জ্জ এবং উইলিয়াম পীটের দেশকে তার সমস্ত দোষ সত্বেও নিকট বলে মনে করতেন। আমেরিকার সাগর পারের বাণিজ্যের বেশীর ভাগই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে। সে বাণিজ্য বন্ধ হ'লে হ্যামিলটনের অর্থনীতি রসাতলে যেত। তাছাড়া আবার আমেরিকার সাধারণতন্ত্র এবং ইউরোপের সাধারণতন্ত্রের প্রকৃতি ছিল আলাদা। ইউরোপে সাধারণতন্ত্র সবসময়ই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য

দিয়ে এসেছিল। আমেরিকায় টোরী ঘৃণা এবং বিদ্রূপের পাত্র হয়েছিলেন মাত্র কিন্তু ফ্রান্সে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা তাদের রাজার মতোই বধ্য ভূমিতে প্রাণ দিলেন। কিছু দিনের জন্য ওয়াশিংটনের বন্ধু লাফায়েৎ ফ্রান্সের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু ১৭৯২ সালে তিনি অপদস্থ হ'লেন এবং চার বছরের জন্য অষ্ট্রিয়ান জেলে কাটালেন। কিন্তু তবুও তিনি তাতে তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের চেয়ে অনেক বেশী ভাগ্যবান ছিলেন।

আমেরিকার পক্ষে একমাত্র স্বাভাবিক রাস্তা ছিল নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা। ওয়াশিংটনের বিবদমান পরামর্শদাতারাও প্রথমে এতে রাজী হয়েছিলেন এবং ওয়াশিংটনও তাড়াতাড়ি একটি ঘোষণায় তাঁর নিরপেক্ষ নীতি ব্যক্ত করলেন। ফরাসী জনমতকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য (সেই সঙ্গে জেফারসনকেও) "নিরপেক্ষ" এ-কথাটাকে ঘোষণায় ব্যবহার করা হয় নি। তিনি নতুন ফরাসী সরকারকে স্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য তার প্রতিনিধি সিটিজেন গেনেতকে স্বীকার করে নিলেন। এ পর্য্যন্ত সমস্তটাই বেশ স্বচ্ছ এবং বোধগম্য ছিল। কিন্তু তার পরেই সমস্তটা ক্রুদ্ধ গোলমালে পরিণত হ'লো। সরকারীভাবে আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকলেও আমেরিকা-বাসীরা নিরপেক্ষ ছিলেন না। ফরাসী বিদ্রোহের শুরু থেকেই আমেরিকা বাসীরা বিভিন্ন পক্ষাবলম্বন সুরু করে দিয়েছিলেন। এখন তাঁদের উৎসাহ প্রচণ্ড রকমের বেড়ে গেল। "গ্যালোমেন" নামে পরিচিত ফ্রান্সের সমর্থকরা টম পেইনের "মানুষের অধিকার" বইটিকে তাঁদের বাইবেল বলে মেনে নিলেন। অভিজাত শ্রেণীর ধ্বংস কামনা করতে লাগলেন, স্বাধীনতার জয়ধ্বনি দিলেন, গণতান্ত্রিক সংঘ খুলতে লাগলেন এবং গেনেত অকুস্থলে পৌঁছলে পর প্রচণ্ড সম্বর্দ্ধনা জানালেন। "এ্যাংলোমেন" নামে পরিচিত ইংলণ্ডের সমর্থকরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কার্য্যকলাপ সভয়ে লক্ষ্য করলেন এবং প্রতিপক্ষদের সর্ব্বনাশা উন্মাদ বলে অভিহিত করলেন।

আজ দেড়শত বৎসর পরেও এইসব ঘটনাগুলির সঠিক স্বরূপে নির্ণয় করা এবং ওয়াশিংটনের এ ব্যাপারে কি ভূমিকা ছিল ছিল তা বোঝা আমাদের পক্ষে মুস্কিল। ফেডারালিষ্টদের মধ্যে একমাত্র উগ্রপন্থীরা ছাড়া আর সকলের কাছেই তিনি বীর নায়ক এবং প্রতীক হিসাবে পরিচিত

ছিলেন এবং সকল যুক্তির সার হিসাবে তাঁর অভিমতই লোকেরা উদ্ধৃত করতেন। রিপাবলিকানদের মধ্যে একমাত্র নরমপন্থীরা ছাড়া আর সকলেই তাঁকে অনেকটা দুর্নামগ্রস্ত বীর বলে মনে করতেন যিনি ইচ্ছা বা অনিচ্ছার সঙ্গে ফেডারালিষ্টদের অভীষ্ট সাধন করে চলেছেন। ওয়াশিংটনকে ১৭৯৩ সালে প্রথম প্রকাশ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়। ১৭৮৯ সালে আমেরীকাবাসীরা "ভগবান বীর ওয়াশিংটনকে রক্ষা করুন" ("ভগবান মহিমান্বিত সম্রাটকে রক্ষা করুন" এই সুরে) এই গান গেয়েছিল আর ১৭৯৩ সালে রিপাবলিকান সংবাদপত্রে লেখা হ'লো যে ওয়াশিংটন দেবতা নন একজন দোষগুণ সম্পন্ন মরণশীল মানুষ, যিনি এখন "পরিষদবর্গ" এবং "ব্যাঙের ছাতার মতো গজানো অভিজাত সম্প্রদায়" পরিবৃত হয়ে জীবন যাপন করছেন। দুই বৎসর বাদে ফিলাডেলফিয়ার একজন সাংবাদিক মন্তব্য করলেন যে ওয়াশিংটনের "রাজনৈতিক ভীমরতী ধরেছে" এবং তাঁকে "গর্ব্বিত স্বেচ্ছাচারী" বলে অভিহিত করলেন। ১৭৯৬ সালের শেষে একই সাংবাদিক মন্তব্য করলেন যে "কোন একজন ব্যক্তির দ্বারা যদি কখনো একটি জাতি কলঙ্কিত হয়ে থাকে তবে আমেরিকান জাতি ওয়াশিংটনের দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে।"

সমসাময়িক সমালোচনার বেশীর ভাগেরই সুর এর চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল। তবুও সে যুগের ভাবধারার কিছুটা পরিচয় এর থেকে পাওয়া যাবে। রিপাবলিকানদের ধারণা হ'লো যে আমেরিকার প্রধান শাসনকর্ত্তা ক্রমশ রাজনৈতিক দলের বড়কর্ত্তায় পরিণত হচ্ছেন। এবং ফেডারালিষ্টরা তাদের নিরপেক্ষ নীতির আড়ালে ক্রমশ ব্রিটিশদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছে। ফ্রান্সের ব্যবহার যে বিভ্রান্তিমূলক সেটা স্বীকার করতে রিপাবলিকানরা রাজী ছিলেন। ফ্রান্সের ব্যবহারকে নিন্দা করতেও তাঁরা রাজী ছিলেন। গেনেতের ব্যবহার যখন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখা দিল তখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করায় জেফারসনের পূর্ণ সম্মতি ছিল। কিন্তু তবুও তাঁরা ব্রিটেনের চেয়ে ফ্রান্সকে সমর্থন করা শ্রেয় মনে করতেন। তাঁরা অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই বেশী উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা মনে করলেন আমেরিকা তার প্রকৃত বন্ধুর

সঙ্গে উত্তাপহীন ব্যবহার করে প্রকৃত শত্রুকে খাতির করে চলেছে। ১৭৯৪ সালে ওয়াশিংটন যখন প্রখ্যাত ফেডারালিষ্ট এবং অ্যাংলোফাইল জন জেকে ইংলণ্ডের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসার জন্ম লণ্ডনে পাঠাতে মনস্থ করলেন তখন তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ১৭৯০ সালের মার্চ্চ মাসে যখন তাঁর দ্বারা সম্পাদিত চুক্তির পূর্ণ বিবরণী পাওয়া গেল তখন তাঁদের সবচেয়ে খারাপ আশঙ্কা বাস্তবে রূপান্তরিত হ'লো।

আমেরিকার দাবী খাটাবার চেষ্টা না করেই জেফারসন অত্যন্ত ভালমানুষের মতো সব মেনে নিয়েছেন বলে তাঁদের ধারণা হ'ল। ব্রিটিশরা আমেরিকার মাটীতে তখন যে সমস্ত ঘাঁটি আগলিয়ে বসে থেকে যে সমস্ত জায়গা থেকে রেড ইণ্ডিয়ানদের উস্কানি দিচ্ছিল সে সমস্ত ঘাঁটি ছেড়ে দিতে রাজী হ'ল সত্যি কিন্তু সেটাই ছিল একমাত্র লাভ। তাছাড়া এতে ইংলণ্ড তাদের দশ বছর আগের করা অঙ্গীকারই কার্য্যে পরিণত করা ছাড়া কিছু করছিল না। অন্য সব দিক দিয়ে লাভটা অন্য পক্ষেরই হয়েছিল বলে মনে হ'ল। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুলতুবী রইলো। এ্যাংলোমেনরা আমেরিকার জন্মগত অধিকার বিকিয়ে দিয়েছে, জে. দেশের শত্রু (জে'র একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়)। ফেডারালিষ্টরা সাক্ষাৎ শয়তান, ওয়াশিংটন "রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজ" জাতির পিতা নন সৎপিতা ইত্যাদি প্রচার রিপাবলিকানরা করতে লাগলেন। সারা ১৭৯৫ এবং ১৭৯৬ সালের কিছু সময় জের চুক্তি সেনেটের অনুমোদন লাভ করে ওয়াশিংটনের সহি করার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত চুক্তি নিয়ে বিক্ষোভ চললো। কিন্তু বৃথাই বিক্ষোভ, চুক্তি বলবৎ রইলো এবং জে'র কাজ সমর্থিত হ'ল। অন্যদিকে ফ্রান্সস্থিত আমেরিকান দূত ভার্জ্জিনিয়ার অধিবাসী রিপাবলিকান জেমস মনরোকে ১৭৯৬ সালে ফিরিয়ে আনা হ'ল। তাঁকে অপদস্থ করার যে কারণটা চোখে পড়লো তা হ'লো ফরাসীদের তিনি বোঝাতে পারেন নি যে জে'র চুক্তিটা ফেডারালিষ্টদের কীর্ত্তি নয় আমেরিকারই সৃষ্টি।

ওয়াশিংটনের প্রেসিডেন্ট অবস্থায় দ্বিতীয় বারে তাঁর বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে রিপাবলিকানদের ধারণা উপরোক্ত ধারণার মতোই ছিল। স্বদেশে তাঁরা ফেডারালিষ্টদের আরো কুকার্য্যের পরিচয় খুঁজে পেলেন।

হ্যামিলটনের "কুখ্যাত" শুল্ক আইন নিয়ে এমন প্রতিবাদের ঝড় উঠলো যে ১৭৯২ সালে ওয়াশিংটন কড়া ভাষায় লেখা একটি আদেশ বার করতে বাধ্য হলেন। দুই বছর বাদে হ্যামিলটন তাঁকে বোঝালেন যে পেন্‌সিলভ্যানিয়ার "হুইস্কি বিদ্রোহীরা" দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। ওয়াশিংটনএর ফলে এক বিরাট পুলিশ বাহিনীকে অকুস্থলে পাঠালেন। কোন সংঘর্ষ কিন্তু বাধে নি। রিপাবলিকানদের মতে কোন কারণ থাকলে তো বাধবে, সবটাই যে হ্যামিলটনের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সৃষ্টি। দেড়শত পেনসিলভ্যানিয়ার অধিবাসী গ্রেপ্তার হ'লেন এবং দুইজনের মৃত্যুদণ্ড হ'লো। ওয়াশিংটন তাঁদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করলেও মনে হ'ল তিনি হ্যামিলটনের মতবাদ গ্রহণ করেছেন। ম্যাডিসনের মতে এ সমস্তর উদ্দেশ হ'লো "বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলিকে দেশদ্রোহী প্রমাণ করা এবং তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের রিপাবলিকান দলের সম্বন্ধ দেখানো ও সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টকে অন্য দলটির প্রধান বলে চিত্রিত করা।" এক বছর আগে জেফারসন ও প্রেসিডেন্টকে বলেছিলেন যে হ্যামিলটনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে "তাঁকে জাতির জনকের পদ থেকে নামিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের কর্ত্তা করে দেওয়া।" ওয়াশিংটন যখন ১৭৯৪ সালের নভেম্বর মাসে "কতকগুলি স্বয়ম্ভু সংস্থার" ওপর অভিযোগও চাপিয়ে দিলেন তখন ম্যাডিসনই বলেছিলেন এটা হ'লো "তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ভুল।"

এতো গেল রিপাবলিকানদের মতামত। ওয়াশিংটনের নিজের অভিমত কি ছিল? তিনি এ্যাংলোম্যানও ছিলেন না আবার গ্যালোম্যানও ছিলেন না। স্বাধীনতার যুদ্ধ তখনো শেষ হয় নি কিন্তু এখানকার লড়াইই চালাতে হ'বে যুদ্ধ না করে। বহিঃশত্রুর আক্রমণই ছিল আমেরিকার প্রধান বিপদ। কারণ তখনো পর্য্যন্ত আমেরিকার নিজস্ব ইচ্ছা বলে কিছু ছিল না। আমেরিকা তখনো পর্য্যন্ত পুরোপুরি স্বাধীনও ছিল না আবার নাবালকত্ব তার ঘোচে নি। নাটকের বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী কিশোরী নায়িকার মতোই তারও কপট অভিভাবকরা তাকে হয় বিয়ে দিয়ে কিংবা খুন করে তার সম্পত্তি হাতাবার তালে ছিল।

এই ধরণের দুই স্বয়ং নিয়োজিত অভিভাবকের মধ্যে ফ্রান্স ছিল

বেশী বিপজ্জনক। ব্রিটেন আমেরিকাকে কিছুটা ঘৃণা করতো কিছুটা অশিষ্ট ব্যবহার করতো এবং যৌথ অধিকারভুক্ত এলাকা একাই ভোগ করতো। তবুও আমেরিকার পক্ষে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামা সম্ভবপর ছিল না। ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে লালকোর্ত্তারা পশ্চিমের দুর্গ গুলি ছেড়ে চলে যায়। কোন রকম অসুবিধাজনক চুক্তি করা এড়িয়ে যেতে হবে আর এখন কোনরকমে কালহরণ করে যেতে হবে। ওয়াশিংটন জে'র কার্য্যে সন্তুষ্ট হ'তে না পারলেও বুঝতে পেরেছিলেন যে আমেরিকার আশ্চর্য্যরকমের কোন কাজ করবার মতো শক্তি তখনো হয় নি।

ফ্রান্সের বেলায় বিপদটা অনেক বেশী প্রচ্ছন্ন এবং সেইজন্য কাটানো অনেক বেশী শক্ত ছিল। ওয়াশিংটন জোর দিতেন **নিরপেক্ষতার** ওপর আর ফ্রান্স জোর দিত **বন্ধুত্বপূর্ণ** নিরপেক্ষতার ওপর। তাঁরা বন্ধুত্বের যে চুক্তি ছিল তা ভাঙতে মোটেও ইচ্ছুক ছিল না কারণ আশা ছিল আমেরিকার সঙ্গের সম্পর্কের মধ্যে যে অসংলগ্নতা আছে তার থেকে কিছু লাভ হবে। প্রয়োজনীয় রসদ তো পাওয়া যাবেই তাছাড়া প্রশান্ত মহাসাগর দ্বীপপুঞ্জে এবং আমেরিকার পশ্চাদ ভূমিতে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য বিস্তারে এবং ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার পক্ষে ঘাঁটি হিসাবেও আমেরিকা যথেষ্ট কাজে আসবে। গেনেতের দুটি সম্ভাবনার কথাই মনে ছিল এবং তাঁর উত্তরসূরীদের মতো তিনিও মনে করেছিলেন যে আমেরিকার বিদ্রোহী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলে তাঁর কাজ হাসিল করবেন। এতে যদি ওয়াশিংটন এবং তাঁর অনুরাগী ফেডারালিষ্টরা বাধা দেন তবে তাদের এড়িয়ে ফ্রান্স আমেরিকার জনগণের কাছে আবেদন করবে। বাস্তবিক পক্ষে ১৭৯৬ সালে ফ্রান্সের অর্থপুষ্ট ব্যক্তিরা ভোটে যাতে রিপাবলিকানরা জেতে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল।

দলাদলির ফলে ওয়াশিংটনের সমস্যা আরো বেড়ে গিয়েছিল। ইচ্ছাকৃত অবিবেচনার ফলে হ্যামিলটন ইংলণ্ডের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছে সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করে দিতেন। রিপাবলিকানরা অন্যদিকে ফ্রান্সকে পুরাপুরি বন্ধু বলে স্বীকার করে একই ধরণের কাজ করতেন (তবে স্বীকার করতেই হবে যে জেফারসনের নিজের এ দোষটা কম ছিল)।

১৭৯৩ সালে জেফারসন এবং ১৭৯৫ সালে হ্যামিলটন কাজে ইস্তফা দিলেও তাঁদের প্রভাব জাতীয় জীবনে পড়তোই। হ্যামিলটনের বেলায় স্বীকার করতেই হ'বে যে ওয়াশিংটনের জন্যই এটা কিছুটা সম্ভব হয়েছিল। নিউ ইয়র্কে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকলেও হ্যামিলটন ক্যাবিনেটের অদৃশ্য সদস্য হিসাবে থাকবার চেষ্টা করতেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে অদ্ভুত ধরণের ঘটনাবলীর ফলে এডমণ্ড র‍্যান্‌ডলফ, যিনি জেফারসনের পরে সেক্রেটারী অব ষ্টেটস্‌ নিযুক্ত হ'ন এবং পরে পদচ্যুত হ'ন। ঠিকই হোক আর ভুলই হোক, ওয়াশিংটনের মনে হয়েছিল যে তিনি জে-র চুক্তি বিফল করবার জন্য ফ্রান্সের দূতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিলেন।

ষড়্‌যন্ত্র, চাটুকারিতা, গালাগালি কিছুতেই বিচলিত না হ'য়ে ওয়াশিংটন তাঁর নীতি বদলালেন না। আমরা যারা পরের ঘটনাবলী জানি যেটা ওয়াশিংটনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তারা জানি যে ওয়াশিংটনের নীতিই ঠিক ছিল যে সব চরমপন্থী রিপাবলিকানরা আমেরিকাকে ফরাসী আওতায় নিয়ে যেতে চাইলেন তাদের মনোগত ইচ্ছা যত মহৎই হোক না কেন তারা ভ্রান্ত ছিল। তিনি প্রাজ্ঞ ছিলেন, সাহসী ছিলেন মাঝে মাঝে কখন কখন চটে গেলেও অবস্থা তাঁর আয়ত্তের বাইরে যেতে দিতেন না। জে'র চুক্তিতে যদি লাভ স্বল্প হ'য়ে থাকে তবে ১৭৯৫ সালে স্পেনের সঙ্গে টমাস পিণ্‌কনী যে চুক্তি করে তাতে সে ক্ষতি পুষিয়ে যায়। এই চুক্তিতেই মিসিসিপি নদীতে আমেরিকার অবাধ নৌকা চলাচল করানোর কথা প্রথম স্বীকৃত হ'লো এবং মিসিসিপি নদীকে আমেরিকার পশ্চিম সীমান্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া হ'লো। সেই বছরই, এখন যে জায়গাটার নাম ওহায়ো সেখানে জেনারেল অ্যান্টনির কাছে রেড ইণ্ডিয়ানরা হেরে যাবার পর যে চুক্তি করলো সে চুক্তি অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অতিরিক্ত নিরাপত্তা পাওয়া গেল। ওয়াশিংটন তাঁর বিদায় ভাষণে বলেন "আমার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশকে এবং আমাদের নতুন প্রতিষ্ঠানগুলিকে শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে ওঠবার সুযোগ দেওয়া যাতে তারা নিজেদের ঐশ্বর্য্য রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এবং সামর্থ্য পায়।"

এই সুযোগগুলি পেলেই দেশটি গড়ে উঠতে পারবে। ওয়াশিংটন

তাঁর চারিপাশে গড়ে ওঠার এবং সাফল্যের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়বারের শাসনকালের শেষ ভাগে তিনটি নতুন রাজ্য ভারমন্ট কেন্টাকি এবং টেনেসী সংযুক্তিতে যোগদান করলো। অন্যান্য রাজ্যেরও আসার ঠিক ছিল। মাশুল আদায়কারী রাস্তা তৈয়ারী হওয়া শুরু হ'য়ে গিয়েছিল, পেনসিলভ্যানিয়ায় কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া গেল এবং আস্তে আস্তে কাজ চললেও পটোম্যাক এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয় নি। অন্যদিকে রাজধানী তৈয়ারীর কাজ চলছিল। দীনতা এবং ঐশ্বর্য্যের এক অদ্ভুত সমন্বয়ে যে কাজ এগিয়ে চলছিল রাজধানীর সে বৈশিষ্ট্য আজও বজায় আছে। ওয়াশিংটন রাজধানীর ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাতেন।

এই সমস্ত কাজের জন্য ওয়াশিংটন অনেকটাই কৃতিত্ব দাবী করতে পারতেন যদি দাবী করা তাঁর স্বভাব হ'তো। কারণ বৈদেশিক নীতিতে যদি সঙ্গতি না থাকতো তবে উপরিল্লিখিত অনেক কিছুই সম্ভব হ'তো না। জে'র চুক্তি সম্পাদিত হবার পর থেকেই ফরাসীরা ক্রমে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগলো, শেষে দেশে এবং বিদেশে উত্তেজনা অসহ্য হয়ে উঠলো। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষে ভাইস-প্রেসিডেন্টের পুত্র জন কুইন্সি অ্যাডামস্ হল্যাণ্ড থেকে লিখলেন (হল্যাণ্ডে তিনি তখন আমেরিকার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছিলেন)—"এখনো আমরা যদি নিরপেক্ষ নীতি বজায় রেখে চলতে পারি তবে তার সবটুকু কৃতিত্ব আমাদের প্রেসিডেন্টের। শুধুমাত্র তাঁর চরিত্রের জোর এবং সুনাম আর তাঁর দৃঢ়তা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এই ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের ঝড়ের দাপট সহ্য করতে পারে।"

আমরা যদি স্বীকার করে নি যে এই সমস্ত সমস্যাসঙ্কুল বৎসরে ওয়াশিংটন সক্ষম নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তাহ'লে কি এটা সত্যি বলে মেনে নিতে হ'বে যে তিনি আসলে ফেডারালিষ্ট দলের নেতা হিসাবেই বেশী পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন—দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা হিসাবে ততটা পারদর্শিতা দেখান নি? আমরা দেখেছি যে তাঁর অন্যান্য সমসাময়িকদের মতো তিনিও রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন। আমরা আরো দেখেছি যে তিনি

প্রেসিডেন্টকে রাজনৈতিক দলের উর্দ্ধে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সবার ওপরে দেশে আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিতেন। তিনি রিপাবলিকানদের বিরোধিতার প্রাবল্য দেখে অত্যন্ত বিস্মিত এবং দুঃখিত হয়েছিলেন যদিও রিপাবলিকানরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত হ্যামিলটনের ওপরই তাঁদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত ওয়াশিংটন সমতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার রাজনৈতিক বিরোধ যখন বেড়েই চলেছিল তখন তিনিও আক্রমণ থেকে রেহাই পেলেন না। ওয়াশিংটনের মতামত কঠোর হয়ে উঠলো। জেফারসন একবার বলেছিলেন "অন্যান্য যে কোন লোকের চেয়ে তাঁকে এসব ব্যাপারে অনেক বেশী ভাবতে দেখেছি।" ১৭৯৩ সালের একটি ক্যাবিনেট মিটিং-এ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন ফ্রেনো একটা অত্যন্ত পাজী লোক যাকে শায়েস্তা করা দরকার। সেই বছরই ফ্রেনোর কাগজ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু রিপাবলিকানদের অন্যান্য কাগজ আক্রমণধারা অব্যাহত রাখলো। ওয়াশিংটন সমালোচনা সহ্য করতে কোনদিনই খুব বেশী পারতেন না, তার ওপর তিনি বিশ্বাস করতেন এবং সে বিশ্বাসের কিছুটা হেতুও ছিল যে রিপাবলিকানরা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং হিংসাপরায়ণ ছিলেন। ফলে কিছুদিন বাদেই ফেডারালিষ্টদের মতো তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে রিপাবলিকানরা "অন্যদল" নয়, একটা "দল" বা "উপদল" মাত্র, তারা সেই "বিরোধীপক্ষ" নয় যারা একদিন হয় তো সরকার গঠনের ভার নিতে পারবে, এরা হ'লো দেশদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী এবং ফরাসীদের অনুচর। সেইজন্য তিনি গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি সম্বন্ধে এত খড়্গহস্ত ছিলেন যদিও এগুলির বেশীর ভাগই নির্দ্দোষ রাজনৈতিক সমিতি ছাড়া কিছুই ছিল না। একই কারণে ১৭৯৮ সালে লেখা এক চিঠিতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন "একজন কাফ্রিকে ঘষে মেজে সাদা হয়তো করা যায় কিন্তু একজন ডেমোক্র্যাটের বিশ্বাস বদলানো যায় না।" এবং বিশ্বাস করতেন যে "এরা এদেশের সরকারকে বানচাল করবার জন্য কোন চেষ্টাই বাদ রাখবে না।" তাঁর শেষ ক্যাবিনেটের প্রতিটি সদস্য ছিলেন ফেডারালিষ্ট দলভুক্ত।

এর পরের পদক্ষেপেই তাঁকে স্বীকার করতে হ'তো যে তিনি নিজেও

একজন ফেডারালিষ্ট। এই পদক্ষেপ তিনি পুরোপুরি সজ্ঞানে নেন নি। তাঁর জীবনের শেষ বৎসর ১৭৯৯ সালে যখন তিনি দুবছর হ'লো অবসর গ্রহণ করেছেন তখন তাঁকে ১৮০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয় এবং তাঁকে বোঝানো হয় যে দেশের সঙ্কটকাল উপস্থিত এবং সেইজন্য তাঁর এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তিনি এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে বলেন, "এখন মানুষের চেয়ে নীতির প্রশ্ন বড় এবং সেই অবস্থাই থাকবে।" তিনি মনে করেন যে "আমি যদি নির্ব্বাচনে দাঁড়াই তবে আমার ফেডারালিষ্ট দলের বিরোধী পক্ষের একটি ভোটও পাওয়া উচিত নয় এবং অন্যান্য যে কোন ফেডারেল প্রার্থীর চেয়ে আমার বেশী ভোট পাওয়ার কোন কারণ নেই।" এ সময়ও তিনি রিপাবলিকানদের আইনসঙ্গত দল বলে মানতে রাজী ছিলেন না কিন্তু তবুও তাঁর কথার ধরণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে তিনি আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্ত্তনটা কিছুটা ধরতে পেরেছিলেন।

তিনি যদি তখনো প্রেসিডেন্ট থাকতেন তবে হয়তো নিজেকে ফেডারালিষ্ট বলে পরিচয় দিতেন না, হয়তো বলতেন যে প্রেসিডেন্ট সমস্ত রকমের দলাদলির উর্দ্ধে। তাছাড়া এ ব্যাপারে তাঁর সত্যিকারের কোন দোষও দেওয়া যায় না তবু বলবো রাজনৈতিক দলাদলির যতটা উর্দ্ধে ছিলেন বলে কোন কোন জীবনীকার বলে থাকেন ততটা উর্দ্ধে তিনি ছিলেন না। এই দর্শকটিকে যদি আমরা ওয়াশিংটনের অথবা ফেডারালিষ্ট চোখে দেখি তবেই আমরা ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তগুলিকে ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিতে পারি।

শেষ বিশ্রাম

এতো গেল কল্পনার কথা। আর যে বিষয়েই সন্দেহ থাকুক না কেন একটা বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে ওয়াশিংটন প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করতে পেরে অত্যন্ত স্বস্তিবোধ করেছিলেন। অনেকেই আশা করেছিলেন যে তৃতীয়বারের জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন এবং সকলেই জানতেন যে তিনি অবলীলাক্রমে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হবেন। তাঁকে যত সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হোক না কেন তখনো পর্য্যন্ত দেশবাসী তাঁকেই সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করতো।

তিনি কিন্তু যথেষ্ট পেয়েছেন বলে মনে করতেন—আর কোন আকাঙ্খা তাঁর ছিল না। তাঁর পরবর্ত্তী প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস্ এই পদ পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর কাজের সম্বন্ধে তাঁর কোন রকম ভুল ধারণা ছিল না। ১৭৯৭ সালের মার্চ্চ মাসে প্রেসিডেন্টের পদে বৃত হবার সময়কার বর্ণনা দিয়ে জন অ্যাডামস্ তাঁর স্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি লিখছেন সমস্ত দৃশ্যটাই অত্যন্ত গুরুগম্ভীর হয়েছিল। জেনারেলের উপস্থিতি আমাকে আরো সচেতন করে তুলেছিল। দিনটির মতোই তাঁর ব্যবহারও শান্ত এবং পরিষ্কার ছিল। আমার যেন মনে হ'ল আমি শুনতে পেলাম তিনি যেন বলছেন—"এই তো আমি কেমন বেরিয়ে এলাম তুমি ধরা পড়লে। দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে বেশী খুশী হয়।" হাউস অফ রিপ্রেজেন্টে-টিভস্ এর সভাকক্ষে তিলধারণের জায়গা ছিল না এবং অত লোকের মধ্যে একমাত্র ওয়াশিংটনের চোখেই আমার মনে হয় জল ছিল না।" ওয়াশিংটন অন্যান্য সময়ে বিচলিত হয়ে পড়ে নিজেকে সামলাতে পারেন নি। ১৭৮৩ সালে ফ্রাঁসেস ট্যাভার্নে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। এবার কিন্তু কোন চোখের জল পড়লো না। তাঁর দিনপঞ্জীতে এই দিনটি সম্বন্ধে একটা মাত্র উল্লেখই দেখতে পাই—"কালকের দিনটির মতো দিন অনেক এসেছে। তাপমাত্রা ৪১°।"

তিনি প্রেসিডেন্টের পদ অপ্রসন্ন হয়ে ছাড়ছিলেন না তবে তাঁকে এখন আর কেউ বোঝাতে পারতো না যে তিনি আমেরিকার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিলেন। তিনি সবেমাত্র পঁয়ষট্টিতম জন্মদিন পালন করেছেন (ঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয় তাঁর হয়ে অন্যান্যরা জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করেছে। ফিলাডেলফিয়ার বার'শ অধিবাসী তাঁকে বিরাট সম্বর্দ্ধনা দিয়েছিল)। আর খুব বেশী জন্মদিন যে তাঁর জীবনে আসবে না সেটা তিনি বুঝে-ছিলেন। জীবনের বাকী কয়েকটা দিন মাউন্ট ভারননেই কাটাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। তাঁর পরিণত জীবন তিনি খুব ভালভাবে কাটিয়েছেন কিন্তু জনহিতকর কাজ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পুরাতন বান্ধবদের বেশীর ভাগই ততদিনে পরলোকে। ফেয়ারফ্যাকস

বংশের একজন ভার্জিনিয়ায় আবার ফিরে এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু বেল-ভয়ের ততদিনে ধ্বংসের মুখে আর শ্যালী ফেয়ারফ্যাক্স ইংলণ্ড থেকে কখনো ফিরে আসেন নি। লাফায়েৎ ছাড়া পেয়েছেন (ওয়াশিংটন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতার সঙ্গে লাফায়েতের স্ত্রীকে বরাবর সাহায্য করে গেছেন) কিন্তু দুজনের মধ্যে মহাসাগরের ব্যবধান। বাকী ছিল মাউন্ট ভারনন আর আর মার্থা এবং তাঁর তরুণ আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্য।

জীবনীকে যদি নাটকের ছাঁচে ফেলা যেত তবে তাঁকে বৃদ্ধ বয়সের শান্তির মধ্যে দেখিয়ে আমরা যবনিকা টানতে পারতমে। কিন্তু তাঁর জীবনে এমনটি ঠিক হয় নি। মাঝে মাঝেই আবার যবনিকা উঠে যাচ্ছিল। ঘুমপাড়ানি ছড়া থেমে গিয়ে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠছিল। ১৭৯৮ সালে ঠিক তাই হ'ল। একদিক দিয়ে দোষটা তাঁরই ছিল। তাঁর ভীমরতী ধরে গেছে লোকে এটা যদি বুঝে নিতো তবে তাঁকে কেউ বিরক্ত করতো না। কিন্তু তাঁর কর্ম্মচাঞ্চল্য কমলো না। তাঁর খামার পরিচালনা, অতিথিসেবা, চিঠিপত্র লেখা কোনটারই কমতি ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, এ সময় তাঁর চিঠি-পত্রের ভাষা আগের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র হয়ে উঠলো। এর একটা কারণ বোধহয় তখন তিনি স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে পারতেন—কোন সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল না। সে যাই হোক ১৭৯৮ সালে সামরিক প্রয়োজনে তাঁর আবার ডাক পড়লো। ফরাসীদের ব্যবহার ইদানীং এতদূর খারাপ হ'য়ে পড়েছিল যে আমেরিকার সঙ্গে তখন কার্য্যত যুদ্ধেই লিপ্ত ছিল। যুদ্ধটা আবার নৌযুদ্ধ ছিল। ওয়াশিংটন যে ছোট সামরিক বাহিনী রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন তা ছাড়া আমেরিকার আর কোন সামরিক বাহিনী ছিল না। তাঁকে একটা বাহিনী তৈয়ারী করে তার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবার অনুরোধ করা হ'ল। এই সম্ভাবনায় তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ওয়াশিংটনের কাছে হ্যামিলটন যখন ভবিষ্যদবাণী করলেন যে তাঁর কাছে আবার শমন আসছে তিনি তখন বলেছিলেন, "আমার বর্ত্তমান শান্তিনীড় ছেড়ে মরতে যতটা আমার ভাল লাগবে এ শমন পেয়েও আমার সেইরকমই ভাল লাগবে।" তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই তাঁকে সর্ব্বাধিনায়কের পদে মনোনীত

করায় তিনি প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস এর উপর একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি অন্যান্য বারের মতো এবারও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন পাছে লোকে তাকে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। তিনি বিদায় সম্ভাষণে বলেছিলেন যে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন তারপর তিনি যদি আবার ক্ষমতাশীল হ'ন তো লোকে কপট বলবে না তো? কিন্তু তবু কর্ত্তব্য অবহেলা করলে চলবে না। তিনি বুদ্ধিমানের মতো বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁর কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। অন্যবারের মতো এবারও সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন তাঁকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন। পেছনে কলকাঠি নেড়ে তিনি ওয়াশিংটনের প্রধান সাহায্যকারীর পদ নিজের জন্য জুটিয়ে নিলেন। সময়টা খুব উত্তেজনার মধ্যে কাটছিল—জন অ্যাডামস্-এর সময়টা বিশেষ করে খারাপ যাচ্ছিল। তাঁর জায়গায় ওয়াশিংটন থাকলে হয়তো তাঁকেও এই ধরণের গালাগালি শুনতে হত। তবে আমরা খানিকটা নিশ্চয় হয়ে বলতে পারি যে ওয়াশিংটন অ্যাডামস্-এর অনেকগুলি ভুলই করতেন না। বিশেষ করে অ্যাডামস্ এর শাসনতান্ত্রিক ভুলগুলি কখনো করতেন না। ওয়াশিংটনের এবং অ্যাডামস্-এর প্রেসিডেন্টের কার্যকালের বিশদ আলোচনা করলে ওয়াশিংটনের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা লক্ষ্য না করে পারি না।

যাই হোক ১৭৯৮ সালে যুদ্ধ হ'লো না। ১৭৯৯ সালেও হ'লো না। ওয়াশিংটনের জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে এলো। তাঁর দিনপঞ্জীতে দিনগুলি এগিয়ে চললো। গরম দিন, ঠাণ্ডা দিন, বৃষ্টি, তুষার পাত সবের উল্লেখ দেখি। দেখি তিনি জরীপ করেছেন, ঘোড়ায় চড়ছেন, অতিথিসংকার করছেন। তাঁর ভাইঝি বেটী লুইসের একটি মেয়ে হ'ল। তারপর দেখি ১৩ই ডিসেম্বর তিনি দিনপঞ্জী লেখা বন্ধ করেছেন। সেদিনের তারিখে লেখা রয়েছে। তাপমাত্রা প্রায় তুষারপাতের পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। তারপরই হঠাৎ তাড়াতাড়ি যবণিকা নেমে এল। ওয়াশিংটনের ঠাণ্ডা লেগেছে গলায় একটা ক্ষত হয়েছে, ডাক্তাররা রক্ত মোক্ষণ করছেন, আবার রক্ত মোক্ষণ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি দশটার সময় তিনি মারা গেলেন। উল্লেখ-যোগ্য কিছু হলো না (একমাত্র পারসন উইমস-এর বানানো ঘটনাবলী

ছাড়া); কোন শেষ উক্তি রেখে গেলেন না। তখনকার দিনের নারকীয় অথচ শুভ ইচ্ছা নিয়ে করা চিকিৎসার ফলে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হ'লো।

চিকিৎসাশাস্ত্র একটু উন্নত হলে তিনি আরো কিছুদিন বাঁচতেন। তিনি নতুন শহরে কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তরিত হতে দেখে খুশী হতেন (যার নাম হ'লো ওয়াশিংটন ডি, সি)। ১৮০১ সালের নির্বাচনে টমাস জেফারসনের সাফল্য দেখে হয়তো তিনি আবার ততটা খুশী হতেন না। তিনি লুইজিয়ানা কেনার কথা এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে হ্যামিলটনের মৃত্যুর কথা শুনে একটাতে আনন্দ আরেকটাতে দুঃখ পেতেন। কিন্তু তাঁর কি আর বেশী কিছু চাইবার ছিল। তাঁর শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও শেষ হয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরেই বিভিন্ন বক্তা এবং লেখকেরা (ফ্রেনোও সমেত) তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত স্তুতি শুরু করলেন তার চাইতে অনেক তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভালভাবে খাটে স্পেনসারের সেই শান্ত কথা কটি!

"পরিশ্রমের পর নিদ্রা, উত্তাল সমুদ্রপথ অতিক্রমের পর বন্দর, কষ্টভোগের পর আরাম এবং জীবনের পর মৃত্যু অত্যন্ত আনন্দ দেয়"।

পঞ্চম অধ্যায়

মানুষ ওয়াশিংটন

"জর্জ্জ ওয়াশিংটন স্তুতি এবং নিন্দা দুইই পেয়েছেন তাছাড়া পেয়েছেন (যা খুব কম লোকের ভাগ্যেই আসে) নিজের দেশকে স্বাধীন করবার নির্ম্মল গৌরব।"

বায়রণ

ডন জুয়ান নবম সর্গ

মৌনতা

ওয়াশিংটনের জীবনীকাররা তাঁর জীবনের সমস্ত তথ্য উপস্থাপন করার পর তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করে একটা অস্বস্তি বোধ করে থাকেন। তাঁদের মনে হয় কোথায় যেন কি একটা বাদ পড়ে গেল। তার কারণ অবশ্য এই নয় যে নথিপত্র ভালভাবে রাখা হয় নি বা তাতে পরস্পর বিরোধী কথাবার্ত্তা আছে। তাঁর শৈশবের পর থেকে তিনি কি করছেন না করছেন সমস্ত লিপিবদ্ধ আছে। কোন একটা ব্যাপারে ওয়াশিংটনের মতামত কি ছিল তাও আমরা মোটামুটি ধরতে

পারি। মার্থাকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি যদি থাকতো কিংবা জে, পি, মরগ্যান তাঁর লেখা কিছু চিঠি যদি "জাল" বলে না পুড়িয়ে ফেলতেন তবে আমরা আরো পরিষ্কার একটা চিত্র পেতাম। কিন্তু তবু মনে হয় না যে তাতে খুব বেশী অদলবদল হতো। ওয়াশিংটনের জীবনের কতকগুলি ঘটনা বিশেষ করে তাঁর প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ের কয়েকটি ঘটনার যথাযথ বিশ্লেষণ হয় নি। তবুও পুরা চিত্র আঁকবার মতো মালমশলা আমাদের হাতে তাঁর নিজস্ব উক্তি এবং তাঁর সম্বন্ধে অন্যদের উক্তির মধ্যে দিয়ে রয়ে গেছে।

তাহ'লে হেঁয়ালীর প্রয়োজন কি? কেন বলছি যে ওয়াশিংটনের একটা দিক আমরা ধরতে পারি নি? ছবিটার আকৃতি এত স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কেন এত অদ্ভুতভাবে তাকে অস্পষ্ট বলে মনে হয়? প্রধানত এর দুটি কারণ আছে। এক হচ্ছে, ওয়াশিংটনের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আর দ্বিতীয় হ'লো, ওয়াশিংটন সম্বন্ধে কিংবদন্তীর প্রভাব যাকে ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ আমরা বলেছি। তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাদের অস্বচ্ছ বলে মনে হয় কারণ তাঁর মধ্যে কোন হেঁয়ালী আমরা খুঁজে পাই না। মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে আমরা তাঁদের গোপন দুর্ব্বলতার প্রমাণ খুঁজতে অভ্যস্ত। কারুর কারুর মধ্যে আমরা ভুঁইফোঁড় লোকের অদম্য উচ্চাশা খুঁজে পাই। কারুর কারুর মধ্যে বেঁটে লোকেদের মধ্যেকার স্বভাব সুলভ নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাই (উপরোক্ত দুটি কারণই একজন নেপোলিয়ন কিংবা এক আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে সক্ষম)। অন্য কেউ আবার আদর্শগত পথে চলেন। তাঁরা ডাক শুনেছেন এবং সে ডাকে সাড়া দিয়ে এগুতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতেও তাঁরা পেছপাও নন। কেউ কেউ আবার গোপন কোন গভীর উৎস থেকে কাজ করবার শক্তি পান (যেমন ইংরাজ বীর জেনারেল গর্ডন সম্বন্ধে বলা হয় তাঁর যৌন বিষয়ক বিকৃত মনোভাবই ছিল তাঁর বীরত্বের কারণ)। বেশীর ভাগের সুনাম লাম্পট্য, হিংসা কিংবা গর্ব্ব দ্বারা কলঙ্কিত। অথচ ওয়াশিংটনের ব্যাপারে কি আমরা খুঁজে পাই? লম্বা, দেখতে সুন্দর, মাঝামাঝি মতবাদ, ভদ্র, বেশী মদ খান না—একমাত্র প্রথম বয়সে শ্যালী ফেয়ারফ্যাক্স সম্বন্ধে গোপন দুর্ব্বলতা ছাড়া

কোন দোষই তাঁর আমরা খুঁজে পাই না। তিনি কি তাহ'লে নেহাৎই সাধারণ মানুষ ছিলেন? ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পথেই বাধা। ভবিষ্যতের সমস্ত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিককে হয় ওয়াশিংটন সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলি মেনে নিতে হবে নয়তো ছোটখাট দোষ খুঁজতে নামতে হবে। এ ব্যাপারে ওয়াশিংটনের সমসাময়িকদেরও আমাদের মতোই হয় স্তুতি নয় ইচ্ছাকৃত নিন্দার মধ্যে একটা পথ বেছে নিতে হয়েছিল এ তথ্য আমাদের কোন সান্ত্বনাই দিতে পারে না।

এ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কোন কোন জীবনীকার সমস্যাটার অস্তিত্ব অস্বীকার করে সমস্যা এড়াতে চেয়েছেন। তাঁরা ওয়াশিংটনের "মানবিক" গুণাবলীর ওপর জোর দিতে চেয়েছেন। তাই দেখি ব্র্যাডলী টি, জনসন বলছেন—"ওয়াশিংটন ছিলেন পুরো একটা মানুষ—প্রচণ্ড ক্ষুধা, ভীষণ মেজাজ, দৃঢ় নিশ্চয়, যুদ্ধে সদাই প্রস্তুত এবং প্রথমে আক্রমণ করায় বিশ্বাসী।" রিউপার্ট হিউজ বলেন ওয়াশিংটনের মতো "আগ্রহশীল বহু-মুখী প্রতিভা নিয়ে আর কেউ জন্মায় নি।" সল কে. প্যাডোভার বলেন তিনি একজন "অত্যন্ত আবেগপূর্ণ, সংবেদনশীল, পার্থিব-গভীর সহানুভূতিশীল মানুষ।" হাওয়ার্ড সুইগেট আবার ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত তাঁর "মানুষ হিসাবে মহাপুরুষ জর্জ্জ ওয়াশিংটন" গ্রন্থে তাঁর নায়ককে "আকর্ষণীয় শক্তি এবং জাঁকজমক, প্রচণ্ড রাগ এবং নির্ম্মম পরিহাস পরায়ণতা, ভালত্ব এবং দাক্ষিণ্য, দুঃখ এবং কষ্টের" এক অদ্ভুত সমন্বয়ে গঠিত বলে চিত্রিত করেছেন যিনি "মর্য্যাদা শিষ্টাচারকে প্রচণ্ড দাম দেন আবার একেবারেই দেন না।" এই দৃষ্টিভঙ্গীর উৎপত্তি হচ্ছে তাঁর বেপরোয়া সাহসের মধ্যে। কিংবা সেই যেদিন মনমাউথ কোর্ট হাউস এ তিনি প্রচণ্ড গালাগালি করেছিলেন, চটে গিয়ে নাকি চার্লস লী-কে" অপদার্থ কাপুরুষ" বলেছিলেন সেদিনের মধ্যে। কিংবা মহিলাদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তার ভেতরে। কিংবা তাঁর নাচের আসর ভাললাগা প্রভৃতি ব্যাপারের ভিতরে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর একটা গুণ স্বীকার করতেই হবে। মার্শাল, উইমস্ এবং স্পার্কস প্রভৃতি তাঁর প্রথম জীবনীকাররা যে সম্ভ্রম তাঁর প্রতি দেখিয়ে-ছিলেন সেটার প্রতিষেধক হিসাবে এ দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা কাজ করেছে। ওয়াশিংটন সম্বন্ধে কিংবদন্তীর আজগুবী জিনিষগুলি যেমন চেরীবৃক্ষের

গল্প, ভ্যালী ফর্জে তাঁর প্রার্থনা ইত্যাদি বাদ দিতে পারলে কোন ক্ষতি হবে না। ষ্টুয়ার্টের আঁকা ছবির আগেকার ওয়াশিংটনের জীবনী পর্য্যালোচনা করবার পক্ষে এটা বিশেষ সহায়ক। তিনি যখন অনেক বেশী তরুণ আর অখ্যাত ছিলেন, কৈশোর পুরোপুরি অতিক্রম করেন নি, উৎসাহ ভরে জমি জরীপ করেন, ভার্জ্জিনিয়ার সৈন্যবাহিনীর কর্ণেল এবং যখন আমাদের তরুণ জমিদারটি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর জমিদারী বাড়িয়ে চলেছেন আমরা ওয়াশিংটনের সেই জীবনে ফিরে যেতে চাই।

ডগলাস সাউথল ফ্রীম্যান দেখিয়েছেন ওয়াশিংটনের এই সময়কার জীবনে ওয়াশিংটনকে কিংবদন্তী থেকে আলাদা করে দেখানো যায় এবং তাঁর চরিত্রের বিকাশ কিভাবে ঘটলো সেটা বুঝতে পারা যায়। আমরা দেখতে পাই ওয়াশিংটনের পরিবার সম্রান্ত পরিবার ছিল কিন্তু অভিজাত পরিবার ছিল না (আমরা কৌতুক করে বলতে পারি যে ওয়াশিংটন রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মান নি জন্মেছিলেন রূপালী চামচ মুখে এবং পিতার মৃত্যুর পর সেটুকুও ছিল না)। আমরা দেখতে পাই কেমন করে ওয়াশিংটনকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছিল, এতে অবশ্য কিছুটা সাহায্য তাঁকে করেছিল তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা আর প্রতিপত্তিশালী ফেয়ার-ফ্যাক্সরা। কি ভাবে তাঁর উচ্চাকাঙ্খা জেগেছিল (তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই)। দেখতে পাই কিভাবে সামরিক জীবনের হাতছানিতে তাঁর উচ্চাকাঙ্খা বেড়ে যায় তারপর ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে ঢুকতে না পেরে কিভাবে তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ব্যাহত হয় (মনোঙ্গোহেলার যুদ্ধে তিনি বীরত্বের জন্য যত প্রশংসাই পান না কেন ব্র্যাডকের মৃত্যুতে তাঁর ব্যর্থতা আসে) পরে ঐশ্বর্য্যমতীকে বিবাহের সম্ভাবনায় কিভাবে তিনি শান্ত হয়ে এলেন এর পর তিনি কি উপায়ে আস্তে আস্তে বিত্তশালী ভদ্রলোক বলে পরিচিত হ'লেন এবং তাঁর মতবাদ কিভাবে উদারপন্থী হয়ে উঠলো। তাঁর সামনে যখন প্রশ্ন দেখা দিল যে তিনি তাঁর স্বদেশের পক্ষে না বিপক্ষে তিনি অযথা ভাবনা চিন্তা না করে তাঁর যুক্তিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। ওয়াশিংটন তাঁর অপরিণত জীবনের ভুলভ্রান্তি থেকে পরিণত জীবনে মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহার এবং আত্মসংযম শিক্ষা করেছিলেন।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আমাদের অতীত জীবনের অনেকগুলি সত্তা লুক্কায়িত আছে। জর্জ ওয়াশিংটনের মধ্যেও তাঁর ভার্জিনিয়ার প্রথম যৌবনের অভিজ্ঞতা সুপ্তভাবে ছিল। তাই কেউ যদি মনে করেন যে তাঁর মধ্যে প্রথম যৌবনের অগ্নির কিছু তখনো বর্তমান ছিল তবে খুব ভুল করবে না। আরেকজন তরুণ ভার্জিনিয়াবাসী যিনিও পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন উড্রো উইলসন ১৮৮৪ সালে তাঁর প্রিয়াকে বলেছিলেন "খুব জোরালো ভাবাবেগ সম্পন্ন হওয়া ভালও না সুবিধারও নয়। আমার যেন কি রকম মনে হয় যে আমি আমার বুকের মধ্যে একটা আগ্নেয়গিরি বহন করে চলেছি।" ওয়াশিংটনের পক্ষেও একই ধরণের কথা বলা খুবই সম্ভব ছিল যদিও উইলসনের মতো ওয়াশিংটনকেও পরিণত জীবনে অত্যন্ত কঠোর বলে মনে হ'তো।

তবুও বলবো যে ওয়াশিংটনের "মানবিক দিক"টার ওপর জোর দেবার মধ্যে একটা ভুল থেকেই যায়। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ মানুষের ছবি সরিয়ে বিংশ শতাব্দীর মানুষ বসিয়ে আরেকটা ভুল করি কারণ ওয়াশিংটন আসলে লোক ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর। আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে তাঁর রুচি ছিল ভদ্র গ্রাম্য লোকের মতো—তিনি খেতে ভালবাসতেন, মদ এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগতো। নাটক দেখতে, তাস খেলতে, ঘোড়দৌড় দেখতে, শৃগাল শিকার করতে তিনি ভালবাসতেন। খুব সূক্ষ্ম না হ'লেও তিনি রসিকতা করতে জানতেন আর তিনি এত আবেগপূর্ণ ছিলেন যে মাঝে মাঝে তাঁর চোখে জল এসে যেত। এ সমস্ত স্বীকার করে নিলেও ওয়াশিংটন কিন্তু আজকের দিনে রূপালী পর্দায় ঐতিহাসিক নাটকের নায়ককে যে ভাবে চিত্রিত করা হয় তার ধার কাছ দিয়ে যেতেন না।

ওয়াশিংটন সাহসী ছিলেন কিন্তু গোঁয়ার ছিলেন না। তিনি সীমান্ত যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন এবং কোন সময়ে সীমান্তবাসীদের মতো সাজসজ্জা করলে সুবিধা হ'বে তিনি জানতেন; তবুও তিনি ডেভী ক্রকেট ছিলেন না। ইংরাজ তাঁকে বিদ্রোহী বলতো, তিনি বলতেন না। তিনি নিজেকে বিপ্লবী বলেও মনে করতেন না। লাফায়েত যখন স্বেচ্ছাচারিতাকে ধ্বংস করার প্রতীক হিসাবে তাঁকে ব্যাস্টিল দুর্গের চাবি পাঠিয়েছিলেন ওয়াশিংটন

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা ছোট চিঠি আর একটা ক্ষুদ্র উপহার পাঠিয়েছিলেন মাত্র।

"আমি তোমাকে এক জোড়া জুতার বকলস্ পাঠাচ্ছি এর দাম বেশী নয় কিন্তু তবু এটা পাঠাচ্ছি কারণ বন্ধু এটা এ শহরে তৈয়ারী তাই তোমাকে স্মৃতিচিহ্নরূপে হিসাবে পাঠাচ্ছি।"

একজোড়া জুতার বকলস এর চেয়ে সাদাসিধে আর কি হ'তে পারে। কতকগুলি ব্যাপারে ওয়াশিংটন অত্যন্ত বিনীত সহজ সরল ভদ্রলোক ছিলেন। মাউন্ট ভারননে যাঁরা বেড়াতে যেতেন তাঁদের লেখা থেকে জানা যায় যে তিনি যখন খামারে যেতেন তখন অত্যন্ত সাদাসিধা জামা পারতেন। তবে তিনি নৈশভোজের জন্য পোষাক পরিবর্ত্তন করতেন এটাও তাঁরা লিখে গেছেন। তিনি মনস্বী ছিলেন না কিন্তু অন্যের মনীষাকে তিনি বিদ্রূপ করতেন না। তাঁর চিঠিপত্রে বা কথাবার্ত্তায় তিনি হয়তো খুব বেশী কুশলী ছিলেন না কিন্তু তাই বলে তিনি কখনো অশোভন কথা বা ভাষা ব্যবহার করতেন না। তিনি শপথ বাক্য উচ্চারণ করছেন এ ধরণের যে দু'একটি মাত্র উদাহরণ আমরা পাই তাতেও তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে এসব কথা বলেছেন তার প্রমাণ পাই না (এই প্রসঙ্গে বলে রাখি মনমাউথে লীকে প্রচণ্ড গালাগালি করেছিলেন বলে যে কথা আছে তার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ আমরা পাই নি)।

তিনি হাসিখুশী থাকতে পারতেন কিন্তু মাতামাতি করতে পারতেন না। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে সারা জীবনে তাঁর প্রাণের বন্ধু একজনও ছিল না। লাফায়েৎকে তিনি মনের কথা কিছু কিছু বলতেন। ফরাসীদেশীয় এই ভদ্রলোককে অদ্ভুতরকমের খুশীমনে তিনি চিঠি লিখতেন। এছাড়া স্বাধীনতার যুদ্ধে মৃত ক্যারোলাইনার সামরিক কর্ম্মচারী জন লরেন্সের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করতেন কিন্তু দুজনকেই তিনি যেন একটু পিঠ চাপড়াবার ভঙ্গীতে মিশতেন। তাঁদের প্রতি যে ওয়াশিংটনের একটা পিতৃব্যসুলভ মনোভাব ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। ওয়াশিংটনের যুগটাই ছিল একটু চুপচাপ থাকার যুগ। আমাদের যুগের মতো হৈ চৈ সেখানে নেই। তবুও তাঁকে যদি তাঁর

সমসাময়িকদের সঙ্গে তুলনা করি তাহ'লেও তাঁর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। ওয়াশিংটন যদি "আবেগপূর্ণ, ভাবাবেগ প্রধান, পার্থিব" ব্যক্তি হ'ন তবে, প্যাট্রিক হেনরী কিংবা অ্যারন বার-এর কথা ছেড়ে দিলাম, ফ্র্যাঙ্কলিন, জেফারসন ম্যাডিসন এবং হ্যামিলটনকে পর্য্যন্ত প্রচণ্ড গোলমালকারী বলতে হয়। বিদেশীরা তাঁর সম্বন্ধে কি রায় দিয়ে গেছেন শোনা যাক। একজন ওলন্দাজবাসী ১৭৮৪ সালে মাউণ্ট ভারননে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে তাঁর ইচ্ছা ছিল ওয়াশিংটনকে প্রশংসা করার "কিন্তু ওয়াশিংটন বড্ড বেশী নিরুত্তাপ, সাবধানী এবং অনুগত ছিলেন"। চার বছর পরে আরেকজন ইউরোপ-বাসী তাঁর সম্বন্ধে লিখে গেছেন "আমার মনে হয় তাঁর ভদ্রব্যবহারের তলায় একটা অসহ্য উত্তাপহীন ব্যবহার লুক্কায়িত ছিল যেটা আমার মোটেও ভাল লাগতো না।" এর অনেকটাই ছিল লজ্জাবনত তিনি পরিচিত মহলে অনেক সহজ ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁর জীবনের কোন সময়েই তিনি আমুদে ছিলেন একটা বিশ্বাস করা শক্ত। তাঁর জীবনের শেষভাগে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের চেয়ে অনেক কঠোর হয়ে তিনি যে বিদেশী এবং রাজদ্রোহী আইন পাশ করান সেটাতে তাঁর চরিত্রের সঠিক পরিচয় বলে মনে করাটা অন্যায় হ'বে। কিন্তু তবুও এটা স্বীকার করতে হবে বহু বছর আগেও যখন তিনি ভার্জ্জিনিয়ার সৈন্যবাহিনী থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন তখন সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্ম্ম-চারীরা কেউ কেউ তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন) তাঁকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরদিকে তাঁরা মুখ তুলে তাকাতেন' পাশাপাশি তাকাতে পারতেন না। তিনি কারুর ইয়ারের পাত্র ছিলে না সাধারণ ব্যক্তিও ছিলেন না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় ওয়াশিংটনকে বেশী মানবীয় ভাবে দেখাতে গেলে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা প্রধান জিনিষকে মিথ্যা বলতে হয়। তাঁর মানবিক দিকটা অনেকটাই স্মৃতিস্তম্ভের তলায় চাপা পড়ে গেছে ঠিক কিন্তু তাঁর চরিত্রও এটার সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। মানুষ ওয়াশিংটন এবং কিংবদন্তীর ওয়াশিংটনের মধ্যে অনেকটাই মিল ছিল।

এই মিলটাকে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে দুজনই বহু প্রাচীন, আরো পরিষ্কার করে বলতে হয় যে দুজনেই রোমান নীতির অনুগামী। ওয়াশিংটোনিয়ানার তাকের বইগুলিতে ক্লাসিকর ভাবে বলা হয়েছে যে ওয়াশিংটন ছিলেন দ্বিতীয় সিনসিনেটাস্। তবুও এ তুলনায় কিছুটা সত্য আছে। বাস্তবিকপক্ষে তুলনামূলক আলোচনাটা যদি একটু ভালভাবে লক্ষ্য করা যায় তবে সাদৃশ্যগুলি নজরে পড়বেই। অষ্টাদশ শতকের যে কোন ইংরাজ ভদ্রলোক তা তিনি মাতৃভূমিতেই থাকুন আর ভার্জিনিয়াতেই থাকুন বলতে গেলে তাঁরা দুটি নাগরিকত্ব পেতেন। এক তাঁরা ছিলেন ইংরাজ আর দ্বিতীয়ত তাঁরা ছিলেন রোমে বাস না করেও রোমান। তাঁরা প্রায় রোমানদের মতোই দেখতে ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের কঠোর শ্মশ্রুহীন কিন্তু পুরুষালী মুখগুলির প্রতিকৃতি দেখে রোমানদের কথা মনে হয় আবার উল্টোদিক দিয়ে তাঁরা যেসব স্মৃতিস্তম্ভ বা মূর্তি গড়তেন তাতেও রোমের মূর্তিগুলি মনে পড়তো। ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবীতে রক্ষিত কতকগুলি স্মৃতিস্তম্ভের উদাহরণ নেওয়া যাক। ১৭৪৮ সালে নির্মিত রোবিলিয়াকের তৈয়ারী জেনারেলে ওয়েডের স্মৃতিস্তম্ভে দেখি "যশের দেবী কাল কে জেনারেলের বিজয়কীর্তির চিহ্নগুলিকে হরণ করতে বাধা দিচ্ছেন।" একই শিল্পীর তৈয়ারী এ্যাডমিরাল স্যার পিটার ওয়ারেনের (১৭৫২) স্মৃতিস্তম্ভে দেখি "হারকিউলিস এ্যাডমিরালের মর্ম্মর মূর্ত্তি একটি স্তম্ভের ওপর রাখছেন এবং সাগর পথের দেবতা মলিনবদনে প্রশংসা করছেন।" স্কীমেকার্স পরিকল্পিত ১৭৫৭ সালে নির্ম্মিত এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের এক মূর্ত্তিতে দেখতে পাই "এ্যাডমিরাল রোমীয় পোষাক প'রে মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন হাতে পাম গাছের শাখা। আর ডানদিকে শহর কলিকাতা একটি আবেদন-পত্র পেশ করিতেছে।" জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ওয়াশিংটনের সময়ের ভদ্রলোকরা উদাহরণ দেবার সময় এবং রীতিনীতি ঠিক করার সময় রোমের উদাহরণ মনে করতেন। সমস্ত না হ'লে রোমের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন এবং তাঁর সময়কার পারিপার্শ্বিকটা আমরা কিছুটা বুঝতে পারলাম।

তিনি এ্যাডিসনের ক্যাটো থেকে প্রায়ই আবৃত্তি করতেন বা বেল-

ভয়ের কেয়ারফ্যাক্সদের অতিথি থাকায় তাঁর বড় ভাই নরেন্স যে ল্যাটিনে লিখেছিলেন "সাহস সমস্ত বিপদই জয় করতে পারে" তার কোনটাই আকস্মিক নয়। ক্যাটো ছিল শতাব্দীর একটি সর্ব্বজন প্রিয় নাটক। কনেটিকাটের বীর ন্যাথান হেলকে যখন ইংরাজরা ১৭৭৬ সালে গুপ্তচর এই আখ্যা দিয়ে ফাঁসী দেন তখন তার মনেও বোধ হয় ক্যাটোর লাইনগুলি ছিল। অন্তত তাঁর শেষ উক্তি "আমার একমাত্র দুঃখ দেশের জন্য দেবার মতো আমার একটি জীবনই আছে", সঙ্গে ক্যাটোর—

"কি দুঃখ! দেশের বিপদত্রাণের জন্য আমরা একবার মাত্র মরতে পারি" লাইনগুলির খুব মিল রয়েছে। আর "সাহস" ছিল একটি রোমান গুণ যেটি ভার্জিনিয়াবাসীরা পেতে চেষ্টা করতেন। গাম্ভীর্য্য, দয়া, সারল্য, সততা এবং যশ ছিল অন্যান্য মূল্যবান রোমীয় গুণাবলী।

গুণের বেলায় যা খাটে পারিপার্শ্বিকের বেলায়ও সেই জিনিষই খাটে। রোমান সভ্যতা ছিল সমরভিত্তিক। সীমান্তে অশান্তি সম্বন্ধে তারা সব সময়ে সচেতন ছিলেন, ফলে আইন এবং শৃঙ্খলা সব সময়েই ভালভাবে রক্ষিত হ'তো। রোমান সভ্যতার প্রকৃতি একটু কঠোর ছিল অন্তত তার শিকড় ছিল বাস্তবের মধ্যে এবং কবিত্বের ভাগ তাতে ছিল কম। ধর্ম্মচিন্তা তাতে পরিমিত পরিমাণে ছিল। ধর্ম্ম নিয়ে মাতামাতি কেউ পছন্দ করতেন না। রোম ছিল ক্রীতদাস সমন্বিত সমাজ যাতে সমাজের একক ছিল খামার। সমাজের মধ্যে বন্ধন এনে দিয়েছিল পারিবারিক বন্ধন। আনুগত্য, শ্রদ্ধা, ভালবাসা সবার উৎপত্তি ছিল পরিবারে, পরে সেটা ছড়িয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রের মধ্যে। এই সমাজে গড়ে উঠতো শক্ত ন্যায়পরায়ণ মানুষের দল। তাঁদের মহত্ত্ব একটু সঙ্কীর্ণ হলেও তাঁরা বিকল কবিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। গাম্ভীর্য্য, দয়া, সারল্যের মানে ছিল তাই।

এখানে "রোমে"র বদলে আমরা "ভার্জিনিয়া" শব্দটা কি ব্যবহার করতে পারি না। ওয়াশিংটনের প্রথম যুগের জীবনীকাররা ও তাঁর সমসাময়িকরা তাঁকে প্রাচীন রীতিতে গঠিত ভেবে তাঁর মধ্যে সিনসিনেটাসের পুর্ণ জন্ম হয়েছে বলে খুব সাংঘাতিক ভুল কিছু কি করেছেন? ১৮৫১ সালের ৪ঠা জুলাই দেশ বিভক্ত হয়ে পড়বার উপক্রমের মুখে

ড্যানিয়েল ওয়েষ্টবার শুধু আলঙ্কারিক সৌকার্য্যে ওয়াশিংটনের নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি তাঁর বর্ক্তৃতা শেষ করেছিলেন রোমান উক্তি উদ্ধৃত করে—"আমি একটি জিনিষ চাই—এক আমি মরার আগে এক স্বাধীন জাতি দেখে নিতে চাই। ভগবান আমাকে এর চাইতে বড় কোন পুরস্কার দিতে পারেন না। আর দ্বিতীয় জিনিষ আমি দেখতে চাই প্রত্যেক নাগরিক তাঁকে সাধারণতন্ত্রের উপযুক্ত করে তুলেছেন। তাঁর যে চিত্র আমরা পাই সৈনিক, জমিদার, রাজনীতিজ্ঞ সমস্তই হচ্ছে রোমান গুণাবলী এবং সিনসিনেটাস এমন একজন রোমান বীর যাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। ওয়াশিংটনের পারিবারিক জীবনের মধ্যেও কিছুটা রোমানভাব ছিল। তাঁর মাউন্ট ভারননের প্রতি আসক্তি, তাঁর মাতার প্রতি কর্ত্তব্য (যদিও তাঁর মধ্যে খুব বেশী আগ্রহ ছিল না) তাঁর ভ্রাতা, ভগ্নী, মাসতুতো, খুড়তুতো, ভাইবোন, ভাগ্নে ভাইপো, ভাগ্নী, ভাইঝি, সৎসন্তান এবং অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি অভিযোগহীন ভাবে তিনি যে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন তাতেও আমরা রোমের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাই। এর মধ্যে তাঁর সহৃদয়তা দেখতে পাই সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যকর্ম্ম করছেন একথাটাও মনে রেখেছিলেন।

কর্ত্তব্য—এটা হচ্ছে আরেকটা রোমান গুণ যা ওয়াশিংটনের চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে। ওয়াশিংটন কর্ত্তব্য বলতে অবশ্যকরণীয় কাজের সমষ্টি বোঝাতেন। অবশ্যকরণীয় কথাটা লক্ষণীয়, আজকের দিনের বাধ্যকর্ম্ম কথা তিনি ব্যবহার করেন নি। এগুলি ব্যক্তিগত নয় এগুলি সামাজিক কর্ত্তব্য। ওয়াশিংটন খুব মেলামেশা না করলেও তিনি প্রধানত সামাজিক জীব ছিলেন। তিনি সমাজভুক্ত ছিলেন যদিও খুব হৈ চৈ করতেন না। এই সমস্ত গুণাবলী একত্র করে পরিণত বয়সে যে চরিত্র আমরা দেখতে পাই সেটা প্রায় কঠোরত্বের পর্য্যায়ে পৌঁছলেও পরিপূর্ণ একটি চরিত্র—স্থিতিশীল প্রায় গাম্ভীর্য্যের পর্য্যায়ে উপনীত। এই হচ্ছে সততার মান। এর মধ্যে কিছু সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু কোনটাই মারাত্মক নয়। যতই কঠোর সমস্যা হোক না কেন ভদ্রব্যবহারের বিধি তার সমাধান দেবে। সাহস এখানে আপনা থেকেই আসে এবং মৃত্যুকে ভয়লেশহীন ভাবে মেনে নেওয়া যায়।

সুতরাং প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মৃত্যু সম্বন্ধে ভাসা ভাসা হ'বেন না অধৈর্য্য হবেন না, ঘৃণাশীল হবেন না; প্রকৃতির অমোঘ বিধান বলে মেনে নিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবেন।"

উপরোক্ত উক্তিটি মার্কাস আরেলিয়াসের। কিন্তু এ উক্তি ওয়াশিংটনও তাঁর উইল করবার সময়, তাঁর বিদায় ভাষণের সময় এবং মাউন্ট ভারননের সমাধিক্ষেত্র মেরামত করবার সময় বলতে পারতেন।

যশ, উচ্চাভিলাষ—সামাজিক ব্যাপার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। ওয়াশিংটন একবার যখন তারুণ্যের চাঞ্চল্য কাটিয়ে উঠিয়েছিলেন তখন একথা তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চয় প্রযোজ্য। ওয়াশিংটনের লোকমত সম্বন্ধে এবং তাঁর সুনাম নিষ্কলঙ্ক রাখবার জন্য যে উৎকণ্ঠা তাও প্রাচীন প্রথা সম্মত, তার সঙ্গে আজকের দিনের নেতাদের "অন্য কারণের জন্য" জনপ্রিয় হ'বার যে চেষ্টা তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। আজকের দিনের নেতারা চান নির্ব্বাচনে জিততে, তাঁদের বই এর কাটতি বাড়াতে এবং এধরণের অন্যান্য লাভজনক ব্যাপারের জন্য। ওয়াশিংটন সৈন্য হিসাবে কোন পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ নিতেন এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেশের জনমত সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন সত্য, কিন্তু সংকটের সময় বিশেষ করে জে. সম্পাদিত চুক্তি নিয়ে গোলমালের সময় উচ্চমনা রোমানের মতোই তিনি কোনরকম ইতস্তত না করে কাজ করেছেন। তিনি "জনসাধারণ" সম্বন্ধে কোনরকম ঘৃণা নিয়ে কথা বলতেন না কিন্তু রুসোর মত এ সম্বন্ধে তাঁর কোন কবিত্ব ছিল না।

ওয়াশিংটনের সময়কার ভার্জ্জিনিয়া প্রাচীন জগতের রীতিনীতি পুরোপুরি মেনে চলতেন বা তাঁর সমসাময়িকরা সবাই তাঁর মতো শাস্ত্রীয় প্রথা মেনে চলতেন মনে করা ভুল হবে। যে কথাটা আমরা বলতে চাইছি তা হ'লো ওয়াশিংটনের যুগ আমাদের যুগের চেয়ে একেবারে আলাদা ছিল। কয়েকটা ব্যাপার বর্ত্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে প্রাচীন দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভাল বুঝতে পারা যাবে। সেদিনকার ভার্জ্জিনিয়া মাতৃভূমির চেয়ে অনেক বেশী রোমান ছিল। রোমের চিত্রকে এখানে আদর্শ বলে ধরা হ'ত। রোমের ছবি সেদিনকার লোকের কাছে অনেক বেশী বাস্তবানুগ ছিল আর সব শেষ চিত্র হিসাবে ওয়াশিংটনের

এই চিত্রটিই আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায়। আজকের দিনের লোকেরা এ ধরণের চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত নয়। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এর থেকে আমরা বুঝতে পারি কেন ওয়াশিংটনের মতো ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতেন যে তাঁরা সাধারণতান্ত্রিক ধাঁচে এক বিরাট জাতি গড়ে' তুলতে পারবেন। প্রথম দিকে তাঁরা রাজা তৃতীয় জর্জের অনুগত প্রজা থাকলেও তাঁদের ব্যবহারবিধি সমস্তই খুবই স্বাভাবিক ভাবে তাঁদের রাজা এবং রাজদরবার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল। সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এমন জায়গায় যেখানে তাঁরা তাঁদের বর্ত্তমান অবস্থার পুনরাবৃত্তিই দেখতে পেয়েছিলেন। সভ্যতা যখন নবীন ছিল তখন রোমে সাধারণতন্ত্র সফল হয়েছিল, আমেরিকা নিজেকে নবীন মনে করতো তাই তার মনে হয়েছিল এখানেও সাধারণতন্ত্র সফল হ'বে সেই সঙ্গে সঙ্গে গলদ কোথায় হতে পারে সে সংবাদও তাঁরা জানতেন। তাঁরা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কোন নতুন জিনিষ সৃষ্টি করলেন না পুরাতনকে আবিষ্কার করলেন মাত্র।

রোমের কাছ থেকে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু রোম শিশু রাষ্ট্রটির ছকের কাজ করতে পারে নি। রাজতন্ত্র থেকে সাধারণতন্ত্রে এবং বিচ্ছিন্ন কতকগুলি উপনিবেশ থেকে ১৭৯০ সালের শক্তিশালী সংযুক্তিতে সার্থক রূপান্তরের জন্য বহু জিনিষের প্রয়োজন। স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেই স্বাধীনতাকে জিতে নিতে হয়েছে। মানসিক দিক দিয়ে হ'বার আগে আমেরিকা আইনত জাতি হিসাবে পরিচিত হয়েছিল বলা যেতে পারে। আজকে "আমেরিকানাইজেশান" বলতে আমরা বুঝি বহির্বিশ্বে আমেরিকার প্রভাবকে, কিন্তু ওয়াশিংটনের সময় যখন কথাটা প্রথম প্রচলিত হয় তখন কথাটার মানে ছিল আমেরিকাবাসীর ইউরোপীয় প্রভাব ছাড়াও যে একটা পরিচয় আছে সেটা বোঝাবার জন্য।

তাই ওয়াশিংটন তিনি যা ছিলেন এবং যা করেছেন দুটোর জন্যই যে সমান শ্রদ্ধা পান তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। তাঁর জীবিত অবস্থায়ই তাঁর সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত হ'তে আরম্ভ করেছিল তাতেও আশ্চর্য্যের কিছু নেই। ১৭৭৫ সালে সর্ব্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করবার কিছুদিনের মধ্যেই ওয়াশিংটন একটা বিশেষ স্থান পেয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ যত চলতে লাগলো ততই সে স্থান সুদৃঢ় হয়ে উঠলো। তিনি যে শুধু

মাত্র ভাল সৈনিক এবং দক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন তা নয়। তাঁর কাছ থেকে সৈনিকরা প্রত্যক্ষ কোন উদ্দীপনা পেত না। তাঁর সাহস প্রশংসনীয় ছিল কিন্তু অন্যান্য কিছু সৈন্যাধ্যক্ষের মতো তিনি সাহস সৈন্যদের মধ্যে সংক্রামিত করাতে পারতেন না। তাঁর আদেশ পেয়ে সৈন্যরা উল্লসিত হয়ে উঠতেন না যদিও তার মধ্যে চিন্তার খোরাক থাকতো প্রচুর। ১৭৭৬ সালে ৯ই জুলাই যে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হয় সেই কুচকাওয়াজে ওয়াশিংটন সমস্ত বাহিনী শুনতে পায় এমন স্বরে সাধারণ নিয়মাবলী পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার শেষে তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "মনে রাখবেন আপনি এখন একটি দেশের সৈন্যবাহিনীভুক্ত, যে দেশের আপনার গুণের কদর করবার ক্ষমতা আছে এবং স্বাধীন দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেবার ক্ষমতা আছে।" ভার্জিনিয়ার বাহিনীতে তাঁর ব্যর্থতার কথা কি ওয়াশিংটনের মনে হয়েছিল। হওয়া সম্ভব।

তাঁর কথাগুলি কি বড্ড সাদাসিধা শুনিয়েছিল? হওয়া অসম্ভব নয়। হয়তো সেটাই তাঁর বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য বিষয়—জেফারসনের আবেগপূর্ণ ভূমিকার জবাব। ওয়াশিংটনকে কেউ সস্তা বলে মনে করতে পারবেন না। ওয়াশিংটনের সংযম, তাঁর সততার প্রমাণ এবং তাঁর সমস্ত অতীত অন্য সাক্ষ্য দেবে। তাঁর চেহারা এবং ব্যবহার দুইই ছিল প্রাচীনকালের বীরেদের মতো। তাঁর ওপর আমেরিকার ভবিষ্যত নির্ভর করছিল; তিনি অতীত এবং ভবিষ্যতের যোগসূত্র অথচ তিনি ছিলেন পুরোপুরি বর্তমানের এবং অত্যন্ত সাদাসিধা। তিনি ছিলেন আমেরিকার প্রতীক কিন্তু এর আগে কখনো প্রতীক এত বাস্তব, এত সঠিক, এত পরিষ্কার হতে পারে নি। জেফারসন উৎসাহ ভরে, জীবন, স্বাধীনতা এবং আনন্দের সন্ধান সম্বন্ধে কথা বলতেন আর ওয়াশিংটন বলতেন স্বদেশ-প্রেমে জাগাতে হ'লে চাই ঠিক সময়ে মাহিনা দেওয়া এবং পদোন্নতির সুযোগ দেওয়া। তাঁর এই সহজ সরল ব্যবহার স্বাধীনতার স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে সাহায্য করেছিল—দিবাস্বপ্ন বলে মনে করার একটা লক্ষণ যে দেখা দিয়েছিল সেটা তিনি দূর করে দেন। স্বপ্নদ্রষ্টারা যেটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতেন না, তিনি সেটাকে স্থির নিশ্চয় বলে মেনে

নিয়েছিলেন—যে একটা জাতি গঠন করা যাবে এবং সে জাতি উন্নতির শিখরে উঠবে। কিন্তু মজার কথা এই যে—যে ভদ্রলোক মাটির ওপর এইরকম ভাবে নিজে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন তাকেই তাঁর স্বদেশ-বাসী ক্রমশ মেঘলোকে উঠিয়ে দিল। ১৭৭৭ সালে পেনসিলভ্যানিয়া জার্নালএর মতে :

> "তাঁর চরিত্রে যদি কোন কলঙ্ক থাকে তো তা সূর্য্যের কলঙ্কের মতোই। দূরবীন দিয়ে না দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে না। তিনি যদি মূর্ত্তি পূজার দিনে জন্মগ্রহণ করতেন তবে তিনি ভগবান বলে পূজিত হতেন।"

সমালোচনা—

কোন কোন লোকের মতে তাঁকে সমসাময়িককালেই পূজা করা হচ্ছিল।

> "আমি দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হই যে কোন কোন সদস্য তাঁদেরই তৈয়ারী এক মূর্ত্তিকে প্রায় ভগবানের পর্য্যায়ে তুলে ফেলেছেন। জেনারেল ওয়াশিংটনের প্রতি যে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন উক্তি দেখান হয়, আমি তার কথা বলছি। আমি তাঁর ভাল গুণগুলির প্রশংসা করি তবু এই সভাগৃহে তাঁর চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করি।"

ওপরের উক্তিটি জন অ্যাডামস এবং এটিও ১৭৭৭ সালেরই উদ্ধৃতি। অ্যাডামস্ তখন মহাদেশীয় কংগ্রেসের সভ্য।

এটা নিয়ে একটু ভাল করে আলোচনা করা দরকার কারণ এর থেকে আমরা ওয়াশিংটন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। প্রথম আমাদের জানতে হবে কারা তাঁকে সবচেয়ে বেশী সমালোচনা করতেন। যুদ্ধের সময় আমরা জানি কারা করতে পারতো। এই সময় সমালোচনা করতেন ওয়াশিংটনের অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী এবং তাঁদের কংগ্রেসের বন্ধুরা। এর পর তাঁর যে সব সমালোচক ছিল তাঁদের বেশীর ভাগকে বুদ্ধিজীবি বা বুদ্ধিমান বলে আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁরা ওয়াশিংটনকে দেখতে

পারতেন না বা ঘৃণা করতেন বললে একটু বাড়িয়ে বলা হবে। কেউ কেউ সামান্য সমালোচনা করতেন তবুও জোসেফ রীড্, এডমণ্ড র‍্যানডলফ, আলেকজাণ্ডার হ্যমিলটন, এ্যারণ বার (এঁরা প্রত্যেকেই কোন না কোন সময় তাঁর সচিব কিংবা সহকারী ছিলেন), টিমোথী পিকারিং (তাঁর সহকারী সর্ব্বাধিনায়ক), বেঞ্জামিন রাস এবং অন্যান্যরা কোন না কোন সময় তাঁর সমালোচনা করেছেন, তাঁরা কি ভাবতেন এ্যারন বার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে জেমস প্যাট্রন সুন্দর ভাবে সংক্ষেপে বলেছেন :

"তিনি মনে করতেন ওয়াশিংটন একজন অত্যন্ত সৎ এবং শুভেচ্ছা সম্পন্ন গ্রাম্য ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু তিনি সৈনিক হিসাবে খুব বড় ছিলেন না আর আধা-ভগবান তো কোনমতেই ছিলেন না। বার কাপুরুষের পরই সবচেয়ে ঘৃণা করতেন বোকা লোকেদের এবং বার জেনারেল ওয়াশিংটনকে বোকা মনে করতেন। হ্যামিলটন এবং অন্যান্য তরুণ সৈনিক-মনস্বীরাও একই কথা মনে করতেন কিন্তু হ্যামিলটনের ধারণা ছিল যে তাঁরা যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন তাতে জয়লাভের জন্য ওয়াশিংটনের জনপ্রিয়তা অত্যাবশ্যক, তাই তিনি তাঁর ধারণা মুখে ব্যক্ত করতেন না।"

একযোগে তাঁরা একটা ব্যাপারে একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের মতো একজন অতি সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের এতটা প্রসিদ্ধি লাভ তাঁরা সহজভাবে নিতে পারেন নি। ১৭৮৭ সালে তিনি আবার যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'লেন তখন ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে কেউ কেউ অভিযোগ করেছিলেন যে দেশদ্রোহী আখ্যা না পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা একেবারে অসম্ভব। হ্যামিলটন সমেত অন্যান্যরা আবার এই জিনিষটা তাঁদের কাজে লাগাতেন। এই স্মৃতিস্তম্ভকে শিখণ্ডী খাড়া করে তাঁরা তর্কে জিতে যেতেন। ১৭৮৫ সালে জন অ্যাডামস্ লিখলেন :

"ওয়াশিংটনকে পূজা না করে যে জাতি ওয়াশিংটনকে সৃষ্টি করেছে সেই জাতিকে মানবজাতির শ্রদ্ধা করা উচিত। ওয়াশিংটনের চরিত্রের জন্য আমি গর্ব্বিত কারণ আমি জানি ওয়াশিংটনের চরিত্র আসলে আমেরিকান চরিত্রেরই অভিব্যক্তি মাত্র। পম্পাইতে জন্মালে ওয়াশিংটন সীজার হতেন। তাঁর কর্ম্ম-

চারীরা তাঁকে সেই পদগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতো। চার্লসের সময় জন্মালে তিনি ক্রমওয়েল হ'তেন, দ্বিতীয় ফিলিপের সময় জন্মালে তিনি অরেঞ্জের যুবরাজ হ'তেন, হ'তে চাইতেন হল্যাণ্ডের কাউন্ট। কিন্তু আমেরিকায় জন্মানোর ফলে তাঁর একমাত্র ইচ্ছা হ'লো অবসর গ্রহণ করবার।"

সুতরাং ওয়াশিংটনকে ভক্তি করা অন্যায়, বোকামী এবং বিপজ্জনক। আমেরিকাবাসী যদি তাঁদের মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তবে সমস্ত দোষসমেত রাজতন্ত্রকে আবার হয়তো ভোট দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। ওয়াশিংটনের বিপক্ষরা সবাই স্বীকার করতেন যে রেওয়াজ হয়ে যাওয়াটা খারাপ— শেষে ভক্তি করাটাই রেওয়াজে দাঁড়িয়ে যাবে। ওয়াশিংটন যে গর্বে স্ফীত নন বা কোনদিন হবেন না এটা সকলেই স্বীকার করতেন। কিন্তু তাঁর সুনাম যতই বাড়ছিল ততই যেন লোকের চোখ তিনি ধাঁধিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি ক্রমশই যেন মনুষ্য সমাজের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি যেন বড্ড বেশী ব্যাবহারবিধির মধ্যে জড়িয়ে পড়ছিলেন।

এর বেশীর ভাগকেই আমরা ঈর্ষ্যা প্রণোদিত এবং দলীয় মনোভাব বলে উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু সমস্তটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অ্যাডাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রূঢ়ভাবে যে কথাটা বলেছিলেন সেটা কিছুটা ঠিক। তাঁর অবসর গ্রহণটা চরম নিরাসক্তির যতটা না পরিচায়ক তার চেয়ে বেশী হ'লো আমেরিকার জনগণের স্বাধীন সাধারণতন্ত্রকে অক্ষুন্ন রাখার ইচ্ছার পরিচায়ক যদিও ওয়াশিংটন কোনদিনই নিরাসক্তির পরিচয় দেখিয়ে বাহবা নিতে চান নি)। যখন ওয়াশিংটন সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে খরচপত্র ছাড়া মাহিনা নিতে অস্বীকার করেন তখন অ্যাডামস্ সেটাকে আপত্তি জানিয়ে গ্রাম্য মনোভাব প্রকাশ করলেও আবার ঠিক কথাই বলেছিলেন। ওয়াশিংটন যে এইভাবে তাঁকে অন্যান্য সরকারী চাকুরিয়ার উর্দ্ধে স্থাপন করেছিলেন সেটা সহজেই বোঝা যায়। ওয়াশিংটনের মনোভাব অত্যন্ত মহৎ ছিল। তিনি কংগ্রেসকে তাঁর মনিব বলে সর্ব্বদা মেনে চলতেন। তবুও তিনি তাঁর অধীনের অন্যান্য জেনারেলদের চেয়ে আলাদা মনে করতেন। অন্যান্যদের মতন তাঁকেও কংগ্রেস নিযুক্ত

করেন এবং অন্যান্যদের মতো কংগ্রেস তাঁকে বিতাড়িত করতে পারতেন (এক মাত্র জরুরী অবস্থার সময় যখন তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তখন এটা সম্ভব ছিল না)। তবুও তাঁর কাছে যেটা ছিল পরোপকার বৃত্তি অন্যের পক্ষে সেটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব ছিল না। গেটস কনওয়ে প্রভৃতি জেনারেলেদের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের একটা কারণ ছিল এই যে ওরা মনে করেছিলেন ওয়াশিংটনের ধারণা যে তাঁকে সরানো অসম্ভব।

তাঁর নিজের এবং বেশীর ভাগ আমেরিকাবাসী চোখে এটা ছিল নিখাদ দেশপ্রেমের নিদর্শন। তিনি তাঁর সত্ত্বা তাঁর মান আমেরিকার সত্ত্বা আমেরিকার মানের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিলেন। তবুও তিনি যদি একটা মারাত্মক ভুল করতেন তাহলেও কি তাঁকে সরানো যেত না? এ ধরণের সমস্যা নিয়ে অ্যাডামস এবং কনটিনেন্টাল কংগ্রেসের অন্যান্য কয়েকজন সদস্য মাথা ঘামাতেন। তাঁরা যে ওয়াশিংটনকে সরাবার চেষ্টায় ছিলেন তা নয় তবু তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলেন যে যুদ্ধের কোন সময়ই ওয়াশিংটন ইস্তফা দেবার কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করেন নি। তাঁরা হয়ত কনওয়ে ষড়যন্ত্রর পরও কেন আস্থাসূচক ভোট পাবার জন্য তিনি ইস্তফা দেন নি ভেবে অবাক হয়েছেন। অন্তুত ইয়র্কটাউনের জয়ের পর যখন যুদ্ধ থেমে গেল তখনও কেন দেন নি?

এর সহজ উত্তর হচ্ছে—তাঁর মধ্যে যে কঠোর কর্ত্তব্যবোধ ছিল তাতে তাঁর পক্ষে ইস্তফা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই বুঝেছিলেন যে তাঁর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অপসারিত হ'লেই আমেরিকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি যত বেশী দিন রইলেন ততই তিনি সংযুক্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন তার প্রতীক হয়ে উঠলেন। অমার্জ্জিতভাব বলতে গেলে বলা যায় জেনারেল ওয়াশিংটনের ছবি মিলিয়ে গিয়ে আমেরিকার নিজস্ব সাধু ওয়াশিংটনের ছবি ক্রমশ ফুটে উঠ্‌লো। এই পরিবর্ত্তনে তাঁর নিজেরও ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু তবু আমরা মনে করতে পারি যে এর জন্য তাঁর নিজস্ব দায়িত্বও কিছুটা ছিল। তিনি বিজয়ী হয়ে, সত্যিকারের দেশনেতার মতো চুপিসারে কাজ করে, স্বার্থলেশহীনভাবে জাতীয় স্বার্থরক্ষা তিনি তো করে ছিলেনই

সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সত্ত্বাকে তিনি ইচ্ছা করেই সম্পূর্ণভাবে দেশের কাজে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে যে ধরণের মানুষ ছিলেন তাতে অন্য কোন রকম হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তেমনি তিনি যতই দুঃখ করুন না কেন ফলাফলও সমান অবশ্যম্ভাবী ছিল। একবার যখন তিনি আমেরিকার প্রতীক হিসাবে পরিচিত হয়ে পড়লেন তখন আমেরিকার জন্য তিনি ছাড়া অন্য কারুর কথাই মনে পড়তো না। একমাত্র মৃত্যু, অসুস্থতা আর দুর্নাম ছাড়া অন্য কিছুই সর্ব্বাধিনায়কের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে পূর্ণ আবির্ভাব রোধ করতে পারত না।

একবার প্রেসিডেণ্ট হবার পর মানুষ ওয়াশিংটন আরো বেশীভাবে ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। এখানেও আবার তাঁর সমালোচকদের মন্তব্য খুব অন্যায় ছিল না। আধা-ভগবান নিয়ে কাজ করা বেশ একটু মুস্কিল, তায় আবার যখন সেই আধা-ভগবান ফেডারালিষ্টদের সম্পত্তি হয়ে উঠলেন তখন বিপক্ষ দলের পক্ষে ক্ষেপে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। রিপাবলিকানদের চোখে মনে হ'ল যে ফেডারালিষ্টদের যেসব নীতি কিছুতেই সমর্থন করা যায় না সেইসব নীতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তারা সন্ত ওয়াশিংটনকে পেয়ে গেছে। যতদিন ওয়াশিংটন প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, ততদিন যদিও তিনি কখনো নিজেকে ফেডারালিষ্ট বলে পরিচয় দেন নি তবু ফেডারালিষ্টদের মতবাদ একমাত্র মতবাদ বলে স্বীকার করে তাদের মর্য্যাদা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেন। ওয়াশিংটনের মৃত্যুর পর রিপাবলিকানরা দেখতে পেলেন যে ফেডারালিষ্টরা কিংবদন্তী বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের লাভের জন্য ওয়াশিংটন হিতৈষী সমিতি খুলতে শুরু করেছেন। এগুলি আসলে ছদ্মবেশী রাজনৈতিক সমিতি ছাড়া কিছু ছিল না (এদের মুখপত্রগুলিতে সব সময়ে ওয়াশিংটনের বিদায় ভাষণটি পুরো তুলে দেওয়া থাকতো)। আমেরিকাবাসীরা তাঁকে আক্রমণ করতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। রিপাবলিকানরাও কংগ্রেসে তাঁর সমালোচনা করতে একটু অস্বস্তি বোধ করতেন এবং প্রথমে তাঁকে প্রচণ্ড প্রশংসা করে বক্তৃতা আরম্ভ করতেন। তবে তাঁর যে সমালোচনা হ'তো তার পুরোটাই বিদ্বেষ বশত নয়। তাঁরা ওয়াশিংটনের গুণকীর্ত্তন করতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে শঙ্কিত ছিলেন। তাঁর ফেডারালিষ্ট বাহিনীর

পেছনে থেকে তিনি কিছুটা কঠোর হয়ে উঠেছিলেন লোকে তাঁর কাছে আর সহজে আসতে পারতো না আর কঠোর সমালোচনায় তিনি বেশী রকমের বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। ১৭৯৪ সালের পেনসিলভ্যানিয়ার হুইস্কী বিদ্রোহে যাদের প্রেসিডেন্টের হুকুমে গ্রেপ্তার করা হ'লো, ভাগ্যের পরিহাসে তারা সকলেই তাঁরই সম্মানে নামকরণ করা **ওয়াশিংটন** জেলার লোক ছিলেন।

ওয়াশিংটনের সহকারী রিচার্ড মীডের ভ্রাতা ডেভিড মীড একবার সর্ব্বাধিনায়ক সম্বন্ধে বলেছিলেন যে "তাঁর মেজাজ ছিল গম্ভীর এবং তাঁর স্বভাব এবং প্রকৃতি সাধারণতন্ত্রের জেনারেলের চাইতে প্রাচ্য দেশীয় রাজাদের পক্ষেই বেশী মানানসই ছিল।" রিপাবলিকান ফেডারালিষ্টদের ঝগড়ার সময় এ ধরণের উক্তির গুরুত্ব প্রচণ্ড ছিল। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন প্রস্তাবিত ১৭৯২ সালের টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা আইনে মুদ্রার ওপর ওয়াশিংটনের মুণ্ডুর ছাপ দেওয়ার প্রস্তাব করা হ'লো। ওয়াশিংটন এ প্রস্তাব সমর্থন করতেন, এমন কোন প্রমাণ পাই না। রিপাবলিকানরা এ প্রস্তাব ভোটে হারিয়ে দিলেন এবং এর মধ্যে বীর পূজার নূতন প্রমাণ খুঁজে পেলেন।

বেদনা

ওয়াশিংটনের সমালোচকরা সহৃদয় ছিলেন না। তাঁরা বুঝতে চান নি, বা স্বীকার করতে ঘৃণা করতেন যে এ ধারাটি আসবে সেটা আগেই বোঝা গিয়েছিল এবং এ ধারাকে সমর্থন জানানো সেদিন উচিত ছিল। সেদিন আমেরিকার একজন সাধু জর্জ্জের প্রয়োজন ছিল। জাতীয় সংহতির যে কোন প্রতীকই সেদিন অত্যন্ত মূল্যবান ছিল এবং ওয়াশিংটন ফেডারালিষ্টদের হাতের পুতুল ছিলেন না। ওয়াশিংটন সেদিন প্রায় প্রতিটি আমেরিকাবাসীর আশা আকাঙ্খার মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি দুর্ব্বল, বোকা বা বিরক্তিকর কোনটাই ছিলেন না। তবু তাও যদি হ'তো তাহ'লেও তাঁর জনপ্রিয়তাটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁকে কোন মতেই দুষ্টগ্রহ মনে করে চিন্তিত হ'ন নি, তাঁরা

ওয়াশিংটনকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ মনে করেও তাঁর মধ্যে ভালত্বর প্রাচুর্য্যে চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁরা সত্যিকারের আমেরিকানদের স্বভাব অনুযায়ী অন্যায় ভাবে, দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে, নিষ্ঠুর ভাবে কিন্তু স্বাস্থ্যকরভাবে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন।

গভীর ভাবে বিচার করে দেখলে তাঁর সমসাময়িকরা তাঁর সাফল্যের মধ্যে যে বেদনা স্পষ্টতই প্রচ্ছন্ন আছে (ইউরোপবাসীরা অন্তত স্পষ্ট বুঝতে পারেন) যেটা আমেরিকার ইতিহাস সম্বন্ধে সমান প্রযোজ্য সেটা ধরতেই পারেন নি।

ওয়াশিংটনের ব্যক্তিগত জীবনের বিফলতার দিকটা একবার ভেবে দেখুন। তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করে এবং তার জন্য প্রশংসা কুড়িয়ে আনন্দ পেতেন। কিন্তু অন্যান্যদের মতো রাজনৈতিক জীবনে তিনি সত্যিকারের কোন আনন্দ পেতেন না। তাঁর প্রাচীন মতামত ব্যক্তিগত সুখের ওপর নজর দিত না। অন্যরা যাতে সুখে জীবন যাপন করতে পারে তাই দেখতে গিয়ে ওয়াশিংটনের নিজের জীবন ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল। জাতিরজনক নিজে নিঃসন্তান ছিলেন। এটা কিংবদন্তীতে যতই মধুর ভাবে দেখান হোক না কেন ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কোন বংশধর না থাকাতে তিনি নিশ্চয় কষ্ট পেতেন। তাঁর সৎ সন্তানও খুবই অল্প বয়সে মারা যান। যে মাউন্ট ভারননকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার জন্য তিনি এত চেষ্টা করেছিলেন সেই মাউন্ট ভারননের বাইরেই তাঁর শেষ জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে। ১৭৯৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি যখন ফিরে এলেন তখন দেখলেন বহু মেরামত প্রয়োজন। সেদিন কিছুটা ঠাট্টা করে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে তিনি লিখেছিলেন:

> "আমি এখন ছুতোর মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, রঙমিস্ত্রী নিয়ে এবং অন্যান্য মিস্ত্রী পরিবৃত হয়ে বাস করছি। তাদের হাত থেকে তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবার জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজে লাগিয়েছি ফলে বন্ধুদের থাকতে দেবার মতো বা নিজে একটু নিরিবিলি পাবার মতো একদম জায়গা আর নেই। যেখানেই যাই, হয় হাতুড়ীর শব্দ নয় রঙের বিশ্রী গন্ধ।"

তার ওপর যেটুকু স্বল্পস্থায়ী শান্তি তিনি পেয়েছিলেন তাও যুদ্ধের আশঙ্কায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মানুষের সমস্ত কাজের মধ্যেই অবশ্য একটা বেদনার ছায়া থেকে যায়। মার্কাস অরিলিয়াসের কথায় যদি আবার ফিরে আসি তাহ'লে বলতে হয় শেষ পর্য্যন্ত মরণশীলতাই একমাত্র সত্য।

> "ভেস্‌পেসিয়ানের সময়ের কথাই ধরা যাক। সেই এক ব্যাপার। বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদন, অসুখ এবং মৃত্যু, যুদ্ধ এবং ষড়যন্ত্র, ব্যবসায় এবং কৃসিকার্য্য, চাটুকারিতা আর গোয়ার্ত্তুমি। কেউ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে এই দাও সেই দাও, আরেকজন তার অবস্থায় মোটেও খুশী নয়। কেউ প্রেমে পড়েছে, কেউ ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখছে, কেউ আবার রাজা কিংবা মন্ত্রী হ'বার লোভে আছে।
>
> এরা সবাই আজ মারা গেছে কিন্তু কেউ তাদের মনে রাখে নি। ট্রোজানদের সময়ে আসুন। সেখানেও একই ব্যাপার, তাদের কেউ মনে রাখে নি।

কিন্তু ওয়াশিংটনের ব্যবহারিক জীবনের এবং ব্যক্তিগত জীবনের পার্থক্যটা সত্য সত্যই বেদনাদায়ক। রাষ্ট্রের হয়ে তিনি যা করেছেন সবেতেই তিনি সাফল্যলাভ করেছেন, অন্যদিকে নিজের জন্য যা কিছু করেছেন সবই অদ্ভুত ভাবে ক্ষণস্থায়ী হয়েছে। ভার্জ্জিনিয়ার ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড জেলায় যেখানে তিনি জন্মেছিলেন সেটাও ১৭৭৯ সালে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হ'য়ে যায়। মাউন্ট ভারননকে তিনি ভালবাসতেন ঠিক কিন্তু কোনদিনই সেটা লাভজনক ব্যবসায় দাঁড়িয়ে ওঠে নি। বিপ্লব কিংবা পরের কোন ঘটনাই প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল জমিদারদের ভাগ্য ফেরাতে পারে নি। ওয়াশিংটনের সমস্ত যত্ন এবং পড়াশোনা অনুর্ব্বর জমি এবং খামখেয়ালী আবহাওয়ার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। অনাবৃষ্টি, পোকামাকড় আর অসুখ ছিল সবচেয়ে বড় শত্রু।

> "সাদা ফুলের বিরাট গাছগুলোর পাতাগুলো এবারও ফিকে হয়ে আসছে, অনেকগুলিই বিবর্ণ হয়ে আসছে। আমার বাগানের রাস্তার ধারে ধারে যেসব গাছ লাগিয়ে ছিলাম সব মরে গেছে।

পেঁপে আর আপেলের দশাও তথৈবচ। ওষধি গাছগুলির বেশীর ভাগও মরে গেছে। পাইনগাছ পুরো শেষ, সেডার গাছের বেশীর ভাগ আর সমস্ত হেমলকও তাই।"

১৭৮৫ সালের জুলাই মাসের দিনপঞ্জীর এই উদ্ধৃতিটি অবশ্য বিশেষ ধরণের খারাপ একটি গ্রীষ্মের ছবি। তবু এটা একেবারে হঠাৎ কিছু নয়। অন্যান্য বারও তাঁর বাগান একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তো। তিনি একটা হরিণ রাখবার জন্য বাগান তৈয়ারী করেছিলেন। হরিণগুলো প্রায়ই পালাতো আর তাঁর ক্ষেতের চারাগাছগুলি নষ্ট করে দিতো। শেষে কয়েকবছর বাদে তিনি বাগান করার পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম বিফল হয়ে যেতে লাগলো। ভগবান যেন চান না ওয়াশিংটনের একটা স্থায়ী বাসস্থান থাকুক। ওয়াশিংটনের যদি সুযোগ্য উত্তরাধিকারী থাকতো এবং তিনি যদি প্রচুর অর্থব্যয় করতেন এবং যত্ন নিতেন তবুও মাউন্ট ভারনন হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'তো নয়তো তার ওপর মন্দির বানানো হ'ত।

আমেরিকা পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল। কিন্তু সেখানেও ওয়াশিংটনের হাতের যাদুস্পর্শের পরিচয় পাওয়া গেল না। পশ্চিমে তাঁর প্রচুর জমি ছিল কিন্তু মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে তিনি সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে এ জমি থেকে তিনি যা আয় করেন তার চেয়ে অনেক বেশী অশান্তি আনে। তাঁর সাধের পটোম্যাক কোম্পানীর কি হ'লো যাতে তিনি অ্যালিঘেনী পর্ব্বতমালার ওপারে নাব্য খাল করবেন ভেবেছিলেন। ওয়াশিংটন বহু পরিশ্রম করেছিলেন, ভার্জ্জিনিয়ার আইনসভা ভেবেছিল এটা তাঁর গৌরবের স্থায়ী চিহ্ন হবে কিন্তু তবু তাঁর মৃত্যুর আগেই কোম্পানীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে এসেছিল এবং মৃত্যুর তিরিশ বছর পরে কোম্পানী উঠে গেল। চীজাপীক এবং ওহায়ো ক্যানাল কোম্পানী পটোম্যাক কোম্পানীটি নিয়ে নিলেন এবং ওয়াশিংটন ডি, সির সঙ্গে পিটস্‌বার্গের যোগসূত্র স্থাপন করবেন ঠিক করেছিলেন কিন্তু তারা ১৮৫০ সালে কাম্বারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত মাত্র আসতে পেরেছিলেন। ১৭৫৩ সালে ওয়াশিংটন গভর্ণর ডিনউইডির কাজ নিয়ে প্রথমবার এখানে এসেছিলেন (তখন জায়গাটার নাম ছিল উইলী'স ক্রীক)। এতদিনের এত পরিশ্রমে কি না এতটুকু ফললাভ।

তিনি অন্যান্য যে সব কাজে নেমেছিলেন সেগুলির দশাও একই হয়েছিল। এগুলির পরিকল্পনা যে খারাপ হ'তো তা নয় আসলে কপালই ছিল মন্দ। যেমন ধরুন ওয়াশিংটনের ইচ্ছা ছিল রাজধানীতে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যেখানে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তরুণরা এসে পড়াশোনা করবে। উইলে তিনি পটোম্যাক কোম্পানীর পঞ্চাশটি শেয়ারও এ কাজের জন্য আলাদা করে রেখে যান। কিন্তু নানা কারণে উইলের এ ধারাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় নি।

তিনি শেষ পর্য্যন্ত ফেডারালিষ্ট দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ফেডারালিষ্ট দলের দশা কি হ'লো? তাঁর মৃত্যুর পর দলটি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হ'লো আর ভবিষ্যতে কখনো আর প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে জয়লাভ করতে পারলে না। বাস্তবিকপক্ষে রাজনৈতিক জগতে তাদের কোনে প্রভাবই রইলো না। এ পরাজয়ের ফলে ওয়াশিংটনের ব্যক্তিগত সুনাম কয়েক বৎসরের জন্য একটু ক্ষুন্ন হয়। নতুন শতাব্দীর প্রথম দিকে মনে হলো ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ বোধহয় কোন দিন আর উঠবে না।

এইসব জিনিষ বোঝবার ক্ষমতা বোধহয় তাঁর সমসাময়িকদের ছিল না (যেমন ছিল না ওয়াশিংটনের বিরাট ঐশ্বর্য্য যে আসলে কতটুকু সেটা বোঝবার)। এছাড়াও যত সময় কেটে গেছে তত আরো একটা গভীরতর বেদনার কথা আমাদের চোখে পড়েছে। এটা হ'লো আমেরিকার বীর নায়কের বিশেষ করে প্রেসিডেন্টের স্থান সম্বন্ধে। ওয়াশিংটন যদি প্রথম প্রেসিডেন্ট না হ'তেন কিংবা তাঁর চরিত্র যদি অন্যরকম হ'তো তবে কি হ'তো জানি না তবে ওয়াশিংটন নিজের অজান্তেই প্রেসিডেন্টের স্থান ঠিক করে গেছেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর দ্বিতীয়বারের শাসনকালের শেষে অনেকেই আলগা পরস্পর বিরোধী কিন্তু পাকাপাকিভাবে প্রেসিডেন্টকে রাজা, প্রধানমন্ত্রী, দলপতি এবং পিতৃসম ব্যক্তির মাঝামাঝি একটা কিছু বলে আখ্যা দিচ্ছিল। সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে অথচ জনগণের প্রতিনিধি। ডেলফীর ভবিষ্যদবাণীর মতো তাঁর কথা ভবিষ্যতে থেকে যাবে অথচ সব সময়ে লোকে প্রথমেই তাঁর কাজের খুঁত ধরবে তাকে গালাগালি দেবে। (আমরা দেখেছি ফিলিপ ফ্রেনোর মত কবি তাঁকে দুই ভাবেই দেখেছেন)।

ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা মানতে গিয়ে ওয়াশিংটন আরো বেশী অসুবিধা ডেকে এনেছিলেন। (অবৈতনিক ভাবে কাজ করবার যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন কংগ্রেস যদি তা মেনে নিতেন তবে তাঁর অসুবিধা আরো বেড়ে যেত)। তাঁর প্রেসিডেন্ট থাকার শেষের দিকে তিনি যতই আমেরিকার অতীত এবং বর্ত্তমানের প্রতিনিধি হোন না কেন তিনি বোধহয় আর ভবিষ্যতের প্রতিনিধি ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় নেতারা ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। এঁদের মধ্যে একজন হ'লেন অ্যানড জ্যাকসন। ১৭৯৬ সালে তিনি কংগ্রেসের যখন আনকোরা সদস্য তখন অন্যান্য এগারো জন সদস্যের সঙ্গে বিদায়ী প্রেসিডেন্টের প্রতি কংগ্রেসের বিদায় অভিনন্দনের বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি জানিয়ে ছিলেন। জাকসনের মতো সাধারণ মানুষদের যুগে ওয়াশিংটনের যেসব গুণ আমরা দেখেছি তাছাড়া অন্যান্য গুণের চাহিদা হওয়াই স্বাভাবিক।

তবুও ওয়াশিংটন কখনো কখনো ভুল করতেন কাউকে কাউকে চটিয়ে দিতেন। ওয়াশিংটনকে যেরকম সকলকে খুশী করার ভার দেওয়া হয়েছিল সে কাজ কারুর পক্ষেই কখনো সম্ভব নয়। তিনি যদি তথাকথিত প্রাচ্য দেশীয় রাজার মতো ব্যবহার কম করে সাধারণতন্ত্রের জেনারেলের মতো ব্যবহার বেশী করতেন তবুও কিছু লোক অসন্তুষ্ট হ'তো। এমন কি তাতে বোধহয় আমেরিকার ক্ষতি হ'তো। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের স্থান রহস্যময়। অদ্ভুত এক উঁচু নীচুর সমন্বয়। এক দিক দিয়ে ভাবগম্ভীর অন্য দিক দিয়ে সাধারণ। তাঁকে দেখে মনে পড়ে যায় ফ্রেজারের গোল্ডেন বাও এর সেই উপজাতীয় রাজার কথা যিনি প্রচণ্ড জাঁকজমকের সঙ্গে রাজত্ব করেন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে যাঁকে অনুষ্ঠানসহকারে হত্যা করা হয় (শুধু আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে শেষ হবার বহু আগে থেকেই নীরব অত্যাচার সহ্য করতে হয়)। পূজা করার ইচ্ছা আর অবনমিত করার ইচ্ছা একে যেন অন্যের পরিপূরক। ওয়াশিংটনের পক্ষে অবস্থাটা আরো খারাপ হয়েছে কারণ অন্যান্য যে কোন প্রেসিডেন্টের চেয়ে অনেক বেশীভাবে জনপ্রিয় নেতা হিসাবে তিনি প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্টের কাছ

থেকে আশা করা হয় তিনি একদিক দিয়ে যেমন অসাধারণ জ্ঞানী হবেন, যেমন তাঁর দূরদর্শিতা থাকবে তেমনি তিনি একজন সাধারণ মানুষও হবেন। ওয়াশিংটনের বেলায়ও এ ইচ্ছার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। তাঁর কাছ থেকে আশা করা হয় অনেক কিছু কিন্তু ধারে ছাড়া কিছু দেওয়া হয় না। উচ্চ খেতাব নয়, বাড়ী নয়, পদক নয়, কিচ্ছু নয়। তিনি যেন দেশের স্বার্থে বলি প্রদত্ত।

জন অ্যাডামসের ওয়াশিংটন সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য এখানে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি মনে করেন যে ওয়াশিংটনের অবৈতনিকভাবে কাজ করাটা আত্মশ্লাঘার পরিচায়ক এবং আটবছর সামরিক অধিনায়কের পদে কাজ করার পর অবসর নেওয়াটাই একই রকম অন্যায়। তিনি অবশ্য এগুলি লেখেন ওয়াশিংটনের প্রেসিডেন্ট হবার আগে।

> "অন্য কোন সজ্ঞান কিংবা সুবুদ্ধি পরিচায়ক মুহূর্তে তিনি তা করতেন না কারণ এটা উচ্চাভিলাষ। তিনি ভার্জিনিয়ার গভর্ণর, কংগ্রেসের সভাপতি, সেনেটের সদস্য কিংবা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস্‌এর সদস্য হয়ে খুশী থাকতেন।"

যজ্ঞের ঘোড়ার মত কাজ করে যাওয়াটাই মনে হয় ঠিক কাজ হ'তো—যার সমস্ত গৌরব শুধু সম্মানের—যে সম্মানের বেশীর ভাগ আবার মৃত্যুর আগে আসে না। (এখন অবশ্য অবসরভোগী প্রেসিডেন্টরা একটা ভাতা পান। এ সিদ্ধান্তে আসতে আমেরিকার দেড়শত বছর লেগেছে। যদিও প্রেসিডেন্টেদের বিধবা স্ত্রীদের বেলায় এত সময় লাগে নি)।

আমরা আমেরিকাবাসীদের খুব সাধারণজ্ঞান সম্পন্ন লোক বলে জানি। এটা আংশিক সত্য (ওয়াশিংটনের বেলায়ও কথাটা খাটে)। কিন্তু ইংরাজদের কূটবুদ্ধি, পার্থিব মনোভাবের পাশে আমেরিকানদের অদ্ভুত রকমের রোমান্টীক মনে হয়। (কিংবদন্তীর নায়ক ওয়াশিংটনকেও তাই মনে হয়)। আবুওকি বের যুদ্ধের আগের রাত্রে রিয়ার অ্যাড-মিরাল হোরেসিও নেলসন নৈশভোজন সমাধা করে মুখ মুছে বলেছিলেন, "কালকের এ সময়ের মধ্যে হয় আমি হয় লর্ড হ'বো, নয় তো ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবীতে সমাধিস্থ হ'বো।" ব্রিটিশ সমাজের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকার দরুণ তাঁর কথা ঠিকই ফলেছিল। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ

করেছিলেন এবং ব্যারণ নেলসন অব দি নাইল খেতাব পেয়েছিলেন। তাছাড়াও পার্লিয়ামেন্ট তাঁকে দুই হাজার পাউণ্ডের পেনসন দেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দশ হাজার পাউণ্ড বোনাস দেন। নেপলস্-এর রাজা তাঁকে বাৎসরিক তিন হাজার পাউণ্ডের জমিদারী দেন। এর ওপর আবার তিনি লেডী হ্যামিলটনকে উপপত্নী হিসাবে পান। ট্রাফালগারের যুদ্ধে মারা যাবার পর তাঁকে অবশ্য ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবীতে সমাধিস্থ করা হয় না কিন্তু তার বদলে তাঁকে সমান সম্মানের সঙ্গে সেন্ট পলস্ গির্জ্জায় সমাধি দেওয়া হয়।

এর সঙ্গে তুলনা করে দেখুন ওয়াশিংটন কি পেয়েছিলেন। সৈনিক হিসাবে তিনি বিড়ম্বিত, তাঁকে সাবধানতা, সাহস এবং বিনয়ের এক অসম্ভব সমন্বয় দেখাতে হয়েছিল। দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা হিসাবেও তাঁকে একই ধরণের বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর নজীর দেখে কাজ করার কোন উপায় ছিল না। কার্য্যত তিনি সদ্যজাত ঐতিহ্যহীন জাতির খুঁজে পাওয়া মহান প্রেসিডেন্ট, সেদিন সেই জাতিকে অত্যন্ত দুরূহ অবস্থা এবং সমস্যা কাটিয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছিল। নেলসনের পুরস্কার ছিল ছিল নগদ এবং প্রচুর। ওয়াশিংটনের পুরস্কার ছিল অদৃশ্য। ওয়াশিংটনের বুকে কোন তারকা ঝুলতো না—তাঁর স্বদেশবাসীদের অনেকেই মনে করতেন যে সিনসিনাটির তারকা পরাটাও তাঁর পক্ষে অনুচিত হ'বে। সম্বোধনের বেলায়ও কোন সমারোহ ছিল না। একজনকে সম্বোধন করা হ'তো ভাইকাউন্ট নেলসন, ব্রন্টের ডিউক বলে আরেক-জনকে সাদাসিধা মিঃ প্রেসিডেন্ট বলে। তাঁর গাড়ীতে একটা প্রতীক আঁকা থাকতো। তাঁর পরের প্রেসিডেন্টরা এটাকেও বাহুল্য বোধে বর্জ্জন করেছিলেন। মুদ্রায় তাঁর মাথা অঙ্কিত হয়, তিনি নিরাপদভাবে মৃত হ'বার বহু পরে। এইভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নবীন সাধারণতন্ত্রের পক্ষে যে সম্ভব ছিল না সেটা ওয়াশিংটন বুঝতেন। তিনিও চেয়েছিলেন প্রধান শাসনকর্ত্তার পদটা যতটা সম্ভব অনাড়ম্বর হোক কারণ মানুষের লোভের এবং উচ্চাশার তো কোন সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু শুনতে কিরকম অদ্ভুত শোনায়। এত কৃপণতা। ১৭৮৩ সালে তাঁর ঘোড়ায় চড়া যে মূর্ত্তিটির জন্য কংগ্রেস অর্থ মঞ্জুর করেন সেটা ১৮৬০ সালের

আগে তৈয়ারী হয় নি। ওয়াশিংটন ডি, সিতে যে বিরাট স্মৃতিস্তম্ভটি দেখি সেটির নির্ম্মাণ কার্য্য এবং উদ্বোধন ১৮৮৫ সালের আগে শেষ হয় নি—যে মানুষটির স্মৃতি এটি বহন করছে তিনি তখন ৮৭ বছর হ'লো দেহ রক্ষা করেছেন। (১৭৮৯ সালে ফ্রেডরিকস্‌বার্গে তাঁর মাতাকে সমাধিস্থ করা হয়। ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত সেখানে কোন স্মৃতিফলক বসানোর কথা কারুর মনে হয় নি তারপর মনে হ'লেও ৫০ ফুট উঁচু স্মৃতিফলকটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় ১৮৯৪ সালে)।

ভেবে দেখুন মাউন্ট ভারননের কথা রোদের তাপে ফাটা মাটি, গরমহাওয়ায় পোড়াগাছ, আগাছায় ভর্ত্তি তাঁর বাসস্থান। (তবে জেফারসনের মণ্টিসেলোর চাইতে তার অবস্থা ভাল ছিল।) তাঁর মৃত্যুর মাত্র ১৩ বছর বাদে ১৮৩৯ সালে একজন পর্য্যটক এটি দেখে এসে লেখেন "আমার চারিদিকে শুধু ভগ্নস্তূপ ভাঙা বারান্দা, ভাঙা ঘর। বাগানটায় কারা লাঙল চালিয়েছে—সুন্দর সুন্দর ইটালিয়ান পাত্রের চারিধারে গরু চরে বেড়াচ্ছে। একজন মহৎ লোকের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের একটা পরিপূর্ণ ছবি দেখে আমার চোখের জল আটকে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল। আমার মনে হ'ল মানুষের মহত্ত্বের এই পরিণতি।" [মার্গারেট বি, স্মিথের লেখা ওয়াশিংটন সমিতির প্রথম চল্লিশ বছর থেকে নেওয়া])। মাউন্ট ভারনন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রথমে এক ভাইপো পরে এক ভাইপোর ভাইপো পান, যাঁদের ক্ষমতা ছিল না এর সংস্কার করেন। অবশেষে, কংগ্রেস নয়, মাউন্ট ভারনন মহিলা সমিতি নামে এক বেসরকারী সমিতির উদ্যোগে এবং তার সদস্যদের আনুকূল্যে—যারা এর উদ্ধারের অর্থসংগ্রহে সহযোগীতা করেন, মাউন্ট ভারননের উদ্ধার কার্য্য সমাধা হয়। এই বিয়োগান্তক নাটকের পরিণতি দেখে কি এমার্সনের "হামাত্রেয়া"র সেই লাইনগুলি মনে পড়ে না।

এই সেই জায়গা
জঙ্গলে ভরা
সেই পুরাতন উপত্যকা
আজ যদিও এবড়ো খেবড়ো
আর ডোবায় ভরা।

কোথায় উত্তরাধিকারীরা ?
সবাই চলে গেছে
বন্যার জলের মতো
আইন আর আইন ব্যবসায়ী
আর সাম্রাজ্য—
সব মুছে গেছে চিরতরে।

সাফল্য—

সত্যিই কি মনে করিয়ে দেয় ? না। ওয়াশিংটনের বেলায় রাজ্যের অস্তিত্ব আজো আছে তবে সেটা সাধারণতন্ত্র। উত্তরাধিকারীরা আছে যদিও তারা একজন নয় সমগ্র জাতি।

বাস্তবিকপক্ষে এ কাহিনীকে নীরস ভাবে শেষ করা অন্যায় হবে। প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনে যা হয়ে থাকে ওয়াশিংটনের জীবনেও সেই রকম একটা দুঃখের ছোঁয়াচ আছে। তাঁর জীবন আমাদের শ্রদ্ধা উৎপাদন করে কিন্তু ঘনিষ্ঠ ভালবাসা জাগায় না। রক্তমাংস যদি আমাদের কাছে ঠাণ্ডা পাথর বলে মনে হয় তবে মনে রাখতে হবে যে তাঁর স্বভাবই ছিল সে রকম আর আমেরিকা তাঁর কাছ থেকে সেই জিনিষই আশা করেছিল। ওয়াশিংটন তাঁর কার্য্যক্ষমতা কতদূর সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তাই তিনি এত দায়িত্বভারে নিশ্চয় চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলেন। একটানা যুদ্ধের ভেতর দিয়ে চলা, সমস্যা এবং মতবিরোধ নিয়ে মাথা ঘামানো সব সময়ে সর্ব্বনাশের ধারে থাকতে নিশ্চয় সকলেরই খারাপ লাগে।

তবুও ওয়াশিংটনের জীবন গভীর সাফল্যের পরিচায়ক। তাঁর মধ্যে আমরা এমন একটি মানুষের পরিচয় পাই যিনি তাঁকে যা কাজ দেওয়া হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে সব করেছেন। যাঁর গুণই ছিল ধীরস্থিরভাবে ভেবে চিন্তে কাজ করার মধ্যে। কেউ কেউ সেটাকেই ভুল করে বুদ্ধির অভাবের পরিচয় ভেবে নিয়েছে। তিনি তাঁর নিজের জীবনে আমেরিকার শক্তির প্রমাণ দিয়ে গেছেন। তিনি সৎ ব্যক্তি ছিলেন

কিন্তু সাধু ছিলেন না; একজন দক্ষ সৈনিক ছিলেন, বিরাট কিছু ছিলেন না; সৎ শাসনকর্ত্তা ছিলেন কিন্তু প্রতিভাবান রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না; সংরক্ষণশীল ছিলেন—চমকপ্রদ সংস্কারক ছিলেন না। অথচ সব মিলিয়ে ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তি।

তাঁহার ব্যক্তিগত সান্ত্বনা ছিল এই যে তিনি বরাবর সোজাভাবে এবং সম্মানের সঙ্গে তাঁর রাস্তায় চলেছেন। তিনি শেষ শয্যা পেতে ছিলেন যে বাড়ীতে সেটাই ছিল পৃথিবীর মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। তাঁর শয্যাপাশে ছিলেন তাঁর স্ত্রী যাঁর প্রতি তিনি চল্লিশ বছর ধরে অনুগত ছিলেন। দেশের জন্য তাঁর কাজের সাফল্য ধরা যাক। মৃত্যুর সময়ে তিনি দেখে গেলেন আমেরিকা অটুট আছে। জানতেন যে আমেরিকা গঠনের মূলে তাঁর অবদান কারুর চেয়ে কম নয়। আরো জানতেন যে তাঁর নিজের সময় ফুরিয়ে গেলেও আমেরিকার হাতে সময় আছে আর সেটা তার এক বিরাট সম্পদ। ইতিহাসের বেশীর ভাগ ঘটনার চেয়ে আমেরিকার সৃষ্টি ছিল অনেক বেশী গুরুত্ব-পূর্ণ অনেক বেশী স্থায়ী।

এর কতটা কৃতিত্ব শুধুমাত্র তাঁর আমরা ঠিক করে বলতে পারি না। শেষ বিচারে সে প্রশ্ন অবান্তর। আমেরিকার মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলেন যে তাঁর নাম স্থলে অন্তরীক্ষে আপনা থেকেই ধ্বনিত হ'তো। তাঁকে তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত গল্পকথা এবং কিংবদন্তী থেকে আলাদা করার চেষ্টা তাঁর জীবনীকারের পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু নয়। ডাক টিকিটের মধ্যে তাঁর ছবি, ডলার নোটে তাঁর ছবি এত পরিচিত যে অনেকেই তা লক্ষ্য করেন না, মনে রাখেন না। কনফেডারটদের মোহরে ঘোড়ায় চড়া ছবি, আগের কথা ভুলে গিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের সময় অ্যাণ্ড্ জ্যাকসনের "দ্বিতীয় ওয়াশিংটন" রূপে পরিচয় দান, চেরী-গাছের গল্প, সিনসিনেটাসের লাঙ্গল হাতে, ডেলাওয়ার নদীতে বরফ ভাঙা, মনোঙ্গাহেলার সেই কাল্পনিক রেড ইণ্ডিয়ানের উক্তি যে, কোন বন্দুকের গুলী তাঁর প্রাণ হরণ করতে পারে না—এই সমস্ত কিংবদন্তীর থেকে ওয়াশিংটনকে কে আলাদা করতে পারে? কেউ না। মানুষ আর স্মৃতি-স্তম্ভ এক হয়ে গেছে আর সেই স্মৃতিস্তম্ভই হ'লো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।